শহীদানের গল্প শোন ১-১০

শহীদানের গল্প শোন
স ম গ্র

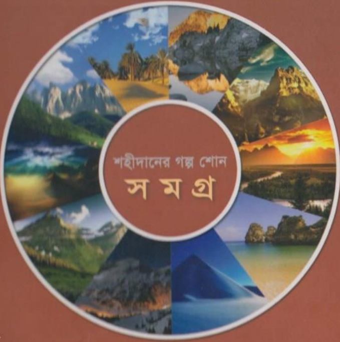

আশরাফ মুহাম্মাদ আলওয়াহ্‌শ

শহীদানের গল্প শোন ১-১০

শহীদানের গল্প শোন
সমগ্র

মূল
আশরাফ মুহাম্মাদ আলওয়াহ্‌শ
বিখ্যাত আরব সাহিত্যিক

অনুবাদ
মাওলানা মুহাম্মাদ যাইনুল আবিদীন
মাওলানা মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৮৮-০২-৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫
ই-মেইল: support@maktabatulashraf.net
ওয়েবসাইট: www.maktabatulashraf.net

www.pathagar.com

শহীদানের গল্প শোন ১-১০

শহীদানের গল্প শোন সমগ্র

মূল: আশরাফ মুহাম্মাদ আলওয়াহ্‌শ

অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মাদ যাইনুল আবিদীন ও
মাওলানা মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
[অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং-৫
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

প্রথম সংস্করণ
সফর ১৪৩৩ হিজরী
জানুয়ারি ২০১২ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/২, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-8291-06-7

মূল্য ঃ তিনশত ষাট টাকা মাত্র

Saiyedush Shuhada

HAZRAT HAMZA Rz.

By: Ashraf Muhammad Alwahsh

Translate By: Mawlana Muhammad Zainul Abideen
& Mawlana Muhammad Sakhawat Hossain

Price: Tk. 360.00 US$ 10.00

www.pathagar.com

ইনতেসাব

হযরাতুল ইমাম

রশীদ আহমাদ গাংগুহী রহ.!

ইংরেজ বেনিয়াদের এদেশ থেকে বিতাড়নে যার ভূমিকা
ইতিহাস পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে।
এদেশের মুসলিম সমাজকে বিদ'আত ও কুসংস্কার মুক্ত
করতে যিনি তাওহীদ ও সুন্নাহ্র ঝাণ্ডা উঁচু করে
আজীবন লড়াই করেছেন।

-প্রকাশক

www.pathagar.com

শহীদানের গল্প শোন সমগ্র
সংক্ষিপ্ত সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাইয়্যেদুশ শুহাদা হযরত হামযা রাযি. - ১ম খণ্ড	৭
বেহেশতের পাখি হযরত জা'ফর তাইয়্যার রাযি. - ২য় খণ্ড	৫৭
ইসলামের প্রথম দূত হযরত মুস'আব ইবনে উমাইর রাযি. - ৩য় খণ্ড	১১৩
একমাত্র সাহাবী যাঁর নাম কুরআনে বর্ণিত হয়েছে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি. - ৪র্থ খণ্ড	১৬৯
যাঁর মৃত্যুতে আরশ কাঁদে হযরত সা'দ ইবনে মু'আয রাযি. - ৫ম খণ্ড	২১৭
সৌভাগ্যবান সেনাপতি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. - ৬ষ্ঠ খণ্ড	২৬৫
শহীদের পিতা শহীদ হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি. - ৭ম খণ্ড	৩১৩
শূলিবিদ্ধ শহীদ হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযি. - ৮ম খণ্ড	৩৫৩
যে শহীদকে গোসল দিলেন ফেরেশতাগণ হযরত হানযালাহ ইবনে আবু আমের রাযি. - ৯ম খণ্ড	৩৯৩
শাহাদাত পিয়াসী হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি. - ১০ম খণ্ড	৪৩৩

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশের অন্যতম ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব জনাব প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম, শরী'অতের অনুশাসন ও সুন্নাতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এমন নিরংকুশ আত্মসমর্পিত জীবন-যাপন করেন যা দেখে আমাদের শুধু ঈর্ষাই হয়। তাঁর অনুপম ও উন্নত ইসলামী আখলাক তাঁর আশপাশের লোকদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। যার দরুন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ধরনের ব্যতিক্রম পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। এ প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পর্যায়ের কয়েকজন প্রফেসর ও কর্মকর্তা তাদের আত্মজ সন্তানদের নিজেদের শিক্ষা থেকে সযত্নে দূরে রেখে খালেস দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের শ্রেষ্ঠতম নিয়ামত দ্বীন শিক্ষা দেয়ার আয়োজন করেছেন। মূলতঃ এ রকম কিছু ছাত্র নিয়েই জনাব প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম গড়ে তুলেছেন উত্তরার মুহাম্মাদিয়া মাখযানুল উলূম মাদরাসা। এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র নূরুল হুদা, আশরাফ ও রিযওয়ানুল কবীরের কাছে আরবী শিশু-সাহিত্যের সুন্দর তিনটি সিরিজ

(١) شهداء حول الرسول صلى الله عليه وسلم

১. শহীদানের গল্প শোন

(٢) اطفال حول الرسول صلى الله عليه وسلم

২. কিশোর সাহাবা

www.pathagar.com

(٣) بنات حول الرسول صلى الله عليه وسلم

৩. রাসূলের স. যুগের আদর্শ কিশোরী

দেখতে পাই এবং এগুলোর অনুবাদ প্রকাশের উদ্যোগ নেই। মূলতঃ প্রথমোক্ত কিতাবটিকে অবলম্বন করেই তৈরি করা হয়েছে আমাদের এবারের আয়োজন 'শহীদানের গল্প শোন ১-১০'।

সুসাহিত্যিক জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ যাইনুল আবেদীন ছাহেব ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ডের অনুবাদ করেছেন। অবশিষ্ট সাতটি খণ্ড (৪-১০) অনুবাদ করেছেন নবীন অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। আল্লাহ পাক তাঁদের উভয়কে দুনিয়া ও আখেরাতে এর উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

আমাদের শিশু-কিশোরদের রুচি অনুযায়ী আমরা এ সিরিজটিকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কবুল করুন। এ বই পাঠ করে আমাদের শিশু-কিশোরদেরকে সাহাবায়ে কেরামের মত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সৈনিকরূপে গড়ে উঠে মুসলমানদের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার তাওফীক দান করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

তারিখঃ
২৪ মুহাররম, ১৪৩৩ হি.

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
জামেয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া
তাঁতীবাজার, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

শহীদানের গল্প শোন সিরিজ

১

সাইয়্যেদুশ শুহাদা

হযরত হামযা রাযি.

মূল

আশরাফ মুহাম্মাদ আলওয়াহ্হশ

বিখ্যাত আরব সাহিত্যিক

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ যাইনুল আবিদীন

মুহাদ্দিস: আলজামেয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া

খতীব: সি এন্ড বি জামে মসজিদ

নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা

মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৮৮-০২-৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

ই-মেইল: support@maktabatulashraf.net

ওয়েবসাইট: www.maktabatulashraf.net

www.pathagar.com

শহীদানের গল্প শোন সিরিজ-১

সাইয়্যেদুশ শুহাদা

হযরত হামযা রাযি.

মূলঃ আশরাফ মুহাম্মাদ আলওয়াহ্হশ

অনুবাদঃ মুহাম্মাদ যাইনুল আবিদীন

প্রকাশক

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

মাকতাবাতুল আশরাফ

[অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]

ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং-৫

১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

প্রথম সংস্করণ

মুহাররম ১৪৩৩ হিজরী

ডিসেম্বর ২০১১ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায

গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স

(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)

৩/২, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-8291-06-7

মূল্য ঃ ষাট টাকা মাত্র

Saiyedush Shuhada

HAZRAT HAMZA Rz.

By: Ashraf Muhammad Alwahsh

Translate By: Muhammad Zainul Abideen

Price: Tk. 60.00 US$ 3.00

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
শহীদানের গল্প শোন-১	
সাইয়্যেদুশ শুহাদা হযরত হামযা রাযি.	
শহীদানের গল্প শোন-১	
সাইয়্যেদুশ শুহাদা হযরত হামযা রাযি.	১১
চাচা এবং বন্ধু	১৪
আলোর পথে হযরত হামযা রাযি.	১৫
চিন্তায় পড়ে গেলেন হামযা রাযি.	২০
মুসলমান হলেন হযরত হামযা রাযি.	২২
পথ হলো সুগম	২৪
জিবরাঈলের সাথে দেখা...	২৫
হযরত হামযা এখন মদীনায়	২৭
ইসলামের প্রথম পতাকাবাহী হামযা রাযি.	৩১
বদর যুদ্ধ	৩৫
সম্মুখ যুদ্ধের আহ্বান	৩৭
উহুদ যুদ্ধ	৪০
আল্লাহর সিংহ	৪২
শহীদ হলেন হামযা রাযি.	৪৪
তাওবা করল ওয়াহ্শী	৪৫
শহীদানের সন্ধানে নবীজী সা.	৪৬
ফিরিশতাগণ গোসল করিয়েছেন	৪৬
সত্তর বার জানাযা পড়লেন নবীজী সা.	৪৭
হামযার জন্যে কে কাঁদবে ?	৪৮
বিদায় সাইয়্যেদুশ-শুহাদা	৫১
এসো দুআ করি	৫২

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

www.pathagar.com

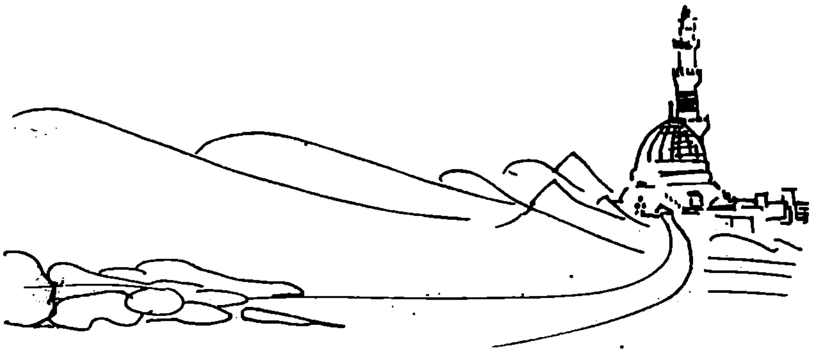

শহীদানের গল্প শোন-১

সাইয়্যেদুশ শুহাদা হযরত হামযা রাযি.

ছোট্ট বন্ধুরা,

তোমরা সকলেই জান, আমাদের প্রিয়তম নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম বললে বা শুনলে সঙ্গে সঙ্গে বলতে হয়- 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।' এবং একথাও নিশ্চয় শুনেছ, নবীজীর কোন সাহাবীর নাম শুনলে বা বললে সঙ্গে সঙ্গে বলতে হয়- 'রাযিয়াল্লাহু আনহু।' এর অর্থ, আল্লাহ তাঁর প্রতি খুশী।

ও হ্যা! সাহাবী কাকে বলে তাতো বলা হয়নি!

তাহলে শোন! ইসলাম গ্রহণ করার পর যেসব ভাগ্যবান মানুষ আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বচক্ষে দেখেছেন, তাঁর কাছে আসার খোশ নসীব লাভ করেছেন এবং ঈমান নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, তাঁরাই হলেন সাহাবী!

তবে মনে রেখ, তখনকার দিনে ইসলাম গ্রহণ করা কিন্তু খুব সহজ কথা ছিল না! কারণ, সেকালের মক্কার লোকেরা ছিল বেজায় পাষণ্ড। তারা দিন-দুপুরে ডাকাতি করতো। কথায় কথায় ঝগড়া বাধিয়ে খুন করতো কত্তো মানুষ। বাজারে যেমন গণ্ডায় গণ্ডায় মাছ বিক্রি হয় তেমনি হাটে-বাজারে মানুষ বিক্রি হতো। ওরা দাস-দাসী! তাই কথায় কথায়

www.pathagar.com

মার খেত ওরা মনিবদের হাতে। কারও ঘরে কন্যা সন্তান হলে তার নাকি অপমান হতো। তাই চাঁদের মতো ফুটফুটে মা-মণিদেরকে জীবন্ত কবর দিয়ে ফেলতো ওরা। আহা, কী–যে চিৎকার করে আব্বু আব্বু করে ডাকতো ওরা! মায়ামাখা কচিকণ্ঠে! কিন্তু পাষাণদের মন গলতো না।

এর চাইতেও ভয়ংকর বিষয় কি ছিল জানো? পবিত্র কাবা ঘরে ওরা হাতের তৈরী মূর্তি সাজিয়ে তাদের পূজা করতো। তাও কি একটি–দুটি! তিনশ' ষাটটি! দেখ, কত্তো বড় বেঈমানী, কত্তো বড় সাহস! আল্লাহ'র ঘরে মূর্তি! তোমরাই বল, এত অবিচার এত অন্যায় কি মেনে নেয়া যায়? যায় না!

আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেন। আর অমনি ক্ষেপে ওঠল তাঁর বিরুদ্ধে সকলেই! ক্ষেপবেই তো! চামচিকারা কি আলো পছন্দ করে, বল! অতঃপর শুরু হলো নবীজীর প্রতি সে–কি অত্যাচার!

একটি ঘটনা বলি!

একবার আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তে দাঁড়িয়েছেন! পবিত্র কা'বা ঘরের সামনে। পাশেই বেঈমান-মুশরিকদের একটি জটলা ! তারা যখন দেখল হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাণ খুলে আল্লাহর ইবাদত করছেন তখন তাদের গায়ে জ্বালা ধরে গেল। কী, আমাদের দেব-দেবীদের এই অপমান! আমাদের সামনেই 'এক' আল্লাহর ইবাদত!? দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি! ছুটে গেল এক হতভাগা। উট জবাই করে তার নাড়ি ভুঁড়ি যেখানে ফেলে রাখে সেখানে। গিয়ে ইয়াবড় একটি উটের ভুঁড়ি নিয়ে ছুটে এলো নবীজীর দিকে।

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সিজদায়। তিনি প্রাণ খুলে তাঁর প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছেন মাটিতে কপাল রেখে।

www.pathagar.com

সেই অভাগা বেঈমান কি করল জানো! উটের ভুঁড়িটি এনে নবীজীর মাথায় চাপিয়ে দিলো। অসম্ভব ভারে নবীজীর দম বন্ধপ্রায়। প্রাণ তাঁর যায় যায়। চোখ দু'টো যেন বেরিয়ে পড়বে! তিনি কোনভাবেই মাথা ওঠাতে পারছেন না। খবর পেয়ে দৌড়ে এলেন নবীজীর আদরের দুলালী ফাতিমা রাযি.! মাথার উপর থেকে টেনে সরালেন উটের ভুঁড়ি! এবং বেঈমানদেরকে বেশ কিছু তিতে কথাও বললেন।

আচ্ছা, তোমরাই বল! আমাদের নবীজী কী অপরাধ করেছিলেন সেদিন! ওদের হাতে বানানো পাথরের তৈরী মূর্তিকে সিজদা করেননি এই তো। আর ওদেরকে নিষেধ করেছেন মন্দ কাজ করতে; অন্যায়ভাবে কাউকে অত্যাচার করতে নিষেধ করেছেন! তাই তাঁর প্রতি এই জুলুম!

নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ভয়ংকর দুর্দিনে যাঁরা এসে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন; তাঁকে বিশ্বাস করেছেন; জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁকে আগলে রেখেছেন; পদে পদে নির্যাতিত হয়েছেন; অত্যাচারে বাপ-দাদার বাড়ী-ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছেন; এমনকি নবীজীর কথায় পবিত্র ইসলামের জন্যে জীবন দিয়েছেন; শহীদ হয়েছেন– তোমরাই বল, আল্লাহ কি তাঁদের প্রতি খুশী না হয়ে পারেন? পারেন না। তাই তিনি পবিত্র কুরআনে বলে দিয়েছেন– 'রাযিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাযু আনহু'– তিনি তাঁদের প্রতি খুশী; তাঁরাও তাঁর প্রতি খুশী!

আচ্ছা, একবার ভেবে দেখতো! সেদিন যদি আল্লাহর রহমতে সাহাবীগণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে নবীজীকে গ্রহণ না করতেন; জীবনের মায়া করে ঘরে বসে থাকতেন তাহলে কেমন হতো! কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতো ইসলাম? আমরা কিভাবে সন্ধান পেতাম বেহেশতের? পেতাম না। কেউ পেতাম না। আমাদের প্রতি এত যাদের অনুগ্রহ তাঁদের নাম শুনলে যদি একটু 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বলে দু'আও না করি তাহলে খুব বেশী নিমকহারামী হয়ে যাবে না?

www.pathagar.com

চাচা এবং বন্ধু

নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই দুর্দিনে নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাশে এসে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন তবু ছেড়ে যাননি নবীজীকে তাঁদের-ই অন্যতম হযরত হামযা রাযি.! সম্পর্কে তিনি নবীজীর চাচা! তিনি নবীজীর দুধভাইও! বয়স ছিল দু'জনের খুবই কাছাকাছি। বেড়ে ওঠেছেন এক সাথে। শৈশব-কৈশোর গেছে পাশাপাশি। তাই তিনি নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুধু চাচা কিংবা দুধ ভাই-ই ছিলেন না– ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। দু'জনই দু'জনকে জানতেন। খুব ভাল করেই জানতেন। পরস্পরে ভাবও ছিল বেশ। তাই মক্কার বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত নারী হযরত খাদীজা রাযি. আমাদের নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সততা পবিত্র স্বভাব মধুময় ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যখন বিয়ের প্রস্তাব দেন তখন নবীজী বিষয়টি তাঁর চাচাদেরকে বলেন। চাচারা শুনে তো ভীষণ খুশি! বিশেষ করে হযরত হামযা রাযি.!

এই খুশির সংবাদ শুনে হযরত হামযা রাযি. সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়ালেন। নবীজীকে সঙ্গে করে চলে গেলেন হযরত খাদীজা রাযি.-এর বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। খাদীজা রাযি.-এর বাবা খুআইলিদ হযরত হামযা রাযি.-এর এই প্রস্তাব শুনে তো আনন্দে আটখানা! রাজী এবং সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে।

www.pathagar.com

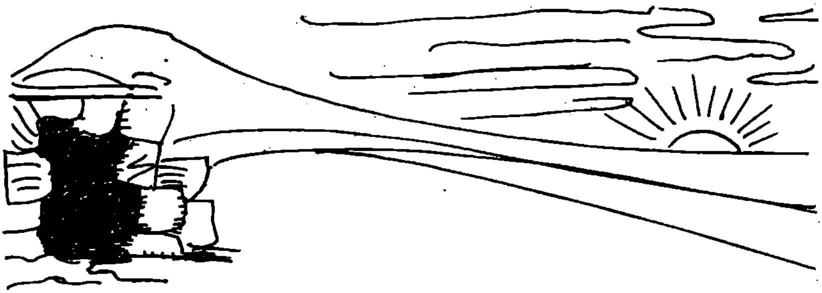

আলোর পথে হযরত হামযা রাযি.

হযরত হামযা রাযি. নবীজীকে খুব ভাল করে জানতেন। জানতেন, তিনি কখনো মিথ্যা বলেন না। তিনি কাউকে ধোঁকা দেন না। কষ্ট দেন না। তাঁর চরিত্র সূর্যের মত উজ্জ্বল। জীবনের কোথাও কলংক নেই। তাঁর প্রতি হযরত হামযার কোন সন্দেহ নেই। কেন সন্দেহ করবেন? হযরত হামযা শৈশব থেকে এক সাথে হেসে-খেলে বড় হয়েছেন। এখন তো টগবগে যুবক! কিন্তু এই বিশাল জীবনে কখনো কি তাঁকে রাগ হতে দেখেছেন? কঠোর হতে দেখেছেন? অনর্থক কথা বলতে দেখেছেন? দেখেননি!

হযরত হামযা তাঁকে ভালবাসতেন!

হযরত হামযা তাঁকে বিশ্বাস করতেন!

তবে হামযা ছিলেন মুশরিক! বাপ-দাদার ধর্মের উপর ছিলেন হামযা। বাপ-দাদাদের ধর্ম ছেড়ে দেয়া কি সহজ! বিশেষ করে বীর হামযার জন্যে! মানুষ বলবে না, বাপ-দাদাদের ধর্ম ছেড়ে দিয়ে ভাতিজার ধর্ম ধরেছো? ওতে হামযার মর্যাদায় আঘাত লাগবে! নেতা আবদুল মুত্তালিবের পুত্রের জন্যে এটা বড় মন্দ দেখায় না! এই লোকের ভয়েই হামযা বলতে পারছিলেন না– আমি মুহাম্মদকে বিশ্বাস করি! বলতে পারছিলেন না, মুহাম্মদের ধর্মই সত্য। বলতে পারছিলেন না, হাতের তৈরী ওই মূর্তিগুলোকে ভক্তি দিয়ে লাভ কি?

www.pathagar.com

কিন্তু তাঁর ভাগ্য ছিল ভাল!

তাঁর কপালে হেদায়াত ছিল!

তাঁর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ছিল!

আচ্ছা, আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তাকে কি কেউ অন্ধ করে রাখতে পারে? আটকে রাখতে পারে ওই মূর্তির খোঁয়াড়ে ? পারে না! অবশেষে তাই হলো! এবং কিভাবে হলো সেই কথাই বলি, মন দিয়ে শোন!

মক্কায় একটি পাহাড় ছিল!

'সাফা' পর্বত তার নাম!

এই পর্বতের পাশেই বসে আছেন আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তিনি সর্বদায়ই চিন্তা করেন, সারা জাহানের সবগুলো মানুষকে কিভাবে 'মানুষ' করা যায়! আজও সে কথা-ই ভাবছেন কোলাহলমুক্ত, নিবিড়-শান্ত সাফা পর্বতের পাশে বসে!

মক্কায় একজন ভয়ংকর খারাপ মানুষ ছিল!

নামে মানুষ হলেও কাজে শয়তানের গুরু!

নাম ছিল 'বুদ্ধির বাবা'– আবুল হাকাম।

অবশেষে সে-ই হলো 'মূর্খতার বাবা'–আবু জাহেল।

আল্লাহর দ্বীনের সাথে বেঈমানী করলে এমনই হয়।

কী মতলবে যেন এই সাফা পাহাড়ের পাশ দিয়েই যাচ্ছিল আবু জাহেল। নজর পড়ল আমাদের নূর নবীজীর প্রতি। কপালপোড়া বেঈমানটি করল কি জানো! এগিয়ে গেল নবীজীর প্রতি। নবীজীকে খুব বকা-ঝকা করল। পবিত্র ইসলামকে পর্যন্ত যা–তা বলল! নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নীরব! মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুচ্ছে না। কী বলবেন!

www.pathagar.com

'কুকুরের কাজ কুকুর করেছে, কামড় দিয়েছে পায়,

তাই বলে কুকুরে কামড়ানো সে কি, মানুষের শোভা পায়?'

যারা ইতর তারা গালি দেয়!

ভদ্রলোকেরা শুনে থাকে, কিছু বলে না!

নবীজীও কিছুই বললেন না! তাকিয়ে রইলেন...

তারপর অমানুষটি করলো কি– একটি পাথর হাতে নিয়ে নবীজীর মাথায় ছুঁড়ে মারল! দরদরিয়ে বেরুতে লাগল তাজা টকটকে লহু। লহুতে ভিজে যাচ্ছে পবিত্র চাঁদের মত মায়ামাখা মুখখানা! কী যে রহমতের ঢেউ ছিল বুকে তাঁর! তিনি একটি কটু কথাও বললেন না। বদ-দুআও করলেন না!

চলে এলো আবু জাহেল!

পবিত্র কাবাঘরের সম্মুখে মক্কার কুরাইশদের যে বৈঠক বসে–সেখানে চলে এলো! মূর্খ নেতাদের অন্যতম আবু জাহেল। তাকে দেখেই তো সকলের সে কি খুশী!

তার সামান্য পরে...

এ পথেই ফিরছিলেন হামযা! শিকার থেকে ফিরছিলেন। কাঁধে ধনুক ঝুলছে! বীর-বিক্রমে হেঁটে চলেছেন কুরাইশী যুবক! শিকার মেলেনি বুঝি। তাই শিকারীর মন গাম্ভীর্যে শীতল! হাঁটছেন আনমনে!

এই পাহাড়েই থাকতো এক অবলা নারী!

নাম-ধাম নেই তার। কারণ সে দাসী! আবদুল্লাহ ইবন জুদআনের দাসী! সে লক্ষ্য করল হামযা আসছেন। মুহাম্মদের চাচা আসছেন। ভেতরটা তার মোচড় দিয়ে উঠল। কষ্ট ও ক্ষোভের যন্ত্রণাগুলো কুটকুট করে কলজেটায় কামড়াতে লাগল। আহা, বিনা অপরাধে মুহাম্মদকে কী অত্যাচারটা করে গেল বেঈমান আবু জাহেল।

www.pathagar.com

সে ভাবল, ঘটনাটা হামযাকে বলা দরকার।

বীর হামযাকে বলা দরকার।

হোক না সে মুশরিক! নবীজীর চাচা না?

না, কথাটা হামযাকে বলতেই হবে।

নিচে নেমে এলো সে। হামযার একেবারে কাছে এসে ডাকল ঃ

ও উমারার বাবা!

'আবু উমারা' মানে উমারার বাবা। এটা হামযার ডাক নাম। পরিচিতজনরা তাকে এ নামেই ডাকে। ডাক শুনে হামযা মহিলার দিকে তাকালেন! অনেকটা চমকে ওঠার মতো!

ঃ কী, আমাকে ডাকছো?

ঃ হ্যাঁ, তোমাকেই তো!

ঃ কেন, কী হয়েছে!

ঃ যা হয়েছে তা যদি দেখতে...

ঃ আহা, বল না হয়েছেটা কি...

তারপর রাসূলুল্লাহ'র সাথে আবু জাহেল যে কাণ্ড ঘটিয়েছে সব খুলে বলল সে! শুনে তো হামযার মাথায় আগুন! রাগে রোষে ক্রোধে শরীর তাঁর কাঁপছে। এত্তো বড় সাহস! অবশেষে আমার ভাতিজার গায়ে হাত তুলল আবু জাহেল!

'তাহলে তোমারও রক্ষে নেই আবু জাহেল!' মনে মনে স্বগতোক্তি করলেন হামযা এবং তীরের বেগে হনহন করে ছুটলেন কাবার দিকে। পাষণ্ডটাকে ওখানেই পাওয়া যাবে। আর পাষণ্ডদের আড্ডায়! যেতে যেতে হামযার মনে পড়ল– ক'দিন পূর্বে একদিন নেতাদের আড্ডায় মুহাম্মদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচনা তিনি শুনেছেন! সে দিনই হামযা সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেছিলেন–– ওদের কথায় কেমন যেন

www.pathagar.com

হিংসা, ভয় ও অস্থিরতা নড়ে-চড়ে উঠছিল। তাহলে কি ওরা এমন একটা কিছুর-ই চিন্তা করছিল! কথাগুলো ভাবতে ভাবতে কেমন যেন ভেতরটা আরও বিদ্রোহী হয়ে উঠল! এক রকমের সিদ্ধান্ত ও রূপান্তরের গন্ধও পেল সে তার ভেতরটার মধ্যে

হামযা এখন কাবার সমুখে!

চোখের তারা দুটো পাঞ্জেরীর মত সতর্কতার সাথে গিয়ে পড়ল নেতাদের আড্ডায়। কোন বেগ পেতে হলো না আবু জাহেলকে খুঁজে বের করতে! তারপর সরাসরি গিয়ে দাঁড়ালেন আবু জাহেলের ঘাড়ের উপর। বসে আছে আবু জাহেল! সুতরাং কোন রকম ভূমিকা ছাড়াই কাঁধে ঝুলিয়ে রাখা ধনুকটি নামিয়ে এনে বেদম প্রহার! অপ্রস্তুত আবু জাহেল তো বেত্রাঘাতে দিশেহারা হতভম্ব। মজলিসের সকলেই ঠাডাপড়া মানুষের মত বেকুব বেকুব মুখ করে তাকিয়ে রইল হামযার প্রতি। কারও মুখেই কথা নেই। অতঃপর চিৎকার করে উঠলেন হামযা-ই!

ঃ আবু জাহেল! তুমি আমার ভাতিজাকে বকা-বাদ্যি করেছো?

তাহলে শোন! আজ থেকে আমিও তার সাথে আছি!

সে যা বলে আমিও তাই বলব!

যদি শক্তি থাকে, তাহলে আমাকে কিছু কর দেখি!

হামযার কথায় ঘোর কাটল সকলের। আবু জাহেলের গোত্রের লোকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। হামযার দিকে এগিয়ে গেল। আবু জাহেলের প্রতিশোধ নিতে। তারা বলে উঠল– হামযা! তুমি কি ছোট ছেলে হয়ে গেলে? বোকা হয়ে গেলে তুমি? কী সব বকছো?

হামযা রাযি. বললেন ঃ আমি এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এবং তিনি যা বলেন তা সত্য! তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে আমাকে ঠেকাও দেখি!

আবু জাহেল বলল ঃ আবু উমারাকে বলতে দাও! খোদার কসম! আমি তার ভাতিজাকে খুব মন্দ রকমের গালি দিয়েছি!

www.pathagar.com

চিন্তায় পড়ে গেলেন হামযা রাযি.

আবু জাহেলকে শায়েস্তা করতে পেরে রাগটা এখন ঠাণ্ডা!

ধীর কদমে ঘরে ফিরে এলেন হামযা রাযি.!

রাজ্যের যত ভাবনা আছে সবই এখন তাঁর চিন্তার আকাশে। বলা যায়, হামযার ভাবনার আকাশে এখন এক বিশাল মেলা বসেছে। ভাবনার মেলা। চিন্তার মেলা! সংশয়ের মেলা! দুশ্চিন্তার মেলা! এই মেলার সকলের সাথে এসেছে শয়তানটাও। ভাবনার পোশাক পরে। আত্মমর্যাদার জামা-কাপড় গায়ে দিয়ে। সে হামযাকে বলছে ঃ হামযা! তুমি তো কুরাইশদের নেতা! মুহাম্মদ একজন ছেলে মানুষ। তোমার-ই ভাতিজা! তার কথায় পড়ে বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে দিবে? আর ওই সারি সারি ভগবানরাই বা কি ভাববে। অভিশাপ দেবে না!

শয়তানের কথায় আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা তালগাছের মতো মূর্তির সারিবদ্ধ ছায়াগুলো হামযার স্মৃতিতে ভেসে উঠল! আসলেই কি ওরা কিছু করতে পারে? চিন্তায় পড়ে গেল হামযা!

'এর চাইতে বরং মরে যাওয়াই ভাল।' শয়তান শুধাল!

হামযা স্বগতোক্তি করলেন—

আমি কি করছি...

কোন দিকে যাচ্ছি আমি...

আমি কি মুসলমান হয়ে গেলাম...

কখন...

কিভাবে...

আত্মমর্যাদাবোধের এক কঠিন আঘাতে জ্বলে উঠেছিল হামযা।

তিনি মেনে নিতে পারেননি, তাঁর ভাতিজাকে কেউ মারবে আর তাঁর কোন সাহায্যকারী থাকবে না! তাছাড়া হাশেমী বংশেরও তো একটা

www.pathagar.com

মর্যাদা আছে! এ কারণেই আবু জাহেলের মাথাটা লাল করে দিয়েছে। নিজেকে মুসলমান বলে আবু জাহেলের আত্মাটাকে পিষে ফেলেছে।

অবশ্য এতে কোন সন্দেহ নেই, হামযা বিশ্বাস করতেন তাঁর ভাতিজা মিথ্যা বলেন না। তাঁর কোন উদ্দেশ্যে ও মতলব নেই।

হামযা শুধু বীর-ই ছিলেন না। ছিলেন বুদ্ধিমান।

তাঁর অন্তরটা কাঁচের মত পরিষ্কার ছিল।

তাই রাগের মাথায় যে কথাগুলো বলেছেন সেগুলো এখন তাঁকে প্রচণ্ডভাবে দোলা দিচ্ছে। ভাবতে বাধ্য করছে। সারা জীবন ভরে যে ধর্মকে মেনে এসেছেন তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা কি সহজ?

হামযা এখন বিব্রত!

অথচ সিদ্ধান্ত একটা নিতেই হবে তাঁকে। অবশেষে আকাশের দিকে হাত তুলে মুনাজাত করলেন–

'হে আল্লাহ! ইসলাম যদি সত্য হয় তাহলে আমার অন্তরে তার সত্যতা স্পষ্ট করে দাও! আর যদি তা না হয় তাহলে আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা কর!'

হামযা হাত তুলে কাঁদছেন!

দরদর করে চোখের পানি ঝরছে।

বুক ভেসে যাচ্ছে...

www.pathagar.com

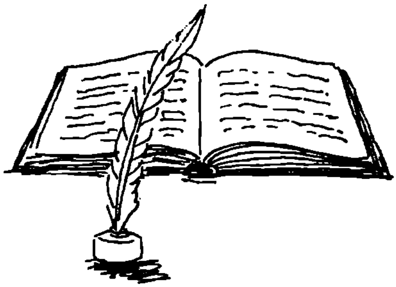

মুসলমান হলেন হযরত হামযা রাযি.

আজ রাতে হামযার ঘুম হয়নি।

একটুও ঘুম হয়নি!

শয়তানের প্রবঞ্চনা আর চিন্তার ভীড়ে সারা রাত কেবল এ পাশ ওপাশ করে কাটিয়েছেন। আর চিন্তার রাত যে কী দীর্ঘ! মনে হয় সূর্যটা বুঝি কোথাও আটকে পড়েছে।

অবশেষে পুব আকাশে ঝলমলিয়ে উঠল রঙিন আভা!

সূর্য উঠবে একটু পরেই! প্রতিদিন যেভাবে উঠে!

পৃথিবীটা আলোকিত হয়ে উঠবে।

দূর অঞ্চল পর্যন্ত এক দৃষ্টিতে দেখা যাবে।

কিন্তু হামযার জীবনে যে অন্ধকার খেলা করছে সে অন্ধকার কি দূর হবে? হামযার ভাগ্যাকাশে কি সত্যের সূর্যোদয় হবে। আবু বকর, খাদিজা, আলী যে সূর্যের সাক্ষাত পেয়েছেন হামযা কি সেই সূর্যের সাক্ষাত পাবেন। যে সূর্য পাহাড়কে আলোকিত করে না; আলোকিত করে পাহাড়ের অধিবাসীদেরকে– অধিবাসীদের হৃদয় রাজ্যকে। যে সূর্যের আলোতে মানুষ ভালোকে ভালো হিসাবে দেখতে পায় আর মন্দকে দেখতে পায় মন্দ হিসাবে!

www.pathagar.com

হামযার আজ চিন্তার শেষ নেই। মাথা গিজগিজ করছে!

অবশেষে নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দরবারে হাজির হয়ে বললেন :

ঃ ভাতিজা, বড় বিপদে পড়েছি! বাঁচার একটি পথ বলে দাও আমাকে। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন।

ঃ কী হয়েছে চাচা তোমার ?

হামযা সব খুলে বললেন। আরও বললেন ঃ আমি বুঝতে পারছি না, আমি কি আলোর দিকে যাচ্ছি, না ঘন অন্ধকারের দিকে। ভাতিজা! আমার মন বলছে, বিষয়টি তুমিই আমাকে বলে দিতে পার। আর কেউ নয়!

নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর মুখোমুখি হয়ে বসলেন!

এক আকাশ মমতা আর এক দরিয়া আন্তরিকতা নিয়ে বসলেন!

পরম বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সাথে কথা বললেন হামযার সাথে।

ধ্বংসশীল এই পৃথিবীর কথা বললেন!

চিরন্তন অনন্ত অসীম পরকালের কথা বললেন!

বেহেশতের শান্তি ও সুখের কথা বললেন!

দোযখের শাস্তি ও আযাবের কথা বললেন!

আহা, সেই কতকথায় কী যে দরদমাখা!

শীতের ভোরে দূর্বাঘাসে যেভাবে মুক্তার দানার মতো শিশির জমে থাকে আর তার ছোঁয়ায় সারা শরীরে যেমন পুলকপূর্ণ হিমেল পরশ বয়ে যায়– নবীজীর কথায়ও তেমনি মমতার শিশির যেন টপটপ করে ঝরে পড়ছিল আর হামযার হৃদয় মন শরীর বিশ্বাস এক অব্যক্ত খুশীতে নেচে নেচে উঠছিল। নবীজীর কথার অলৌকিক ছোঁয়ায় হামযার মনের সংশয়

www.pathagar.com

দ্বন্দ্ব ও চিন্তার ধুলো-বালিগুলো ফোঁটা ফোঁটা করে ঝরে পড়ছিল। ভেতরটা ক্রমে ক্রমে ভরে উঠছিল আলোকিত বিশ্বাসে, নড়ে উঠছিল ঈমানের সুরভিত গন্ধে।

নবীজীর কথা শেষ হতেই হামযা পাকা বিশ্বাসের সুরে বলে উঠলেন–

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি সত্যবাদী!

পরিপূর্ণ সত্যবাদী তুমি!

ভাতিজা, বল আমাকে তোমার দ্বীনের কথা! বল...

এই বিস্তীর্ণ আকাশের ছায়ায়

আমি আর থাকতে চাই না--

বেদ্বীন হয়ে।'

পথ হলো সুগম

হযরত হামযা মুসলমান হলেন।

বীর হামযা এখন নবীজীর সাহাবী, অনুসারী সঙ্গী!

আর অন্য মুসলমানদের ?

অন্যসব মুসলমানের ভাই! একই বিশ্বাসের ভাই!

অসহায় দুর্বল দাস-দাসী মুসলমানদের বুকের পাটাটা যেন সেকান্দরের প্রাচীরের মত শক্ত হয়ে উঠল। হবে না? বীর হামযা এখন তাঁদের-ই একজন!

আর কাফেরদের মনে সে কি যন্ত্রণা!

হামযার কারণে এখন তারা নবীজী এবং তাঁর সঙ্গীদের প্রতি অত্যাচার করতে ভয় পায়। কিছু করার আগে এক দফা হিসেব করে নেয়। শেষ পর্যন্ত টিকে থাকা যাবে তো!

www.pathagar.com

এটা ঠিক, হযরত হামযা রাযি. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সকল কষ্ট থেকে রক্ষা করতে পারেননি। তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে, হযরত হামযা রাযি. ছিলেন মুসলমানদের জন্যে একটি রক্ষা প্রাচীরের মত। তাঁর কারণে মুসলমানদের এমন একটা সাহসের সঞ্চার হলো, অসহায় দুর্বল ও দাস-দাসীদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করাটা সহজ মনে করতে লাগল এবং দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল।

জিবরাঈলের সাথে দেখা...

এক দিনের ঘটনা!

কা'বা ঘরের পাশে বসে আছেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!

সাথে বসে আছেন হযরত হামযা রাযি.

হযরত হামযা রাযি. বললেন ঃ হে রাসূল! আমি জিবরাইলকে দেখব। তাঁর আপন আকৃতিতে দেখব!

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি কিন্তু সইতে পারবে না!

হযরত হামযা রাযি. বললেন ঃ তবুও দেখব!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাহলে তোমার জায়গায় তুমি বসে থাক। এখান থেকে একটুও সরবে না।

অতঃপর নেমে আসলেন হযরত জিবরাইল আ.! সেকালের মূর্খ লোকেরা কা'বা ঘর তাওয়াফ করার সময় নাঙ্গা হয়ে তাওয়াফ করতো! তাই গায়ের কাপড় খুলে যে খুঁটির উপর কাপড়গুলো রাখতো হযরত জিবরাঈল আ. তার উপর-ই অবতরণ করলেন! তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হামযা! ওই যে দেখ জিবরাঈল!

www.pathagar.com

চোখ তুলে তাকালেন হামযা!

দেখলেন, জিবরাঈলের পা দুটি সবুজ যবরজদ পাথরের মত।

সঙ্গে সঙ্গে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন।

হযরত মূসা আ. যেমন আল্লাহ'র নূর দেখে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন ঠিক তেমনি!

ও, সেকালের লোকেরা কাপড় খুলে কেন তাওয়াফ করতো সে কথা ভাবছো তোমরা? শোন তাহলে- সে এক হাস্যকর কাণ্ড! আচ্ছা হাতের তৈরী পুতুলকে যারা খোদা ভেবে সেজদা করতো তাদের কাজকর্ম হাস্যকর হবে না তো কী হবে- তোমরাই বল!

তবুও কাবাঘর তাওয়াফ করার ব্যাপারটি ছিল বেশি হাস্যকর! তারা নেংটা হয়ে বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করতো আর তার স্বপক্ষে যুক্তিও দিতো! বলতো- কা'বা হলো আল্লাহর ঘর। খুব পবিত্র এই ঘর। আল্লাহর ঘর পবিত্র হবে না? আর আমরা তো পাপী মানুষ। আমাদের কামাই-রোজিও পাপে পূর্ণ; বরং অপবিত্র। আর ওসব অপবিত্র কাপড় নিয়ে কি বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করা যায়? করলে আল্লাহর ঘরের অপমান হবে না!

তোমরাই বল, উলঙ্গ হয়ে আল্লাহর ঘরের চারপাশে ছোটাছুটি করলে কি আল্লাহর ঘরের অপমান হয় না? তাহলে সম্মান হয়? আসলে ওসব কিছুই না। মূল বিষয়টা হলো শয়তানি! নইলে, নাপাক কাপড় পরলে যখন আল্লাহর ঘরের অসম্মান হয় তাহলে 'পাক' কাপড়ের ব্যবস্থা করলেই হয়। তারা কিন্তু সেটাও করেনি। তার জন্যে চেষ্টাও করেনি।

এবার বোঝ, কেন এই যুগটাকে মূর্খতার যুগ বলা হতো।

শুধু মূর্খতার-ই নয়! বলা হতো অন্ধকার যুগ।

বাস্তবেই সে ছিল অন্ধকার যুগ!

www.pathagar.com

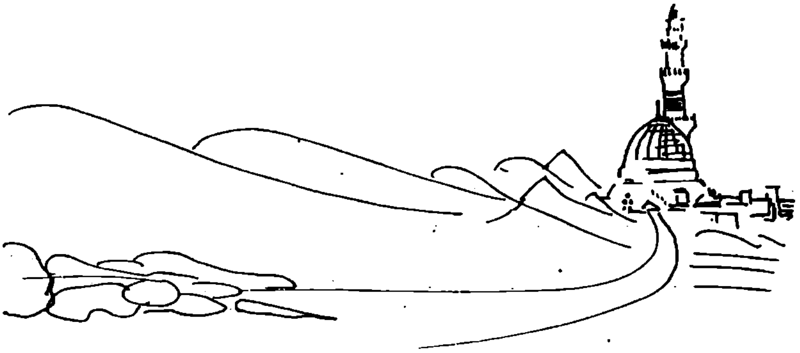

হযরত হামযা এখন মদীনায়

বেঈমানদের অত্যাচার ধীরে ধীরে বেড়েই চলল।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্ধান্ত নিলেন মদীনায় চলে যাবেন। আল্লাহর নির্দেশে। মদীনাবাসীও প্রস্তুত। তাঁরা হজ্ব মৌসুমে এসে নবীজীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেছেন। কুফর, মূর্খতা ও অবিচারের অন্ধকার ছেড়ে ইসলামের জন্যে একটি নিবাস তৈরীর সিদ্ধান্ত হলো। সিদ্ধান্ত হলো সেই নিবাসটি হবে মদীনা।

মদীনা! মদীনাতুর রাসূল।

নবীজীর শহর! শুনলেই আবেগে ভেতরটা উথলে ওঠে না!

উথলে ওঠে! ভালবাসতে মন চায়। নবীজীর আবাদ করা শহর।

অবশেষে আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমতি হলো মুসলমানদের প্রতি। মদীনায় চলে যাবার অনুমতি। মদীনায় গিয়ে বসতি গড়ার অনুমতি।

কষ্টে কষ্টে আঘাতে জীবন তখন ওষ্ঠাগত!

এমন একটি অনুমতির অপেক্ষা-ই করছিলেন তাঁরা।

আদেশ পেয়ে সেকি খুশী। অতঃপর দলে দলে রাতের নির্জন অন্ধকারে পালিয়ে পালিয়ে মদীনায় যাবার পালা। তাঁরা গেলেন। মদীনায় গিয়ে উঠলেন। আর পেছনে পড়ে রইল জন্মভূমি মক্কা। নিজ বাড়ী ঘর।

www.pathagar.com

সন্তান-সন্ততি। আত্মীয়-স্বজন সবই রইল এখানে। সে এক হৃদয়বিদারক কাহিনী!

আর মদীনাবাসী!

নির্যাতিত মুসলমানগণকে কাছে পেয়ে কী যে আনন্দিত!

তারা তাঁদেরকে নিজেদের ঘরে নিয়ে তুললেন।

থাকার জায়গা করে দিলেন।

সুখ-দুঃখের বন্ধু করে নিলেন জীবনের তরে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলার বাণী-ই শোননা– আহা কী মধুময় সেই বাণী–

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَايَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

'যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা মনে মনে ঈর্ষাপোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত– তারাই সফলকাম।' [সূরাতুল হাশর ঃ ৯]

আমাদের নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চাচা হামযা রাযি.!

মক্কার বীরযোদ্ধা হামযা রাযি.!

অসহায় মুসলমানদের নিরাপদ আশ্রয় হামযা রাযি.!

অবশেষে তিনিও হিজরত করলেন মদীনায়।

মক্কার যে পাহাড়ের কোলে হামাগুড়ি খেয়ে বড় হয়েছেন, কাবার যে শান্তি চত্বরে মক্কার বিশিষ্ট নেতা– পিতা আবদুল মুত্তালিবের কোলে

www.pathagar.com

ঝাঁপিয়ে পড়তেন– অবশেষে শত স্বপ্নের, শত স্মৃতির সেই মাতৃভূমি ছেড়ে মদীনায় হিজরত করলেন। হিজরত করলেন ইসলামের খাতিরে। ইসলাম ও মুসলমানের খাতিরে। আল্লাহর দ্বীনের পতাকাকে সমুন্নত করার স্বপ্নে। আমাদের প্রিয়তম হামযা রাযি. মদীনায় গিয়ে প্রথম যাঁর ঘরে মেহমান হলেন তিনি হলেন কুলছুম ইবনুল হিদ্‌ম!

তারপর যখন আমাদের নবীজী চলে এলেন মদীনায় সে কি আনন্দের বন্যা। ঘরে ঘরে যেন ঈদের খুশী! যারা মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে এসেছেন তাঁরাও খুশী। খুশী হবেন না! নবীজীকে কাছে পাওয়া কি সহজ কথা! তাঁরা খুশী কারণ–

তাঁরা এখন যখন তখন নবীজীর সাথে দেখা করতে পারবেন।

নবীজীর ইমামতিতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বেন একসাথে দাঁড়িয়ে।

এখন আর কোন লুকোচুরি নেই।

এখন আর কোন ভয় নেই; কেউ দেখে ফেলার আশংকা নেই!

প্রাণ খুলে সিজদা করবেন সকলে আল্লাহকে!

কেউ বাঁধা দিবে না এখন আর আল্লাহর পথে!

আহা, কী যে আনন্দ তাঁদের।

কিন্তু তার চাইতেও খুশীর কথা কি জানো?

মক্কায় যারা নিজেদের মা-বাবা ভাইবোন ছেলেপুলে রেখে এসেছেন তাদের কথা কি তোমরা ভেবেছ? তোমরাই বল, ক্ষণে ক্ষণে কি চেনা মুখগুলো তাদের চোখের তারায় ভেসে উঠতো না? দারুণ কষ্টে ভরে ওঠতো না তাদের অন্তরটা? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কথা ভাবলেন। এবং একটি চমৎকার চিন্তা করলেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করলেন কি, মক্কার মুহাজির আর মদীনার আনসারদের মধ্যে ভাই পাতিয়ে দিলেন। একজন

www.pathagar.com

আনসারীকে ডেকে বললেন এই মুহাজির আজ থেকে তোমার ভাই! তারপর তারা জড়িয়ে ধরতো একে অপরকে! আপন ভাইয়ের মত। রক্তের ভাইয়ের মত। বরং তাঁর চে'ও বেশী আপন করে।

শুনে তাজ্জব হবে, এই পাতানো ভাইদের মধ্যে সে কী মিল, কী বন্ধুত্ব! আপন ভাই কি ছাই!! ভাই পাতিয়ে দেয়ার পর মদীনার আনসারীরা কি করতো জানো? এক বিস্ময়কর কাণ্ড! তারা তাদের এই বিদেশী ভাইকে সঙ্গে নিয়ে নিজ বাড়ীতে যেত। গিয়ে বলতো, তুমি তো আমার ভাই! তাই এটা কি করে সম্ভব, আমার দুটো ঘর থাকবে আর তোমার থাকবে না একটিও! সুতরাং এই দু'টি ঘরের মধ্যে তোমার যেটা পছন্দ হয় সেটা তোমার। আর অন্যটি হবে আমার!

এরচে'ও তাজ্জবের কথা বলি, শোন-

কোন কোন আনসারী তো এই পাতানো ভাইকে ঘরে নিয়ে বলতো, দেখ ভাই! আমার দুজন স্ত্রী। আর তোমার নেই একজনও। আচ্ছা, এটা কি ঠিক, এক ভাইয়ের ঘরে দুই বউ, আরেক ভাই একা! এটা ঠিক নয়, তুমি আমার ভাই! আমার এই দুই স্ত্রীর মধ্যে যাকে তোমার পছন্দ হয়, বল। আমি ছেড়ে দিচ্ছি। তারপর তুমি বিয়ে করে নাও!

তোমরা বল, আপন ভাইও কি একথা বলতে পারবে?

হ্যাঁ, তাঁরাই তো ছিল সত্যিকারের মুসলমান!

আমরা তো মুসলমানের নাম ভাঙ্গিয়ে খাই শুধু! তাই না!

নবীজীর চাচা হামযা রাযি. যখন হিজরত করে মদীনায় গেলেন তখন তাঁকেও একজনের সাথে ভাই পাতিয়ে দিলেন। আর তিনি হলেন প্রিয় নবীজীর গোলাম হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা রাযি.! দেখ যায়েদ কত ভাগ্যবান!

হামযা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা!

হামযা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধভাই!

হামযা ভাই যায়েদ ইবনে হারেছার!

www.pathagar.com

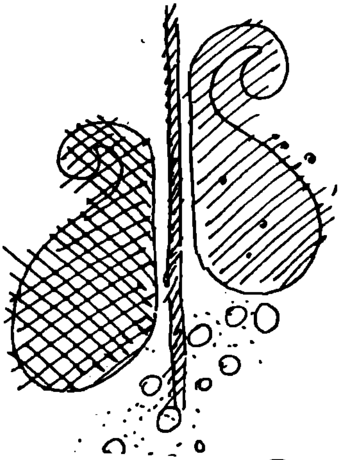

ইসলামের প্রথম পতাকাবাহী হামযা রাযি.

এ কথা তোমরা নিশ্চয় শুনেছ, মক্কায় থাকতে মুসলমানরা ছিলেন মজলুম এবং নির্যাতিত। তাদের মধ্যেও অনেক বড় বড় নামী-দামী বীর ছিলেন, পাহলোয়ান ছিলেন। যেমন নবীজীর চাচা হামযা, বিখ্যাত সাহসী নেতা উমর ফারূক আর হযরত আলীকে তো বলাই হতো শেরে খোদা- আল্লাহর সিংহ! কিন্তু তবুও তাঁরা রুখে দাঁড়াননি। জানের ভয়ে নয়! আল্লাহর নির্দেশে।

আল্লাহ নবীজীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলে দিয়েছিলেন- কাফেরদেরক দাওয়াত দিন; ধৈর্য ধরুন আর ওদের মন্দ কথায় কান দেবেন না। বরং ক্ষমাসুন্দর নজরে দেখবেন ওদেরকে।

নবীজীও তাই করেছেন! একেবারে মাতৃভূমি ছেড়েছেন। তবু বদ দুআ করেননি। আঘাতের জবাবে আঘাত করেননি।

অবশেষে সীমালংঘন করে ফেলল বেঈমানেরা!

অত্যাচার-অবিচার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেল।

নির্যাতিত মুমিনদের অন্তরেও রুখে দাঁড়াবার দাবানল ছড়াতে লাগল।

সেই সাথে ওহী এলো আল্লাহর পক্ষ থেকে-

www.pathagar.com

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَإِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ (٣٩) اَلَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا وَّلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ إِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ (٤٠)

'যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে; কারণ, তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম– যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেয়া হয়েছে। তাদের অপরাধ শুধু এই– তারা বলে আল্লাহ-ই আমাদের প্রভু।' [সূরা হজ্ব ঃ ৩৯, ৪০]

এই আয়াত অবতীর্ণ হবার পর মুমিনদের মনে কী খুশী!

খুশী নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও!

বীর হামযাও খুশী!

সবাই ভাবলেন, আজ থেকে এখন আর এক তরফা মার খাব না আমরা। বরং আল্লাহর দুশমনদেরকে এখন আমরাও শায়েস্তা করতে পারব। আচ্ছা, তোমরাই বল, আল্লাহর যারা শত্রু তাদেরকে ধোলাই দিলে কি আল্লাহ খুশী হবেন না? হুঁ! ভীষণ খুশী হবেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পেলেন কুরাইশদের একটি দল সিরিয়া থেকে বাণিজ্য করে মক্কায় ফিরছে। তাও যেন–তেন দল নয়। আবু জাহেল আমর ইবনে হিশামের মত বড় বড় বোয়ালগুলোও এ দলে আছে। সংখ্যায় তারা তিনশ'। সকলেই সওয়ার ঘোড়ায় কিংবা উটে। তারা সমুদ্রের তীর ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে মক্কায়।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেঈমানদের এই কাফেলায় হামলা করবেন ভাবলেন। দুই কারণে এই কাফেলাকে কাবু করা তখন একান্ত জরুরী ছিল।

www.pathagar.com

এক. বড় বড় বেঈমানগুলোকে শেষ করে দিলে অবশিষ্ট চুনোপুঁটিরা আর আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতা করে জুত করতে পারবে না।

দুই. এই বাণিজ্য কাফেলায় মক্কার কাফেরদের পুরো সঞ্চয় রক্ষিত ছিল। এদেরকে বধ করা গেলে তাদের অর্থ-বিত্তের মাতববরীটাও লাটে উঠবে। অর্থনৈতিক অবস্থা গোল্লায় গেলে তখন আর রাতদিন বসে বসে আল্লাহর অসহায় বান্দাদেরকে কষ্ট দেয়ার ফিকির করতে পারবে না!

মনে রেখ!

আমরাও যে বর্তমানে আমেরিকা ভারতসহ পৃথিবীর দাগী দাগী বেঈমানদের তৈরী বিভিন্ন জিনিসপত্র ক্রয় করি এটা কিন্তু মস্ত বড় অন্যায়। কারণ, ওরা আমাদের কাছে ওসব জিনিস বিক্রি করে যে লাভ পায় ওগুলো খেয়ে মোটা তাজা হয়। তারপর ওই লাভের টাকা দিয়ে অস্ত্র কিনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অসহায় মুসলমানদেরকে মারে আর খুন করে। তোমরাই বল, ওদের তৈরী জিনিসপত্র খরিদ করে ওদেরকে শক্তিশালী করা কি ঠিক হবে?

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোট্ট একটি দল তৈরী করলেন। মাত্র তিরিশ জনের। ভয় পাচ্ছ শুনে, তিনশ' জনের বিরুদ্ধে তিরিশ জন। আরে ভয় কিসের, সঙ্গে আল্লাহ আছেন না! ওদের সাথে তো আল্লাহ নেই। তাছাড়া মুসলমানতো আল্লাহর জন্যে যুদ্ধ করে মারা গেলে শহীদ। বিনা হিসাবে বেহেশতী! আর বেঁচে থাকলে গাযী– বীর সৈনিক মুজাহিদ। মরলেও লাভ, বাঁচলেও লাভ। আর ওরা, মরলে বিনে হিসেবে দোযখ, বেঁচে থাকলেও 'আল্লাহর শত্রু।' অভিশপ্ত জীবন!

তাছাড়া নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই যুদ্ধের পতাকা দিলেন কাকে জানো?

হযরত হামযা রাযি.কে!

আর তাঁকে উপাধি দিলেন–'আসাদুল্লাহ এবং আসাদুর রাসূল।'

মানে আল্লাহর সিংহ, রাসূলের সিংহ!

সিংহ কিন্তু কাউকে ভয় করে না! তাই হযরত হামযা রাযি. যেতে যেতে একেবারে আবু জাহেল বাহিনীর মুখোমুখি! সংবাদ শুনে সেখানে গিয়ে উপস্থিত মাজদি ইবনু আমর আল-জুহানী। মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। তিনি আবার উভয় পক্ষের বন্ধু–চুক্তিবদ্ধ হালীফ। তাই এ যাত্রায় শেষ পর্যন্ত লড়াইটা হতে হতেও হয়নি। কোনক্রমে জান নিয়ে বিদায় আবু জাহেল। নবীজীর দেয়া সাদা শুভ্র পতাকা হাতে ফিরে এলেন বীর হামযা রাযি.!

তার কয়েক মাস পর!

এবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বের হলেন যুদ্ধে।

প্রিয় নবীজীর জীবনে সর্বপ্রথম যুদ্ধ এটা।

এ যুদ্ধে অন্যান্যের সাথে বীর হামযা রাযি.ও আছেন। এবারও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হামযার হাতেই পতাকা তুলে দিলেন! দেখ, কত্তো বড় সম্মান! যে পতাকা নবীজীর হাতে থাকার কথা, সেটা হযরত হামযার হাতে! একেবারে সোনার কপাল না?

হিজরতের দ্বিতীয় বছর সংঘটিত হয় এই যুদ্ধ।

সঙ্গী ছিলেন সত্তরজন। মুহাজির-আনসার সকলেই ছিলেন। কুরাইশদের একটি দলকে ধাওয়া করতে করতে 'আল-আবওয়া' নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছেন। তবে আল্লাহর ইচ্ছায় কোন সংঘাত হয়নি। তারা মাথা নুইয়ে দিয়েছে। বনু যামরার নেতা আমর ইবনে মাখশী নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে চুক্তি করে আত্মরক্ষা করে!

নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মারামারি পছন্দ করতেন না।

শান্তি-ই ছিল তাঁর প্রিয়। তাই কেউ নিরাপত্তা চাইলে, শান্তির প্রস্তাব দিলে তিনি তা মেনে নিতেন। কিন্তু ইসলামকে আঘাত করলে এক বিন্দু ছাড় দিতেন না।

www.pathagar.com

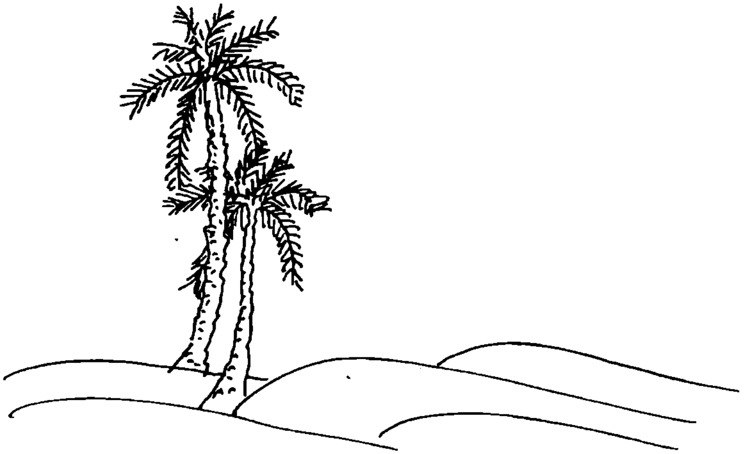

বদর যুদ্ধ

বদর যুদ্ধের নাম তোমরা নিশ্চয় শুনেছো!

এটাই ইসলামের প্রথম যুদ্ধ- যে যুদ্ধে সংঘাত হয়েছে।

এক দিকে মক্কার অত্যাচারী অহংকারী বেঈমান গোষ্ঠী, অন্যদিকে আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর মজলুম সাহাবীগণ!

একদিকে যুদ্ধ ও অহংকারের রণসাজ।

অন্যদিকে মহান আল্লাহর দরবারে ভেজা চোখে মুনাজাতের ঢল।

একদিকে নেতারা প্রচণ্ড উৎসাহে ফেটে পড়বার উপক্রম।

অন্যদিকে আল্লাহর নবী নীরব-শান্ত-মুনাজাতরত।

নবীজীর দলে না আছে অস্ত্রের জোর, না আছে অর্থের প্রাচুর্য। উপযুক্ত খাবারও নেই। সৈন্য সংখ্যা মাত্র তিনশ' তের। অধিকাংশ-ই পায়ে হেঁটে এসেছেন যুদ্ধ করতে, জিহাদ করতে। আর ওদের পক্ষে আরবের সেরা সেরা ঘোড়া, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র। খানাপিনা, বাদ্য-যন্ত্র, যোদ্ধা-শিল্পী সবই প্রচুর। সৈন্য সংখ্যা হাজারেরও বেশী!

এক অসম যুদ্ধ সেটা!

www.pathagar.com

একদিকে নিঃস্ব সৈন্যদল অপরদিকে বলবান সশস্ত্র বিরাট বাহিনী।

দুর্বলদের সেনাপতি আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তিনি আল্লাহর রাসূল! তাই তিনি জানেন, অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে যুদ্ধে জেতা যায় না। জয়-পরাজয়, আল্লাহর হাতে। আল্লাহ যাকে বিজয় দিবেন সেই জয়ী হবে। তাই তিনি বিজয়ের জন্যে দুআ করলেন আল্লাহর দরবারেই। দু'খানা হাত তুলে দুআ করলেন–

' হে আল্লাহ! তুমি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছো তা পূর্ণ কর! তুমি যদি মুসলমানদের এই ক্ষুদ্র দলটিকে ধ্বংস করে দাও তাহলে এরপর পৃথিবীতে আর তোমার ইবাদতকারী থাকবে না।'

তার কিছুক্ষণ পর...

বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা!

চারদিকে জ্বলে উঠলো যুদ্ধের আগুন!

এক বেঈমান!

আসওয়াদ ইবনে আসাদ তার নাম! ভয়ংকর নীচু শ্রেণীর লোক। স্বভাবও কুৎসিত। রণাঙ্গনে এসে চিৎকার করে বলল : আমি খোদার নামে শপথ করে বলছি : 'আমি মুসলমানদের হাউজ থেকে পানি পান করব; কিংবা তাদের হাউজ মাটির সাথে মিশিয়ে দেব অথবা বিলিয়ে দেব আমার জীবন।' এই বলে বীর বাহাদুরের মত লাফাতে লাফাতে ময়দানে হাজির।

হযরত হামযা রাযি. দাঁড়িয়ে আছেন!

দেখছেন ওর নর্তন-কুর্দন!

আল্লাহ ও রাসূলের সিংহের সামনে এত বড় কথা!

ধীর পদে এগিয়ে গেলেন হামযাও!

www.pathagar.com

নাঙ্গা তলোয়ারটার একটা আঘাতে পা দু' টুকরো!

নরাধম গড়িয়ে পড়ল হাউযের পাশে এবং হামাগুড়ি খেয়ে একেবারে ভেতরে। ডান হাতটা দিয়ে নিজেকে রক্ষা করার ব্যর্থ চেষ্টা করল সে আরেকবার। ততক্ষণে হযরত হামযার দ্বিতীয় আঘাতে সোজা হাউজের পেটের ভেতর!

অতঃপর 'খা পানি জনমের মত...!'

সম্মুখ যুদ্ধের আহ্বান

আসওয়াদ মুহূর্তে লাশ!

ঘটনাটি বিদ্যুতের আলোর মতোই দ্রুত সমাপ্ত!

মুশরিকদের মাথায় আগুন জ্বলে উঠল!

না, আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না! কাতার ভেঙ্গে মুশরিকদের দল থেকে বেরিয়ে এলো তিন যোদ্ধা! বিখ্যাত অশ্বারোহী কুরাইশী বীর। একই পরিবারের তিনজন। উৎবা ইবনে বারীআ, তার ভাই শাইবা এবং পুত্র ওলীদ। দলীয় সৈন্যদের কাতার ভেঙ্গে নেমে এলো ময়দানে। চিৎকার করে আহ্বান জানালো-

ঃ কে আছো বাপের বেটা ...

সাহস থাকলে আস, বুকের পাটা যাচাই হবে!

ঃ রে-বেঈমানেরা! আমরা উপস্থিত!

ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিন রাসূল সৈনিক। হারিছের দুই পুত্র আউফ ও মুআওয়ায এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা। 'রাযিয়াল্লাহু আনহুম।'

ঃ তোমাদের পরিচয়? কুরাইশীদের প্রশ্ন!

ঃ আনসার সম্প্রদায়! মুজাহিদদের সরল জবাব!

www.pathagar.com

ঃ তোমাদের সাথে লড়তে চাই না আমরা। আমরা আমাদের সমগোত্র– মুহাজিরদের চাই!

তাদের একজন চিৎকার করে উঠল–

ঃ মুহাম্মদ! আমাদের সমগোত্রীয়–সমযোদ্ধাদেরকে পাঠাও!

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরব হলেন!

সারিবদ্ধ মুজাহিদদের কাছে গিয়ে বললেন ঃ উবাইদা, হামযা, আলী– ওঠ! যাও! আল্লাহ ভরসা!

এগিয়ে গেলেন তিন মুজাহিদ। কাছাকাছি যাওয়ার পর মুশরিকরা বলল ঃ তোমাদের পরিচয়! তাঁরা পরিচয় বললেন। কণ্ঠে অস্থিরতা নেই। ভয় নেই! চঞ্চলতা নেই। আছে এক আকাশ আস্থা ও বিশ্বাস!

ঃ হ্যাঁ, তোমরা সম্ভ্রান্ত ও আমাদের মতোই সম্মানিত লোক। তোমাদের সাথে লড়াই করা যায়। বলল মুশরিকরা।

তারপর যুদ্ধ...

বয়সে সবচে' ছোট হযরত উবাইদা রাযি.! তিনি দাঁড়ালেন রবীআর পুত্র উৎবার বিরুদ্ধে। হযরত হামযা দাঁড়ালেন শাইবার বিরুদ্ধে আর আলী মুরতাযা দাঁড়ালেন ওলীদের মুখোমুখি!

হামযা এবং আলী রাযি. তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে পলকে মিশিয়ে দিলেন মাটির সাথে। প্রস্তুত হবার পূর্বেই! আহা, কী শরমের মরণ গো!

আর হযরত উবাইদা রাযি.!

তাঁর প্রতিপক্ষের সাথে দু ঝাপটা যুদ্ধ হলো। আহত উভয়েই। এরই মধ্যে অবসর হয়ে পড়েছেন বীর হামযা ও শেরে খোদা আলী! আর দেরি কেন! মুহূর্তে খতম উৎবা। উবাইদাকে পাঁজা কোলা করে নবীজীর ছায়ায় ফিরে এলেন বীর হামযা– বীর আলী– রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

হতভম্ব মুশরিকরা!

www.pathagar.com

মুহূর্তে তিনজন বীরযোদ্ধা শেষ।

চোখের পলকে তিনজন নেই!

লাল লাল লাশ হয়ে পড়ল এত্তবড় নেতা তিনটে!

নিয়মে লজ্জা পাবার কথা থাকলেও তারা তা পেল না। তারা ক্ষেপল খুব। ভীষণ এক চিৎকারে এক সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল মুসলমানদের উপর! তারা জানতো না, যার সূচনাটাই মন্দ শেষটা হবে আরও ভয়ংকর!

হযরত হামযা রাযি. নবীজীর পাশে অবিচল দাঁড়িয়ে থেকে ঠাণ্ডা মাথায় যুদ্ধ করতে লাগলেন। আল্লাহর রহমতের কৌশলমাখা দৃঢ়তা নিয়ে একের পর এক আঘাত হানতে লাগলেন মুশরিকদের সৈন্যভাণ্ডারে। ক্ষণে ক্ষণে শোনা গেল ভয়ংকর কিছু চিৎকার। কেউ বা পায়ের কাছে হোঁচট খেতে খেতে তাকিয়ে দেখল কোন মস্ত বড় নেতার নেতিয়ে পড়া বিশাল শরীর!

ক্রমে থেমে গেল যুদ্ধ।

ইসলামের বিজয় হলো।

নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিজয় হলো।

বিজয় হলো মজলুম মুসলমানদের।

আল্লাহর সাহায্য আর রহমতের ভরা বর্ষণে শীতল-আপ্লুত হলো মুসলমানগণ! তাঁরা দেখলেন, বেঈমানদের সত্তরটা মরাদেহ পড়ে আছে। মুসলমানদের হাতে বন্দীও হয়েছে সত্তরজন! একেই বলে আল্লাহর সাহায্য।

www.pathagar.com

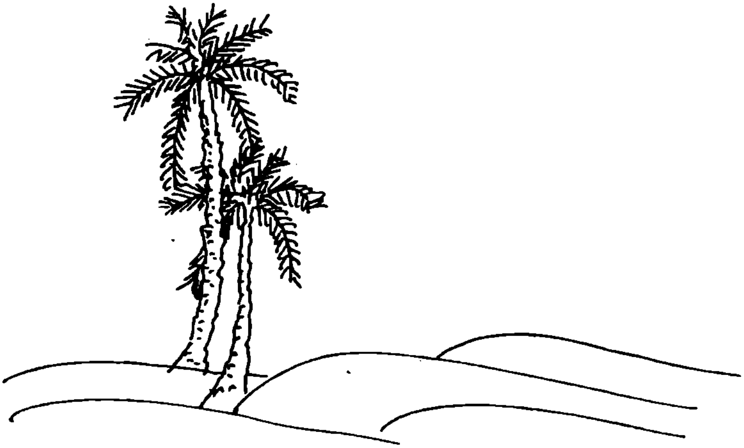

উহুদ যুদ্ধ

বদরে হেরে গিয়ে কুরাইশদের দুঃখের আর শেষ নেই।

পরাজয়ের গ্লানিগুলো মিনিটে মিনিটে মাথায় নাড়া দিয়ে ওঠে।

তাদের কেউ কেউ নির্জনে বসে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে ওঠে– আমাদের এত বল, এত মানুষ, এত অস্ত্র! আর আমরাই হেরে গেলাম। তাও সত্তরটা গনামাথা ওরা মাটির নিচে দাফন করে দিল! সত্তরজন এখনো ওদের হাতে বন্দী!

আর ভাবতে পারে না!

মাথা টনটন করে ওঠে!

মাথাটা আগুন হয়ে যায়।

রাগে–ক্রোধে-লজ্জায় আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে।

নেতারা এভাবে মরে গেল?

না, ওদেরকে কাঁদতে দেয়া যাবে না। বন্দীদের ছাড়াবার ক্ষেত্রেও তাড়াহুড়ো করা যাবে না। আমরা যে খুব শীঘ্রই প্রতিশোধ নেব এটা তাদেরকে বুঝানো যাবে না।

শুরু হলো প্রস্তুতি। শক্তি সঞ্চয়। অর্থ সঞ্চয়। যুদ্ধে যাদের আত্মীয়-স্বজন নিহত হয়েছে তাদেরকে উত্তেজিত করার কাজও চলতে

www.pathagar.com

লাগল পুরোদমে। দেখতে দেখতে যুদ্ধের সময় উপস্থিত! নয়া যুদ্ধ। প্রতিশোধের যুদ্ধ।

এবার নেতা নির্বাচিত হলেন আবু সুফিয়ান। আগের বারও নেতা ছিলেন তিনি। সদল-বলে রওনা হলো তারা। সে কি উল্লাস! সঙ্গে নর্তকীরা আছে, গায়িকারা আছে, আছে ক্ষেপিয়ে তোলার মত মাতাল কবি মানিকরা! সেই সঙ্গে বন্ধু গোত্রগুলোও আছে। পথেও শরীক হবে অনেকে।

এবার যে মক্কার নেতারা যাচ্ছে তাদের মতলব আগের যুদ্ধের তুলনায় একটু আলাদা। এবার তাদের ভিন্ন একটি টার্গেট আছে। নির্দিষ্ট দু'জন মানুষকে তারা বিশেষভাবে টার্গেট বানিয়েছে। একজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যজন রাসূলুল্লাহর চাচা হযরত হামযা–বীর হামযা রাযি.! অন্ততঃ নেতাদের আলাপ-আলোচনা শুনে সকলের মধ্যেই বিষয়টি জানাজানিও হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু হযরত হামযার মত বীরকে হত্যা করা কি সহজ? তাই নেতারা সবদিক চিন্তা করে একজন হাবশী গোলামকে ঠিক করল। যুদ্ধবিদ্যায় সে খুবই পাকা। নেতারা তাকে ডেকে বুঝালো, যুদ্ধে তোমার কাজ একটাই। তাকে তাকে থাকবে। সুযোগমত হামযাকে এমন একটি 'ঘা' বসিয়ে দেবে যাতে এক আঘাতেই শেষ। বিনিময়? মহাবিনিময় দেব আমরা তোমাকে। অনেক বড় পুরস্কার। তোমাকে আযাদ করে দেব। তুমি তখন আর কারও গোলাম থাকবে না। আযাদীর কথা শুনতেই তার মনের আকাশ জুড়ে স্বাধীনতার পায়রাগুলো ধপধপ করে উড়তে লাগল। স্বাধীনতা... আহা, কী মধুর অঙ্গীকার!

'তোমাকে এ কাজ করতেই হবে ওয়াহ্‌শী!'

হাবশী ক্রীতদাসটি নিজেই নিজেকে বলল কথাটি!

তাছাড়া হিন্দা শুনেছিলেন বদর যুদ্ধে তাঁর বাবা, ভাই ও ছেলে যে

www.pathagar.com

মারা গেছে তাদের সকলের হত্যাকারী-ই হামযা। তাই তিনিও ওয়াহ্শীকে বললেন ঃ দেখ, যদি হামযাকে লাশ বানিয়ে দেখাতে পার তাহলে সোনা চান্দি উট ছাগল অনেক কিছুই পাবে।

গোলাম ওয়াহ্শীর মাথায় রক্ত টগবগ করতে লাগল।

তার সামনে স্বাধীনতার লালসূর্য।

সে স্বাধীন হতে চায় যে কোন মূল্যে।

আর দাস হয়ে থাকতে চায় না কারো!

আল্লাহর সিংহ

উত্তপ্ত রণাঙ্গন!

উহুদের মাঠের উভয় প্রান্তেই রক্তের তরঙ্গ।

একদিকে আল্লাহর বন্ধুদের গাম্ভীর্যপূর্ণ উপস্থিতি!

অপরদিকে শয়তানের বন্ধুদের হৈচৈ ...

দেখতে দেখতে লড়াই শুরু।

আল্লাহর সিংহ বীর হামযা রাযি. রণাঙ্গনের মাঝখানে চলে এলেন। কখনো ডানে যান কখনো বামে। যে মাথাটির দিকে উদ্দেশ্যসহ তাকান মুহূর্তে তা আলাদা হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। মনে হয় যেন মৃত্যুটা তাঁর অনুগত দাস। যার দিকে খুশী মৃত্যুর বলটা ছুঁড়ে মারেন এবং শেষ।

বিজয়ের দামামা বেজে উঠেছে মুসলমানদের পক্ষে। স্বল্প সময়ে।

নিশ্চিত পরাজয় ভেবে শয়তানের বন্ধুরা পালাতে শুরু করেছে।

আর তখনই ঘটল একটি শক্ত অঘটন।

মুসলমানরা যে দিকটায় থেকে যুদ্ধ করছিলেন তার পেছন দিক থেকে যেন শত্রু হামলা করতে না পারে এজন্যে এখানে– পাহাড়ের

www.pathagar.com

উঁচুতে পঞ্চাশজন তীরন্দাজ নিযুক্ত করলেন। এবং শক্ত করে বলে দিলেন তারা যেন কোন অবস্থাতেই নবীজীর নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত এখান থেকে না সরে।

কিন্তু তাদের চোখের সামনে যখন মুসলমানদের বিজয় ধ্বনি উচ্চকিত হলো, বেঈমানরা পালাতে লাগল তখন তারা ভাবল এখন আর বসে থেকে লাভ কি? কাজ তো শেষ। তার চে' বরং ভাল হয় মুসলমানদের সাথে গিয়ে গনীমতের সম্পদ আহরণ করি। প্রতিরক্ষা ঘাঁটি ছেড়ে নিচে নেমে এলেন তারা।

পালিয়ে যাবার সময় যখন মুশরিকরা মুসলমানদের পেছনের দিকটা শূন্য দেখলো তখনই তারা সতর্ক হলো এবং মুহূর্তে সংঘবদ্ধ হয়ে অতর্কিত হামলা!

মুসলমানগণ অপ্রস্তুত!

হঠাৎ করে কাফেরদের হামলায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন তারা।

আর বীর হামযা রাযি.!

তিনি দুটি তরবারী হাতে নিয়ে নবীজীর সামনে থেকে লড়তে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন–

আমি আল্লাহর সিংহ

আনা আসাদুল্লাহ!

www.pathagar.com

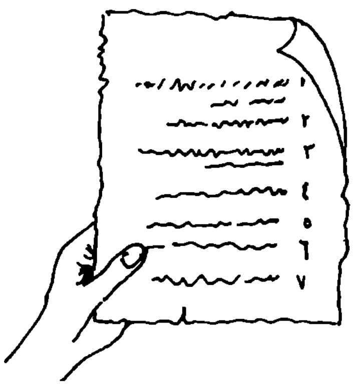

শহীদ হলেন হামযা রাযি.

হামযা কিভাবে শহীদ হলেন?

সে কথা ওয়াহ্শীর মুখেই শোন ...

'আমি ছিলাম একজন হাবশী গোলাম। একজন পাকা তীরন্দাজও। টার্গেট ভুল হয় খুবই কম! উহুদে যখন যুদ্ধ শুরু হলো আমিও রণাঙ্গনে। আমি হামযাকে খুঁজছি। তাঁকে দেখে শক্তিমান কোন শুভ্র উটের মত মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সকলকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সামনে কেউই দাঁড়াতে পারছে না।

আমি আড়াল ধরে কখনো পাথরের পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁকে কাছে পাবার চিন্তায় ব্যস্ত ছিলাম। হঠাৎ করেই আমার সামনে চলে এলো সিবা ইবনে আবদুল ওযযা। চিৎকার করে উঠলেন হামযা। 'রে সিবা! এদিকে আয়!' অতঃপর কর্তিত ডাবের মাথাটি ধপাস করে মাটিতে পড়ে গড়াতে লাগল।

এতক্ষণে হামযাও আমার একেবারে কাছে।

আমি আমার হাতের বর্শাটি ছুঁড়ে মারলাম। বিঁধল গিয়ে পেটের নিচটায়। তিনিও ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলেন আমার উপর। কিন্তু তা আর হলো না। লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে! আমি নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে ফিরে এলাম সেনা ছাউনিতে। কারণ, আমার কাজ শেষ।'

www.pathagar.com

তাওবা করল ওয়াহ্শী

তারও অনেক পর!

ততদিনে নবীজীর মজলিস অনেক বড় হয়েছে।

ইসলামের শামিয়ানা ভরে উঠেছে।

বিজয় হয়েছে মক্কা! আর এই মক্কায় বাস করে ওয়াহ্শী। নবীজীর আগমনে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে তায়েফে। যখন শুনতে পেল দয়ার সাগর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বড় বড় দাগী দাগী কাফেরদেরকেও ক্ষমা করে দিয়েছেন– এমনকি হযরত হামযা রাযি. কে শহীদ করার পরিকল্পনা যে করেছিল তাকেও, তখন ওয়াহ্শীর মনে কিছুটা সাহস হলো। তাছাড়া আশপাশের সকলেই বলল– আর কোন একজন লোক যদি মুসলমান হয় হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত খুশী হোন সারা পৃথিবী বোঝাই সোনাদানা দিলেও তিনি এত খুশী হোন না।

ওয়াহ্শী এখন নবীজীর সামনে!

ঃ তুমি–ই ওয়াহ্শী!?

ঃ জী, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

আচ্ছা, হামযাকে তুমি কিভাবে হত্যা করলে বলতো শুনি–

ওয়াহ্শী বলে চলল আর নবীজীর চোখ বেয়ে ঝরতে লাগলো তপ্ত পানি। চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল হামযার রক্তাক্ত বদন! অবশেষে তিনি ওয়াহ্শীকে শুধু এইটুকু বলেই নীরব হয়ে গেলেন– 'তুমি আমার সামনে এসো না!'

অবশেষে এই ওয়াহ্শী-ই আবার বিখ্যাত ভণ্ড নবী মুসাইলামাকে হত্যা করেছিলেন। তিনি বলতেন ঃ আমি নবীজীর পর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হামযাকে শহীদ করেছি। আবার পৃথিবীর সর্বনিকৃষ্ট মুসাইলামাকেও হত্যা করেছি। আশা করি, এই উসীলায় আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিবেন!

www.pathagar.com

শহীদানের সন্ধানে নবীজী সা.

যুদ্ধ থেমে গেছে। ওহুদের যুদ্ধ।

নবীজী এবং তাঁর সাহাবীগণ ময়দানে নেমেছেন। তাঁরা শহীদানের লাশ খুঁজছেন। আপনজনদের লাশ খুঁজছেন সকলেই।

ঃ হামযার লাশ কি কেউ দেখেছো?

ঃ আমি দেখেছি, হে রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক সাহাবী বললেন !

ঃ আমাকে নিয়ে চল, আমি হামযাকে দেখব!

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ হামযার রাযি. লাশের পাশে এসে দাঁড়ালেন। লাশ কেটে বিকৃত করে ফেলা হয়েছে। সইতে পারলেন না নবীজী। তিনি কাঁদলেন এবং সমগ্র শহীদানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ আমিই এঁদের সাক্ষী! রক্তসহ-ই দাফন কর এঁদেরকে! নিশ্চয় আল্লাহর পথে শহীদ কিয়ামতের দিন এমনভাবে উঠবে তার যখম থেকে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়তে থাকবে, তার রঙ হবে রক্তের রঙ, আর তা থেকে মেশকের সুগন্ধি ছড়াতে থাকবে।

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বললেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ হিসাবে উপস্থিত হবেন হামযা রাযি.! 'হামযা সাইয়্যেদুশ–শুহাদা।'

ফিরিশতাগণ গোসল করিয়েছেন

হযরত সফিয়্যা রাযি.!

নবীজীর ফুফু। হযরত হামযার রাযি. বোন! ছুটে এসেছেন রণাঙ্গনে। ভাইয়ের সংবাদ নিতে। পুত্র যুবাইর রাযি.-এর সংবাদ নিতে। পথেই সাক্ষাত আলী রাযি. ও যুবাইর রাযি.-এর সাথে। আচ্ছা, ঘটনাটা

www.pathagar.com

কি সফিয়্যাকে বলা দরকার না? দরকার! তাই হযরত আলী রাযি. যুবাইর রাযি. কে বললেন ঃ তোমার মাকে ঘটনাটা বল। যুবাইর বললেন ঃ আপনার ফুফুকে আপনিই বলুন।

ততক্ষণে একেবারে কাছে এসে পড়েছেন হযরত সফিয়্যা রাযি.।

ঃ হামযার খবর কি? জানতে চাইলেন সফিয়্যা।

তারা ইশারা করলেন যেন কিছুই জানেন না!

আচ্ছা, জানলেই কি বোনের কাছে ভাইয়ের এমন করুণ সংবাদ বলা যায়? অবশেষে এগিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফুফুর বুকে হাত রেখে দুআ করলেন। সবর ও ধৈর্যের পরামর্শ দিলেন। কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন সফিয়্যা!

সফিয়্যা ছুটে গেলেন মদীনায়।

প্রিয় ভাইকে শেষ বিদায় জানাতে।

ভাইয়ের জন্যে কাফনের কাপড় আনতে!

ভাইকে জনমের মত সাজিয়ে দিতে।

শহীদকে তো গোসল দেয়া হয় না।

হযরত হামযাকে কি গোসল দেয়া হয়েছিল?

হ্যাঁ, হয়েছিল। অলৌকিক গোসল।

হযরত হাসান রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি ফিরিশতাদেরকে দেখেছি, হামযাকে গোসল করাচ্ছে!

দেখ, কত্তো বড় ভাগ্য!!

সত্তর বার জানাযা পড়লেন নবীজী সা.

হামযা রাযি. এখন শহীদ!

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে। আর তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠছে হামযার সাথে কাটানো

www.pathagar.com

অতীতের দিনগুলো। কত স্মৃতি, কত ঘটনা! বন্ধুত্ব, কত অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের স্মৃতি! চোখ ভরে এলো পানিতে। কিভাবে বিদায় জানাবেন হামযাকে। কোন ভাষায় শেষ বিদায় জানাবেন প্রিয় চাচাকে, প্রিয় বন্ধুকে!

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবলেন, অনেক বার জানাযা পড়বেন চাচা হামযার। হ্যাঁ, অনেক বার। সত্তর বার! কারণ, জানাযা-ই তো মৃতের জন্যে শ্রেষ্ঠ উপহার। দয়ালু আল্লাহর কাছে প্রাণ খুলে দুআ করবেন জানাযার নামাযে। অবশেষে তাই করলেন!

প্রথম জানাযা পড়লেন হযরত হামযার রাযি.! জানাযার ইমাম হলেন সকল নবীর ইমাম। কত বরকতপূর্ণ জানাযা।

তারপর সামনে রাখা হলো আরেকজন শহীদের লাশ। সাথে হযরত হামযা তো আছেনই। জানাযা শেষে দ্বিতীয় লাশটি সরিয়ে নিয়ে তার স্থানে রাখা হলো আরেকজন শহীদের লাশ। এভাবে একজন একজন করে সকল শহীদের লাশ উপস্থিত করা হলো নবীজীর সামনে। তিনি জানাযা পড়ালেন সকলের। সকলের সঙ্গে হযরত হামযার।

সত্তরবার জানাযা পড়ালেন প্রিয়তম চাচার।

শহীদ শ্রেষ্ঠ, বীর শ্রেষ্ঠ হামযার প্রতি সত্তরবার রহমত ও করুণা কামনা করলেন নবীশ্রেষ্ঠ মানবশ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!

অতঃপর শুইয়ে দিলেন মাটির ঘরে ...!

হামযার জন্যে কে কাঁদবে ?

হামযা রাযি. ঘুমিয়ে পড়েছেন !

শ্রেষ্ঠ শহীদ এখন নিদ্রাবিভোর মাটির ঘরে!

এখন তিনি এক নিবিড় শান্ত শান্তির নগরে আছেন।

আর কোন বেঈমান তাঁকে কষ্ট দিবে না, দিতে পারবে না।

www.pathagar.com

তাছাড়া তিনি আল্লাহর বিশেষ বান্দা না!

বিনে হিসেবে যাঁরা বেহেশতে যাবেন সেই ভাগ্যবান শহীদদের সরদার! সহজ কথা?!

রণাঙ্গনের পাট চুকিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার পথ ধরেছেন!

মদীনার কাছাকাছি আসতেই ভেতরটা যন্ত্রণায় কুঁকরে উঠল আরেকবার! সন্তানহারা, স্বামীহারা অবলা নারীদের আকাশভাঙ্গা কান্নায় ভেতরটা হযরতের চৌচির হয়ে গেল। নারীরা কাঁদছে, কেউ হারানো বাবার নাম ধরে, কেউ বা স্বামীর কথা বলে। অনেকে আবার হারানো ভাইয়ের স্মরণে বিলাপ করছে। বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখার পর যেন তাদের বেদনায় ঝড় উঠেছে!

তাদের বিলাপ শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব কষ্ট পেলেন!

চেনা চেনা মুখগুলো মাটির নিচে রেখে এলাম ...

ওরা আর কোনদিন সামনে এসে আকাশভরা মমতাজড়ানো কণ্ঠে বড় আদবের সাথে আর জিজ্ঞেস করবে না– 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলে ...

নবীজীর আরো কষ্ট হলো, আহা, সকলের জন্যেই তো কাঁদার লোক আছে, কিন্তু হামযা ...

বড় কষ্টের সাথে উচ্চারণ করলেন তিনি–

হামযার জন্যে কাঁদার কেউ নেই ...

কথাটি তীরের মত গিয়ে বিঁধল হযরত সা'দের হৃদয়ে!

হযরত সা'দ ইবন মুআয রাযি.'র ভেতরটা কাঁচের ঘরের মতো এক ধাক্কায় যেন ভেঙ্গে চুরমার!

কেন নেই ...

www.pathagar.com

হামযা!

নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রিয়তম চাচা ঃ তাঁর জন্যে কাঁদবার কেউ নেই?

না, না! এ হয় না!

তিনি ছুটে গিয়ে বনু আবদুল আশহালের নারীদেরকে ভর্ৎসনা করলেন! ' তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্যে কাঁদছো, পিতার জন্যে কাঁদছো, স্বামীর জন্যে কাঁদছো! শোননি নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চাচা, প্রিয়তম চাচা হামযা শহীদ হয়েছেন।

তারপর যেন দুঃখের দরিয়ায় মহাতুফান ...

সকলে মিলে কাঁদছেন নবীজীর চাচার জন্যে ...

বীর হামযার জন্যে বিলাপ করছেন সকলে ...

এই ফাঁকে কি হলো জানো ?

নবীজীর একটু ঘুম পেয়েছিল! বেশী কষ্ট ও চরম দুঃখের সময় যা হয়! এই ঘুমটাও আল্লাহর একটা বড় নেয়ামত। এতে কষ্ট অনেকটা হালকা হয়।

যখন ঘুম ভাঙ্গলো মেয়েদের কান্নার গগনবিদারী সানাই সুর ভেসে এলো নবীজীর কানে। তখন তিনি ঠাণ্ডা ধমকের সুরে বললেন ঃ ওরা এতো দিন তো অনেক বিলাপ করেছে! এবার চুপ করতে বল এবং আজ থেকে আর কোন মৃতের জন্যে কেউ বিলাপ করতে পারবে না।

www.pathagar.com

বিদায় সাইয়্যেদুশ-শুহাদা

প্রিয় নবীজীর প্রিয় সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন ঃ হযরত হামযা রাযি.-এর শাহাদাতের ঘটনাটি যেন তীর হয়ে বিঁধল নবীজীর কলিজায়! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুটে গেলেন হামযার পাশে।

রক্তাক্ত; নাক কাটা; বক্ষ বিদীর্ণ ...

নবীজীর সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল ...

অতঃপর বললেন–

হামযা!

আমি জানি, তুমি আত্মীয়তার প্রতি যত্নবান ছিলে, তুমি ভালো কাজে সবার আগে থাকতে।

হামযা!

তোমার শাহাদাতে যে কষ্ট আমি পেয়েছি এমন কষ্ট হয়তো আর পাব না; তোমার শাহাদাত আমার মধ্যে যে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে এমন ক্ষোভ আর কোনদিন সৃষ্টি হবে না।

হামযা! এই তো জিবরাঈল আ. আমাকে বলে গেল, সাত আসমানে তোমার নাম লেখা হয়ে গেছে। লেখা হয়েছে–

www.pathagar.com

তুমি– 'আসাদুল্লাহ, আসাদু রাসূলিহি'!

তুমি আল্লাহর সিংহ; তুমি আল্লাহর রাসূলের সিংহ।'

এভাবেই বিদায় দিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয়তম চাচাকে। আর আল্লাহর সিংহ ঘুমিয়ে পড়লেন আল্লাহর দ্বীনের জন্যে সংগ্রাম করতে করতে।

এসো দুআ করি

ছোট্ট বন্ধুরা!

তোমরা এ কথা নিশ্চয় বুঝেছ, হযরত হামযা রাযি. আল্লাহ তাআলার কত্তো প্রিয় বান্দা ছিলেন। হুঁ, শহীদ হবার সঙ্গে সঙ্গে সাত আসমানে তিনি হযরত হামযাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন 'হামযা হলো আল্লাহর সিংহ, আল্লাহর রাসূলের সিংহ!

আর আমাদের নবীজীর তো ছিলেন একান্ত বন্ধু! একথা তোমরা গল্পের শুরুতেই শুনেছ! শুনেছ, হামযা নবীজীর শুধু চাচাই ছিলেন না। ছিলেন ছোট কালের বন্ধু, দুধভাই, আরও কত কি... সব শুনে মনে হয় তোমাদের মনে একটি প্রশ্নও জেগেছে! প্রশ্নটি হয়তো অনেকের মনে ঝাপটা-ঝাপটি শুরু করে দিয়েছে।

বুঝেছি!

আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের কাছে হযরত হামযা যখন এত প্রিয়-ই তাহলে এমন করুণভাবে শহীদ হলেন কেন তিনি? আল্লাহ কি তাঁকে আদর করে রহমতের কোলে তুলে নিতে পারলেন না?

তাহলে শোন!

তোমরা তো একথা সকলেই জান, মানুষমাত্রই মরণশীল! মরতে হবে সকলকেই। কিন্তু মরণের পর কত্তো কঠিন ঝামেলা পড়ে আছে

www.pathagar.com

তাতো শোননি! হুঁ, এই জীবনে ভাল-মন্দ যত কাজ মানুষ করে, ছোট বড়– সকল কাজের হিসাব দিতে হবে আল্লাহর দরবারে। আল্লাহ তাআলা একটা একটা করে জিজ্ঞেস করবেন– এটা কেন করলে, ওটা কেন করলে, ইত্যাদি ...

এমনকি, তোমরা যে মুখ ভেংচি কেটে বন্ধুদেরকে লজ্জা দাও, ওটাও জিজ্ঞেস করবেন আল্লাহ্ তাআলা! ভাবছো, আল্লাহ্ এত্তো খবর রাখেন?! হুঁ, এই তো আল্লাহ্! আর দুজন ফিরিশতা বসা আছেন না আমাদের দুই কাঁধে! তাঁরা ছবিসহ সব কিছু রেকর্ড করে রাখেন। হাশরের দিন, হিসাবের সময় সব কিছু সামনে এনে উপস্থিত করা হবে!

ও, মিথ্যে কথা বলে বেঁচে যাবে ভাবছো?

ওসব হবে না! সেদিন মুখে তালা লাগিয়ে দেয়া হবে। আশ্চর্যের বিষয় কি জানো? হাতকে আল্লাহ্ তাআলা জিজ্ঞেস করবেন, তুমি জীবনে কি কি অন্যায় করেছ বল! তারপর সারা জীবনে যত অন্যায় করেছে সব বলে দিবে। নির্দয়ের মত। যন্ত্রের মত। এভাবে শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে জিজ্ঞেস করা হবে। বল, মিথ্যে বলার সুযোগ আছে?

এবার তোমরাই বল, এ জীবনে আমরা যত কাজ করি সবগুলোর কি হিসেব দেয়া সম্ভব? আর দিতে না পারলে সোজা জাহান্নাম!

আর শহীদ হওয়ার সুবিধা কি জানো?

শাহাদাত বরণের সঙ্গে সঙ্গে বেহেশত। কোন রকমের ঝামেলা নেই, হিসাব নেই। অবশ্য যদি কেউ কিছু পাওনা থাকে সেটা আল্লাহ্ মাফ করবেন না। এবার তোমরাই বল, মরতে যখন হবেই তখন আর ঘরে পড়ে মরে অত্তোসব হিসাবের পেঁচে পড়ার দরকার কি?

অবশ্য তোমরা চাইলেই কি শহীদ হতে পারবে?

আরে না! যাঁদেরকে আল্লাহ্ ভালবাসেন, যাঁদেরকে আল্লাহ্ বিনা হিসাবে বেহেশতে দিতে চান তাঁরাই পারে শহীদ হতে। তাঁরাই পারে

www.pathagar.com

বীরের মতো, বাঘের মতো আল্লাহর পথে জীবন দিতে। আর এই বীরদের সেরা হলেন হযরত হামযা রাযি.!

তাহলে কি বল, হযরত হামযা রাযি. যে শহীদ হলেন এটা কি তাঁর জন্যে ভালো হয়নি? আর আল্লাহ্ ভালবাসেন বলেই তো তিনি শহীদ হতে পেরেছেন– তাই না!

আর তোমরাও তো চাও আল্লাহর ভালবাসা!

কি বল, তোমরা কি বিনা হিসাবে বেহেশতে যেতে চাও না? তাহলে এসো আমরা সকলে মিলে আল্লাহর দরবারে দুআ করি–

'হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে তোমার ভালবাসা দাও! তোমার পথে সংগ্রাম করার তাওফীক দাও! শহীদী মৃত্যু দাও– আর হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সাথে বেহেশত নসীব কর! আমীন!!

www.pathagar.com

পরবর্তী আকর্ষণ

শহীদানের গল্প শোন সিরিজের ২য় খণ্ড

বেহেশতের পাখি

হযরত জা'ফর তাইয়্যার রাযি.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শহীদানের গল্প শোন সিরিজ

২

বেহেশতের পাখি

হযরত জা'ফর তাইয়্যার রাযি.

মূল

আশরাফ মুহাম্মাদ আলওয়াহ্‌শ

বিখ্যাত আরব সাহিত্যিক

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ যাইনুল আবিদীন

মুহাদ্দিস: আলজামেয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া

খতীব: সি এন্ড বি জামে মসজিদ

নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা

মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৮৮-০২-৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

ই-মেইল: support@maktabatulashraf.net

ওয়েবসাইট: www.maktabatulashraf.net

www.pathagar.com

শহীদানের গল্প শোন সিরিজ-২

বেহেশতের পাখি

হযরত জা'ফর তাইয়্যার রাযি.

মূলঃ আশরাফ মুহাম্মাদ আলওয়াহ্‌শ

অনুবাদঃ মুহাম্মাদ যাইনুল আবিদীন

প্রকাশক

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

মাকতাবাতুল আশরাফ

[অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]

ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং-৫

১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

প্রথম সংস্করণ

মুহাররম ১৪৩৩ হিজরী

ডিসেম্বর ২০১১ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায

গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স

(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)

৩/২, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-8291-06-7

মূল্য ঃ ষাট টাকা মাত্র

Beheshter Pakhi

HAZRAT JAFAR TAIYAR Rz.

By: Ashraf Muhammad Alwahsh

Translate By: Muhammad Zainul Abideen

Price: Tk. 60.00 US$ 3.00

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

হাদীস শরীফের বর্ণনা মতে প্রতিটি শিশুই সুস্থ সুন্দর দ্বীনী মানসিকতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তিতে তার মা-বাবা ও পরিবেশ তাকে ইহুদী, নাসারা, হিন্দু ইত্যাদি বানায়।

মূলত কোন শিশুই নষ্ট চরিত্র ও মানসিকতা নিয়ে দুনিয়াতে আসে না। পরিবার ও পরিবেশের দুষণই তাকে দুষিত করে। নষ্ট করে।

আজকে আমাদের সমাজের সর্বত্র সন্ত্রাসের যে ভয়ংকর বিধ্বংসী চিত্র দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, এর মূল কারণ দ্বীনবিমুখ চরিত্রবিধ্বংসী ও আদর্শহীন শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রবল স্বার্থান্ধতা। যার সহজলভ্য উপকরণ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এবং সকল প্রকার প্রচার মাধ্যম সেগুলোর কোন বাছ-বিচার না করে ও তার কুপ্রভাবের কথা মাথায় না রেখে সর্বক্ষণ তা প্রচার করছে। সাথে সাথে এক শ্রেণীর অর্থলিপ্সু পুস্তক ব্যবসায়ী শিশু-কিশোরদের চরিত্র ও মানসিক গঠনের ক্ষেত্রে তার প্রকাশনা ক্ষতিকর কি উপকারী এ ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই বিদেশী ধর্মহীন শিশুসাহিত্যের অনুকরণে বই পত্র প্রকাশ করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। এ সকল মারাত্মক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করেই মাকতাবাতুল আশরাফ শিশু-কিশোরদের মধ্যে দ্বীনী চেতনা ও আদর্শ মানসিকতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কয়েকটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। তার মধ্যে শহীদানের গল্প শোন সিরিজ ১-১০ অন্যতম। এ সিরিজের দ্বিতীয় বই, "বেহেশতের পাখি হযরত জা'ফর তাইয়্যার রাযি." এখন পাঠকদের হাতে।

www.pathagar.com

আমরা আমাদের সাধ্যমতো বইটিকে সুন্দর ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো দৃষ্টিতে কোন অসংগতি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবগত করলে পরবর্তিতে আমরা সংশোধন করে নিবো। আল্লাহ্পাক আমাদের প্রচেষ্টাকে সার্থক ও সফল করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

১৩৬ আজীমপুর, ঢাকা-১২০৫

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

লেখকের কথা

'বেহেশতের পাখি' শহীদানের গল্প শোন সিরিজের দ্বিতীয় বই। এর প্রথম বইটি ছিল 'সাইয়্যেদুশ শুহাদা হযরত হামযা রাযি.-এর বীর্যময় জীবনকেন্দ্রিক। বক্ষমান গ্রন্থের আলেখ্য নির্মিত হয়েছে প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই হযরত জা'ফর তাইয়্যার রাযি.-এর পবিত্র জীবনকে কেন্দ্র করে।

আমি সিরিজের সূচনা খণ্ডে বলেছিলাম, আমি কোন সাহিত্যিক নই! সুতরাং শিশু সাহিত্যের মত কঠিন প্রাঙ্গনে বিশেষ কোন সফলতার স্বপ্ন দেখার অবকাশই বা কোথায়? কিন্তু হৃদয়বান বন্ধুমহল আমার প্রিয় ছাত্র ও শুভার্থীরা আমার এই ক্ষুদ্র ও দুর্বল সাহিত্যকর্মকে যেভাবে বরণ করেছেন, প্রশংসা করেছেন, উৎসাহিত করেছেন – সে কথা ভাবতে গেলে লজ্জায় মাথা নত হয়ে পড়ে।

শুভার্থীদের এই হৃদ্যতাই আজ আমার পথ চলার প্রধান প্রেরণা। মহান প্রভুর দরবারে মুনাজাত করছি, তিনি যেন প্রিয়জনদের হৃদ্যতাপূর্ণ প্রত্যাশা পূরণের তাওফীক দান করেন, তাওফীক দান করেন তাঁর ও তাঁর হাবীবের সন্তুষ্টির পথে জীবনের সকল সামর্থ উজাড় করে দেবার। আমীন।

দু'আর মুহতাজ
মুহাম্মাদ যাইনুল আবিদীন

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
শহীদানের গল্প শোন-২	
বেহেশতের পাখি হযরত জা'ফর তাইয়্যার রাযি.	
শহীদানের গল্প শোন-২	
বেহেশতের পাখি হযরত জা'ফর তাইয়্যার রাযি.	৭
দেখতে ঠিক নবীজীর সা. মত	১১
জা'ফর নবীজীর ভাই	১২
ভালোর প্রতিদান ভালো	১৪
মুসলমান হলেন জা'ফর রাযি.	১৫
হিজরত করলেন হযরত জা'ফর রাযি.	১৭
কুরাইশদের ষড়যন্ত্র	২০
নাজ্জাশীর মুখোমুখি হযরত জা'ফর রাযি.	২৩
নতুন চাল	২৫
নাজ্জাশী মুসলমান হলেন হযরত জা'ফরের হাতে	২৭
মুহাজিরদের প্রথম সন্তান আবদুল্লাহ!	৩০
নাজ্জাশী সুসংবাদ দিলেন বিজয়ের	৩১
ফিরে এলেন মদীনায়	৩৪
একদিনের ঘটনা!	৩৫
নাজ্জাশীর পয়গাম	৩৬
বেহেশতের তামান্না	৩৭
অবশেষে ডাক এলো জিহাদের	৩৯
জিহাদের প্রস্তুতি	৪০
বিপদের পথ ঃ স্বপ্নের পথ	৪৩
প্রস্তুত দুশমনরাও	৪৫
শুভ্রপতাকা উড়ছে	৪৭
নবীজীর সা. মুজিযা	৫১
জা'ফরের ঘরে গেলেন নবীজী সা.	৫৫

www.pathagar.com

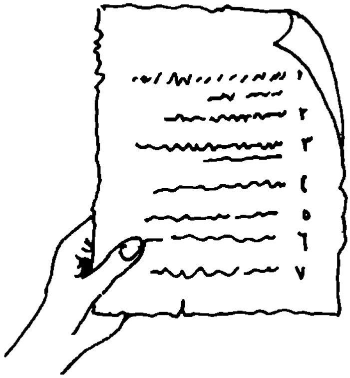

শহীদানের গল্প শোন-২

বেহেশতের পাখি

হযরত জা'ফর তাইয়্যার রাযি.

ছোট্ট বন্ধুরা!

আজ তোমাদেরকে একটি পাখির গল্প বলব!

' বেহেশতের পাখি'!

চমকে ওঠেছো বুঝি?

ওমা, বেহেশতের পাখি ...

হ্যাঁ, বেহেশতের পাখি!

ময়ূর ময়না দোয়েল টিয়ে কতো পাখির গল্প শুনেছ!

কিন্তু বলতো, বেহেশতের পাখির গল্প কি কোনদিন শুনেছ?

নিশ্চয় শোননি!

এমন কি বেহেশতের গল্পও হয়তো শুননি!

আর বেহেশতের গল্প বলাও যায় না।

নানা রঙের নানা স্বাদের সাজানো সারি সারি বৃক্ষ।

ফুলের অপূর্ব সৌরভের মৌ মৌ আবেশ!

www.pathagar.com

হৃদয়কাড়া অনুপম বাগানে ঝুলে থাকা ফল ফুল রস গন্ধ ...!

আর তারই তলদেশ দিয়ে বয়ে গেছে দুধের নহর, মধুর নহর, শরাবের নহর ...

শুধু এখানেই শেষ নয়!

আল্লাহ বলেছেন:

'তোমরা সেখানে যা চাইবে তাই পাবে,

যা কামনা করবে তাই পূরণ করা হবে, দয়ালু ক্ষমাশীল আল্লাহ'র পক্ষ থেকে আতিথেয়তা স্বরূপ।'

বল,

মানুষের চাওয়ার কি শেষ আছে?

নেই! বেহেশতের নি'আমতেরও কোন শেষ নেই!

আমাদের প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

'বেহেশতে আল্লাহ তাআলা মানুষকে এমন সব নি'আমত দান করবেন যা কেউ কোনদিন দেখেনি; যার বিবরণ কেউ কোনদিন শোনেনি; এমন কি যার কথা কেউ কোনদিন কল্পনাও করেনি।'

এবার তোমরাই বল, যা কেউ কোনদিন দেখেনি, শোনেনি এমনকি যার কথা কেউ কোনদিন ভাবেওনি, কল্পনাও করেনি তার কি কোন গল্প বলা যায়?

যায় না!

বেহেশতের গল্পও বলা যায় না!

যা কল্পনা করা যায় না তার গল্পও বলা যায় না!

একটি উপমা দিই, মন দিয়ে শোন!

তোমরা আম, লিচু, কমলা, কাঁঠাল কত্তো ফল খাও, তাই না!

www.pathagar.com

কী, ফলের কথা শুনে মুখে রস উঠেছে বুঝি?

আচ্ছা, ওঠতে দাও!

কিন্তু আমাকে বল, মুখের ভেতর যদি একটি টসটসে লিচু সেঁদিয়ে দাও আর চুষতে থাক তাহলে তার মধ্যে কয় রকমের স্বাদ পাবে? এমন কি যদি সারাদিন চোষ! নিশ্চয়ই এক রকমের!

অথচ বেহেশতের বিষয়টি কিন্তু এমন নয়!

বেহেশতে যাবার পর যখন কোন মুমিন বান্দা বেহেশতের একটি ফল মুখে দিবে এবং চিবাতে থাকবে তখন চিবানোর সাথে সাথে তার স্বাদও পরিবর্তিত হতে থাকবে! হ্যাঁ, শুধু একটি ফল মুখে দিয়ে চিবুতে থাকলে তার মধ্যে চল্লিশ রকমের স্বাদ পাওয়া যাবে! সেই সাথে যেমন স্বাদ তেমন গন্ধ ...!

এই হলো বেহেশতের ফল ...!

অতঃপর এই বেহেশতে রয়েছে সেবা-যত্ন করার জন্যে সারি সারি বালক আর ডাগরচোখা রমণীর দল! আশার দৃষ্টিতে উড়ন্ত পাখির দিকে তাকাতেই পাখিটি ভুনা হয়ে মুহূর্তে হাজির হবে বেহেশতীর সমুখে! বল, এমন সুন্দর এমন বিস্ময়কর জগতের কি ব্যাখ্যা দেয়া যায়? কল্পনা করা যায় এ জগতের সুখ-ভোগের কথা?

এবার বল—

পৃথিবীতে সবচে' বড় ভাগ্যবান কারা?

নিশ্চয়ই যাদের কপালে বেহেশত আছে তারাই শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান!

তাহলে তোমরা কি চাও না সেই ভাগ্যবানদের কাতারে দাঁড়াতে?

চাও নিশ্চয়ই ...!

যদি চাও তাহলে সে পথেই এগুতে হবে তোমাদেরকেও!

বলতে পার, কী সেই পথ যে পথে চললে সোজা বেহেশতে যাওয়া যায়!

www.pathagar.com

সে পথ অনেক দীর্ঘ!

সে পথ ভারি কষ্টের!

সে পথে শুধুই কাঁটা বিছানো!

তবে একটি সোজা পথও আছে!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'যাঁরা শহীদ হবে তারা বিনা হিসাবে বেহেশতে চলে যাবে!' কতো সরল সমাধান তাই না! তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা যে জীবনটা দিয়েছেন সেই জীবনটাই আবার আল্লাহকে দিয়ে দাও! তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে কল্পনাতীত সুখের ঠিকানা বেহেশতে ঠাঁই দিবেন! যাঁদের বুদ্ধি আছে তাঁরা কি কখনো এই সুযোগ ছেড়ে দেয়? দেয় না!

ঠিক তেমনই এক বুদ্ধিমানের কথাই আজ তোমাদেরকে বলব!

নাম তাঁর জা'ফর!

হযরত জা'ফর রাযিয়াল্লাহু আনহু!

তিনি নবীজীর কথায় জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন আল্লাহর রাহে।

তিনি শাহাদাত বরণ করেছিলেন আল্লাহর দ্বীনের জন্যে!

তোমরাই বল, শহীদদের ঠিকানা কোথায়?

বেহেশ্‌ত– তাই না?

হাঁ, একথাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

'আমি জা'ফরকে বেহেশতে দেখেছি!

দেখেছি, তাঁর দুটো রক্তাক্ত ডানা আছে;

দেখেছি, তাঁর পা দুটোও রঞ্জিত!'

এবার ভাব, কত বড় সৌভাগ্য হযরত জা'ফরের!

আমরা যখন এই হিজিবিজি দুনিয়ার অন্ধকারে পড়ে হযরত জা'ফর রাযি. তখন বেহেশতে সুখের পাখায় ভর করে পাখির মতো উড়ে বেড়াচ্ছেন।

আহা! কী খোশ্‌নসীব!!

www.pathagar.com

দেখতে ঠিক নবীজীর সা. মত

ভাগ্যবান এই কুরাইশী যুবকের আরেকটি অন্যতম গুণ কি ছিল জানো?

দেখতে তিনি ছিলেন আমাদের নবীজীর মত!

অনেক সময় তাঁকে দেখে সাহাবীগণ নড়ে-চড়ে ওঠতেন!

ভাবতেন, নবীজী এলেন বুঝি!

কাছে এলে ভুল ভাঙতো তাঁদের।

চোখ বিস্ফারিত করে দেখতেন, না না! নবীজী না! এতো আমাদের জা'ফর! আবু তালিবের পুত্র জা'ফর!

শুধু দেখতেই নন, তাঁর চরিত্রও ছিল নবীজীর মত!

দেখতে নবীজীর মত- এমন আরও যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন-

১. নবীজীর চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান ইবন হারিছ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব।

২. নবীজীর চাচাতো ভাই কুছাম ইবনে আব্বাস ইবন্ আব্দুল মুত্তালিব!

৩. সাইব ইবন্ উবাইদ রাযি.। তাঁরই বংশের পুণ্যপুরুষ হযরত ইমাম শাফিঈ রহ.।

৪. নবীজীর প্রিয়তম দৌহিত্র হযরত হাসান রাযি.।

আর পঞ্চমজন হলেন হযরত জা'ফর রাযি.।

এই পাঁচজন পুণ্যবান মানুষকে দেখতে নবীজীর মত দেখা যেত।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁদের সম্পর্কও ছিল গভীর!

তাঁরা সকলেই ভালোবাসতেন নবীজীকে!

www.pathagar.com

নবীজীও ভালোবাসতেন তাঁদেরকে!

তাঁদের সে ভালোবাসাকে পছন্দ করতেন মহান আল্লাহ্ তাআলা!

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

'যে যাকে ভালোবাসে সে তার সাথেই থাকবে।'

জা'ফর ভালোবাসতেন নবীজীকে!

নবীজী থাকবেন বেহেশতে, তাই জা'ফরও থাকবেন বেহেশতে!

কেননা, যারা আল্লাহর রাহে শাহাদাত বরণ করেন তারা তো বেহেশতী। আর হযরত জা'ফর রাযি. যে বেহেশতী এ কথা তো স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই বলে দিয়েছেন! তাছাড়া যাঁকে মহান প্রভু তাঁর প্রিয়তম বন্ধুর মত করে সৃষ্টি করেছেন তাঁকে কি করে দোযখে পোড়াবেন! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহ্যিক গঠন আকৃতি ও রূপেরও কিন্তু অনেক দাম! আর এজন্যেই তো নবীজীর মত করে চুল রাখা সুন্নাত, দাড়ি রাখা সুন্নাত, গোফ ছোট করে রাখা সুন্নাত, নখ কেটে রাখা সুন্নাত!

তাহলে একথাও বুঝতে অসুবিধা হবে না তোমাদের–

মুখে দাড়ি নেই এমন কেউ যদি বলে 'আমি নবীকে ভালোবাসি'–

সে ভণ্ড!

জীবন-সংসার কোথাও নবীজীর সুন্নাত নেই– এমন কেউ যদি বলে– 'আমি ইসলামের বন্ধু'–

সেও ভণ্ড!!

কথাটি ভালো করে মনে রেখ কিন্তু!

জা'ফর নবীজীর ভাই

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালিবের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শোনেছ! এবং এও শোনেছ–

যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মা হযরত আমিনা

www.pathagar.com

দুনিয়া থেকে চলে যান তখন তাঁকে বুকে তুলে নেন তাঁর প্রিয়তম দাদা আবদুল মুত্তালিব।

অতঃপর যখন দাদা আব্দুল মুত্তালিব মারা যান তখন আমাদের নবীজী খুব একা হয়ে পড়েন।

দুনিয়াতে তাঁর বাবা নেই!

মা-ও চলে গেছেন শৈশবেই।

শেষ ভরসা দাদাজানও চলে গেলেন!

কিশোর নবীজীর বুকটা জুড়ে হু-হু করে ওঠে বেদনার ঝড়!

কে দেবে তাঁকে আশ্রয়?

কে তুলে নিবে তাঁকে বুকে?

এই ছোট্ট বয়সে এতগুলো বেদনার আঘাতে তিনি যখন ক্লান্ত, অবসন্ন-ঠিক তখনই এগিয়ে এসেছিলেন যিনি রহমতের ছায়া হয়ে তিনিই হলেন নবীজীর দরদী চাচা আবু তালিব। অতঃপর মায়ের দরদ পিতার স্নেহ সবই ঢেলে দিয়েছেন ভাতিজা মুহাম্মদের জন্যে- সে কাহিনী নিশ্চয়ই নবী-জীবনীতে পড়েছ।

শুধু চাচাই নন!

চাচীজান ফাতিমাও ছিলেন আমাদের হযরতের মায়ের মত! ঘরে ছেলে-পুলে অনেক থাকায় খানা-পিনায় কষ্ট হতো সকলেরই। তখন চাচী ফাতিমা কী করতেন জানো? তিনি তাঁর ভাগের খাবারটুকু আমাদের নবীজীর জন্যে গোপনে লুকিয়ে রাখতেন! এবং কাছে ডেকে এনে খেতে দিতেন। আর নবীজীও ভালোবাসতেন তাঁকে অসামান্য! বলতেন, ফাতিমা আমার মায়ের পরে 'মা'।

হ্যাঁ, এই আবু তালিব ও চাচী ফাতিমার আদরের দুলালই হলেন হযরত জা'ফর ইবন্ আবু তালিব।

www.pathagar.com

ভালোর প্রতিদান ভালো

একবারের ঘটনা!

মক্কায় সে বছর দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।

কী যে আকাল পড়েছিল বলা যাবে না!

মানুষ এত কঠিন অবস্থায় পড়েছিল যে, পশুর পুরনো হাড় পর্যন্ত খেয়েছে ক্ষুধার তাড়নায়! এবার বুঝ, কত কঠিন ও ভয়ংকর ছিল সে দুর্ভিক্ষকাল।

বনু হাশিমের এই দুর্দিনে অনেকটা স্বচ্ছল ছিলেন দু'জন মানুষ!

আমাদের নবীজী-মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং

হযরত আব্বাস রাযি.-নবীজীর চাচা।

নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চাচা আব্বাসকে বললেন: চাচা, আপনার ভাই আবু তালিবের তো অনেক ছেলে-পুলে! আর দেশে যে আকাল পড়েছে তা- তো দেখতেই পাচ্ছেন! চলুন, আমরা একটা কাজ করি! চাচার সংসারের একজন সদস্য আমি নিয়ে নিই, আরেকজন নিয়ে নিন আপনি। এতে চাচার বোঝা কিছুটা হলেও হালকা হবে!

ঃ খুব সুন্দর প্রস্তাব দিয়েছো ভাতিজা! চল ...

উভয়ই হাজির হলেন আবু তালিবের খেদমতে। বললেন মনের কথা! সব শোনে চাচা আবু তালিব বললেন: আকীলকে আমার কাছে রেখে তোমাদের যা খুশি করতে পার!

একথা শোনে তাঁরা উভয়েই খুশি।

নবীজী সঙ্গে নিলেন হযরত আলীকে।

হযরত আব্বাস তুলে নিলেন জা'ফরকে।

সেই থেকে আলী নবীজীর সাথে। আর জা'ফর ছিলেন হযরত আব্বাস রাযি.-এর সাথে। সুখে-দুঃখে, প্রবাসে-নিবাসে চাচা আব্বাস আর ভাতিজা জা'ফর ছিলেন একান্ত কাছের জন। অতএব, তোমরা বুঝতেই পারছো হযরত জা'ফর হলেন আমাদের নবীজীর চাচাতো ভাই এবং হযরত আলী রাযি.-এর আপন ভাই!

www.pathagar.com

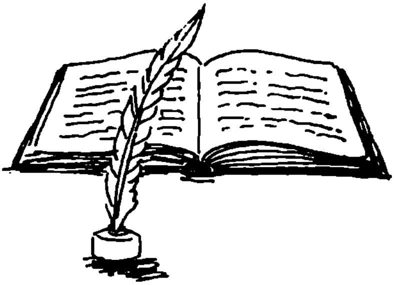

মুসলমান হলেন জা'ফর রাযি.

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ছেন।

সাথে রয়েছেন হযরত আলী রাযি.।

নবীজীর ডান পাশে দাঁড়িয়ে তিনিও নামায পড়ছেন।

সেটা ছিল ইসলামের একেবারে প্রাথমিক যুগ। নামাযের এই দৃশ্য নজরে পড়ল নবীজীর চাচা আবু তালিবের। তিনি গভীর মনযোগসহ দেখলেন নামাযের শীতল-শান্ত দৃশ্য। সকলের প্রিয় মুহাম্মদের সাথে পুত্র আলীর এই ইবাদত-দৃশ্য খুবই আলোড়িত করল চাচা আবু তালিবকে। তখন তাঁর সঙ্গে অপর পুত্র জা'ফর! তিনি জা'ফরের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন: জা'ফর! তুমিও আলীর মত তোমার চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গী হয়ে যাও! তুমি তার ডান পাশে গিয়ে দাঁড়াও! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তুমিও নামাযে শরীক হয়ে যাও!

হযরত জা'ফর রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানতেন।

জানতেন, তিনি সত্যবাদী।

জানতেন, তিনি কাউকে ধোঁকা দেন না!

www.pathagar.com

হযরতের প্রতি জাফর রাযি. বিশ্বাস ও দুর্বলতা ছিল সেই ছোটবেলা থেকেই। পিতা আবু তালিবের কথায় যেন সে দুর্বলতা নড়ে চড়ে উঠল।

অতঃপর পূর্ণ আস্থা ও একীনের সাথে বলে উঠলেন: আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু।

হযরত জা'ফরের ভাগ্য ছিল ভালো!

তাঁর এই রূপান্তরের সংবাদ পেলেন তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস!

তিনিও বলে উঠলেন– আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু।

তাঁরা প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর হাতে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের সর্বপ্রথম দ্বীনী কেন্দ্র দারুল আরকামে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন।

www.pathagar.com

হিজরত করলেন হযরত জা'ফর রাযি.

হযরত জা'ফর রাযি. ছিলেন ইসলামের প্রভাতকালের মুসলমান।

তিনি ছিলেন ছাব্বিশতম কিংবা বত্রিশতম মুসলমান!

তখন ছিল ইসলামের চরম দুর্দিন!

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও লুকিয়ে লুকিয়ে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন।

এখন আমরা যেমন আযান দিয়ে সবাই মিলে কী সুন্দরভাবে ঘোষণা দিয়ে ইবাদত-বন্দেগী করি তখন কিন্তু মুসলমানগণ তেমনটি পারতেন না। আল্লাহকে ডাকতে হতো গোপনে! মুসলমানগণ পরস্পরে দ্বীনের কথা, পরস্পর সুখ-দুঃখের কথা বলতে হলে নির্জন পর্বত ঘাঁটিতে চলে যেতেন। তবুও তাঁদের প্রতি বাজের মত তাকিয়ে থাকতো বেঈমানরা। সুযোগ পেলেই আঘাত করতো, কষ্ট দিতো! তাঁদের দোষ একটাই, তাঁরা হাতের তৈরি পুতুলকে খোদা বলতেন না।

তাঁরা তাল গাছের মত দাঁড়িয়ে থাকা ভগবানগুলোকে পূজা দিতেন না।

তাঁরা বলতেন, ওগুলো মাটির তৈরি মূর্তি!

মূর্তিরা তো নিজেদেরকেই রক্ষা করতে পারে না। তারা আবার

–২

www.pathagar.com

আমাদেরকে রক্ষা করবে কী করে? এই ছিল তাঁদের অপরাধ! এ জন্যে তাঁদেরকে কী যে শাস্তি দেয়া হতো শুনলে আজো শিউরে উঠবে!

মরুভূমির গরম বালুর উপর চিত করে শুইয়ে দিয়ে বুকের উপর পাথর চেপে ধরত।

জ্বলন্ত কয়লার উপর উদোম করে শুইয়ে দিতো।

শরীরের চর্বি গলে গলে পড়তো। চর্বিতে ভিজে নিভে যেত আগুন।

ঘোড়ার পায়ের সাথে হাত দুটো শক্ত করে বেঁধে উঁচু-নীচু টিলার উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে উল্লাস করতো বেঈমানের দল। আর অন্য বেঈমানরা হাত তালি দিয়ে তাঁদের সে যন্ত্রণাকে আরো বাড়িয়ে দিতো। তারা অসহায় বৃদ্ধা সুমাইয়া রাযি. কে ভর-দুপুরে খোলা মাঠে আঘাতে আঘাতে শহীদ করে দিয়েছিলো!

এত কষ্টের পরেও কিন্তু তাঁরা ঈমান ছাড়েননি।

নবীজীকে ছেড়ে যাননি তাঁরা।

আল্লাহ আল্লাহ জপও ছাড়েননি এক মুহূর্তের জন্যে! অবস্থা যখন খুবই ভয়াবহ, যখন সাহাবীগণের জীবনের নিরাপত্তা নেই তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিকল্প কোন পথের কথা ভাবলেন! ভাবলেন মযলূম নির্যাতিত সাহাবীগণের একটি নিরাপদ আশ্রয়ের কথা! এবং বললেন:

'তোমরা যদি হাবশায় চলে যেতে তাহলে ভালো হতো। কারণ, সেখানে একজন ভালো বাদশাহ আছেন– যার রাজ্যে কেউ নির্যাতিত হয় না। সেটা সততার দেশ। তারপর আল্লাহ যখন এই বিপদ দূর করে দিবেন তখন আবার তোমরা দেশে ফিরে আসবে।'

এই পরামর্শ তাঁদের ভালো লাগলো!

নির্বাসনে চলে যাওয়াই তাঁদের কাছে সহজ মনে হলো!

www.pathagar.com

যদিও নির্বাসন খুবই কঠিন ...

বাপ-দাদার বাড়ি-ঘর!

বিনা-অপরাধে নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে অচেনা-অজানা দেশে দেশান্তর।

ভাবতেই যেন নাড়িটা ছিঁড়ে যায় গভীর বেদনায়!

তবুও তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন: না, প্রিয় মাতৃভূমিকে ছেড়েই যাব!

কারণ, তাঁদের কাছে ইসলামই ছিল সবচে' মূল্যবান!

অবশেষে মযলূম সাহাবীদের মধ্যে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল নতুন সংগ্রামের। ঈমান বাঁচানোর সংগ্রাম। ঘর-বাড়ি বিসর্জন দেবার সংগ্রাম। আল্লাহর দ্বীন আর নবীর ফরমানকে সকল কিছুর উর্ধ্বে তুলে ধরার সংগ্রাম। সংগ্রামের এই মহান কাফেলার সদস্য সংখ্যা ছিল ৮৬ জন পুরুষ আর ১৭ জন নারী।

মহান এই কাফেলার আমীর হলেন- হযরত জা'ফর ইবনু আবি তালিব রাযি.!

হিজরতের অল্প ক'দিন পর ...

হাবশায় সংবাদ এলো, মক্কার সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছে! এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই নির্বাসিত-মুহাজির সাহাবীদের সেকি আনন্দ!

মাটির টান আর নাড়ির টানে উতলা হয়ে উঠলেন সকলেই!

ছুটে এলেন মক্কায়!

ছুটে এসে দেখলেন এটি একটি মিথ্যে খবর!

বেঈমানরা এখনো বেঈমান! বরং ক্ষোভ ওদের আরো ধার হয়েছে!

হযরত জা'ফর রাযি. ভাবলেন স্বীয় দ্বীনের কথা!

ভাবলেন, এখানে থেকে ইসলাম মানা যাবে না।

অতঃপর জীবনসঙ্গিনীকে সঙ্গে করে আবার ফিরে গেলেন হাবশায়-ভালো মানুষের আশ্রয়ে।

www.pathagar.com

কুরাইশদের ষড়যন্ত্র

কুরাইশরা যখন দেখল মযলূম মুহাজিরগণ একটি নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে গেছেন। সেখানে তারা এখন নির্ভয়। তাদেরকে উত্যক্ত করার সেখানে কেউ নেই। তখন কুরাইশরা আশংকা করল, এভাবে কিছুদিন চলতে থাকলে তো এদের শক্তি বেড়ে যাবে। এদের দলও বড় হয়ে উঠবে।

তারা আরও ভাবলো–

লোকগুলো আমাদের হাত থেকে বেঁচে গেলো?

আমরা তাদেরকে কোন অত্যাচার করতে পারবো না?

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গীদেরকে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিতে পারল?

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে এখন সুখ?

বেঈমানদের অন্ধকার চিত্তে এই প্রশ্নগুলো বারবার পাক খেতে লাগল! ভাবতে লাগলো, এ তো হতে পারে না! তাদের অত্যাচারী পা গুলো পাপের নেশায় যেন সুড়সুড়িয়ে উঠল।

না, বিহিত একটা করতেই হবে!

ওরা যদি নিরাপদই হয়ে গেল তাহলে আমাদের জন্মটাই মিছে!

নেতাদের বৈঠক বসল! সিদ্ধান্ত হলো, হাবশায় একটি প্রতিনিধি দল পাঠাবে কুরাইশরা! এই দলে থাকবে–

আমর ইবনুল আস এবং

আবদুল্লাহ ইবনু আবি রাবীআহ! [তারা তখনও মুশরিক ছিল।]

এই দুইজন হাবশা যাবেন বাদশাহ নাজ্জাশীর কাছে। মূল্যবান ও উৎকৃষ্টমানের কিছু উপহার সঙ্গে নেবেন। উপহারগুলো বাদশাহকে দেবেন। তারা আশাবাদী, এতে করে বাদশাহর মন গলবে এবং তিনি

www.pathagar.com

তাদের আবদার মত মুহাজির সাহাবীগণকে হাবশা থেকে বহিষ্কার করে দেবেন!

বাদশাহ্ নাজ্জাশী ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান!

তিনি ছিলেন নেহাৎ সৎ ও ন্যায়বিচারক!

তার মধ্যে জুলুমের গন্ধও ছিল না!

তাঁর সুবাসিত চরিত্রের সুগন্ধি ছড়াতো সর্বত্র।

আর এসব কিছু জেনেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতভূমি হিসাবে হাবশাকে নির্বাচন করেছিলেন এবং প্রিয়তম সঙ্গীগণকে সেখানে প্রেরণ করেছিলেন।

একথা কিন্তু কুরাইশরাও জানতো! তারাও জানতো, নাজ্জাশী খুবই ভালো মানুষ। আর এজন্যেই তারা সঙ্গে করে বিরাট অংকের বিপুল পরিমাণে উপহার সামগ্রী নিয়ে গেছে। নাজ্জাশীর জন্যে, পোপ, সম্ভ্রান্ত খৃস্টান ব্যক্তিবর্গ এবং গীর্জার দায়িত্বশীলদের জন্যে।

কথায় আছে না, 'আল-ইনসান আবদুল ইহ্সান'– 'মানুষ হলো অনুগ্রহের দাস।' কুরাইশরা সেভাবেই ভেবেছে। ভেবেছে, এতসব উপহার পেয়ে ওখানকার সভাসদ, ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ ও গীর্জার কর্তারা সকলেই তাদেরকে সহযোগিতা দেবে। ফলে সহজেই 'মতলব' হাসিল করা সম্ভব হবে।

প্রতিনিধিদ্বয় ছিলেন খুবই সিদ্ধহস্ত! তারা তাদের কাঙ্খিত সকলের হাতেই সযত্নে উপহার সামগ্রী তুলে দিতে সক্ষম হয় নাজ্জাশীর সাথে কথা বলার পূর্বেই। সেই সাথে খৃস্টান ধর্মগুরুকে তাদের মতলবের কথাও বলতে ভুল করলো না। বিনয়ের সাথে জানিয়ে দিল, তিনি যাতে বাদশাহকে ইংগিত দেন মুহাজিরদেরকে হাবশা থেকে বহিষ্কার করে দিতে।

সবকিছু শেষ করে তারা উপস্থিত হলো নাজ্জাশীর দরবারে।

www.pathagar.com

উপহার সামগ্রী তুলে দিল তাঁর হাতে

এবং কথা শুরু করল ...

ঃ হে বাদশাহ! আপনার দেশে আমাদের কিছু দাস ও বোকা লোক চলে এসেছে। তারা তাদের ধর্ম ত্যাগ করেছে। তাছাড়া তারা আপনার ধর্মও বরণ করেনি। বরং তারা এক নতুন ধর্ম আবিষ্কার করেছে! যে ধর্ম আমরা এবং আপনি কেউ চিনি না। তাই তাদের সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্তলোকেরা তাদেরই আপনজনদের আপনার কাছে পাঠিয়েছে যাতে আপনি তাদেরকে এই প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেন!

ঃ এরা সত্যই বলেছে! বলল খৃস্টধর্মের উপহারভোগী গুরুরা!

ঃ যাদের জঞ্জাল তাদের কাঁধে তুলে দিন বাদশাহ মহোদয়! সমর্থন করল কেউ কেউ।

ঃ না! কসম করে বলছি, আমি তাদেরকে এদের হাতে তুলে দেব না! বাদশাহ নাজ্জাশী রাগত:স্বরে বললেন! এও বললেন: আমি প্রথমে তাদেরকে ডাকব! তাদের সাথে কথা বলব! আমি তাদের বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভাবব। বিচার করব! কারণ, তারা আমার দেশে আশ্রয় নিয়েছে। নিরাপত্তার আশায় তারা অন্য দেশের উপর আমার দেশকে প্রাধান্য দিয়েছে। হ্যাঁ, যদি সত্যিই এদের কথা সত্য হয়– তাহলে তাদেরকে আমি এদের হাতে তুলে দেব। আর যদি তা না হয়, তাহলে তাদেরকে আমি আমার দেশ থেকে ফিরিয়ে দেব না।

www.pathagar.com

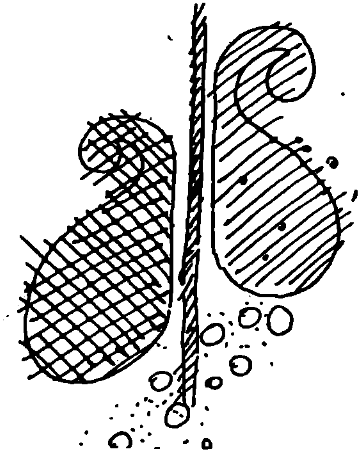

নাজ্জাশীর মুখোমুখি হযরত জা'ফর রাযি.

বাদশাহ্ নাজ্জাশী মুসলমান মুহাজিরগণকে ডাকলেন! সংবাদ শোনে সকলেই এলেন। এলেন হযরত জা'ফর রাযি.ও সকলেই আসন গ্রহণ করলেন দরবারে। এবার নাজ্জাশী বেশ কিছু প্রশ্ন করলেন মুহাজিরগণকে। অত্যন্ত দৃঢ়তা, বিশ্বাস ও আস্থার সাথে সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন হযরত জা'ফর রাযি.। তাঁদের সে ঐতিহাসিক কথোপকথনটি ছিল এইরূপ–

নাজ্জাশী ঃ তোমাদের ধর্ম কি?

জা'ফর ঃ ইসলাম!

নাজ্জাশী ঃ ইসলামের পরিচয়?

জা'ফর ঃ আমরা এক আল্লাহর ইবাদত করি, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না– কথাগুলো অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সঙ্গে বললেন!

নাজ্জাশী ঃ এ বিশ্বাস তোমাদের কাছে কে নিয়ে এসেছেন?

জা'ফর ঃ [নাজ্জাশির প্রতি দীপ্তপ্রভাব, মমতা, সম্মান ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে একটিবার তাকালেন এবং বললেন] যিনি এই ধর্মবিশ্বাস নিয়ে আগমন করেছেন তিনি আমাদেরই একজন। আমরা তাঁর বংশ ও ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে ভালো করে জানি! আল্লাহ তাআলা তাঁকে আমাদের

www.pathagar.com

নবী করে পাঠিয়েছেন– যেভাবে ইতোপূর্বে তিনি আরও নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন! তিনি আমাদেরকে সততা, কল্যাণকামিতা, আমানতদারী ও অঙ্গীকার রক্ষার আদেশ দেন! তিনি আমাদেরকে মূর্তিপূজা করতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন: একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করবে– আর কারও না। আমরা তাঁর কথাকে বিশ্বাস করেছি। আমরা আল্লাহ্র কালাম চিনেছি। আমরা বুঝেছি, তিনি সত্যিই আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পক্ষ থেকেই তিনি প্রেরিত হয়েছেন।

আমরা যখন এপথে চলতে শুরু করলাম তখন আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরাই আমাদের শত্রু হয়ে উঠল। আমাদের বিরোধিতা শুরু করল। সত্য নবীকে মিথ্যা বলতে লাগল! এমন কি তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করতে পর্যন্ত উদ্যত হলো! আমাদেরকে মূর্তিপূজা করতে বাধ্য করতে চাইল। অতঃপর আমরা আমাদের দ্বীন ও জীবনকে বাঁচানোর আশায় পালিয়ে এসেছি আপনার আশ্রয়ে!

হযরত জা'ফর রাযি.-এর এক একটি বাক্য যেন ভোরের এক একটি আলোক খণ্ড হয়ে ঝরে পড়ছিল নাজ্জাশীর রাজ দরবারে। নাজ্জাশীর হৃদয় ভরে উঠছিল প্রবল আনন্দ ও দীপ্তিময়তায়! নাজ্জাশী হযরত জা'ফরের দিকে ফিরে বললেন: তোমাদের নবীর প্রতি যে কালাম অবতীর্ণ হয়েছে তার কিছু নমুনা কি তোমাদের কাছে আছে?

ঃ আছে! বিনীতকণ্ঠে হযরত জা'ফর বললেন!

ঃ আমাকে একটু শোনাও! নাজ্জাশী বললেন।

অতঃপর হযরত জা'ফর হৃদয়বিগলিত ভাব সুবিনীত উচ্চারণ আর প্রেমময় কণ্ঠে তিলাওয়াত করতে শুরু করলেন সূরা মারইয়াম।

পাক-কালামের অপূর্ব মূর্ছনায় দরবার স্তব্ধ!

অপরূপ মাধুরিমায় বিভোর নাজ্জাশী।

www.pathagar.com

নাজ্জাশী কাঁদছেন ...

কাঁদছেন দরবারী ধর্মগুরুগণ ...

কাঁদছেন সকলে ...

সবক'টি হৃদয় খুলে দিয়েছে ভালোবাসার ঝর্ণাধারা ...

এভাবে কেটে গেল দীর্ঘক্ষণ!

অশ্রু যখন থামলো–

স্বাভাবিক হলেন নাজ্জাশী!

তপ্ত অশ্রু মুছলেন ধর্মগুরুরাও!

নাজ্জাশী কুরাইশী প্রতিনিধিদ্বয়ের দিকে ফিরে তাকালেন।

বললেন, এতো সেই বাণী যে বাণী নিয়ে আগমন করেছিলেন হযরত ঈসা আ.। এই সূর এই আলো, একই উৎস থেকে উৎসারিত!

নাজ্জাশী সাফ কণ্ঠে বললেন–

তোমরা চলে যাও!

খোদার কসম! আমি এঁদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দেব না!

নতুন চাল

আমর ইবনুল আস ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান।

তার মাথায় ছিল প্রচুর কৌশল।

আমর ইবনুল আস কখনো পরাজয়কে মেনে নিতেন না।

তার মধ্যে নিরাশারও স্থান ছিল না।

তাই তারা যখন দরবার থেকে বিদায় নিল এবং নির্জনে বসে আলোচনা করল তাদের মিশন সম্পর্কে তখন আমর ইবনুল আস তার সঙ্গীকে বলল: কাল আমি আবার নাজ্জাশীর দরবারে যাব এবং তাকে এমন এক কথা বলব, যা তাদের শেকড় উপড়ে ফেলবে!

আব্দুল্লাহ ইবনে রাবীআহ্ বলল: তুমি এমনটি করতে যেও না। কারণ, আমাদের মধ্যে তো তাদের অনেক আত্মীয়-স্বজনও আছে।

www.pathagar.com

যদিও তারা এখন এদের বিরোধী কিন্তু এদের কোন ক্ষতি হলে তারা নিশ্চয়ই ছাড়বে না!

ঃ না, আমি অবশ্যই নাজ্জাশীকে জানাবো, এরা হযরত ঈসা সম্পর্কে কী বিশ্বাস রাখে– আমি সে কথা নাজ্জাশীকে বলবই।

আমরের সাফ সিদ্ধান্ত।

পরের দিনের ঘটনা!

আমর ইবনুল আস তার সঙ্গীকে নিয়ে নাজ্জাশীর দরবারে হাজির হয়ে সবিনয়ে বললো:

'বাদশাহ্! আপনি কি জানেন এরা হযরত ঈসা সম্পর্কে কী জঘন্য কথা বলে? এদেরকে ডেকে আনুন এবং এদের কাছেই জিজ্ঞেস করুন।'

নাজ্জাশী হযরত জা'ফর রাযি. এবং তাঁর সঙ্গীগণকে ডেকে পাঠালেন! সংবাদ পেলেন মুসলমানগণ দরবারে আসার। আরো জানতে পারলেন নতুন ষড়যন্ত্রের কথা! আমর ইবনুল আসের নতুন চাল তাঁদেরকে ভাবিয়ে তুলল। সকলে মিলে বসলেন। কী বলা যায় এর উত্তরে? দরবারে যাবার আগেই একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে! অবশেষে সবাই মিলে ঠিক করলেন– না, আমরা আমাদের নবীর কাছে হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে যা শুনেছি তাই বলব। আমরা একটি বর্ণও বাড়াব-কমাব না।

দেখ, কী দুর্দিনের কথা!

নাজ্জাশী যদি একটু নাখোশ হয়ে যান তাহলেই বের করে দিবেন তার দেশ থেকে। তবুও মুসলমানগণ সিদ্ধান্ত নিলেন– না, আমরা সত্যই বলব!

সত্যেরই জয় হয় চিরদিন!

সত্য কোনদিন কলংকিত হয় না!

দেখ, এখানে কী হয়!

www.pathagar.com

নাজ্জাশী মুসলমান হলেন হযরত জা'ফরের হাতে

নতুন করে বৈঠক বসল আবার!

কুরাইশী প্রতিনিধিরা এলেন!

সামনে মযলূম মুসলমানগণও!

তাঁদের সামনে আশংকার কালোরাত!

ভেতরে নানা প্রশ্নের ঝড়!

কী হবে শেষ পর্যন্ত ...

আমাদের কী অন্যায় এখানে ...

আমরাতো কারো ক্ষতি করিনি ...

আমরা আমাদের দেশ পর্যন্ত ছেড়ে এলাম ...

তবুও এরা আমাদেরকে ছাড়ছে না ...

চোখ ছাপিয়ে অশ্রু নামছে ...

খোদা গো দয়া কর ...

তুমিই একমাত্র ভরসা প্রভু .....!

নীরবতা ভাঙলেন নাজ্জাশী নিজেই! মুসলমানগণের মুখোমুখি হয়ে বসলেন। বললেন: হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম সম্পর্কে তোমাদের কী মত-বল!

www.pathagar.com

জা'ফর: [ভয়, শংকা ও দ্বিধাহীনকণ্ঠে বলতে শুরু করলেন] 'হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে আমাদের নবী যা বলেন আমরাও তাই বলি। তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল! তিনি আল্লাহ'র বিশেষ কালিমা-বাণী যে বাণী আল্লাহ তাআলা মারইয়ামের প্রতি অর্পণ করেছেন! তিনি আল্লাহর একান্ত প্রিয়জন!'

একথা শোনে নাজ্জাশী আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন!

নাজ্জাশী আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন!

নাজ্জাশী বলে ওঠলেন: আরে স্বয়ং ঈসা তো তাঁর নিজের সম্পর্কে একথাই বলেছেন!

কিন্তু ঝামেলা বাঁধালো উপহারখোর ধর্মগুরুরা।

তারা হৈ চৈ শুরু করে দিল!

নেমকটা হালাল করতে হবে না?!

এবার নাজ্জাশী গুরুগম্ভীরকণ্ঠে শোধালেন–

হে হাবশাবাসী!

হে পোপ সম্প্রদায়!

হে ধর্মগুরু বৈরাগীগোষ্ঠী!

বল, তোমরা কি বলতে চাও!

বল, এতে আমার কী ক্ষতি হবে–

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল! এবং হযরত ঈসা আ. ইনজীল গ্রন্থে তাঁরই শুভ সংবাদ দান করে গেছেন। খোদার কসম! আমি যদি রাজ্যের অধিপতি না হতাম তাহলে আমি তাঁর কাছে ছুটে যেতাম, আমি তাঁর পাদুকা বহন করতাম এবং তাঁকে উযূ করিয়ে দিতাম!'

এবার নাজ্জাশী দরবারের দিকে ফিরে তাকালেন।

www.pathagar.com

তাঁর তর্জনী অঙ্গুলিটি দ্বারা কুরাইশী প্রতিনিধিদের দিকে ইশারা করে বললেন: 'এরা তোমাদেরকে যে উপহার সামগ্রী দিয়েছে তা ফেরত দাও। আমাদের ওসব উপহারের কোন প্রয়োজন নেই।'

শীতল–শান্ত দৃষ্টিতে তাকালেন এবার মুসলমানগণের দিকে। হযরত জা'ফর এবং তাঁর সঙ্গীগণকে বললেন: যাও! তোমরা তোমাদের ঠিকানায় যাও! আমার এই দেশে তোমরা নিরাপত্তার সাথে জীবন যাপন করবে! কেউ যদি তোমাদের কাউকে মন্দ কিছু বলে আমি তার বদলা নেব! স্বর্ণের একটি পাহাড়ের বিনিময়েও আমি তোমাদের কাউকে একবিন্দু কষ্ট দেয়াকে পছন্দ করি না!

সর্বত্র পিনপতন নীরবতা!

সাধ্যি নেই কারো কথা বলার!

কুরাইশী দূতদ্বয় বেরিয়ে এলেন!

হৃদয়ে পরাজয়ের হাহাকার!

ফেরত দেয়া উপহারগুলো যেন লজ্জা-শরমের বেহায়া পতাকা!

শরমের পতাকা তুলেই তারা রওনা দিল!

নিরাশ-নিষ্ফল দূতদ্বয় চলেছে মক্কা পানে...

ভেতরে জ্বালা, প্রতিশোধের অগ্নিশিখা...

আর মুসলমানগণ?

তাঁরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন!

বুকের উপর থেকে যেন দুঃস্বপ্নের একটি কালো পাহাড় নেমে গেছে!

ওরা চলে যাবার পর কেমন যেন স্বাধীন মনে হচ্ছে দেশটা...!

জীবনটায় যেন নতুন প্রভাতের রক্তিম আলো ছড়িয়ে পড়েছে...!

উত্তম প্রতিবেশীর সান্নিধ্যে উত্তম জীবনের বারতা বয়ে যাচ্ছে হৃদয়ে হৃদয়ে...!

www.pathagar.com

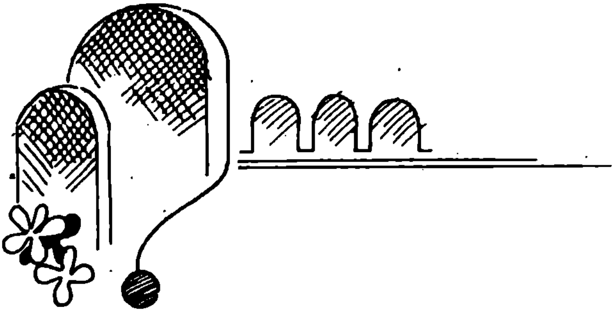

মুহাজিরদের প্রথম সন্তান আবদুল্লাহ!

হযরত জা'ফর রাযি. ও নাজ্জাশীর এই ঘটনা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কুরাইশী প্রতিনিধিদের পরাজয়ের কথাও ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। নাজ্জাশীর মুখে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সমর্থনের কথাও গোপন রইলো না কারো কাছে।

এই ঘটনার সবচে' বড় উপকার হলো কি জানো?

হাবশার অনেক লোক মুসলমান হয়ে গেল!

কথায় আছে না, 'রাজ্য চলে রাজার চালে।'

সেই সাথে ইসলামের কথাও ছড়িয়ে পড়ল দেশে দেশে।

আফ্রিকা মহাদেশের সর্বত্র শুরু হলো ইসলামের গুঞ্জন!

হযরত জা'ফর রাযি. ও তাঁর সঙ্গীগণ এতে ভীষণ তৃপ্ত!

তাঁদের এ তৃপ্তিতে এলো আরেক নতুন বসন্ত!

হযরত জা'ফরের স্ত্রী হযরত আসমার কোল আলোকিত করে জন্ম নিল এক নতুন শিশু! প্রবাসী জীবনের সকল স্থবিরতা নীরবতা ও গুমট ভাবকে প্লাবিত করল এই নতুন অতিথির আগমন সংবাদ! সর্বত্র যেন একটা উৎসবের অঘোষিত ঢেউ শুরু হয়ে গেল!

www.pathagar.com

হাবশায় হিজরতের পর প্রসবিত এই প্রথম সন্তানের নাম রাখা হলো আব্দুল্লাহ। তাই আবদুল্লাহ মুহাজিরগণের প্রথম সন্তান! অবশ্য আবদুল্লাহর আরো দু ভাই জন্ম নিয়েছিল পরে। তাদের নাম মুহাম্মদ এবং আওন।

হযরত জা'ফর রাযি. শুধু বন্ধুদের চোখেই ভালো মানুষ ছিলেন না। তিনি ভালো মানুষ ছিলেন দূরের-কাছের সকলের কাছেই।

এই তাঁর জীবনসঙ্গিনীর কথাই ধর!

হযরত আসমা রাযি. তাঁর স্বামী জা'ফর সম্পর্কে বলেছেন :

'আমি আরবদের মধ্যে জা'ফরের চেয়ে উত্তম কোন যুবক আজ পর্যন্ত দেখিনি।'

নাজ্জাশী সুসংবাদ দিলেন বিজয়ের

এতো শোনলে হাবশার খবর!

এবার শোন মক্কায় কি হলো!

কুরাইশরা যখন নিরাশ হয়ে মক্কায় ফিরে গেলো তখন তাদের ভেতরে সে কি ক্ষোভ! তারা ভাবলো, হাবশায় যারা গিয়েছে তাদের তো ফিরিয়ে আনা যাবে না। তবে যারা মক্কায় আছে তাদেরকে শায়েস্তা করতে হবে জনমের মত। সুতরাং বেড়ে গেলো নির্যাতনের মাত্রা।

অত্যাচার করতে করতে অবশেষে কী করল জানো?

সে কথা শোনলে আজো তোমাদের মাথায় রক্ত উঠে যাবে!

তারা শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিল আল্লাহর রাসূলকে মেরে ফেলবে।

যাঁকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন রহমত হিসাবে, যিনি জিন-ইনসান কুল-মাখলুকের জন্যে রহমত– তাঁকেই যখন তারা মেরে ফেলবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তখন আল্লাহ বেজায় অসন্তুষ্ট হলেন।

www.pathagar.com

ওদিকে মদীনার লোকদের ভাগ্য ছিল ভালো।

তাঁরা রহমতের নবীকে তাঁদের দেশে নিয়ে যেতে চাইলো! আল্লাহ তাদের কপালকেই উজালা করে দিলেন!

নবীজীকে অনুমতি দিলেন মদীনায় চলে যেতে।

দেখ, কী ভাগ্য তাদের!

আজো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুয়ে আছেন কোথায় বলতো?

মদীনায়, তাই না?

সোনার মদীনা! বাহ্! কী চমৎকার নাম!

হ্যাঁ, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় হিজরত করে গেলেন তখন সেখানেও জালাতে লাগলো বেদ্বীনেরা! তারা নানাভাবে আল্লাহর রাসূলকে যন্ত্রণা দিতে লাগলো। ভেতর থেকে জালাতে লাগলো বজ্জাৎ ইহুদীরাও। অবশেষে আল্লাহ্ তাআলা আদেশ দিলেন রুখে দাঁড়াবার! জিহাদ করার হুকুম দিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে। ঘুরে দাঁড়ালেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ! অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন বদর প্রান্তরে। আল্লাহ তাআলা বিজয় দান করলেন আল্লাহর রাসূলকে। বিজয় দান করলেন মুসলমানগণকে!

বিজয়ের সংবাদ উড়ে এলো হাবশায়!

বিজয়ের সংবাদ পেলেন বাদশাহ্ নাজ্জাশী!

বিজয়ের সংবাদে নাজ্জাশীর কী ভীষণ আনন্দ!

সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংবাদ পাঠালেন হযরত জাফর রাযি. ও তাঁর সঙ্গীদের কাছে। খবর পেয়ে ছুটে এলেন সকলেই বাদশাহ'র দরবারে। এসে তো সকলেরই কপালে চোখ!

www.pathagar.com

একী দশা!?

বাদশাহ্ পুরাতন কাপড় পরে মাটিতে বসে আছেন।

তারা সকলেই পরস্পরে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করছিলেন!

বাদশাহ টের পেলেন অবস্থাটা!

তাদের চেহারায় দুঃখের রেখাগুলোও পড়ে ফেললেন বাদশাহ।

বাদশাহ তাঁদের দিকে তাজ্জবের দৃষ্টিতে তাকালেন এবং বললেন : আমি তোমাদেরকে একটি মহা সুসংবাদ শোনাব!

যে সংবাদ শোনে তোমরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে!

জানো, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবীকে বিজয় দিয়েছেন আর তাঁর দুশমনদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন!

একথা শোনে হযরত জা'ফর রাযি. তো আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন; নারায়ে তাকবীর দিতে দিতে এবং আল্লাহ্র দরবারে শুকরিয়ার সিজদা আদায় করলেন।

তারপর হযরত জা'ফর রাযি. বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকালেন নাজ্জাশীর দিকে।

ঃ আচ্ছা, আপনার এই অবস্থা কেন, বলুনতো! জা'ফর বললেন!

ঃ কৈ, কি হয়েছে? নাজ্জাশী বললেন!

ঃ এই যে পুরান কাপড় পরে মাটিতে বসে আছেন!

ঃ ও, সেই কথা! শুনুন! আল্লাহ্র নবী ঈসা আ. বলেছেন: আল্লাহ্ তাআলা যখন কারো প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন তার উচিত বিনয় প্রকাশ করা। আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ তাআলা বিজয় দান করেছেন! এটা অনেক বড় নেয়ামত নয় কি? এই জন্যেই আমি এভাবে আল্লাহ্র দরবারে বিনয় প্রকাশ করছি!

www.pathagar.com

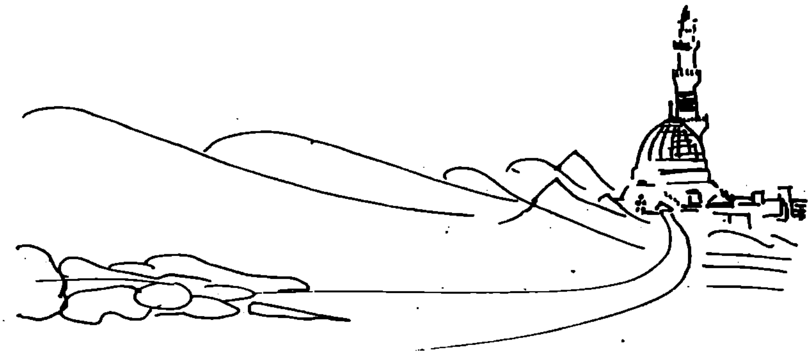

ফিরে এলেন মদীনায়

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের বিজয় সংবাদ শুনে সকলের মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। নবীজীর বিজয় তো নিজেদেরই বিজয়। তাছাড়া নবীজীর সাথে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা তো এঁদেরই আপনজন। সকলের মনেই এখন মিলনের তাড়া!

কত দিন হলো নবীজীকে দেখি না!

আহা! বন্ধু মুসলমানরা জানি এখন কেমন আছেন!

মদীনা কেমন?

সোনার মদীনা ...

নবীজীর শহর মদীনা...

সে শহরের সকলেই নবীজীকে দেখতে পায়...

দেখি না কেবল আমরা...

ভাবতে ভাবতে চোখ ভরে উঠে গরম অশ্রুতে!

আর ভালো লাগে না কারোই! কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে উঠছে সকলের।

www.pathagar.com

একদিনের ঘটনা!

হযরত জা'ফর রাযি. হাজির হলেন নাজ্জাশীর দরবারে! বিনয়ের সাথে আরয করলেন– মদীনায় হিজরত করার পর আল্লাহ তাঁর নবীকে দুশমনদের উপর জয়ী করেছেন। মদীনার অবস্থা এখন ভালো। আমরা সকলেই এখন মদীনায় যেতে চাই, নবীজীর খেদমতে যেতে চাই! আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিন!

একথা শোনে বুকের ভেতরটায় হাহাকার করে উঠল নাজ্জাশীর!

বড় কষ্টে বললেন : হ্যাঁ, অবশ্যই যাবে!

অতঃপর তিনি সফরের যাবতীয় সামান-পত্রের ব্যবস্থা করে দেন!

যখন তাঁরা বিদায় হোন নাজ্জাশীও তাঁদের সাথে হাঁটতে থাকেন।

বিদায় জানাতে এগিয়ে আসেন অনেক দূর পর্যন্ত।

সবশেষে বলেন : জা'ফর! তোমাদের সাথে আমি কী আচরণ করেছি সে কথা নবীজীকে বলো! আর শোন: আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু!

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই!

আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল!

তুমি নবীজীকে বলবে তিনি যেন আমার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করেন!

* * *

তখন খায়বার বিজয় হয়েছে!

মুসলমানদের মধ্যে বিজয়ের আনন্দ! আনন্দের এই আলোকিত মুহূর্তেই মদীনায় পৌঁছেন হযরত জা'ফর ও তাঁর সঙ্গীগণ! তাঁকে দেখেতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহাখুশি। দাঁড়িয়ে গেলেন বসা থেকে। বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কপালে চুমু খেলেন! এবং

www.pathagar.com

বললেন ঃ আজ আমি জা'ফরের আগমনে অধিক খুশি না খায়বারের বিজয়ে তা ঠিক বলতে পারছি না।

নাজ্জাশীর পয়গাম

খায়বার জয় হয়েছে!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ এবং হাবশা থেকে আগত মুহাজিরগণ মিলে বিজয় পালন করছেন। এমন সময় নাজ্জাশীর দূত আল্লাহর রাসূলকে বলল ঃ 'আপনি জা'ফরকে জিজ্ঞেস করুন' আমাদের বাদশাহ তাদের সাথে কী আচরণ করেছেন! হযরত জা'ফর নাজ্জাশীর আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ ও আতিথেয়তার বিবরণ তুলে ধরলেন নবীজীর খেদমতে। বললেনঃ আমাদেরকে নাজ্জাশী অসামান্য যত্ন করেছেন। নিরাপদে থাকতে দিয়েছেন। যারপরনাই সম্মান করেছেন। আসার সময় পথে যা যা দরকার সবকিছুর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং এই মর্মে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই

এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল!

নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ শুনে আল্লাহর রাসূল সীমাহীন খুশি হলেন! খুশিতে তাঁর মুখ খানা জ্বলমল করে উঠল।

ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! জা'ফরের কণ্ঠ!

ঃ বল জা'ফর! আর কোন পয়গাম?

ঃ নাজ্জাশী বলেছেন : আল্লাহর রাসূলকে বলবে, 'আমার জন্যে মাগফিরাতের দু'আ করতে।' একথা শোনতেই নবীজী উঠে দাঁড়ালেন, উযূ করলেন এবং তিনবার এই দু'আটি করলেন–

হে আল্লাহ! নাজ্জাশীকে ক্ষমা করে দাও!

হে আল্লাহ! নাজ্জাশীকে ক্ষমা করে দাও!

www.pathagar.com

হে আল্লাহ! নাজ্জাশীকে ক্ষমা করে দাও!

উপস্থিত মুসলমানগণ সমস্বরে বললেন: 'আমীন'!

এরপর হযরত জা'ফর নাজ্জাশীর প্রতিনিধিকে বললেন : এবার যাও! আল্লাহর রাসূলকে যা যা করতে দেখেছো তোমাদের বাদশাহকে গিয়ে সবকিছু বল?

দেখ, নাজ্জাশী কত ভাগ্যবান!

আল্লাহর নবী নাম ধরে তার জন্যে দু'আ করেছেন!

আর করবেন না?

মুসলমানদের দুর্দিনের বন্ধু নাজ্জাশী!

ন্যায়বিচারক সত্যবাদী শাসক নাজ্জাশী!

অসহায় দুর্বল মযলূমদের আশ্রয় নাজ্জাশী!

যাঁদের মধ্যে এসব গুণ থাকে তাদের প্রতি আল্লাহও খুশি থাকেন!

আর আমাদের সমাজের শাসকগণ!

ওদের কথা না বলাই ভালো!

তবে দু'আ কর, আল্লাহ যেন ওদেরকে হেদায়াত দান করেন!

বেহেশতের তামান্না

মদীনায় ফিরে এসেছেন হাবশার মুহাজিরগণ!

কতদিন পর একত্রিত হলেন আজ!

মক্কার স্মৃতিগুলো যেমন মাথায় খেলা করছে তেমনি হারানো বন্ধুদের মুখগুলোও ভেসে উঠছে বার বার! মাঝখানে কতদিন কেটে গেছে। বদর উহুদের মত বড় বড় দুটো যুদ্ধ ঘটে গেছে এদিকে। কত প্রিয়মুখ হারিয়ে গেছে এই ভয়ংকর যুদ্ধে। বিশেষ করে আপন চাচা বীর

www.pathagar.com

হামযার শাহাদাতের মর্মান্তিক ঘটনাটি বার বার নাড়া দিয়ে যায় কুরাইশী যুবকের মনকে! যুবক ভাবেন–

তাঁরা আল্লাহর রাহে জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন!

তাঁরা আল্লাহ'র সাথে কৃত ওয়াদাকে পূরণ করে দেখিয়েছেন!

আহা! কত সোনালী ভাগ্য তাদের!

তুচ্ছ এই জীবনের বিনিময়ে তারা এখন বেহেশতে...

আর আমরা পড়ে আছি পাপের দুনিয়ায় ...

হতাশায় ভরে উঠে হযরত জা'ফরের মনটা!

হযরত জাফরের মনটা এখন বেহেশতের ডোরে বাঁধা!

কান পেতে থাকেন কখন ডাক আসবে রণাঙ্গনে যাবার?

কখন ডাক আসবে শাহাদাতের?

কতদূর সেই সৌভাগ্যের মুহূর্তটি?

তিনি শুধু ভাবেন আ-র ভাবেন...!

www.pathagar.com

অবশেষে ডাক এলো জিহাদের

অবশেষে সেই কাঙ্ক্ষিত ডাক এলো!

জিহাদে যাবার ডাক এলো!

আল্লাহ'র পথে জীবন বিলাবার ডাক এলো!

এবং একটি আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়ে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন পৃথিবীর বড় বড় শক্তি ও পরাশক্তিগুলোকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন আল্লাহর পথে। পত্র পাঠাচ্ছিলেন রাজা-বাদশাহদের নামে। সে সুবাদেই একটি পত্র পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলেন শুরাহবীলের নামে। শুরাহ্বীল ছিল সেকালের পৃথিবীর অন্যতম পরাশক্তি রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে নিযুক্ত সিরিয়ার গভর্নর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার দূত নির্বাচন করলেন তাঁর প্রিয়তম সাহাবী হযরত হারিছ ইবন উমাইর রাযি. কে!

হারিছ নবীজীর দূত!

হারিছ আল্লাহর দূতের দূত!

হারিছ পত্র নিয়ে চলেছেন সিরিয়ার দিকে!

এ পত্র আল্লাহর নবীর; এ পত্র আল্লাহর দ্বীনের প্রতি এক আহ্বান!

www.pathagar.com

কত ভাগ্যবান সাহাবী হযরত হারিছ 'রাযিয়াল্লাহু আনহু।'

কিন্তু কপাল মন্দ ছিল শুরাহ্বীলের!

হযরত হারিছ যখন 'মুতা' নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলেন তখন শুরাহ্বীল তাঁকে শহীদ করে ফেলল! এটা ছিল হিজরী অষ্টম সালের ঘটনা!

অথচ দূতকে হত্যা করা যায় না!

দূতকে হত্যা করা জঘন্য অপরাধ!

সকল ধর্মেই দূতকে হত্যা করা অপরাধ!

জঘন্য এই অপরাধের সংবাদ যখন পেলেন সীমাহীন দুঃখ পেলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ইতিপূর্বে আল্লাহ্র রাসূলের আর কোন দূতকে হত্যা করা হয়নি! ঘটনাটি বিদ্যুতের মত ছড়িয়ে পড়ল মুসলমানদের মধ্যে। ঈমানের অগ্নিশিখা জ্বলে উঠল দিকে দিকে। ঈমানী জোশ ক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত তরঙ্গায়িত হয়ে নবীজীর খেদমতে আছড়ে পড়তে লাগল! না না! এই অপরাধ কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর। কারণ পাপকে আশ্রয় দেয়াও পাপ। পাপকে লালন করাও পাপ। সামর্থ থাকতে পাপকে দমন না করাও পাপ! সুতরাং আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিলেন জিহাদের।

জিহাদের প্রস্তুতি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদের প্রস্তুতি নিলেন।

তিন হাজার সৈন্যের বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করলেন!

আল্লাহ'র রাসূল একমাত্র খন্দকের যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে এত সৈন্য একত্র করেননি।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই যুদ্ধে তিনজন সাহাবীকে আমীর নির্ধারণ করলেন। সকলের সম্মুখে আমীরের নাম ঘোষণা করলেন এই ভাবে–

'এই বিশাল বাহিনীর সেনাপতি যায়েদ ইবনে হারিছা। যদি যায়েদ আল্লাহর রাহে শাহাদাত বরণ করে, তাহলে সেনাপতি হবে জা'ফর ইবনু আবি তালিব! যদি জা'ফর শাহাদাত বরণ করেন তাহলে আমীর হবেন আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা! [রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন]

আর যদি আব্দুল্লাহও শাহাদাত বরণ করেন তাহলে মুসলমানগণ তাদের মধ্যে থেকে একজনকে সেনাপতি নির্বাচন করে নিবে।

তিন হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী!

প্রশান্ত মহাসাগরের মত নিবিড় তরঙ্গে এগিয়ে চলেছেন!

সঙ্গে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয়জনদেরকে এগিয়ে দিচ্ছেন এবং শেষ বারের মত কিছু জরুরী পরামর্শ, নির্দেশ ও উপদেশ দিচ্ছেন–

'হারিছকে যেখানে হত্যা করা হয়েছে তোমরা ঠিক সেখানে গিয়ে পৌছবে।

প্রথমে সেখানকার লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে!

যদি ইসলামের ডাকে সাড়া দেয় তাহলে তো ভালো।

নইলে আল্লাহ ভরসা করে যুদ্ধ শুরু করবে!

আল্লাহর নামে আল্লাহর পথে লড়াই করবে।

যারা আল্লাহকে মানে না তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে।

ধোঁকাবাজি করবে না, অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না।

শিশু ও নারীদেরকে হত্যা করবে না!

www.pathagar.com

দুর্বল অক্ষম বৃদ্ধদেরকেও না।

গীর্জার বৈরাগীদেরকেও ধ্বংস করবে না!

ঘর-বাড়িও না!'

দেখ, এই হলেন আমাদের নবী! শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্রেও কত রহমত, দয়া, ও মানবতাপূর্ণ উপদেশ দিচ্ছেন মুজাহিদ বাহিনীকে!

নবীজীর অসীয়ত শোনে এগিয়ে চলল বাহিনী!

পেছনে দাঁড়িয়ে রইলেন নবীজী এবং অন্যান্য মুসলমান আপনজন তাঁরা উচ্চকণ্ঠে বলছিলেন–

'আল্লাহ তোমাদের সঙ্গী হোন! আল্লাহ্ তোমাদেরকে রক্ষা করুন!

তোমরা ভালোয় ভালোয় ফিরে এসো আবার।'

www.pathagar.com

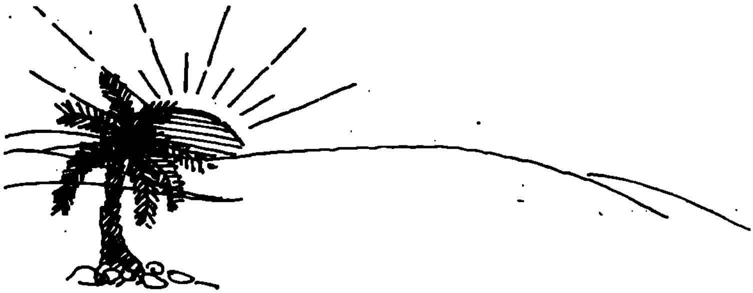

বিপদের পথ ঃ স্বপ্নের পথ

হযরত জা'ফর রাযি. ভালো করেই জানতেন এ পথের ভয়াবহতা!

তবুও এ পথ তাঁর স্বপ্নের পথ।

এ পথ পরম বন্ধুর সাথে মিলিত হবার পথ!

মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের পথ এটা!

তাই যদিও তিনি জানতেন এ এক ভয়ংকর যুদ্ধের পথে যাত্রা-এমন কঠিন যুদ্ধে ইতোপূর্বে মুসলমানগণ অবতীর্ণ হয়নি কখনো! তিনি জানতেন, তাঁরা এক পরাক্রমশীল সম্রাটের বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছেন! এক অসম যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন তারা! যারা প্রচুর শক্তি ও অস্ত্রের মালিক। জনবল অস্ত্রবল ও যুদ্ধ অভিজ্ঞতায় তারা অনেক উপরে। এতসব জেনেও তাঁর মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই, ভয় নেই! কাঁপুনি নেই। জড়তা নেই। বরং এক উচ্ছল উদ্যম অনুভব করছেন ভেতরে। ভেতরে এক প্রবল টান অনুভব করছেন সেই অসম যুদ্ধের প্রতি! কারণ এটা তাঁর স্বপ্নের পথ।

হযরত জা'ফর রাযি. এই যুদ্ধকে বিরাট একটি সুযোগ মনে করলেন। ভাবলেন হয়তো বীরত্বের সবটুকু রস ঢেলে দিয়ে ইসলামের বিজয় প্রতিষ্ঠিত করব অথবা শাহাদাতের শরাব পান করে অমর হয়ে থাকবো আল্লাহর দরবারে।

www.pathagar.com

জা'ফর রাযি. সন্তানদেরকে কাছে ডাকলেন!

জা'ফর তাঁর তিন পুত্রকে বুকে তুলে নিলেন!

প্রাণভরে আদর করলেন কলিজার টুকরা সন্তানদেরকে!

এবং অসীয়ত করলেন–

তোমরা আজীবন আল্লাহ'র দ্বীনের উপর থেকো!

তোমরা কোনদিন আল্লাহ্‌র নবীর অবাধ্য হয়ো না।

তারপর মুখোমুখি হলেন জীবনসঙ্গিনীর!

সুখ-দুঃখের হাজার স্মৃতি নড়ে উঠল হৃদয়জুড়ে।

ঈমানের খাতিরে শত্রুদের অকথ্য নির্যাতন ...

দেশ ছেড়ে হাবশায় হিজরত ...

সুখে-দুঃখে, প্রবাসে-নিবাসে ছায়ার মত পাশাপাশি থেকেছে যে দুটি প্রাণ আবার তা ছিন্ন হয়ে পড়ছে সেই একই ঈমানের টানে! অশ্রুসিক্ত নয়নে অব্যক্ত ভাষায় যেন হাজার কালের কথা চুকিয়ে নিলেন মুহূর্তে...!

আর বললেন : আল্লাহ্‌র দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকো...!

* * *

সত্যি কথা কি জানো?

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বলেছেন:

'যায়েদ তোমাদের সেনাপতি। যদি যায়েদ শহীদ হয়ে যায় সেনাপতি হবে জা'ফর। যদি জা'ফর শহীদ হয়ে যায় তাহলে সেনাপতি হবে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা! আর যদি আবদুল্লাহ শাহাদাত বরণ করে তাহলে মুসলমানরা একজনকে আমীর বানিয়ে নিবে...,

তখন শুধু জা'ফর রাযি. নন সচেতন আরো অনেকেই ধরে নিয়েছেন এঁরা তিনজনই হয়তো আল্লাহর রাহে শাহাদাত বরণ করবেন! তাই আজ

www.pathagar.com

জা'ফর যেন বুকের ধন সন্তানদের কাছ থেকে চিরদিনের জন্যেই বিদায় নিচ্ছেন। দুদিনের এই পান্থশালায় আর যে সাক্ষাৎ হবে না চোখের পানির উষ্ণ ইশারায় জীবনসঙ্গিনীকেও সে কথাই জানিয়ে দিয়েছেন! কিন্তু জীবনসঙ্গিনী কি সে কথা-বুঝেছেন? আর অবুঝ সন্তানেরা...! তবুও জা'ফর চলেছেন শহীদী ঈদগাহের দিকে! চলেছেন সে পথে যে পথে চলেছেন চাচা হামযাতুইবনু আবদিল মুত্তালিব রাযি.।

প্রস্তুত দুশমনরাও

যুদ্ধের মহাসাজে যে মুসলমানরা পথে নেমেছেন সে খবর গোপন থাকেনি কিন্তু! দুশমনরা সব জেনে ফেলেছে যথা সময়ে। সুতরাং আর ঠেকায় কে? চারদিকে রে রে বর!

সিরিয়ার গভর্নর শুরাহ্‌বীল মুসলমানদের এই বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করল। সৈন্য জোগাল এক লক্ষাধিক! লক্ষাধিক সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়েও আশ্বস্ত নয় শুরাহ্‌বীল! কি জানি কী হয়? সংবাদ পাঠালো হেরাক্লিয়াসের কাছে। সম্রাট হেরাক্লিয়াসও সাহায্যের আশ্বাস পাঠাল। সেই সঙ্গে লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে সাহায্যের জন্যে রওনা দিলো স্বয়ং হেরাক্লিয়াস্। দুই লাখেরও বেশি সৈন্য এখন শত্রুপক্ষের। আর মুসলমানগণ মাত্র তিন হাজার!

তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনার উপকণ্ঠ সানিয়্যাতুল বিদায় এসে তাঁর প্রাণপ্রিয় সঙ্গীগণকে বিদায় জানাচ্ছিলেন তখন বলেছিলেন : 'হারিছকে যেখানে শহীদ করা হয়েছে তোমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছবে'।

হযরত হারিছ ইবন উমাইর শহীদ হয়েছিলেন মুতায়।

'মুতা' বর্তমান দামেশকের নিকটবর্তী ক্ষুদ্র একটি জনবসতি!

পবিত্র বাইতুল মুকাদ্দাস থেকেও খুব বেশি দূরে নয়!

www.pathagar.com

মুতা'র নিকটবর্তী অঞ্চলের নাম 'বুলকা'।

এবার শোন তাহলে মূল ঘটনাটি!

শুরাহ্‌বীল আর হেরাক্লিয়াস দুই লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে এসে অবস্থান গ্রহণ করল মুতার নিকটবর্তী বুলকা অঞ্চলে।

সেখানে তাঁরা দু'রাত কাটালো!

সামনে এত বিশাল বাহিনী!

সেই তুলনায় মুসলিম বাহিনীতো লবণের চিমটির মত।

কী করা যায় পরামর্শ হচ্ছে অবিরাম!

অবশেষে পরামর্শ হলো, বিষয়টি আল্লাহর রাসূলকে জানানো দরকার! নবীজীর কাছে সাহায্য চাওয়া দরকার। কিন্তু বেঁকে বসলেন আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা রাযি.!

হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা সকলকে লক্ষ্য করে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দান করলেন! বললেন–

হে আমার সম্প্রদায়!

তোমরা আজ শাহাদাতকে অপছন্দ করছো?

অথচ এরই সন্ধানে তোমরা মদীনা থেকে বের হয়েছো!

কাফেরদের বিরুদ্ধে শক্তি ও সংখ্যা দ্বারা লড়াই করা যায় না।

আমরা তো লড়বো আল্লাহর দ্বীনের জন্যে!

আর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই দ্বীনের উসিলায়ই সম্মানিত করেছেন!

সুতরাং ভয় কিসের?

চল–

হয়তো বিজয় লাভ করবো

www.pathagar.com

নইলে পান করবো শাহাদাতের শরাব!

এবার সকলেই চিৎকার করে উঠল–

ঠিক বলেছো ইবনে রাওয়াহা ঠিক বলেছো!

অতঃপর আল্লাহর রাহে জীবন উৎসর্গকারী এই জানবাজ তিন হাজার আল্লাহ প্রেমী তাওহিদী সৈনিক বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত ছুটে চললেন কাঙ্খিত মনযিল মুতার দিকে!

ওদিকে বুলকা থেকে দুই লক্ষাধিক সৈন্য বাহিনী নিয়ে সমুখে চলেছে বেঈমান শকুনীরাও। তাদেরও লক্ষ্য মুতা প্রান্তর!

শুভ্রপতাকা উড়ছে

সেনাপতির জন্যে একটি পতাকা চাই!

পতাকাটি তৈরি করলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!

পতাকার রং সাদা।

শুভ্র রঙের পতাকা!

উভয়পক্ষ অবশেষে মুখোমুখি হলো মুতা প্রান্তরে!

চরম উত্তেজনা উভয়পক্ষে।

মুসলমানদের পতাকাটি হযরত যায়েদের হাতে!

হযরত যায়েদের হাতে নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের তৈরি পতাকা!

রাখতেই হবে পতাকার মান!

পদব্রজে এগিয়ে চললেন হযরত যায়েদ রাযি. পতাকা হাতে।

শুরু করলেন নির্দয় লড়াই!

www.pathagar.com

উপমাহীন বীরত্বে কাঁপিয়ে তুললেন রণাঙ্গন।

বহু মস্তক নরোম ডাবের মত ছিটকে পড়ল মুক্ত তলোয়ারের আঘাতে!

এগিয়ে চললেন বীর আরো বিক্রমে।

অবশেষে ঢলে পড়লেন শাহাদাতের রক্তিম কার্পেটে...

পতাকা তুলে নিলেন আবু তালিবের পুত্র জা'ফর রাযি.!

নবীজীর পতাকা এখন নবীজীর ভাই জা'ফরের হাতে!

সম্মানিত পতাকা সম্মানিত বীরের হাতে এখন!

কোষমুক্ত তলোয়ার হাতে অগ্রসর হলেন উড়ন্ত যোদ্ধা!

তার অবস্থা যেমন ভয়ংকর তেমনি নিখুঁত!

ঢুকে পড়লেন দুশমনদের ভীড়ে!

ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন নীচে!

ঘোড়ার পা কেটে দিলেন যাতে কোন দুশমন ওতে সওয়ার হতে না পারে।

অতঃপর পূর্ণ জোশ ও উচ্ছ্বাসের সাথে শুরু করলেন লড়াই।

ছন্দে ছন্দে আবৃত্তি করছিলেন–

يَا حَبَّذَا الْجَنَّةُ وَاقْتِرَابُهَا

طَيِّبَةً وَبَارِدًا شَرَابُهَا

وَالرُّوْمُ رُوْمٌ قَدْدَنَا عَذَابُهَا

كَافِرَةٌ بَعِيْدَةٌ اَنْسَابُهَا

عَلَيَّ اِذْ لَاقَيْتُهَا ضِرَابُهَا

'বেহেশ্ত ও তার নৈকট্য কত যে পবিত্র

শরাব তার কত যে শীতল!

www.pathagar.com

রোমকদের শাস্তি ঘনিয়ে এসেছে,
ওরা কাফের নেই কোন বন্ধন ওদের সাথে!
লড়াইয়ের সময় ওদের ধ্বংস সাধন
আমার একান্ত কর্তব্য ॥'
রোমক বাহিনী রীতিমত ধাঁধায় পড়ে গেল।
এ কি একজন যোদ্ধা না একাই লক্ষজন?
তারা তাকে তাকে রইল!
ভাবলো, বাঁচতে হলে একে ঠেকাতেই হবে!
আর আমাদের জা'ফর!
বাঁচার নেশাতো তাঁর নেই!
তিনি মরণের কথাও ভাবেন না।
তাঁর চোখের তারায় খেলা করে শুধু বেহেশতের মধুময় স্বপ্ন!

তিনি অপার্থিব এক পবিত্র নেশায় তখন ব্যাকুল। কাঙ্খিত মনযিল তার বেহেশত! তিনি তলোয়ার চালিয়ে যাচ্ছেন নির্দয় ভঙ্গিতে। আরেক হাতে শুভ্র পতাকা উড়ছে পত পত করে! যেন অনাগত বিজয়ের বার্তা ঘোষণা করছে সে বাতাসের সাথে।

বিষয়টি ঘটে গেল যেন হঠাৎ করে!
হঠাৎ করেই তাঁকে ঘিরে ফেলল বেঈমানেরা চার দিক থেকে।
তারা আঘাত হানলো তাঁর ডান হাতটির উপর!
যে হাতে শক্ত করে ধরে আছেন নবীজীর পতাকা!
কেটে দু'টুকরো হলো বীরের দক্ষিণ হস্ত!
বিদ্যুতগতিতে পতাকা তুলে নিলেন বাম হাতে!
আঘাত এসে পড়ল বাম হাতে, এবং দু'টুকরো...

www.pathagar.com

কিন্তু পতাকা?

না, আল্লাহ্‌র রাসূলের পতাকা তো মাটি ছুঁতে পারে না!

কর্তিত বাহুদ্বয় দ্বারা চেপে ধরলেন পতাকা!

আল্লাহ্‌র নবীর সেনাপতির এই তো রূপ!

জীবনের শেষশক্তি দিয়ে উঁচু করে রেখেছেন পতাকা!

আর অমনি এক হতভাগা রোমক সিপাহী এসে তাঁকে দু'টুকরো করে ফেলে! শাহাদাতের অমৃত পানে ঘুমিয়ে পড়েন আল্লাহ্‌র পথের এক নির্ভীক সিপাহ্‌সালার!

পতাকা তুলে নেন ইবনে রাওয়াহা!

বিস্ময়কর মূর্তিতে অবতীর্ণ হন ময়দানে!

এবং শাহাদাতের পেয়ালা হাতে মিলিত হন প্রভুর সাথে!

তারপর মুসলমানদের আমীর হন বিখ্যাত বীর সাহাবী হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ রাযি.! শুরু করেন বিশ্বাস ও কৌশলের লড়াই! পতিত হতে থাকে বেঈমানদের মাথার পরে মাথা। অবশেষে জানের ভয়ে শুরু হয় পালাবার ধুম! বিজয় হেসে ওঠে মুসলমানদের ভাগ্যে! এ যুদ্ধে বেদ্বীন মারা গিয়েছিল কত সে হিসেব খুবই কঠিন!

এ জয় ছিল রোম জয়ের পূর্বাভাস।

www.pathagar.com

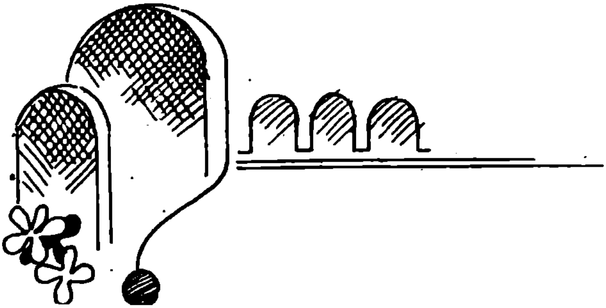

নবীজীর সা. মুজিযা

তোমরা মু'জিযা চেন?

মুজিযা হলো এমন অস্বাভাবিক কান্ড যা স্বাভাবিকভাবে মানুষ করতে পারে না।

এটা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ!

নবীগণের হাতে তিনি মাঝে মধ্যে এই ধরনের বিস্ময়কর ঘটনা ঘটান।

ঠিক এ রকমেরই একটা মু'জিযা ঘটেছিল মুতার যুদ্ধের সময়!

আল্লাহ তা'আলা মুতা যুদ্ধের সকল বিষয় তাঁর নবীর সামনে তুলে ধরেছেন।

মনে করতে পার, আধুনিককালের কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের মত!

মুতার প্রান্তরে যা ঘটছে মদীনায় বসে তিনি সব দেখছেন!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হলেন।

দাঁড়ালেন গিয়ে সাহাবাগণের সামনে এবং বললেন–

সকল প্রশংসা আল্লাহর!

শোন! তোমাদের ভাইগণ এখন শত্রুদের মুখোমুখি...

www.pathagar.com

রণাঙ্গন এখন চরম উত্তপ্ত...

পতাকা যায়েদের হাতে...

এবং যায়েদ লড়তে লড়তে শহীদ...

এখন পতাকা তুলে নিয়েছেন জা'ফর ইবনে আবু তালিব!

লড়তে লড়তে জা'ফরও শাহাদাতের সুধা পান করেছেন!

পতাকা তুলে নিয়েছে আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা!

যুদ্ধ করতে করতে আবদুল্লাহও জীবন দিয়ে দিয়েছেন খোদার রাহে...

এখন পতাকা খালিদ ইবন ওলীদের হাতে!

খালেদ আল্লাহর একটি তলোয়ার!

আল্লাহ্ তাঁকে বিজয় দিয়েছেন!

দেখ, আজকের যুগে কম্পিউটার আবিষ্কার করে মানুষ অহংকারে লেজুর নাড়ায় আর ভাবে কী কাণ্ডটাই না তারা ঘটিয়ে ফেলেছে। অতঃপর ইসলামকে বলে অবৈজ্ঞানিক পশ্চাতপদ ও সেকেলে জীবনদর্শন। অথচ আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় বসে মুতার রণাঙ্গনে কী ঘটছে তা বলে দিচ্ছেন–এর জন্যে কোন রকমের দড়ি-রশি-যন্ত্রপাতি কিছুই ব্যবহার করতে হচ্ছে না। আর যা বলছেন তা একশ' ভাগ নিশ্চিত। কোনরূপ দ্বন্দ্ব সংশয় বা ভুলের আশংকা নেই। আর আজকের যুগের উন্নতি ও অগ্রগতির মেরাজ ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া হাজার হাজার তার-রশি আর যন্ত্রপাতির হাট বসিয়ে যাই কিছু সংগ্রহ করে তা ভুল বা সংশয়মুক্ত নয়।

শোনে আরো আশ্চর্য হবে, মায়ের গর্ভে সন্তান এসে পাকাপাকি হওয়ার পর পেটের উপর যন্ত্র চেপে ধরে কাগজে ছাপার হরফে সার্টিফিকেট দেয়– 'বিল্টু বেগমের মেয়ে হবে।' বিল্টু বেগম ভাবেন মেয়ের নাম ধাম কী রাখবেন। নাম নিশ্চয়ই মডার্ণ হতে হবে। ঠিক

www.pathagar.com

করেন নাম রাখবেন 'টিপ।' টিপ নামের দুটি সুবিধা। কপালে দেয়া যায় সাজ-গুঁজের সময়! আর বিকেলে চায়ের সাথে খাওয়াও যায়! টিপ বিস্কুটটা আবার 'বিল্টু' বেগমের বিশেষ পছন্দ!

কিন্তু মজার বিষয় কি জানো?

সময় মত দেখা গেলো বিল্টু বেগমের একটি তরতাজা ছেলে হয়েছে, আরও বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এই ছেলে পরে বিয়ে করেছে।

শুধু কি তাই! সেই ছেলে বিয়ে করার পর বিল্টু বেগমের একটা ফুটফুটে নাতি হয়েছে। সকলে মিলে তার নাম রেখেছে বিদ্যুত। এই বিদ্যুতের বয়স এখন ষোল। সে প্রতিদিন সকাল-বিকাল দুটি করে বিদুৎকাণ্ড ঘটায়। তাই মাঝে মধ্যেই সরকারী পোশাকধারী লোকজন এসে বিদ্যুতকে খোঁজে আর বিদ্যুতের বাবাকে পেরেশান করে!

এই হলো বিজ্ঞান!

এই হলো আধুনিককালের উন্নতি!

বলে মেয়ে, হয় ছেলে!

এই নিয়েই ওদের অহংকার। মাটিতে যেন পা পড়ে না!

বলে, ইসলাম হলো বিজ্ঞানবিমুখ!

বলি, এ হলো তোমাদের বিজ্ঞান– আর ওই হলো আমাদের নবীর ইলম! আল্লাহর বিজ্ঞান! মিলিয়ে দেখতো!

আসলে এসব যারা বলে তারা হলো ইসলামের দুশমন

কিংবা দুশমনদের দালাল, পা-চাটা দাস!

* * *

হযরত জা'ফরের শাহাদাতের সংবাদ বলে নবীজী কেঁদে উঠলেন!

তাঁর চোখ দুটোতে বইতে লাগলো অশ্রুর জোয়ার!

www.pathagar.com

হযরত জা'ফরের জন্যে দু'আ করলেন!

প্রাণখুলে দু'আ করলেন আর সাহাবীগণকে বললেন–

তোমরা তোমাদের ভাই জা'ফরের জন্যে দু'আ কর!

তোমাদের ভাই শাহাদাত বরণ করেছেন!

জা'ফর এখন বেহেশতে!

তাঁর দুটি ডানা রয়েছে ইয়াকুত মোতির!

সে বেহেশতের যেখানে খুশি উড়ে বেড়াচ্ছে!

বেহেশতের বিহঙ্গ জা'ফর! জা'ফর বেহেশতের পাখি!

দেখ!

আল্লাহর পথে দুটো মাটির হাত দিয়েছেন আর আল্লাহ দিয়েছেন মোতির হাত!

হাত নয়-ডানা!

যে ডানা দিয়ে বেহেশতে উড়ে বেড়ানো যায়!

এ হলো খোদার সাথে লেনদেনের পুরস্কার।

www.pathagar.com

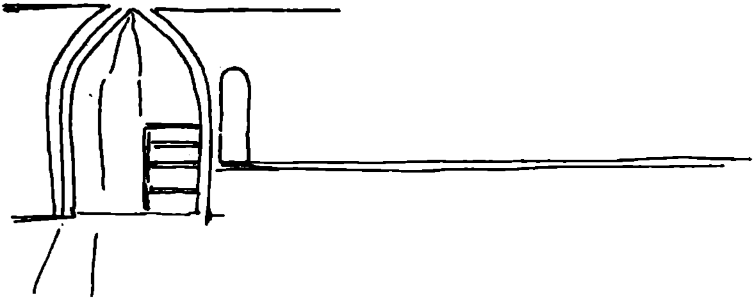

জা'ফরের ঘরে গেলেন নবীজী সা.

রাসূলুল্লাহর বুকটা জুড়ে ব্যথা!

জা'ফর তো নবীজীর ভাই- আপন চাচাতো ভাই!

এভাবে হারিয়ে গেলেন জা'ফর...

ভাবতেই ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠে!

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবলেন সংবাদটা তার পরিবারকে দেয়া দরকার!

গেলেন জা'ফরের ঘরে!

ছেলেদেরকে ডাকলেন! জা'ফরের আদরের দুলালদেরকে ডাকলেন! নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাক শোনে ছুটে এলো ছেলেরা!

চাচা এসেছেন না!

চাচাকে জড়িয়ে ধরছে, কেউ বা এসে কোলে ওঠছে!

নবীজীর চোখ দিয়ে ঝরছে তপ্ত পানি!

কী বলবেন তিনি?

কীভাবে বলবেন এই নিষ্পাপ শিশুদেরকে- তোমাদের বাবা নেই!

www.pathagar.com

নবীজী কি বলতে পারবেন–

তোমাদের বাবা আর ফিরে আসবে না...

অবস্থা কিছুটা আঁচ করলেন হযরত আসমা'ই!

বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যুদ্ধের কোন সংবাদ পেয়েছেন?

এক কঠিন জিজ্ঞাসা!

আকাশ আকাশ ব্যাকুলতা লুকিয়ে আছে সে ক্ষুদ্র একটি জিজ্ঞাসায়!

ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! জা'ফরের কোন সংবাদ?

ঃ জা'ফর শাহাদাত বরণ করেছেন ...

ঃ কেঁদে উঠলেন হযরত আসমা...

ঃ 'চাচাগো।'-বলে চিৎকার করে উঠলেন নবীনন্দিনী হযরত ফাতিমা রাযি.!

জা'ফরের অনাথ অবুঝ নিষ্পাপ ছেলেরা ফ্যালফ্যাল নয়নে তাকিয়ে রইলো নবীজীর দিকে, কান্নারত মা আর বোন ফাতিমার দিকে ...

তারা কি জানে তাদের বাবা আর কোনদিন ফিরে আসবে না...

আর কোনদিন বাবা বাবা বলে আছড়ে পড়বে না তারা বাবার কোলে...

তারা জানে না, তাদের বাবা এখন বেহেশতের বাসিন্দা...

নবীজী সান্ত্বনা দিলেন, বললেন– কেঁদো না তোমরা!

বললেন–

'হে আল্লাহ! তুমিই আজ থেকে জা'ফরের সন্তানদের অভিভাবক!

খোদাগো! এই ঘরের অভিভাবক তুমি!'

অতঃপর ধীরপদে ফিরে এলেন চোখের পানি মুছতে মুছতে...!

www.pathagar.com

শহীদানের গল্প শোন সিরিজ

৩

ইসলামের প্রথম দূত

হযরত মুস'আব ইবনে উমাইর রাযি.

মূল

আশরাফ মুহাম্মাদ আলওয়াহ্‌শ

বিখ্যাত আরব সাহিত্যিক

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ যাইনুল আবিদীন

মুহাদ্দিস: আলজামেয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া

খতীব: সি এন্ড বি জামে মসজিদ

নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা

মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৮৮-০২-৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

ই-মেইল: support@maktabatulashraf.net

ওয়েবসাইট: www.maktabatulashraf.net

www.pathagar.com

শহীদানের গল্প শোন সিরিজ-৩

ইসলামের প্রথম দূত

হযরত মুস'আব ইবনে উমাইর রাযি.

মূলঃ আশরাফ মুহাম্মাদ আলওয়াহ্‌শ

অনুবাদঃ মুহাম্মাদ যাইনুল আবিদীন

প্রকাশক

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

মাকতাবাতুল আশরাফ

[অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]

ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং-৫

১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

প্রথম সংস্করণ

মুহাররম ১৪৩৩ হিজরী

ডিসেম্বর ২০১১ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায

গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স

(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)

৩/২, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-8291-06-7

মূল্য ঃ ষাট টাকা মাত্র

Islamer Prothom Dut

HAZRAT MUSAB IBNE UMAIR Rz.

By: Ashraf Muhammad Alwahsh

Translate By: Muhammad Zainul Abideen

Price: Tk. 60.00 US$ 3.00

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! মাকতাবাতুল আশরাফ কর্তৃক প্রকাশিত শিশু-কিশোর উপাযাগী 'শহীদানের গল্প শোন' সিরিজের তৃতীয় বই 'ইসলামের প্রথম দূত হযরত মুস'আব ইবনে উমাইর রাযি.' এখন আপনাদের হাতে। হযরত মুস'আব ইবনে উমাইর রাযি. ঐ সকল যুবকদের অন্যতম যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসায় পার্থিব সকল কিছু নির্দ্বিধায় ত্যাগ করেছেন, ইসলামের জন্য সহ্য করেছেন সর্ব প্রকার অত্যাচার ও নির্যাতন। প্রয়োজনে প্রিয়জন ও প্রিয় মাতৃভূমি পর্যন্ত ত্যাগ করে পাড়ি জমিয়েছেন অজানা অচেনা বিদেশ বিভুঁইয়ে। ঈমানের বন্ধনে আবদ্ধ সকল মুসলমানকে বানিয়েছেন আপনের চেয়েও আপনতর।

হযরত মুস'আব ইবনে উমাইর রাযি.কে এক কথায় মক্কার রাজপুত্র বলা যায়। কিন্তু ঈমানের আলোয় যখন তাঁর পবিত্র হৃদয় আলোকিত হল তখন পার্থিব জীবনের সম্পদ নামক মরীচিকার প্রকৃত অবস্থা তাঁর সামনে প্রকাশ হয়ে পড়লো, যার দরুন নির্দ্বিধায় দারিদ্রতাকে এমনভাবে বরণ করে নিলেন যে, উহুদের ময়দানে শাহাদাত লাভের পর কাফন দেয়ার মতো পর্যাপ্ত কাপড়ও তার নসীব হলো না।

এ অবস্থা এ জন্যই সম্ভব হয়েছিল যে, দ্বীনের প্রকৃত বুঝ তাঁদেরকে আল্লাহপাক নসীব করেছিলেন। দ্বীনের এই বুঝ যদি আমাদের নসীব হয়ে যায় তাহলেই আমাদের জীবন স্বার্থক হবে।

আল্লাহ এই বইয়ের লেখক, পাঠক ও প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে দ্বীনের আসল বুঝ নসীব করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

১৩৬ আজীমপুর, ঢাকা-১২০৫

www.pathagar.com

মনের কথা

ঃ আদীব! ঘুমাও আব্বু !

ঃ আমার ঘুম আসে নাই তো !!

ঃ আব্বু, রাত বারটা বাজে এখনো তোমার ঘুম আসে নাই!

ঃ একটা গল্প বলেন, তাইলে ঘুম আসবে...

এটা আমার পুত্রধনের নিয়মিত আরজি। রাতে ঘুমুতে বললেই নানা কৌশলে, গলা জড়িয়ে ধরে গল্প একটা আদায় করবেই! তারপর ঘুম!

আচ্ছা, আমাদের শিশুদের এই যে গল্প শোনার আবদার এ কি শুধু গল্প শোনা পর্যন্তই শেষ? বিষয়টি কিন্তু এ পর্যন্তই শেষ নয়; বরং গল্প তাদের ভাবতে শেখায় গল্পের মত করে! এই আমার অবুঝ ছেলের কথাই বলি, ক'দিন পূর্বে শাবুর গল্প পড়ে কেবল আজগুবি সব বাহাদুরীর কথা বলতো আর এখন বলে সে নাকি জিহাদে যাবে, বুশকে শেষ করে ফেলবে! আমি হাসি। তার মনে দ্বন্দ্ব জাগে! বলে আব্বু! আমার সাথে কি বুশ পারবে? বলি, একদম পারবে না! মুমিনের সাথে বেঈমানরা পারে না। বলে, বুশ কি বেঈমান? বলি, হ্যাঁ! ওকে আল্লাহ্ শক্ত পিটুনি দেবেন!

গল্প শোনার এই আবদার ঘরে ঘরে! গল্পের আসরও বসে নিয়মিতই। কিন্তু সবই বাঘের গল্প, ভূতের গল্প কিংবা চোর-ডাকাতের গল্প! ভেবে দেখুন তো, এসব গল্প আমাদের শিশুদের মনে কী স্বপ্ন সৃষ্টি করবে? বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, সাহাবায়ে কেরামের গল্পভিত্তিক এই আয়োজন আপনার সন্তানকে শুধু গল্পরসই দেবে না, দেবে পবিত্র জীবন গড়ার স্বপ্ন। যা আপনার-আমার সকলেরই কাম্য! মূলত এমন একটি পবিত্র বাসনা নিয়েই এই সিরিজের সূচনা হয়েছিল। প্রভু দয়াময় এর বরকতময় সমাপ্তি নসীব করুন। আমীন!!

দু'আর মুহতাজ
মুহাম্মাদ যাইনুল আবিদীন

www.pathagar.com

আমাদের অহংকার **হাফেয যামেন শহীদ রহ.**

যাঁর শহীদী রক্তে নির্মিত ভারতবর্ষের

স্বাধীনতার ইতিহাস ॥

-যাইনুল আবিদীন

www.pathagar.com

শহীদানের গল্প শোন সিরিজের বইসমূহ

সাইয়্যেদুশ শুহাদা
হযরত হামযা রাযি. ১ম খণ্ড

বেহেশতের পাখি
হযরত জা'ফর তাইয়্যার রাযি. ২য় খণ্ড

ইসলামের প্রথম দূত
হযরত মুস'আব ইবনে উমাইর রাযি. ৩য় খণ্ড

একমাত্র সাহাবী যাঁর নাম কুরআনে বর্ণিত হয়েছে
হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি. ৪র্থ খণ্ড

যাঁর মৃত্যুতে আরশ কাঁদে
হযরত সা'দ ইবনে মু'আয রাযি. ৫ম খণ্ড

সৌভাগ্যবান সেনাপতি
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. ৬ষ্ঠ খণ্ড

শহীদের পিতা শহীদ
হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি. ৭ম খণ্ড

শূলিবিদ্ধ শহীদ
হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযি. ৮ম খণ্ড

যে শহীদকে গোসল দিলেন ফেরেশতাগণ
হযরত হানযালাহ ইবনে আবু আমের রাযি. ৯ম খণ্ড

শাহাদাত পিয়াসী
হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি. ১০ম খণ্ড

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

শহীদানের গল্প শোন-৩
ইসলামের প্রথম দূত
হযরত মুস'আব ইবনে উমাইর রাযি.

শহীদানের গল্প শোন-৩

ইসলামের প্রথম দূত হযরত মুস'আব ইবনে উমাইর রাযি. ৯

অলৌকিক সৌরভের সন্ধানে ১১

সবখানে একই কথা ১২

পরীক্ষার মুখোমুখি হযরত মুস'আব রাযি. ১৯

হাবশার পথে মুস'আব রাযি. ২৩

অন্যরকম মুস'আব ২৪

ইসলামের প্রথম দূত ২৬

ইসলামের প্রথম জুমুআর খতীব ও ইমাম ৩১

খোদার রাহে অবিচল মুস'আব রাযি. ৩৩

মায়ের মুখোমুখি মুস'আব রাযি. ৩৭

মুস'আব হলেন আবু আইয়্যুব আনসারীর ভাই ৪০

ভাই এসেছেন বন্দী হয়ে ৪২

ইসলামের পতাকা হাতে মুস'আব রাযি. ৪৫

জয়-পরাজয় ৪৮

যুদ্ধ যখন শেষ ৫২

শেষ বিদায় ৫৪

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

www.pathagar.com

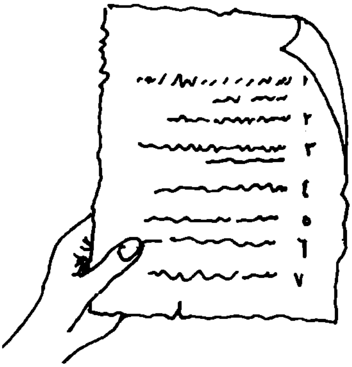

শহীদানের গল্প শোন-৩

ইসলামের প্রথম দূত
হযরত মুস‘আব ইবনে উমাইর রাযি.

আজ তোমাদেরকে একজন ভাগ্যবানের গল্প শোনাব!

সত্যিই মহাভাগ্যবানের গল্প!

তোমরা মক্কা শরীফের কথা সকলেই জানো! আমাদের প্রিয় নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জন্মভূমি হলো মক্কা! পবিত্র কাবাঘরও এই মক্কা নগরে। আর যে শহরে 'আল্লাহর ঘর' সে শহরকে চিনবে না বল! এখন যেমন সারা পৃথিবীর মুসলমান দলে দলে ছুটে যায় মক্কা-মদীনা যিয়ারত করতে, ছুটে যায় হজ্ব করতে, উমরা করতে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেও দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসতো কতো মানুষ।

তারা আসতো আল্লাহর ঘর দেখতে।

তারা আসতো আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতে।

তারা আসতো আল্লাহর ঘরের বরকত নিতে!

এই মক্কা নগরে ছিল এক বিখ্যাত খান্দান!

এক নামী-দামী কবীলা বাস করতো এই মক্কায়!

www.pathagar.com

সেই কবীলার নাম কুরাইশ!

হুঁ, চিনেছো বুঝি ...

আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কিন্তু এই কবীলারই স্বর্ণ-সন্তান!

এই কবীলা মান-মর্যাদায় ছিল সকল কবীলার উর্ধ্বে।

শুধু মক্কাই নয়, দূর দেশের অতিথিরাও সম্মান করতো এই কুরাইশ বংশের লোকদেরকে!

এই বংশেরই ভাগ্যবান যুবক!

বলতে পার আলালের ঘরের দুলাল!

মা-বাবার অতিরিক্ত আদর স্নেহে, অতি আহ্লাদে নেচে নেচে কাটে যাদের জীবন– এই যুবক তাদেরই অন্যতম।

আদর দেবে না, মা-বাবার অর্থ-কড়ির যেমন অভাব নেই, তেমন মান-সম্মানেও সবার উপরে!

আর দেখতে?

সে এক রাজপুত্র যেন!

তবে স্বভাব-চরিত্রে বেশ পরিশীলিত!

কথা দিয়ে কখনো কথা ভঙ্গ করে না!

তাই বন্ধু মহলে তার খুব দাম!

তাকে ছাড়া বন্ধুদের আনন্দই পূর্ণ হয় না।

জানো, ভাগ্যবান এই যুবকের নামই হলো–

'মুস'আব বিন উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু।'

মুসলমান হবার পূর্বে সকলেই তাঁকে মুস'আব বিন উমাইর বলেই ডাকতো! তবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ ডাকতেন তাকে 'মুস'আব আল-খায়্র' বলে! হ্যাঁ, কল্যাণময় মুস'আব!

www.pathagar.com

মক্কার এক ধনীর দুলাল মুস'আব!

মক্কার এক সম্ভ্রান্ত বংশের চেরাগ মুস'আব!

মক্কার এক নন্দিতসুন্দর যুবক মুস'আব!

মুস'আব নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী!

মুস'আব সাহাবীদের পরম বন্ধু!

কী যে সৌভাগ্য মুস'আবের ...

'রাযিয়াল্লাহু আন্হু।'

অলৌকিক সৌরভের সন্ধানে

যৌবনে হযরত মুস'আব রাযি. ছিলেন সুগন্ধি প্রিয়!

সুগন্ধি ছাড়া চলতেই পারতেন না তিনি!

তাঁর মা ছিলেন বিশাল বিত্তবান!

আর মুস'আব ছিলেন তার কলজেছেঁড়া ধন!

অর্থ-বিত্ত উপুড় করে ঢালতেন তিনি হযরত মুস'আবের জন্যে!

বাজারের সবচে' দামী নরোম ও হাল্কা কাপড় পরাতেন পুত্রকে!

তার উপর মুস'আবকে মাখাতেন মন মাতানো সুরভি!

তিনি যখন হেঁটে যেতেন কোন পথে তার চারপাশ আমোদিত হয়ে উঠতো সুগন্ধিতে, পবিত্র সৌরভে। চোখ বন্ধ করেই বন্ধুরা বলতো– মুস'আব এসেছে, আমাদের মুস'আব!

তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নাত!

সুগন্ধির পরশ মানুষের হৃদয়-মন পবিত্র করে তুলে!

পবিত্র করে তুলেছিল হযরত মুস'আবের হৃদয়কেও!

পবিত্র ইসলামের প্রতি কী যেন এক অজানা টানে কেঁপে ওঠেছিল

www.pathagar.com

হযরত মুস'আবের অন্তর! ইসলামকে জানতে। ইসলামের পবিত্র আহবানকে উপলব্ধি করতে। সে এক বর্ণাঢ্য কাহিনী! মন দিয়ে শোন বলি!

সবখানে একই কথা

মক্কা ছিল মূর্তিপূজার জমজমাট নগর!

পবিত্র বাইতুল্লাহ ছিল এক রকমের 'ভগবানগৃহ'।

তোমরা এও শুনেছো, কাবাঘরে স্থাপিত মূর্তির সংখ্যা ছিল তিনশ' ষাটটি।

কিন্তু এর চাইতেও মজার বিষয় কি ছিল জানো?

আজকাল অল্পপুঁজির ফেরিওয়ালারা যেমন মাথায় সামান্য লাউ, কুমড়া ও গোল আলু নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায়, সামান্য বাদাম বিক্রেতারা যেমন গলি গলি ঘুরে ফিরে আর গলা ছেড়ে ডাকাডাকি করে 'বাদেম-বাদেম' করে সেকালে অনেকেই নিজ হাতে মাটি কিংবা পাথর দিয়ে মূর্তি বানিয়ে তা ফেরি করে বেড়াতো!

ডাকতো: ভগ্‌বান ভগ্‌বান...

কী বিশ্রি কাণ্ড...

কত হতভাগা ছিল সেকালের মানুষ!

তারা এই ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে 'ভগ্‌বান' কিনতো।

এই ধরো দু' পয়সা, পাঁচ পয়সা...

আরে ভাবছো, দু'পয়সার ভগবান

হুঁ! ওদেরই কি কদর!

মাথার উপর ভগবান...

কাঁধের উপর ভগবান...

www.pathagar.com

পিঠের উপর ভগবান...

বগলের তলে ভগবান...

জীবনব্যাপী যেন ভগবানের হাট...

এরই মধ্যে এলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেন : হাতে বানানো মূর্তিগুলোতো পুতুল!

পুতুল দিয়ে শিশুরা খেলা করে...

পুতুল দিয়ে খেলা করা যায় কিন্তু তাকে সম্মান করা যায় না।

পুতুলকে যেমন খুশি-তেমন করা যায়, খোদা মানা যায় না!

মন চাইলে ওটাকে ভেঙ্গে ফেলা যায়, পূজা করা যায় না!

কেন পূজা করবে মানুষ ওসব পাথর-গোথরের?

ওরা মানুষের কী উপকার করেছে?

ওরা কী দিয়েছে মানুষকে?

মানুষের কী কল্যাণ করতে পারে ওরা ?

কিছুই পারে না!

তাহলে কোন ঠেকায় ওদের সামনে মাথা নত করবে মানুষ?

কেন ইবাদত করবে ওদের?

কেন? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ইবাদত করবে একমাত্র আল্লাহ্র!

কারণ–

আল্লাহ্ই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন!

আল্লাহ্ই মানুষকে জীবন দান করেছেন!

জীবিকা দিয়েছেন তিনিই!

www.pathagar.com

এই আকাশ পৃথিবী পাহাড় ঝর্ণা নদী সমুদ্র গাছ-গাছালি পাখ-পাখালি ফল-ফুল স্বাদ-রস, গন্ধ-সুরভি সবইতো তাঁর দান!

এবং মরণের মালিকও তিনি!

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলতেই চারদিকে হায় হায় রব পড়ে গেল!

বলে কি? বাপ-দাদার ধর্মের বিরুদ্ধে কথা!

হায় হায়, কী মুখপোড়া কথা গো!!

কেউ বা আবার রাগে-ক্ষোভে তেঁতে ওঠে!

কী, এতো বড় স্পর্ধা...

ভগবানদেরকে পুতুল বলে...

মুন্নি টুন্নি রুন্নিদের খেলার পুতুল!!

সব জায়গায় এখন কেবল এই আলোচনা!

ওই যে গ্রাম পেরিয়ে মাঠ...

পাহাড়ের ধার অবধি বিস্তীর্ণ প্রান্তর...

সেখানে মেষ চড়ায় রাখালরা!

ওদের অনেকেই কৃতদাস!

উট, মেষ আর ভেড়াগুলো মাঠে ছেড়ে দিয়ে দল বেঁধে গল্প করে পাহাড়ের ধারে বসে! মনিবদের নিষ্ঠুরতার গল্প! নানা রকম সুখ-দুঃখের গল্প! আজকাল তাদেরও গল্পের বিষয় ওই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পবিত্র ধর্ম ইসলাম!

ওরা বড় বড় চোখ করে বলে–

শোনেছো...!

অনেকগুলো কান এক সাথে গিয়ে যেন আছড়ে পড়ে–

www.pathagar.com

কী, কিসের খবর?

'ওই যে আবু তালিবের ভাতিজা মুহাম্মদ...'

আরেকজন মুখের কথা টেনে নিয়ে বলে...

'আহা! কী ভালো ছিল ছেলেটা'

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে আরেকজন বলল–

দেবতাদের কু-নজর পড়েছে ভাই...

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অন্যজন বলে...

হুঁ...নইলে কী আর কেউ বাপ-দাদার ধর্মকে ওভাবে উপহাস করে!

কিন্তু আমি তো শুনেছি আরো তাজ্জবের কথা...

কেউ একজন একথা বলতেই সকলে কী কী করে ওঠে!

তখন সে বলল–

আমি শুনেছি, তিনি নাকি বলেন : আমরাও আমাদের মনিবদের মতোই মানুষ...

হে, হে, কী বললে ?

আবার বল, কী বললে ?

আমরাও মানুষ ?

যেন আকাশ আকাশ প্রশ্ন!

এই ছোট্ট কথাটি শোনতেই যেন ভিন্ন রকম হয়ে যায় তাদের চেহারাগুলো! তারা মানুষ... এ কথাতো কেউ বলেনি আজ অবধি! অনেকেই মনে মনে একটা পাকা ওয়াদা করে ফেলে– তাঁর কাছে যেতে হবে। জানতে হবে, আসলেই কি তিনি আমাদেরকে মানুষ বলেন!!

শুধু এই রাখালরাই নয়!

www.pathagar.com

বাজার, দোকান, সভা, আড্ডা সব জায়গায়ই এই একই আলোচনা! সকলের মুখে একই কথা!

কথাগুলো হযরত মুস'আবের কানেও এলো।

আসবে না, কুরাইশী বিত্তবান যুবক!

বন্ধুদের আড্ডার প্রাণপুরুষ মুস'আব!

মুস'আব শুধু ধনীই নন!

তাঁর ছিল বিপুল বুদ্ধি!

তিনি ভাবলেন: লোকের কথা শোনে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হবে না। তাছাড়া নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তো কুরাইশী পরম প্রশংসিত এক যুবক! মুস'আব তাঁকে জানেন! তিনি জীবনে কোনদিন মিথ্যা কথা বলেননি, তাও জানেন! এ-ও জানেন, তিনি কোনদিন কারো ক্ষতি করেননি! তাই তাঁর সম্পর্কে কোন খারাপ ধারণা করা যায় না।

মুস'আব নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সংবাদ নিলেন।

খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন তিনি এখন আরকাম ইবনে আবুল আরকামের বাড়িতে আছেন। কুরাইশদের অত্যাচারের কারণে এখন তিনি আরকামের নিভৃত আশ্রয়ে আছেন। সেখানেই আছেন অন্যান্য মুসলমানগণ! তিনি সেখানেই তাঁদেরকে পবিত্র ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দেন।

হযরত মুস'আব ঠিক করলেন, না আর দেরী নয়।

নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে সাক্ষাত করব!

আজ সন্ধ্যায়ই সাক্ষাত করব!

অবশেষে সেই কাঙ্ক্ষিত সন্ধ্যা এলো!

কিন্তু এই সন্ধ্যার রক্তিম আলোতে যে হযরত মুস'আবের জন্যে অপেক্ষা করছিল সৌভাগ্যের সোনালী আভা সেটা কি মুস'আব

www.pathagar.com

জানতেন? জানতেন না নিশ্চয়ই। তিনি চললেন আরকামের বাড়ির দিকে। নির্জন পাহাড়ের গতর ঘেঁষে দাঁড়ানো সে এক শান্ত ঠিকানা! এখানে হাজার বছরের কাঙ্ক্ষিত শান্তিরা যেন আশ্রয় নিয়েছে আমাদের হযরতের সাথে!

আরকামের বাড়িতে পৌঁছে গেলেন মুস'আব!

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পেলেন মুস'আব এসেছেন!

মুস'আব দেখা করতে চান নবীজীর সাথে!

মুস'আবকে কি সাক্ষাতের সুযোগ দেয়া যায়?

ভরা পূর্ণিমার সবগুলো স্নিগ্ধতা যেন একসাথে নেচে ওঠল নবীজীর চেহারায়! এরই ভেতর থেকে একটি ভরাট কণ্ঠ ভেসে এলো– আসতে দাও...!

অনুমতি পেয়ে ভেতরে গেলেন মুস'আব!

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একেবারে কাছে নিয়ে বসালেন মুস'আবকে!

প্রাণভরে শোনালেন আল্লাহর কথা!

আল্লাহর দয়ার কথাও বললেন!

বললেন বেহেশতের কথা, পরকালের পুরস্কারের কথা!

আরো শোধালেন :

মুস'আব! আল্লাহর কালাম শোনবে?

মুস'আবের ভেতরটায় যেন একটা ভীষণ তুফান বয়ে গেল!

আল্লাহর কালাম...

এ কেমন প্রশ্ন ?

কই, জীবনভর যেসব দেবতাদের পূজা দিয়ে আসলাম তারা তো

www.pathagar.com

কোনদিন কিছু বলেনি। বলতে যে পারে সে কথা তো ভাবিও নি! আর এখন শোনব আল্লাহ্‌র কালাম!

যিনি আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা!

যিনি বেহেশত-দোযখের সৃষ্টিকর্তা!

এই মহান আল্লাহ্‌র বাণী!

জানি না, কত যে মহিমাময় সে বাণী!

নীরবচিত্তে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলেন মুস'আব...

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করতে লাগলেন পবিত্র কুরআনের মধুময় বাণী! আল্লাহ্‌র কালামের এক একটি শব্দ যেন শীতল শিশির বিন্দু হয়ে ঝরে ঝরে পড়তে লাগল মুস'আবের তাপিত অন্তরে। গভীর শান্তি, পুলক ও বিশ্বাসে নেচে নেচে ওঠছিল তাঁর মন বিশ্বাস এবং শরীর!

মুস'আব বুঝলেন, এ কালাম সন্দেহাতীত!

মুস'আব বুঝলেন, ইসলাম সত্যিই সত্যধর্ম!

মুস'আব বুঝলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেন তাই সত্য!

তাহলে আর দেরী কেন?

আলোর সন্ধান পেলে কি কেউ অন্ধকারে বসে থাকে?

মুস'আবও বসে রইলেন না।

পূর্ণ ঈমান ও আন্তরিকতার সাথে ঘোষণা করলেন ঃ

'আশহাদু আল-লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।'

www.pathagar.com

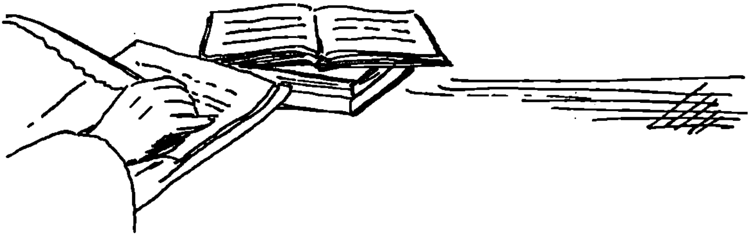

পরীক্ষার মুখোমুখি হযরত মুস'আব রাযি.

হযরত মুস'আবের হৃদয়টা এখন নূরে নূরে পূর্ণ।

ঈমানের পরশে জীবনটা ভারি শীতল মনে হচ্ছে।

মনে হচ্ছে, এতদিন কোন ঠিকানা ছিল না তাঁর!

আজ ঠিকানা পেয়েছে।

বড়ই বিশ্বস্ত সে ঠিকানা।

আল্লাহ ও রাসূল তাঁর ঠিকানা এখন!

অপার্থিব এই পবিত্র ভাবনায় যখন আমোদিত হযরত মুসআব রাযি. তখনই মনে পড়ল তাঁর মায়ের কথা! মনে পড়ল তাঁর কঠিনমনা জননীর রুদ্ররূপ! মনের আলোটা যেন মুহূর্তে নিভু নিভু হয়ে এলো।

হযরত মুস'আবের মা ছিলেন বেশ ধনী মানুষ!

তাঁর স্বভাবটাও ছিল খুব কঠিন এবং কড়া!

অনেকটা সম্পদের কারণেই কি-না কাউকে ছাড় দিয়ে কথা বলতেন না।

কাউকে পাত্তাও দিতেন না।

কথাও বলতেন খুব শক্ত ভাষায়।

www.pathagar.com

এ কারণে সবাই তাকে ভয় করতো!

মুস'আবও মনে মনে ভয় করতে শুরু করলেন।

ভাবলেন, নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দরবারে এসেছি শোনলে আর রক্ষা নেই।

ভাবলেন, বিষয়টি বরং আপাতত গোপন রাখাই ভাল!

মুস'আব এখনই কোন যুদ্ধে জড়াতে চান না।

* * *

কিন্তু মুস'আবের ভাগ্যে ছিল বিড়ম্বনা!

তাই তাঁর কৌশল বেশি দূর এগুতে পারল না!

কারণ, হযরত আরকামের বাড়িটা যে প্রিয় নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘাঁটি একথাটা কুরাইশরা জেনে ফেলেছিল। তাই তারা এদিকে সর্বদাই কড়া নজর রাখতো। নজর রাখতো চারদিকেই। এমন কি বিদেশী-অচেনা কাউকে দেখলে তার প্রতিও লক্ষ্য রাখতো কুরাইশরা। বলতে পার, রীতিমত গোয়েন্দাগিরি করে বেড়াতো সর্বক্ষণ!

একদিনের ঘটনা!

হযরত মুস'আব রাযি. গোপনে যাচ্ছিলেন আরকামের বাড়িতে।

নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছিলেন তিনি।

তিনিও চোখ-কান খাড়া রাখছিলেন যাতে কেউ না দেখে।

কিন্তু নজরে পড়ে যান মক্কার উসমান ইবনে তালহার!

দুর্ভাগ্য কী সৌভাগ্য...

আরেকদিনের ঘটনা!

হযরত মুসআব রাযি. একাকী নামায পড়ছেন।

www.pathagar.com

আজো তার উপর নজর পড়লো সেই উসমান ইবনে তালহার!

চোখ বড় বড় করে দেখলো আমাদের মুস'আব না!

হ্যাঁ, মুস'আবই তো!

এভাবে কী করছে মুস'আব?

ওঠা-বসা, মুখে বিড়বিড়...

ও, মুহাম্মদ না এভাবে তার খোদার ইবাদত করে!

বুঝেছি তাহলে!

উসমান সোজা চলে গেল মুস'আবের মায়ের কাছে।

গিয়ে শোনাল দু'দিনের সব কাহিনী।

বলল ঃ তোমার ছেলে বেদ্বীন হয়ে গেছে।

মুস'আব এখন মুসলমান!

মুস'আবের মায়ের উপর যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত হলো!

কী, আমার ছেলে...

কথাটা বিদ্যুতের মত বংশের সকলের কানে পৌঁছে গেল!

যেন কী মহাকলংকের শিকার হয়েছে হযরত মুস'আব রাযি.!

হযরত মুস'আব রাযি. ঘরে এলেন।

ঘরে এসে দেখেন সব ওলট-পালট হয়ে গেছে।

মুস'আব এখন কঠিন যুদ্ধের মুখোমুখি।

কী করবেন তিনি?

না, আপোস করা যাবে না! অন্যায়ের সাথে কোন আপোস করা যায় না। হযরত মুস'আব রাযি. পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে বললেন ঃ হ্যাঁ মা! আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশ্বাস করি! আমি ঈমানদার।

তোমরা সকলেই শোনে রাখ, আমি ঈমানদার!

আমি হকের উপর আছি।

www.pathagar.com

এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হলেন না। বরং সকলের সামনে সুমধুর কণ্ঠে কুরআনে কারীম থেকে কিছু আয়াত তিলাওয়াত করলেন। সকলকে দ্বীনের দাওয়াত দিলেন। এ-ও বললেন ঃ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেন তাই সত্য! তোমরা এখনো অন্ধকারে পড়ে আছ!

চপেটাঘাত করার জন্য দাঁত কিটমিট করে এগিয়ে এলেন তাঁর মা। কিন্তু পারলেন না! পারলেন না এই কারণে, মুস'আব তার বড় আদরের দুলাল! মাতৃত্বের মমতা তার হাতকে শীতল করে ফেলল।

কিন্তু দেব-দেবীদের উপর আঘাত...

মুস'আবের মা যেন আবার ঝলসে ওঠলেন!

না, ওকে এভাবে ছেড়ে দেয়া যায় না।

চিৎকার করে ওঠলেন : রে-কোথায় তোরা!

চাকর-বাকর, দাস-দাসীরা ছুটে এলো সকলে!

কঠিন কণ্ঠে আদেশ করলেন, মুস'আবকে ধরে নিয়ে ঘরের কোণে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখ।

কিন্তু মুস'আবের কোন ভাবান্তর নেই...

www.pathagar.com

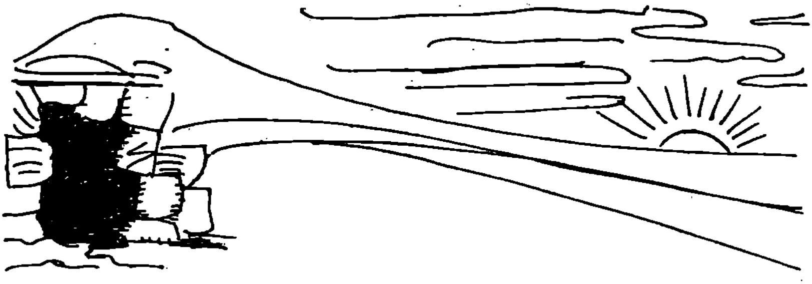

হাবশার পথে মুস'আব রাযি.

ধীরে ধীরে মুশরিকদের অত্যাচার যেন বেড়েই চলল!

দিন যায় রাত আসে কিন্তু আশার আলো নজরে পড়ে না।

তাছাড়া হযরত উসমান, বীর হামযা, হযরত জা'ফর আর হযরত মুস'আবের মত সম্মানিত লোকদের জন্যে সবচে' বড় ঝুঁকি ছিল মান-সম্মানের। আর বেঈমানরা তো হাত তুলতে পর্যন্ত পরোয়া করে না। যাদের ঈমান নেই, তাদের তো কোন চরিত্রও নেই। যারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তাকেই মানে না তারা আর কাকেই বা মানবে!

বিষয়টি নিয়ে ভারি ভাবনায় পড়ে গেলেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

ভাবলেন, না, ব্যবস্থা একটা করতেই হবে!

অবশেষে একদা বললেন–

'তোমরা যদি হাবশায় চলে যেতে তাহলে ভাল হতো। কারণ, সেখানকার বাদশাহ খুবই ভাল মানুষ। তার রাজ্যে কেউ কারো প্রতি জুলুম করে না। সেটা সত্যের দেশ। তারপর যখন আল্লাহর মেহেরবানীতে এই বিপদ কেটে যাবে তখন আবার তোমরা নিজেদের বাড়িতে ফিরে এসো।'

www.pathagar.com

নবীজীর এই অনুমতি পাবার পর সাহাবায়ে কিরামের একটি কাফেলা তৈরি হয়ে গেল হাবশায় যাবার জন্যে!

তোমরা শোনেছ, এই কাফেলার নেতৃত্বে ছিলেন হযরত জা'ফর রাযি.! বেহেশতের পাখি জা'ফর! সংবাদ শোনে হযরত মুসআব রাযি. ভাবলেন, আমাকেও শরীক হতে হবে এই কাফেলায়।

কিন্তু মুস'আব যে বন্দী!

অবশেষে মুস'আব তার মাকে ও প্রহরীদেরকে কৌশলে পরাজিত করলেন এবং মুহাজিরদের সাথে গোপনে পালিয়ে বেরিয়ে পড়লেন হাবশার উদ্দেশ্যে!

এটা ছিল ইসলামের প্রথম হিজরত।

অন্যরকম মুস'আব

সম্পদ ও প্রাচুর্যের মধ্যে বড় হয়েছেন মুস'আব রাযি.!

কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার পর তার কঠিন-হৃদয় মা যখন বলে দিলেন, মুস'আবকে আর এক চিমটি খাবারও দেবেন না, তখন মুস'আবও শক্ত হয়ে ওঠলেন। পার্থিব এই দুনিয়ার সকল বিত্ত-বিলাসকে চিরতরে বিদায় জানালেন। বরণ করে নিলেন সম্পূর্ণ দরবেশী জীবন! যেন এই পৃথিবীর ধন-সম্পদের সাথে কোনদিন কোন পরিচয়ই ছিল না তার!

একবার হলো কি জানো?

হযরত মুস'আব রাযি. বসে আছেন। তার গায়ে ভেড়ার চামড়ার পোশাক।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকালেন হযরত মুস'আবের প্রতি এবং বললেন : তোমরা এই মুস'আবকে দেখ, তার অন্তরকে আল্লাহ্ তা'আলা নূর দিয়ে পূর্ণ করে দিয়েছেন। আমি দেখেছি, একদা

www.pathagar.com

তার বাবা-মা তাকে সর্বোৎকৃষ্ট খাবার ও পোশাকের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতো। অথচ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসার টানে আজ তার এই অবস্থা!

মানুষ ছুটে সম্পদের পেছনে।

মুস'আব সেই সম্পদকে পেছনে ফেলে এসেছেন!

মানুষ সুখ-ভোগের নেশায় আল্লাহকে ভুলে যায়।

মুস'আব আল্লাহর খাতিরে সুখ-ভোগ ছেড়ে দিয়েছেন।

অর্থের নেশায় মানুষ তার নবীকে ভুলে যায়।

মুস'আব নবীর টানে অর্থ-দৌলতকে বিসর্জন দিয়ে এসেছেন।

মুস'আব এখন রিক্তহস্ত।

মুস'আব এখন শক্ত এবং মোটা কাপড় পরেন।

এখন তিনি একদিন খান আরেকদিন অনাহারে কাটান।

একদা মুস'আব ছিলেন ধনীর দুলাল, আজ দরিদ্র দরবেশ।

একদা প্রেম ছিল তার উন্নত খানা-পিনা আর নরোম-কোমল পোশাকের প্রতি। এখন সর্বদাই ভাবেন পরকালের কথা।

কী বিস্ময়কর পরিবর্তন!

www.pathagar.com

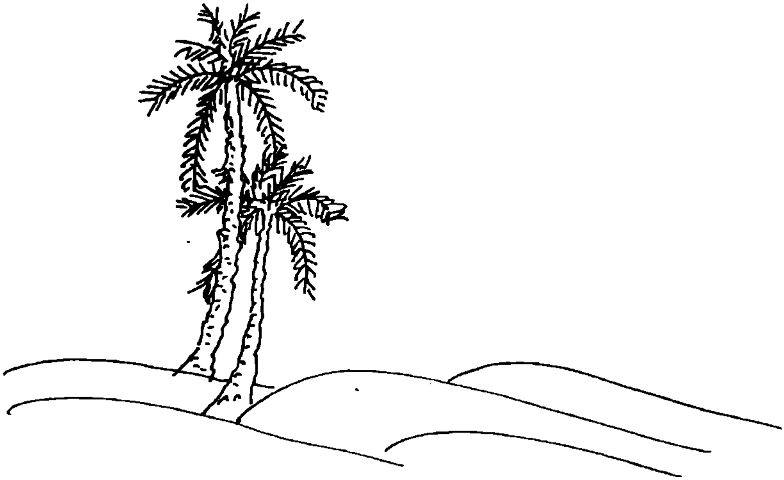

ইসলামের প্রথম দূত

দেখতে দেখতে চলে এলো হজ্বের মৌসুম!

হজ্বের মৌসুমটায় মক্কা থাকে বেশ জমজমাট।

দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ খোদার ঘর যিয়ারত করতে আসে।

মক্কার পথ-ঘাট জমে ওঠে দেশী-বিদেশী নানা রকমের মানুষের পদভারে।

পথে পথে নানা রঙের ছোট ছোট দোকান।

মক্কার লোকদের এটা বাণিজ্য মৌসুমও!

আর কবিরা সমবেত হয় উকাজ বাজারে।

চাঙ্গা হয়ে ওঠে কাব্য-প্রতিযোগিতার মাঠ।

ওই যে আমাদের ঢাকা শহরের বটতলার 'কবিতা উৎসব'-এর কথা শোনেছো না! ঠিক সেই রকমের!

অবশ্য আজকাল হজ্বের মধ্যে একটি নতুন বিষয় যোগ হয়েছে।

বিষয়টি যেমন তাজ্জবের তেমন ভয়েরও!

ওই যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসলাম ধর্ম!

হুঁ, কে কোন সময় হযরতের কথা শোনে ফেলে আর ইসলাম কবুল করে ফেলে এ নিয়ে যেন মক্কার মুশরিকদের চিন্তার শেষ নেই! তাই

www.pathagar.com

তারা আগন্তুক কাউকে দেখলেই চোখ বড় বড় করে তার সামনে গিয়ে বলে-ভাই! আপনি নিশ্চয়ই হজ্ব করতে এসেছেন। তা করে যান। কিন্তু আমাদের মক্কায় একজন লোকের আবির্ভাব হয়েছে। সে কি-বা বলে: আমাদের বাপ-দাদাদের ধর্ম নাকি ঠিক নয়! কী সর্বনাশের কথা বলে জানেন! বলে, আমাদের ভগবানরা নাকি পাথরের তৈরি মূর্তি। তারা নাকি কিছুই করতে পারে না। লোকটি আস্ত পাগল [না'উযুবিল্লাহ]! সাবধান! তার কাছেও যাবেন না! লোকটি কিন্তু যাদুও জানে!

তাদের এই আশংকাজনক কথাবার্তায় কেউ কেউ সত্যি সত্যিই আমাদের হযরতকে এড়িয়ে চলতো। আবার অনেকেই ভাবতো- কী যাদু জানে লোকটি! আচ্ছা, যাদুটা একটু দেখেই নিই! এভাবে বরং ওল্টো নবীজীর দ্বীন ও দাওয়াতের প্রচারই ঘটতো!

লোকেরা তাঁর কাছে দাঁড়াতো।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অকৃত্রিম কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন।

তখন তারা ভেবে আকুল হতো!

কী মধুময় বাণী!

কত সুন্দর পাক-পবিত্র কথা!

আর ইনি পাগল?!

তাহলে এই জগতে ভালো কে?

যাদুকর!

কোথায় যাদু? কিসের যাদু?

তোলপাড় শুরু হতো তাদের ভেতর।

চিন্তার মহাঝড় শুরু হতো অন্তরে-বিশ্বাসে।

কেউ কেউ তো পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে সঙ্গে-সঙ্গেই বলে ওঠতো-আপনি সত্যিই বলছেন-হে মুহাম্মদ!

www.pathagar.com

আবার অনেকে তো সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণ করে বলে ওঠতো- আপনার এই দাওয়াত আমিও পৌঁছে দেব আমার গোষ্ঠীর কাছে!

এমনই এক সম্প্রদায়ের কথা শোন!

তাঁরা এসেছেন ইয়াসরিব থেকে।

হজ্ব করতে এসেছেন।

এসেই সংবাদ পেলেন নবীজীর এবং পবিত্র ইসলামের।

তাদের ভেতর প্রবল প্রেরণা!

তাঁরা ইসলামকে জানতে চান!

জানতে চান, কী বলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!

তাদের সামনে গিয়ে হাজির হলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!

তিলাওয়াত করে শোনালেন আল্লাহর কালাম!

তারা তো আরব!

তাদের মায়ের ভাষায় অবতীর্ণ পাক কালাম বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি! এ-ও বুঝতে অসুবিধা হয়নি, এ কোন মানুষের কালাম নয়! পাক কুরআনের মধুময় তিলাওয়াতে মোমের মত গলে যায় তাদের হৃদয়-মন! তারা নিজেদেরকে সঁপে দেয় ইসলামের কাছে। ওয়াদা করে আমরা আগামী বছর আবার হজ্বের মৌসুমে ফিরে আসব। দেখা করব আপনার সাথে।

তারা হজ্বের পর বাড়ি ফিরে যায়!

সঙ্গে নিয়ে যায় অফুরন্ত আলোর সন্দেশ।

সে আলো গোপন রাখা যায় না!

সূর্য কি লুকিয়ে রাখা যায়?

www.pathagar.com

তারা বরং তাদের সম্প্রদায়কে গিয়ে দাওয়াত দিলেন পবিত্র ইসলামের! তবে গোপনে শোনালেন। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করে।

তোমরা নিশ্চয়ই জানো, এই ইয়াসরিবই আজকের মদীনা! প্রিয় নবীজীর প্রিয় শহর মদীনা মুনাওয়ারা! আর এই ভাগ্যবানরাই হলেন ইতিহাসের আলোকিত কাফেলা আনসার-সাহাবা- রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈমন।

*　　*　　*

আনসার সাহাবীগণের ঘরে ঘরে এখন ইসলামের চর্চা হয়।

সকলের হৃদয়েই ইসলামের প্রতি পরম আকর্ষণ!

কিন্তু তারা যে ইসলাম সম্পর্কে এখনো তেমন কিছুই জানে না।

তারা সকলে মিলে ঠিক করলো : না, এর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

তারা সিদ্ধান্ত নিল, বিষয়টি নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খেদমতে জানাতে হবে।

অবশেষে তাঁরা নবীজীর দরবারে প্রতিনিধি পাঠিয়ে আবেদন জানালেন– আমাদেরকে এমন একজন লোক দিন যিনি আমাদেরকে ইসলামের বিধান শিখাবেন কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাবেন এবং মানুষকে আল্লাহ্র দ্বীনের প্রতি আহ্বান করবেন!

নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদের আবেদন শুনলেন।

কিন্তু কাকে পাঠাবেন এই মহান দায়িত্ব দিয়ে?

কে হবেন প্রিয় নবীজীর মহান প্রতিনিধি?

পরখ করার দৃষ্টিতে তাকালেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!

www.pathagar.com

তাঁর নির্বাচনের দৃষ্টি গিয়ে থামলো মুস'আবের উপর!

হযরত মুস'আব ইবনে উমাইর রাযি.!

বয়স মর্যাদা ও আত্মীয়তায় আরও অনেকেই আছেন মুস'আবের চে' বড়। তবুও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেই নির্বাচন করলেন নিজের দূত হিসাবে!

নবীজীর দূত হওয়া কি সহজ কথা ?

হ্যাঁ, অবশেষে তিনিই নির্বাচিত হলেন দূত—

ইসলামের সর্বপ্রথম দূত!

তিনি মদীনায় গেলেন!

মদীনার মুসলমানদেরকে দ্বীন শেখাতে লাগলেন!

আল্লাহ্‌র দ্বীন!

দেখ, কত বড় সৌভাগ্য হযরত মুস'আবের!

তিনি যাদেরকে ইসলাম শিখিয়েছেন তাঁরাই কিন্তু পরবর্তীকালে আকাবায় এসে নবীজীর হাতে বাই'আত হয়েছিলেন এবং প্রিয় নবীজীকে মদীনায় নিয়ে গিয়েছিলেন!

শুধু যে মুসলমানদেরকে দ্বীন শেখাতেন তাই নয়!

যারা অমুসলিম তাদেরকেও দ্বীনের দাওয়াত দিতেন মুস'আব রাযি.!

মুসলমানগণ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন— এ কথা তোমরা সকলেই জান, তাই না! কিন্তু এ কথা কি জান, এই মদীনাকে হযরত মুস'আবই এমনভাবে গড়ে তুলেছিলেন, এখানকার প্রতিটি মুসলমান মনে-প্রাণে কামনা করতো নবীজীকে এবং নবীজীর সাহাবীগণকে।

www.pathagar.com

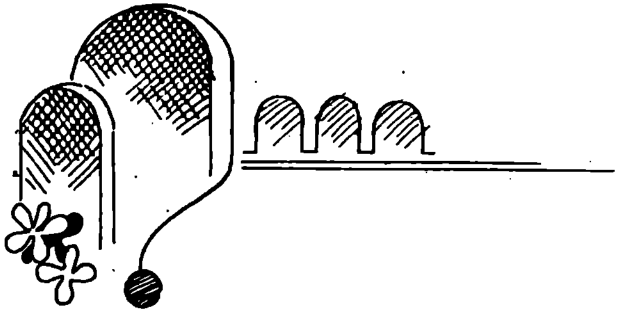

ইসলামের প্রথম জুমুআর খতীব ও ইমাম

মদীনায় এসে হযরত মুস'আব রাযি. ওঠলেন হযরত আসআদ ইব্নে যুরারা রাযি.-এর ঘরে! তাঁর ঘরেই জড়ো হতেন আনসারগণ! সেখানেই তিনি তাদেরকে পবিত্র কুরআন শিখাতেন। ইসলামের আদর্শ ও নিয়ম-নীতি শিখাতেন।

মুসলমানদের সাথে অমুসলমানরাও আসতো এই বৈঠকে। একজন দু'জন করে ইসলাম গ্রহণ করতো!

এভাবেই ধীরে ধীরে ইসলামের শামিয়ানা ভরে ওঠতে থাকে!

একদিনের ঘটনা!

হযরত মুস'আব রাযি. দেখলেন, মদীনার মুসলমানগণতো সম্পূর্ণ নিরাপদ।

কত সুন্দর নিবিড় পরিবেশে ইসলাম চর্চা হয় এখানে!

পরস্পরে কত গভীর বিশ্বাস ও আন্তরিকতা!

খোলামেলা নির্বিঘ্ন পাক কালামের বৈঠক!

আচ্ছা, আমরা কি একসাথে জামাআতবদ্ধ হয়ে নামায পড়তে পারি না!

জুমুআর নামায।

www.pathagar.com

সকলে এক হয়ে...

বিষয়টি নবীজীকে জানানো তো যায়!

হযরত মুস'আব রাযি. একটি চিঠি লিখলেন নবীজীর কাছে।

চিঠিতে তিনি জামাতবদ্ধ হয়ে নামায পড়ার অনুমতি চাইলেন।

কিন্তু কিভাবে পড়া হয় জুমুআর নামায ?

কিছুই জানেন না তিনি !

অবশ্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো জানেন!

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিঠির উত্তর দিলেন এবং নামায পড়ার নিয়মও লিখে পাঠালেন! লিখে দিলেন দুই রাকাত নামায পড়বে সকলকে নিয়ে এবং খুৎবাও দেবে।

চিঠি পেয়ে তো মহাখুশী হযরত মুস'আব রাযি.!

খুশী সকল মুসলমানই!

পরামর্শ হলো হযরত সা'দ ইব্‌নে খায়ছামা রাযি.-এর বাড়িতেই অনুষ্ঠিত হবে ইসলামের প্রথম জুমুআ! কেননা তখনও তো মসজিদ নির্মিত হয়নি।

যথা সময়ে হাজির হলেন সবাই!

সব মিলে বারজন।

ইমাম হযরত মুস'আব রাযি.

খতীব হযরত মুসআব রাযি.

তিনিই ইসলামের সর্বপ্রথম জুমুআর নামাযের ইমাম ও খতীব!

একেই বলে ভাগ্য ...

www.pathagar.com

খোদার রাহে অবিচল মুস'আব রাযি.

হযরত মুস'আব রাযি. ছিলেন প্রিয় নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একান্ত প্রিয়!

প্রিয় হবার কারণও ছিল।

ঈমানে দৃঢ়তা, আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ভালোবাসা, তার উপর বুদ্ধিমত্তায়ও সকলের মধ্যে ব্যতিক্রম। তাছাড়া যারা আল্লাহ্কে ভয় করে তারা কিন্তু এই পৃথিবীর আর কাউকেই ভয় করে না। আর যারা আল্লাহ্কে ভয় করে না তারা কত্তো কিছুকে ভয় করে গুনে শেষ করতে পারবে না। এই ধরো, চাকরির ভয়, অফিসের বসের ভয়, মালিকের ভয়, টাকার ভয়, রোগের ভয় থেকে একেবারে তুচ্ছ পুলিশ-মাস্তানের ভয়! আর যারা বিশ্বাস করে, আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া এই পৃথিবীর একটি পাতাও নড়ে না, তারা ভয় করে কেবল আল্লাহ্কে! আর কোন কিছুকেই ভয় করে না তারা।

একটি কথা সর্বদাই মনে রাখবে!

কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কথাটি হলো,

'একমাত্র আল্লাহ্র ভয়ই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে দুনিয়ার সকল ভয় থেকে।'

ছোট-খাটো একটি বাণী শোনালাম।

এবার শোন মূল কাহিনী!

একদিনের ঘটনা!

হযরত মুস'আব রাযি. বসে আছেন হযরত আস'আদ ইবনে যুরারা রাযি.-এর বাড়িতে। সামনে আনসারদের বিরাট মজলিস। হযরত মুস'আব তাদেরকে দ্বীনের কথা বলছেন। ঈমানের কথা বলছেন।

www.pathagar.com

এরই মধ্যে এসে হাজির হলেন বনূ আশহাল গোত্রের প্রধান নেতা উসাইদ ইবনে হুযাইর।

উসাইদ রাগে টগবগ করছেন।

ক্ষোভে গজ্‌গজাচ্ছেন উসাইদ!

হাতে একখানা ধারালো বর্শা!

চোখের তারায় যেন উত্তেজনার আগুন লাফালাফি করছে।

উসাইদকে দেখে সকলেই ঘাবড়ে গেলেন!

কারো মুখেই রা নেই!

অসহায় মুসলমানগণ ভয়ে কাতর চোখে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছেন। গোত্রপতিদের একটা দাপট আছে না!

রাগটা তার হযরত মুস'আবের উপর!

অথচ হযরত মুস'আব ভাবলেশহীন!

ভয়ের গন্ধও নেই তার মধ্যে!

ওই যে আল্লাহ্‌র ভয়...

হযরত মুস'আবের এই নির্ভীক ভঙ্গি যেন উসাইদকে আরো ক্ষেপিয়ে তুলল। উসাইদ রীতিমত চেঁচিয়ে ওঠলেন–

ঃ তুমি আমাদের এলাকায় কেন এসেছো ? কী মতলব তোমার! যদি জানের মায়া থাকে তাহলে এক্ষুণি এখান থেকে চলে যাও! তুমি আমাদের সাদাসিদা লোকদেরকে ধরে বোকা বানাচ্ছ!

হযরত মুস'আব রাযি. এখনো শান্ত! ভারিকণ্ঠে শোধালেন–

ঃ বসুন! আমার কথাগুলো আপনিও শুনুন! ভালো লাগলে গ্রহণ করবেন, মন্দ লাগলে আর বলব না!

ঃ ঠিকই বলেছ! উসাইদ বসলেন! হাতের বর্শাটি মাটিতে রেখে বসে পড়লেন! বল...

www.pathagar.com

মুস'আব প্রাণখুলে আল্লাহ্‌র কালাম তিলাওয়াত করতে লাগলেন! প্রিয় নবীজীর পবিত্র পয়গামকে ব্যাখ্যা করে বুঝাতে লাগলেন!

আল্লাহ্‌র কালাম...

নবীজীর বাণী...

অলৌকিক নূর যেন ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ছিল গোত্রপতি উসাইদের হৃদয় নামের মরুভূমিতে! আর অলৌকিক পুলক ছোঁয়ায় নড়ে ওঠছিল মন-বিশ্বাস! ঝলমলিয়ে ওঠছিল চেহারা। অবশেষে চিৎকার করে বলেই ওঠলেন ঃ

কী চমৎকার...

কী অপূর্ব...

মুস'আব...

বল মুস'আব! কীভাবে প্রবেশ করতে হয় তোমাদের ধর্মে?

ঃ গোসল করে পবিত্র হোন, পবিত্র কাপড় পরিধান করুন! অতঃপর প্রাণখুলে বলুন ঃ আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু...

অল্প সময়ের জন্য হারিয়ে গেলেন উসাইদ!

তারপর ফিরে এলেন! তার মাথা থেকে পানি টপটপ করে ঝরে পড়ছে। এসেই ঘোষণা দিলেন ঃ আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ...

মদীনায় বনূ আশহাল খুবই প্রভাবশালী গোত্র!

বনূ আশহালের নেতাই আজ মুসলমান হলেন!

খবরটি বিদ্যুতের মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ছুটে এলেন সা'দ ইবনে মুআয!

মুখোমুখি হলেন মুস'আবের...

www.pathagar.com

অতঃপর আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু...

একটু পরেই এলেন সা'দ ইবনে উবাদা...

যাত্রী হলেন তিনিও একই পথের!

এক কথায় হযরত উসাইদ মুসলমান হবার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বনূ আশহালের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের একটা ধুম পড়ে গেল। মুসলমান হতে থাকেন নারী-পুরুষ সকলেই! ঘরে ঘরে জ্বলে ওঠে পবিত্র ইসলামের শাশ্বত চেরাগ। যে চেরাগ আজো আলোকিত করে রেখেছে শত কোটি বনী আদমের হৃদয়রাজ্য।

www.pathagar.com

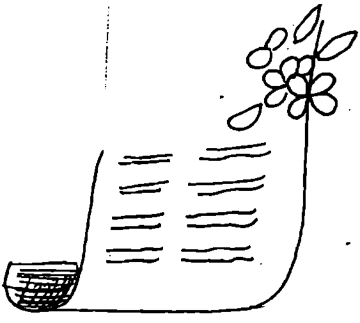

মায়ের মুখোমুখি মুস‘আব রাযি.

মদীনার মিশন সফল।

নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দূত সফল! মহা সফল!

গত বছর পাহাড়ের ঘাঁটিতে নবীজীর হাতে শপথ নিয়েছিলেন বারজন।

আর আজ তাদের সংখ্যা সত্তর কিংবা তারচে'ও বেশী!

দীর্ঘ এক বছর লাগাতার সাধনার ফসল এটা!

পবিত্র হজ্বের মৌসুমে এই ফসল নিয়েই মক্কায় হাজির হয়েছেন হযরত মুস‘আব রাযি.।

মুস‘আব রাযি. মক্কায় এসে প্রথমে উঠলেন নবীজীর বাড়িতে।

প্রথমে সাক্ষাত করলেন হযরত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে। মদীনায় দীর্ঘ এক বছর কিভাবে কাটালেন সব বললেন! নওমুসলিমদের ভেতর ইসলামের প্রতি কী যে টান তাও বললেন! আরও বললেন : তারা নবীজীর জন্যে একেবারে পাগলপারা! সব শোনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও খুব খুশী হলেন।

মুস‘আব এখন মক্কায়।

কীভাবে জানলেন মুস‘আবের মা?

www.pathagar.com

যেভাবেই হোক জানলেন।

মনটা তার ব্যথায় যেন চিন্‌চিন করে ওঠল।

হোক না মুসলমান, সন্তান তো!

নাড়ির টান আছে না!

খবর পাঠালেন মুস'আবের কাছে।

সংবাদ শোনে মুস'আব যখন ঘরের দরজায়–

: হতভাগা! এতদিন পর এলি! আর প্রথমে আমার কাছে না এসে...

: মা! আল্লাহ্‌র রাসূলকে ছেড়ে প্রথমে অন্য কারো সাথে কিভাবে দেখা করি ?

: চুপ কর-বিধর্মী কোথাকার!

: বিধর্মী নই মা! আল্লাহর রাসূলের ধর্মের উপর আছি আমি। আমি মুসলমান।

: আমি তোকে বেঁধে রাখব! তোকে ভগবানদের পূজা করতে বাধ্য করব!

: মা! আমাকে যদি কেউ ধরতে আসে তাহলে মনে রেখ-আমি তাকে খুন করে ফেলব!

মুস'আবের মা জানেন, মুস'আব এক কথার মানুষ। যা বলবে তাই করবে। তাই তার সাথে ঝামেলায় যেতে চাইল না। বলল: যা, তোর পথে তুই যা! আর তোকে ডাকব না, তোর জন্যে কাঁদবও না।

মুস'আব স্থির!

মুস'আবের মায়ের চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে!

মাতৃত্বের অশ্রু...

হৃদয়টা গলে গেল মুস'আবের!

গভীর মমতা ও দরদের সাথে বললেন–

'মাগো! আমি তোমার ভালোর জন্যে বলছি, তুমি আমার মা! তুমি

www.pathagar.com

আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করে নাও, আর বল ঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল!'

বরফে যেন আগুন জ্বলে ওঠল আকস্মিক আঘাতে!

কী, এতো বড় কথা...

আকাশের তারার কসম, আমি কোনদিন তোমাদের ধর্ম মানব না!

আমি বোকা কিংবা নির্বোধ নই!

যা তুই, তোর দ্বীন নিয়ে থাক!

* * *

হৃদয়টা যেন শূন্যতায় হু হু করে ওঠল!

মাগো, ভালোর জন্যেই বলেছিলাম...

অনেকগুলো যন্ত্রণা নিয়ে ফিরে এলেন মুস'আব!

দেখতে দেখতে হজ্ব শেষ!

আনসারগণ মদীনায় ফিরবেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমিও যাও মুস'আব!

হে রাসূল!...

দেখা হবে মুস'আব...

ইনশাআল্লাহ দেখা হবে...

মুস'আব রাযি. চলে আসেন মদীনায়!

'মুস'আব রাযি. মদীনায় পৌঁছার বার রাত পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে উপস্থিত হন মদীনায়। নবীজী আসার পর মদীনায় সে কি আনন্দের বন্যা!

এই আনন্দের কথা বলে বুঝানো যায় না!!

www.pathagar.com

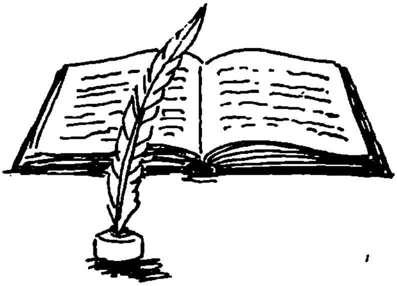

মুস'আব হলেন আবু আইয়্যুব আনসারীর ভাই

মক্কা থেকে যারা মদীনায় এসেছেন তারা পরবাসী।

পরদেশে বাস করেন তাই পরবাসী!

আমরা যাঁদেরকে মুহাজির বলি।

আল্লাহ্ও তাদেরকে পবিত্র কুরআনে মুহাজির বলেছেন!

আর যারা এই মুহাজিরগণকে মদীনায় স্বাগত জানিয়েছে তারাই আনসার।

আনসার অর্থ সাহায্যকারী!

তাঁরা আল্লাহ্র নবীকে সাহায্য করেছেন।

আল্লাহ্র দ্বীনকে সাহায্য করেছেন।

সাহায্য করেছেন প্রিয় নবীজীর সঙ্গীগণকেও!

কী ভাগ্যবান তাঁরা...

তোমরা বড় হয়ে পড়বে মহান আল্লাহও তাদেরকে আনসার বলেছেন।

তোমরা সাইয়েদুশ শুহাদা হযরত হামযার রাযি.-এর গল্প পড়েছ নিশ্চয়ই!

সেখানে এ-ও পড়েছো, হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে 'ভাই' পাতিয়ে

www.pathagar.com

দিয়েছিলেন। আর সেই পাতানো ভাইয়ে ভাইয়ে কী মিল! আপন রক্তের ভাইয়ের চাইতেও দামী সেই বন্ধন।

পাতানো এই ভাই-ঈমানের ভাই!

পাতানো এই ভাই- ইসলামের ভাই!

এই বন্ধন আল্লাহ্‌র জন্যে!

এই বন্ধন পরকালের জন্যে!

তাই এই বন্ধন রক্তের বন্ধনের চে'ও দামী এবং মজবূত।

আমাদের হযরত মুস'আবের ভাই হলেন কে জানো?

সে এক ঐতিহাসিক মানুষ!

তিনি ছিলেন ভাগ্যবানদের রাজা!

বরং তাঁর মর্যাদা এরচে'ও বেশী!

আচ্ছা, বলতো দেখি– তোমাদের কারো ঘরে যদি মক্কা শরীফের ইমাম সাহেব বেড়াতে আসেন তাহলে কেমন খুশি হবে ? অনেক অ-নে-ক খুশি, তাই না? তারপর কী করবে? যুগ যুগ পর্যন্ত বুক ফুলিয়ে গর্ভ করবে! বন্ধুদের বলবে, জানো, আমাদের বাড়িতে একবার মক্কা শরীফের ইমাম সাহেব বেড়াতে এসেছিলেন!

মদীনায় একজন ভাগ্যবান মানুষ ছিলেন!

হ্যাঁ, তাঁর বাড়িতেই মেহমান হয়েছিলেন আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

যতদিন নবীজীর জন্য কোন আবাস তৈরি হয়নি ততদিন তিনি হযরত আবু আইয়্যূব আনসারীর বাড়িতেই থাকতেন। বল, পৃথিবীতে এরচে' বড় মেহমানের সেবা করার সৌভাগ্য কি আর কারো হবে? হবে না!

নবীজীর প্রাণপ্রিয় দূত মুস'আব রাযি.!

নবীজীর প্রাণপ্রিয় মেজবান আবু আইয়্যূব!

www.pathagar.com

বললেন : আজ থেকে তোমরা দু'জন ভাই ভাই!

মুস'আব জড়িয়ে ধরলেন হযরত আবু আইয়্যুবকে!

আবু আইয়্যুব জড়িয়ে ধরলেন হযরত মুস'আবকে!

আনন্দে চোখ বেয়ে গরম অশ্রু ঝরছে...

আর তার সাথে গলে পড়ছে পেছনে প্রিয়জনকে ফেলে আসার বেদনাগুলো! সে ইতিহাস বড় কষ্টের...

ভাই এসেছেন বন্দী হয়ে

তারও অনেক পর!

মদীনায় একটা যুদ্ধ হলো!

বদর যুদ্ধ।

অসম যুদ্ধ!

একদিকে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত বিরাট বাহিনী!

অন্যদিকে অসহায় দুর্বল অস্ত্রহীন মাত্র তিনশ' তেরজন!

তবে এই দুর্বলদের সাথে আছেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!

আরো আছেন আবু বকর, উমর, আলী, হামযা, মুস'আবসহ প্রিয় নবীজীর সাহাবীদের সকলেই। আর আল্লাহ্ আছেন তাঁদের-ই সাথে।

যাঁদের সাথে আল্লাহ আছেন তাদেরই তো জয় হয়!

জয় হলো মুসলমানদের!

আবু জাহেলদের মত বড় বড় বেঈমানদের মাথাগুলো জাম্বুরার মত ধব্ ধব্ করে মাটিতে পড়ল মুসলমানদের তলোয়ারের আঘাতে। সেই যে পড়ল আর ওঠে দাঁড়ালো না!

www.pathagar.com

আবার তাদের অনেকেই বন্দী হলো!

এই বন্দীদের অনেকেই মুহাজিরগণের আত্মীয়।

কেউ বাবা, কেউ মামা, কেউ ভাই...

কারণ, মুহাজিরগণতো মক্কারই মানুষ!

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে বললেন :

'তোমরা এঁদের সাথে উত্তম আচরণ করবে।'

এই বন্দীদের মধ্যে রয়েছেন হযরত মুস'আবের আপন ভাই।

তার নাম আবু উযাইর ইবনে উমাইর!

হোক না মুশরিক, ভাই তো! আপন মায়ের পেটের ভাই!

মুসলমানদের মন খুব বড় হয়!

মুসলমানদের কাছে মাফ করাটাও ইবাদত!

এই আবু উযাইর! নবীজীকে খুন করতে এসেছিল!

ইসলামকে ধ্বংস করতে এসেছিল!

মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসে এখন মুসলমানদের হাতে কাবু হয়ে পড়ে আছেন! একেই বলে আল্লাহ্র মাইর...

: মুস'আব! কাতরকণ্ঠে ডাকলেন ভাই আবু উযাইর!

: কিছু বলবে? ঘুরে দাঁড়ালেন মুস'আব!

: আমার জন্যে একটু সুপারিশ করবে– এই বন্দীশালার মালিকের কাছে!

মুস'আবের মনটা বেদনায় ভরে ওঠল! ভাই...

মুস'আব যেন হোঁচট খেলেন! জ্ঞান হারাবার পর আবার জ্ঞান ফিরে পেলেন! ভাবলেন, কৈ! ভাই কোথায়! সে তো আল্লাহর নবীকে খুন করতে এসেছিল।

www.pathagar.com

আবু উযাইর যে সাহাবীর হাতে বন্দী মুস'আব তাঁর দিকে ফিরে বললেন ঃ এর বাঁধনটা একটু শক্ত কর! মক্কায় এর একজন মা আছেন অনেক টাকার মালিক! রক্তমূল্য দিয়ে ছাড়িয়ে নিবেন!

: মুস'আব! এই তোমার সুপারিশ! বল ভাই!

: আবু উযাইর! তোমার এই বন্দীখানার মালিকও আমার ভাই! ইসলাম আমাকে তোমাদের থেকে আলাদা করে দিয়েছে। এখন আমাদের সকল আত্মীয়তার ভিত্তি ইসলাম। যারা মুসলমান কেবল তারাই আমাদের ভাই!

মক্কায়ও সংবাদ উড়ে গেল পরাজয়ের!

শোকের ছায়া নেমে এলো ঘরে ঘরে।

মুস'আবের মা সংবাদ পেলেন পুত্র আবু উযাইর বন্দী! জানতে চাইলেন, সর্বোচ্চ কত দিরহাম দিলে ছাড়া পাবে পুত্রধন!

চার হাজার দিরহাম, বলা হলো তাকে! অবশেষে চার হাজার দিরহাম দিয়েই ছাড়িয়ে নেন পুত্রধনকে!

www.pathagar.com

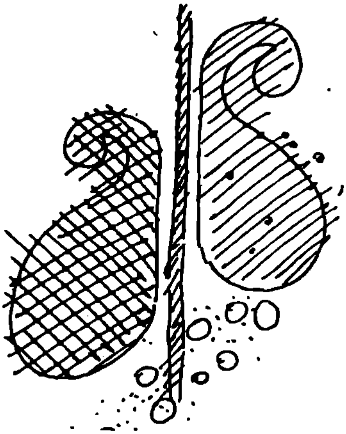

ইসলামের পতাকা হাতে মুস'আব রাযি.

বদর যুদ্ধে পরাজয়ের কথা কোনভাবেই ভুলতে পারে না কুরাইশরা। তাছাড়া এমন শরমের পতনকে চাইলেই কি ভুলে থাকা যায়? যায় না। ঘরের বউরা পর্যন্ত কথায় কথায় খোঁটা দেয়, জানি না কী বীর তোমরা! দল বেঁধে গেলে তো খুব! কী লাফালাফি তোমাদের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই ক'জন নিরস্ত্র মানুষের কাছে এমন ধোলাই খেলে- লাত লাত লাত...

শরম লাগে! এরপর আর কথা বাড়ায় না নেতারা!

ঘরের বাইরে চলে আসে।

মাথা ঝিমঝিম করে।

ভাবে, সারাক্ষণ ভাবে কী করা যায়, কিভাবে প্রতিশোধ নেয়া যায়। শলা-পরামর্শ করে। বৈঠক-মিটিং করে। সকলের মুখে একই সুর- একটা কিছু করতে হবে। এভাবে তো ছেড়ে দেয়া যায় না! যে করেই হোক বদর যুদ্ধের বদলা নিতেই হবে।

অবশেষে সেই সময় ঘনিয়ে এলো।

তাদের প্রস্তুতির সংবাদ পেলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

www.pathagar.com

সেই সংবাদ জানলেন সাহাবায়ে কেরামও!

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে নিয়ে পরামর্শে বসলেন।

এটাই নবীজীর তরীকা!

তিনি গুরুত্বপূর্ণ যে কোন কাজের ক্ষেত্রে পরামর্শ করতেন!

এতে করে সকলের মধ্যে একটা স্বতঃস্ফূর্ততা সৃষ্টি হয়।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে চাইলেন–

আমরা কি মদীনার ভেতরে থেকে যুদ্ধ করব না বাইরে গিয়ে?

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্য এ-ও বললেন : আমরা যদি মদীনার ভেতরেই থাকি তাহলে শত্রুপক্ষ মদীনায় আক্রমণ করলে আমরা তার জবাব দেব এবং মেয়েরাও ঘরের উপরে দাঁড়িয়ে ওদের উপর আক্রমণ করতে পারবে, নার্সিং ও সেবা-যত্ন করতে পারবে আহতদেরকে!

কিন্তু যেসব সাহাবী বিশেষ করে যেসব যুবক সাহাবী বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি তারা বললেন : আমরা বরং মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করব! তাছাড়া আমরা যদি ভেতরে থেকে যুদ্ধ করি তাহলে ওরা আমাদেরকে দুর্বল ও ভীরু মনে করবে। আমরা তো ভীরু নই!

শিরায় শিরায় টগবগ করছে রক্ত!

শাহাদাতের অব্যক্ত তামান্নায় কাঁপছে সকলের শরীর!

আল্লাহ্ ও রাসূলের দুশমনদের শায়েস্তা করতে হবে।

ওদেরকে একটা চূড়ান্ত শিক্ষা দিতে হবে!

ক্ষিপ্ত সাগরের সাহসী ঢেউয়ের মত অশান্ত পরিবেশ।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব দেখলেন!

উঠে সোজা ঘরে চলে গেলেন!

www.pathagar.com

কেন ভেতরে চলে গেলেন...

নবীজী কি রাগ করেছেন ?

আমরা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিলাম?

ভয়-সংশয় শীতল করে দিল মুহূর্তে সকলকে!

দুশ্চিন্তার মৃদু দোলায় সকলেই ভাবান্তরে পাক খাচ্ছেন।

আর অমনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে এলেন!

গায়ে যুদ্ধের পোশাক!

নিঃশব্দে তাকিয়ে আছেন সকলেই...

চোখের পাতা নড়ছে না কারোরই...

যেন হাজার বছর পর প্রিয়জনের মুখ দেখা...

নিস্তব্ধতা ভাঙলেন নবীজীই। বললেন : তোমরা এক্ষুণি প্রস্তুত হও!

: আপনি চাইলে আমরা মদীনায় থেকেই লড়াই করব!

: নবী যখন যুদ্ধের পোশাক পরে ফেলেন তখন যুদ্ধের জয়-পরাজয় একটা না হওয়া পর্যন্ত আর পোশাক খুলতে পারেন না। অতএব, যা বলেছি তাই কর। প্রস্তুত হও! ধৈর্য ধর। ইনশাআল্লাহ্ তোমরাই জয়ী হবে!

অবশেষে সকলেই প্রস্তুত!

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকিয়ে আছেন সকলের দিকে!

কাকে পতাকা দেবেন আজ? সেটাই ভাবছেন!

অবশেষে ডাকলেন—

মুস'আব, এসো!

মুস'আব— কল্যাণময় মুস'আব এগিয়ে এলেন!

www.pathagar.com

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতে তুলে দিলেন ইসলামের পতাকা!

যেভাবে বদর যুদ্ধে তুলে দিয়েছিলেন।

জয়-পরাজয়

দু'দল এখন মুখোমুখি!

একদল আল্লাহর, একদল শয়তানের!

যুদ্ধের শুরুতেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দায়িত্ব বণ্টন করে দিলেন। বলে দিলেন কে কোথায় থেকে লড়বেন! একদল সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেবেন আর একদল থাকবেন পাহাড়ের উপর- যেদিক থেকে শত্রুপক্ষ আক্রমণ করার আশংকা আছে।

শুরু হলো যুদ্ধ!

তুমুল যুদ্ধে কেঁপে ওঠছে রণাঙ্গন!

মুজাহিদগণ ক্ষণে ক্ষণে 'আল্লাহু আকবার' বলে শ্লোগান দিচ্ছেন, আর বেঈমানরা শ্লোগান দিচ্ছে 'জয় হুবল, জয় লাত' বলে। অতঃপর অল্প ক্ষণের মধ্যে বাতাস বেরিয়ে গেল বেঈমানদের। তারা রীতিমত পালাতে শুরু করল!

ওরা ময়দান ছেড়ে পালাতেই বিজয়ধ্বনি উচ্চারণ করতে লাগলেন সাহাবীগণ! ময়দানে নেমে গণিমতের সম্পদ কুড়াতে শুরু করলেন।

যাঁরা পর্বতের উপর দাঁড়ানো তাঁরা কি করবেন?

কিছুক্ষণ ভাবলেন!

শলা-পরামর্শ করলেন।

তাঁদের কেউ কেউ বললেন : আমরা এখানেই থাকবো।

: এখন এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কী যুক্তি আছে? আরেক দল বলল।

www.pathagar.com

: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আমাদেরকে এখান থেকে সরতে নিষেধ করেছেন।

: সেটা তো যতক্ষণ যুদ্ধ ছিল ততক্ষণের জন্যে!

: কেন, রাসূল কি বলেননি ঃ আমার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত এখান থেকে সরবে না।

: কিন্তু এখন তো যুদ্ধ শেষ! গণিমতের সম্পদ সংগ্রহ করছেন আমাদের ভাই-মুজাহিদগণ! আমরা দাঁড়িয়ে থেকে তামাশা না দেখে তাদের গিয়ে সাহায্য করি!

এই বলে প্রায় অধিকাংশজনই নেমে এলেন ময়দানে!

আর শত্রুপক্ষ কী করল জানো?

পালিয়ে যাবার সময় পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখল, মুসলমানগণ এখন গণিমত সংগ্রহে ব্যস্ত। আর তাদের পেছনের পাহারাদাররাও পর্বতের উপর নেই! এই তো সুযোগ!

ওরা আবার সংঘবদ্ধ হলো!

একযোগে অতর্কিতে হামলা করে বসল পেছন থেকে!

আকস্মিক এই আক্রমণে ছত্র-ভঙ্গ হয়ে পড়লেন মুজাহিদগণ।

মুজাহিদগণের এই ছত্রভঙ্গ দশা দেখে তারা ভাবলো এই তো সুযোগ। মুহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এখনই শেষ করে দিতে হবে।

কিন্তু না!

সাহাবীগণের অল্প ক'জন জানবাজ ঘিরে ফেললেন প্রিয়তম নবীকে।

শুরু হলো বিক্ষিপ্ত লড়াই!

আর পতাকাবাহী মুস'আব?

www.pathagar.com

এই আকস্মিক বিপদ টের পাবার সঙ্গে সঙ্গেই পতাকা উঁচু করে ধরলেন এবং মুহূর্মুহূ শ্লোগানে উহুদ প্রান্তর কাঁপিয়ে তুলতে লাগলেন। তখন 'আল্লাহু আকবার'-এর অবিনাশী ধ্বনি প্রাণ ফিরিয়ে দিচ্ছিল মুসলমানদের আত্মায়!

হযরত মুস'আব রাযি. চাচ্ছিলেন, মুশরিকরা সকলে তার দিকেই নজর দিক। নবীজীর দিক থেকে তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনার জন্যে বার বার শ্লোগান দিচ্ছিলেন, আর এমন নির্দয়ভাবে লড়াই করে যাচ্ছিলেন যেন একাই একটি বাহিনী!

এক হাতে পতাকা...

এক হাতে তলোয়ার...

মুস'আব লড়ছেন ভয়ংকররূপে...

মুশরিকদের নজর এখন মুস'আবের দিকে!

কিন্তু তাঁর সামনে যাওয়ার মানেই নিজেকে মৃত্যুর হাতে তুলে দেয়া। তাই কেউ-ই সাহস করছিল না সামনে আসার!

ইবনে কুমাইয়া!

এক বেঈমান ঘোড়সওয়ার!

সাহস করে এগিয়ে এল!

মুসআব রাযি. তখন চারদিকে একসাথে তলোয়ার চালাচ্ছেন। এরই ফাঁকে কুমাইয়ার বেটা আঘাত করে বসল হযরত মুস'আবের ডান হাতে।

কেটে পড়ে গেল ডান হাতটি!

দমলেন না মুস'আব।

বাম হাতে চেপে ধরলেন পতাকা।

আল্লাহু আকবার....

www.pathagar.com

সমর্পণের কোন আলামত নেই মুস'আবের চোখে।

ভয় কিংবা দুর্বলতা নেই!

বেঈমান কুমাইয়াপুত্র ঝাঁপিয়ে পড়ল আবার।

কেটে আলাদা হয়ে পড়ল বাম হাতটিও!

কিন্তু পতাকা...

না, পতাকাকে মাটিতে পড়তে দেয়া যায় না!

কর্তিত দুই বাহু দিয়ে চেপে ধরলেন পতাকা!

বুকের সাথে চেপে ধরে আছেন পতাকা আর উচ্চ কণ্ঠে পাঠ করছেন :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

[অর্থ, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূল বৈ নন, তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল এসেছেন।]

বেঈমান কুমাইয়াপুত্র হামলা করল পুনর্বার!

বর্শার আঘাতে শাহাদাতের স্বপ্নের পেয়ালায় ঠোঁট রাখলেন হযরত মুস'আব রাযি.!

প্রিয় নবীজীর প্রিয় মুস'আব চলে গেলেন প্রিয় প্রভুর সান্নিধ্যে!

পবিত্র আত্মা চলে গেল পবিত্র প্রভুর কাছে!

'রাযিয়াল্লাহু আন্হু।'

একটি মজার ঘটনা শোন!

হযরত মুস'আব তো শাহাদাত বরণ করেছেন।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখছেন কি মুস'আব লড়ছেন....

মুস'আবের হাতে পতাকা...

www.pathagar.com

তখন দিবসের শেষভাগ...

ডাক দিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুস'আব! এগিয়ে যাও!

ঘোড়সওয়ার পতাকাবাহী ফিরে তাকালেন!

বললেন : আমি মুস'আব নই!

নবীজীও চিনলেন, এতো আমার মুস'আব নয়!

তাহলে কে ইনি?

হ্যাঁ, এ হচ্ছে একজন ফিরিশতা...

মুস'আবের আকৃতি ধরে এসেছেন মুসলমানদের সাহায্য করতে।

কী ভাগ্যবান না মুস'আব ?

যুদ্ধ যখন শেষ

ওরা চেয়েছিল নবীজীকে হত্যা করতে!

বল, আল্লাহর নবীকে কেউ চাইলেই কি হত্যা করতে পারে?

পারে না ?

তাদের চোখ অন্ধ করে দিলেন প্রভু!

তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখতেই পেল না!

যুদ্ধ শেষে তারা চেঁচিয়ে ওঠল কি বলে জানো ?

জয় হোবল, জয় হোবল...

হোবল হলো ওদের একটা দেবতার নাম!

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন পাহাড়ের উপর!

চেঁচামেচিটা নবীজীর কানেও গেল। সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন :

www.pathagar.com

: তোমরা জবাব দিচ্ছ না কেন ?

: কী জবাব দেব-ইয়া রাসূলাল্লাহ!

: বল, আল্লাহু আ'লা ওয়া আজাল্লা-আল্লাহ্ মহান ও শ্রেষ্ঠ!

: আমাদের তো ওয্যা আছে, তোমাদের ওয্যা নেই! মুশরিকরা বলল।

: তোমরা উত্তর দিচ্ছ না কেন ?

: কী উত্তর দেব– হে রাসূল!

: বল, আমাদের প্রভু আছেন, তোমাদের কোন প্রভু নেই!

: আজ বদরের প্রতিশোধ নিলাম! ওরা বলল।

এবার হযরত উমর রাযি. মুখ খুললেন। বললেন : সমান সমান নয়! তোমাদের যারা বদর যুদ্ধে মারা গেছে তারা তো দোযখে আছে, আর আমাদের যারা শহীদ হয়েছেন তারা আছেন বেহেশতে।

এবার আর কোন কথা শোনা গেল না তাদের পক্ষ থেকে।

দেখ, এই হলো ইসলামের জন্যে জীবন দেবার লাভ। সোজা বেহেশত লাভ। আর অর্থ-বিত্ত কিংবা দলের জন্যে যারা জীবন দেয় যা আজ-কাল রীতিমত দিচ্ছে মানুষ-এর পরিণাম কি তাও বুঝেছ নিশ্চয়ই!

www.pathagar.com

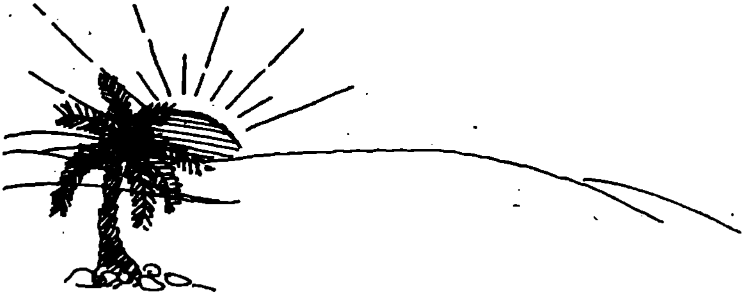

শেষ বিদায়

মুশরিকরা চলে গেছে!

পাহাড়ের উপর থেকে নেমে এলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!

প্রিয় সঙ্গীদের শহীদী লাশগুলো খুঁজছেন!

চোখে পানির বন্যা!

হযরত মুস'আবের লাশের পাশে এসে স্থির দাঁড়িয়ে গেলেন!

মুস'আব...

কত বিশ্বস্ত সঙ্গী!

উপুড় হয়ে পড়ে আছেন রক্তাক্ত শহীদ...

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করলেন ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَاعَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُم مَّنْ يَّنْتَظِرُ، وَمَابَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا.

"মুমিনদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন, তাদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছেন এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় আছেন! তারা তাদের অঙ্গীকারে কোনরূপ পরিবর্তন করেননি।

[আযহাব: ২৫]

www.pathagar.com

তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ, যাঁরা আল্লাহর রাহে শাহাদত বরণ করেন তাদের গোসল দেয়া হয় না। তাদেরকে বরং তাদের রক্তমাখা শরীর ও রক্তাক্ত কাপড়সহ-ই দাফন করা হয়।

কিন্তু হযরত মুস'আবের গায়ের কাপড়টি ছিল এত ছোট যে তা দিয়ে পা ঢাকতে গেলে মাথা বের হয়ে যায় আবার মাথা ঢাকতে গেলে পা উদোম হয়ে যায়!

অথচ তোমরা শুরুতেই পড়েছো– কী বিত্তবানের সন্তান ছিলেন হযরত মুস'আব রাযি.! কিন্তু আল্লাহ্র দ্বীনের জন্যে সব বিসর্জন দিয়েছেন। দামী পোশাক, দামী খুশবু, দামী খাবার সব!

আজ জীবনের শেষ দিন, শেষ বিদায়ের সময় শরীর ঢাকার কাপড় নেই! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখছেন! বললেন : মুস'আব! মক্কায় যখন তোমাকে দেখেছি তখন তোমার চাইতে দামী পোশাক আর কাউকে পরতে দেখিনি! তোমার সেই চুল, সেই সুগন্ধি...

আর আজ অনাদরে বিক্ষিপ্ত ধূলিবর্ণ তোমার চুল...

বললেন...

মুসআবের মাথার দিকটা ঢেকে দাও...

পা দুটো ইযখির ঘোষ দিয়ে ঢেকে দাও...

চোখ বেয়ে ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা রহমত...

ঘুমিয়ে আছেন প্রিয় সাহাবী বেহেশতী ফরাশে...!!

অনন্ত সুখের ঠিকানায়...

www.pathagar.com

পরবর্তী আকর্ষণ

শহীদানের গল্প শোন সিরিজের ৪র্থ খণ্ড

একমাত্র সাহাবী যাঁর নাম কুরআনে বর্ণিত হয়েছে

হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি.

www.pathagar.com

শহীদানের গল্প শোন সিরিজ

৪

একমাত্র সাহাবী, যাঁর নাম কুরআনে বর্ণিত হয়েছে

হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি.

মূল
আশরাফ মুহাম্মাদ আলওয়াহ্‌শ
বিখ্যাত আরব সাহিত্যিক

অনুবাদ
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
আলেম, লেখক, অনুবাদক

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৮৮-০২-৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫
ই-মেইল: support@maktabatulashraf.net
ওয়েবসাইট: www.maktabatulashraf.net

www.pathagar.com

শহীদানের গল্প শোন সিরিজ-৪

একমাত্র সাহাবী, যাঁর নাম কুরআনে বর্ণিত হয়েছে

হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি.

মূলঃ আশরাফ মুহাম্মাদ আলওয়াহ্‌শ

অনুবাদঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
[অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং-৫
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

প্রথম সংস্করণ
মুহাররম ১৪৩৩ হিজরী
ডিসেম্বর ২০১১ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/২, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-8291-06-7

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Akmatro Sahaby Zar Nam Qurane Bornito Hoyese
HAZRAT ZAYED IBNE HARESA Rz.
By: Ashraf Muhammad Alwahsh
Translate By: Muhammad Shakhawat Hossain
Price:Tk. 50.00 US$ 3.00

www.pathagar.com

ইনতেসাব

এই ভারত উপমহাদেশ থেকে বেঈমান ইংরেজদের যাঁরা হাত-পা গোটাতে বাধ্য করেছিলেন তাদের নেতা- **হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.**-এর স্মরণে।

-প্রকাশক

www.pathagar.com

শহীদানের গল্প শোন সিরিজের বইসমূহ

সাইয়্যেদুশ শুহাদা
হযরত হামযা রাযি. — ১ম খণ্ড

বেহেশতের পাখি
হযরত জা'ফর তাইয়্যার রাযি. — ২য় খণ্ড

ইসলামের প্রথম দূত
হযরত মুস'আব ইবনে উমাইর রাযি. — ৩য় খণ্ড

একমাত্র সাহাবী যাঁর নাম কুরআনে বর্ণিত হয়েছে
হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি. — ৪র্থ খণ্ড

যাঁর মৃত্যুতে আরশ কাঁদে
হযরত সা'দ ইবনে মু'আয রাযি. — ৫ম খণ্ড

সৌভাগ্যবান সেনাপতি
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. — ৬ষ্ঠ খণ্ড

শহীদের পিতা শহীদ
হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি. — ৭ম খণ্ড

শূলিবিদ্ধ শহীদ
হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযি. — ৮ম খণ্ড

যে শহীদকে গোসল দিলেন ফেরেশতাগণ
হযরত হানযালাহ ইবনে আবু আমের রাযি. — ৯ম খণ্ড

শাহাদাত পিয়াসী
হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি. — ১০ম খণ্ড

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

হাদীস শরীফের বর্ণনা মতে প্রতিটি শিশুই সুস্থ সুন্দর দ্বীনী মানসিকতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তিতে তার মা-বাবা ও পরিবেশ তাকে ইহুদী, নাসারা, হিন্দু ইত্যাদি বানায়।

মূলত কোন শিশুই নষ্ট চরিত্র ও মানসিকতা নিয়ে দুনিয়াতে আসে না। পরিবার ও পরিবেশের দুষণই তাকে দুষিত করে। নষ্ট করে।

আজকে আমাদের সমাজের সর্বত্র সন্ত্রাসের যে ভয়ংকর বিধ্বংসী চিত্র দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, এর মূল কারণ দ্বীনবিমুখ চরিত্রবিধ্বংসী ও আদর্শহীন শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রবল স্বার্থান্ধতা। যার সহজলভ্য উপকরণ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এবং সকল প্রকার প্রচার মাধ্যম সেগুলোর কোন বাছ-বিচার না করে ও তার কুপ্রভাবের কথা মাথায় না রেখে সর্বক্ষণ তা প্রচার করছে। সাথে সাথে এক শ্রেণীর অর্থলিপ্সু পুস্তক ব্যবসায়ী শিশু-কিশোরদের চরিত্র ও মানসিক গঠনের ক্ষেত্রে তার প্রকাশনা ক্ষতিকর কি উপকারী এ ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই বিদেশী র্ধমহীন শিশুসাহিত্যের অনুকরণে বই পত্র প্রকাশ করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। এ সকল মারাত্মক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করেই মাকতাবাতুল আশরাফ শিশু-কিশোরদের মধ্যে দ্বীনী চেতনা ও আদর্শ মানসিকতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কয়েকটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। তার মধ্যে 'শহীদানের গল্প শোন সিরিজ ১-১০' অন্যতম। এ সিরিজের ৪র্থ বই, "একমাত্র সাহাবী, যাঁর নাম কুরআনে বর্ণিত হয়েছে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি." এখন পাঠকদের হাতে।

www.pathagar.com

আমরা আমাদের সাধ্যমতো বইটিকে সুন্দর ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো দৃষ্টিতে কোন অসংগতি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবগত করলে পরবর্তিতে আমরা সংশোধন করে নিবো। আল্লাহপাক আমাদের প্রচেষ্টাকে সার্থক ও সফল করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
১৩৬ আজীমপুর, ঢাকা-১২০৫

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ - সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত। তাঁর অপার করুণার ফলেই দীর্ঘ সময় পরে হলেও সূর্যের মুখ দেখতে যাচ্ছে শহীদানের গল্প শোন সিরিজের পূর্ণাঙ্গ সেট - প্রথম থেকে দশম খণ্ড।

এ সিরিজের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও আবেদন আর দশটি সিরিজ বইয়ের থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র। এর সঙ্গে গল্প বিশেষণটি যুক্ত হলেও সিরিজটি মূলত জীবনী নির্ভর। এতে গল্পের আকারে সেইসব মহামানবদের বর্ণাঢ্য জীবনালেখ্য অংকিত হয়েছে, যাঁরা ছিলেন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে গড়া। যাঁরা ছিলেন সত্যের দিশারী, হেদায়াতের কাণ্ডারী। যাঁদের ব্যাপারে জ্ঞানের সাগর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেছেন- 'যে ব্যক্তি অন্য কারো রীতি-নীতি বা আদর্শ অনুসরণ করতে চায়, সে যেনো দুনিয়া থেকে যারা বিদায় নিয়ে গেছেন তাদের আদর্শ অনুসরণ করে। কেননা জীবিত ব্যক্তি ফেতনা হতে নিরাপদ নয়। আর তাঁরা হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ! তাঁরা ছিলেন এ উম্মতের শ্রেষ্ঠতম মানুষ। তাঁরা ছিলেন পবিত্র, তাঁদের অন্তর ছিলো নির্মল, তাঁরা ছিলেন গভীর জ্ঞান সম্পন্ন ও লৌকিকতা বর্জিত মানুষ। মহান আল্লাহপাক তাঁদেরকে আপন নবীর সান্নিধ্য লাভ ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে মনোনীত করেছিলেন। সুতরাং তোমরা তাঁদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বকে অনুধাবন কর এবং তাঁদের পদাংক অনুসরণ কর, আর যথাসাধ্য তাঁদের স্বভাব-চরিত্র ও আদর্শ আঁকড়ে ধর। কারণ তাঁরা সঠিক হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।'

www.pathagar.com

মহান সাহাবীর এ অমূল্য বাণীকে সামনে রেখেই নিজের শত দুর্বলতা সত্ত্বেও এ সিরিজের চতুর্থ থেকে দশম খণ্ড অনুবাদের কাজে হাত দেয়া। সামাজিক অবক্ষয় ও নৈতিক অধঃপতনের চরম মুহূর্তে - যখন পবিত্র ইসলামের কালজয়ী আদর্শ ও মুসলমানদের চরিত্র কলুষিত করে প্রচার করা হচ্ছে বিশ্ব দরবারে, সে সময় এ মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন বর্তমান সময়ের সাহসী প্রকাশক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান। তাঁকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ বই পড়ে যদি তরলমতি শিশু-কিশোরদের জীবনে মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয় সাহাবীদের সৌরভময় জীবনের বিন্দুতম ছায়াও পড়ে তবেই স্বার্থক হবে তাদের জীবন। সবশেষে কবির শুভ আকাংখার সাথে সুর মিলিয়েই শেষ করছি আমার নিবেদন-

أُحِبُّ الصَّالِحِيْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ
لَعَلَّ اللّٰهَ يَرْزُقُنِيْ صَلَاحًا

"নেককারদের ভালোবাসি যদিও না তাঁদের মতন
হতে পারে মহান প্রভু দিবেন আমায় তাঁদের জীবন।"

তারিখ
১৩/১১/২০১১

দু'আর মুহতাজ
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হুসাইন
মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

শহীদানের গল্প শোন-৪
হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি.

শহীদানের গল্প শোন-৪

হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি.	১১
বন্দী হলেন কিশোর যায়েদ রাযি.	১২
পুত্রের সন্ধান পেলেন পিতা হারেসা	১৭
প্রিয় নবীজী সা. ও পিতার সঙ্গে যায়েদ!!	১৮
মুসলমান হলেন হযরত যায়েদ রাযি.	২১
জান্নাতী রমণী বিয়ে করলেন হযরত যায়েদ রাযি.	২৩
প্রিয়জনের পুত্র	২৪
হিজরত ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন	২৫
রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রিয়	২৬
পবিত্র কুরআনে হযরত যায়েদ রাযি.-এর আলোচনা	২৮
প্রিয় নবীজীর কন্যার সফর সঙ্গী	৩১
প্রিয় নবীজীর সা. নির্বাচিত সেনাপতি	৩২
সাফওয়ানের যুদ্ধ	৩২
কারদার যুদ্ধ	৩৩
মুশরিক গুপ্তচর হত্যা	৩৫
জামুমের যুদ্ধ	৩৬
ঈসের যুদ্ধ	৩৬
তরফের যুদ্ধ	৩৭
ওয়াদিউল কুরার যুদ্ধ	৩৭
বনু মুস্তালেকের যুদ্ধ	৩৮
উম্মে কুরফার যুদ্ধ	৩৯
হুসমার যুদ্ধ	৩৯
মুতার যুদ্ধ	৪১
হয় বিজয়, না হয় শাহাদাত	৪২
শহীদ সেনাপতি	৪৩
প্রিয়জনের বিরহে প্রিয়জনের কান্না	৪৫

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

www.pathagar.com

শহীদানের গল্প শোন-৪

হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি.

কে তিনি ?

আজ তোমাদের একজন মহান মানুষের গল্প শোনাবো। শুধু মহান নয়, অতি মহান। কারণ, তিনি ছিলেন আমাদের প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব প্রিয় মানুষ। অতি ভালোবাসার মানুষ। তাঁর সঙ্গে প্রিয় নবীজীর সম্পর্ক ছিলো হৃদয়ে হৃদয়ে। এবার বুঝতেই পারছো, তিনি কতো মহান আর কতো ভাগ্যবান। নবীজীর প্রিয় হওয়া, তাঁর ভালোবাসা পাওয়া কি সহজ কথা?!

তাঁর নাম, যায়েদ। উপমান, আবু উসামা। পিতার নাম, হারেসা। মাতার নাম, সু'দা বিনতে সালাবা। দাদার নাম, শুরাহবিল।

তিনি হলেন দুই ছেলে ও এক মেয়ের জনক। প্রথম ছেলের নাম উসামা। এ কারণেই তাঁর উপনাম 'আবু উসামা' হয়। উসামার মায়ের নাম, হযরত উম্মে আইমান রাযি.। আরেক ছেলের নাম, যায়েদ এবং মেয়ের নাম, রুকাইয়া। তাঁদের মায়ের নাম, উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা রাযি.।

* * *

www.pathagar.com

প্রিয় নবীজীর ভালোবাসা অনেকেই পেয়েছেন। তবে তাঁর প্রতি নবীজীর ভালোবাসা ছিল খুব গভীর। সে জন্যে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বলতেন : زيد الحب ভালোবাসার যায়েদ।'

তিনি আপন যোগ্যতা বলেই প্রিয় নবীজীর ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন। নবীজীর প্রতি যেমন ছিলো তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবোধ, নিঃশর্ত আনুগত্য। তেমনি তাঁর কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহার ছিলো মধুর, হৃদয় কাড়া। তিনি ছিলেন সত্যবাদী, আমানতদার ও পবিত্র মনের অধিকারী এক মহৎ মানুষ। তাঁর চরিত্রে সকল উন্নত গুণের সমাহার ঘটেছিলো। তাহলে চলো এবার শুরু করা যাক এই মহৎ মানুষের জীবনের গল্প...

বন্দী হলেন কিশোর যায়েদ রাযি.

হযরত যায়েদ রাযি.-এর বয়স যখন আট বছর, সে সময়ের ঘটনা। একদিন তিনি মায়ের সঙ্গে নানার বাড়ী রওনা দেন। খুশিতে বালক যায়েদ রাযি.-এর মন আটখানা। নানার বাড়ী বেড়ানোর মজাই তো আলাদা। সেখানে নানা-নানি, মামা-মামি, খালা-খালু সকলের আদর-সোহাগ পাওয়া যাবে, মজা করে রকমারী খানা খাওয়া যাবে, আরো কতো কি! এসব ভাবতে ভাবতে বালক যায়েদ রাযি. আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন। কিন্তু কিশোর যায়েদ রাযি.-এর এ আনন্দ স্থায়ী হয় না। আনন্দের ভিতর নেমে আসে দুঃখের কালো মেঘ। বেদনার ঝড়ো বাতাস।

কেননা নানার বাড়ীতে পৌঁছার আগেই মাঝ পথে বনু কাইন গোত্রের একদল অশ্বারোহী ডাকাত তাঁদের ওপর আক্রমণ করে, তাঁদের সব মালামাল ছিনিয়ে নেয়। সেই সঙ্গে ওরা ছিনিয়ে নেয় কিশোর যায়েদ রাযি.-কেও। এ দুঃখ-বেদনা কেবল হযরত যায়েদ রাযি. ও তাঁর মায়ের জন্যেই ছিলো না; বরং তা আরও অনেক মানুষের জন্যে ছিলো। তবে তাঁদের জন্যে ছিলো তুলনামূলক একটু বেশি।

www.pathagar.com

তখনকার পৃথিবীটাই ছিলো অন্য রকম। মানুষ একাকী যাতায়াত করতে পারতো না। যাতায়াতের জন্যে তখন উট, ঘোড়া, গাধা-খচ্চর ছাড়া অন্য কোনো ভালো ব্যবস্থা ছিলো না। বর্তমান যুগের মতো এতো উন্নত বিমান, বাস আর রেল গাড়ীর ব্যবস্থা ছিলো না। তাই এক শহর থেকে অন্য শহরে একাকী গেলে পদে পদেই শত্রুর ভয় থাকতো। শত্রুর ভয়ে কেউ একাকী চলাফেরা করতো না। অনেক মানুষ একসঙ্গে হয়ে দলবেঁধে চলতো। তারপরও ডাকাতরা কাফেলার ওপর হামলা করতো। তাদের সব মালপত্র লুট করে নিয়ে যেতো। সে রকমই হযরত যায়েদ রাযি. ও তাঁর মা যে কাফেলার সঙ্গে যাত্রা করেছিলো, সে কাফেলার ওপর ডাকাতরা হামলা করে সব মালপত্র ছিনিয়ে নেয়ার সাথে সাথে তাঁকেও ছিনিয়ে নেয়।

ডাকাতরা কিশোর যায়েদ রাযি. কে নিয়ে ওকাজ বাজারে বেচার জন্যে হাজির করে!! ওকাজ হলো– আরবদের বাণিজ্য মেলা। বছরে একবার আরবরা সেখানে একত্র হয়ে বেচা-কেনা করতো এবং কবিতা আবৃত্তিসহ নানা ধরণের আনন্দ-স্ফূর্তি করতো।

ওকাজ বাজার থেকে হাকিম ইবনে হিযাম নামক এক ব্যবসায়ী তাঁকে চারশত দেরহাম দিয়ে কিনে নেয়। মক্কায় ফিরে এসে তিনি কিশোর যায়েদ রাযি. কে আপন ফুফু হযরত খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাযি. কে উপহার দেন।

এর কিছুদিন পরের কথা। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হযরত খাদীজা রাযি.-এর বিয়ে হয়। তখন তিনি আপন স্বামী প্রিয় নবীজীকে কিছু একটা উপহার দেয়ার ইচ্ছা করেন; কিন্তু উপস্থিত দেয়ার মতো তাঁর কাছে প্রিয় গোলাম যায়েদ ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। তাই অবশেষে তিনি তাঁকেই প্রিয় নবীজীকে উপঢৌকন হিসাবে দেন।

www.pathagar.com

সেদিন থেকে কিশোর যায়েদ রাযি. প্রিয় নবীজীর খাদেম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। নিজেকে নবীজীর সেবায় বিলিয়ে দেন। চেহারার সঙ্গে দু' চোখের লেগে থাকার ন্যায় নবীজীর সঙ্গে সারাক্ষণ লেগে থাকেন।

* * *

সৌভাগ্যবান কিশোর হযরত যায়েদ রাযি. যখন প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পৃষ্ঠপোষকতায় বেড়ে উঠছিলেন, তাঁর সংস্রবের সোনালী পরশে ধন্য হচ্ছিলেন, তাঁর অনুপম চরিত্র মাধুরী ও উন্নত গুণাবলীর প্রাচুর্যে প্রাচুর্যময় হয়ে উঠছিলেন, তখন তাঁর মা সন্তান হারানোর বেদনায় অবিরাম অশ্রু বিসর্জন করছিলেন, বিরহের আগুনে জ্বলছিলেন, আরামের ঘুম হারিয়ে অশান্তিতে দিন কাটাচ্ছিলেন।

মায়ের আক্ষেপ আর যন্ত্রণা আরও বেড়ে যায় এ কারণে যে, তিনি জানেন না, তাঁর কলিজার টুকরো জীবিত যে, তাঁর ফিরে আসার আশায় পথ চেয়ে থাকবেন; না কি মারা গেছে যে, তাঁর আশা ছেড়ে দিবেন।

আর পিতা হারেসা লাঠি কাঁধে ঝুলিয়ে প্রতি ঘরে ঘরে, মরুভূমির পথে পথে তাঁকে খোঁজে বেড়ান। প্রতিটি গোত্র ও কাফেলাকে নিজের সন্তানের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। পুত্রের ভালোবাসায় অস্থির হয়ে দুঃখ-বেদনামাখা হৃদয় বিদারক একটি কবিতা রচনা করেন। সে কবিতা তিনি বারবার করুণ কণ্ঠে আবৃত্তি করেন–

بَكَيْتُ عَلٰى زَيْدٍ وَلَمْ أَدْرِ مَافَعَلْ
أَحَيٌّ فَيُرْجٰى أَمْ أَتٰى دُوْنَهُ الْأَجَلْ
فَوَاللّٰهِ مَا أَدْرِىْ وَإِنْ كُنْتُ سَائِلًا
أَغَالَكَ سَهْلُ الْأَرْضِ أَمْ غَالَكَ الْجَبَلْ

www.pathagar.com

فَيَالَيْتَ شِعْرِىْ هَلْ لَكَ الدَّهْرُ رَجْعَةٌ

فَحَسْبِىْ مِنَ الدُّنْيَا رُجُوْعُكَ لِىْ بِجَلْ

تُذَكِّرُنِيْهِ الشَّمْسُ عِنْدَ طُلُوْعِهَا

وَتَعْرِضُ ذِكْرَاهُ إِذَا قَارَبَ الطَّفَلْ

وَإِنْ هَبَّتِ الْاَرْوَاحُ هَيَّجْنَ ذِكْرَهُ

فَيَاطُوْلَ مَا حُزْنِىْ عَلَيْهِ وَيَاوَجَلْ

سَأَعْمَلُ نَصَّ الْعِيْسِ فِى الْأَرْضِ جَاهِدًا

وَلَا أَسْأَمُ التَّطْوَافَ أَوْ تَسْأَمُ الْإِبِلْ

حَيَاتِىَ أَوْ تَأْتِىْ عَلَىَّ مَنِيَّتِىْ

وَكُلُّ امْرِءٍ فَانٍ وَإِنْ غَرَّهُ الْأَمَلْ

যায়েদের বিরহে কাঁদি আমি অথচ মোর নেই জানা
সে জীবিত করবো আশা, না কি মরে গেছে সবই অজানা।
শপথ করে বলছি খোদার, যবে আমি শোধাই তার ব্যাপারে
তখন আমি জানি না যমীন তাঁকে ধ্বংস করে দিয়েছে,
না কি পাহাড় ভরে ফেলেছে আপন গহবরে।
কতোই না ভালো হতো যদি মোর থাকতো জানা
তুমি একদিন আসবে ফিরে
তোমার ফিরে আসাই যথেষ্ট ছিলো আমার
দুনিয়ার সম্মানের তরে।
প্রতিদিন সূর্য নিজের উদয়-অস্তের সময় তাঁর কথা
স্মরণ করিয়ে দেয় আমারে।

www.pathagar.com

বাতাস বয়ে যাওয়ার সময়ও তাঁর স্মরণ তাজা হয়ে ওঠে,
বারবার মোর মনমুকুরে।
তাঁর জন্যে আমার চিন্তা, মনোবেদনা দীর্ঘ হয়ে রইলো,
সারা জীবন ঘিরে।
কষ্ট সয়ে আমি দ্রুতগামী উটে চড়ে পৃথিবীময় বেড়াবো ঘোরে
এ কারণে কভু আমি অধৈর্য বিরক্ত হবো না, যদি ও মম উট বিরক্ত হয়ে পড়ে।
এভাবেই আমরণ তাঁকে খোঁজে ফিরবো আমি পৃথিবী পরে।
সবকিছু বিনাশ হয়ে যাবে একথা সত্য চিরন্তন
কিন্তু আশাই ফেলে রাখে সকলকে ধোঁকার ঘোরে সারাক্ষণ।

* * *

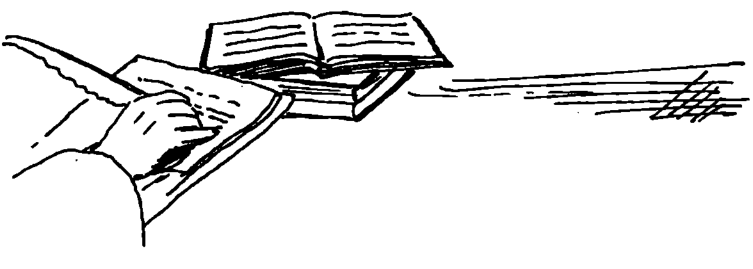

www.pathagar.com

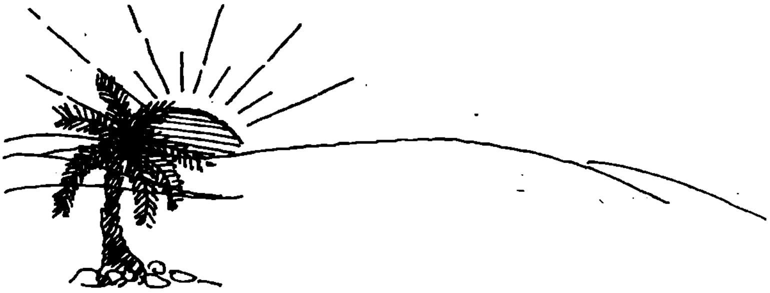

পুত্রের সন্ধান পেলেন পিতা হারেসা

কোনো এক হজ্জের মৌসুমে কিশোর যায়েদ রাযি.-এর গোত্রের একদল বাইতুল্লায় এলো। এসে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করতে লাগলো। তারা যখন তাওয়াফ করছিলো, তখন হঠাৎ হযরত যায়েদ রাযি.-এর মুখোমুখি হয়ে গেলো। তারা তাঁকে চিনলো, তিনিও তাদের চিনলেন । তারা তাঁর নিকট পিতা-মাতার শোকের কথা বর্ণনা করলো। আর তিনিও তাদের কাছে পিতা-মাতার প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা, তাঁদের সঙ্গে নিজের সাক্ষাতের আগ্রহের কথা বললেন; আর একটি কাগজ দিয়ে বললেন, এটি আমার শ্রদ্ধেয়, আম্মা-আব্বাকে পৌছিয়ে দিবেন। তাতে নিম্নের কবিতা লেখা ছিলো–

أُحِنُّ إِلٰى قَوْمِىْ وَإِنْ كُنْتُ نَائِيًا + بِأَنِّىْ قَطِيْنُ الْبَيْتِ عِنْدَ الْمَشَاعِرِ

فَكُفُّوْا مِنَالْوَجْدِالَّذِىْ قَدْ شَجَاكُمُ + وَلَاتَعْمَلُوْا فِى الْأَرْضِ نَصَّ الْأَبَاعِرِ...

فَإِنِّى بِحَمْدِ اللّٰهِ فِى خَيْرِ أُسْرَةٍ+كِرَامِ مَعَدٌّ كَابِرًا بَعْدَ كَابِرِ

'আপনজনদের বিচ্ছেদে মোর হৃদয় কাঁদে সারাক্ষণ

আজ আমি আপনাদের থেকে আছি বহু দূরে,

কারণ, আমি এখন গৃহসেবী হারামের কাছে এক ঘরে।

www.pathagar.com

যে বেদনা আপনারা পেয়েছেন তা মুছে ফেলুন,
আর উট নিয়ে পৃথিবীময় ঘোরাও বন্ধ করুন।
সকল প্রশংসা আল্লাহর আমি আছি ভালো ঘরে,
আভিজাত্য, সম্মান সবই রয়েছে এ পরিবারে।'

* * *

হজ্বের পর তারা বাড়ী ফিরে কিশোর যায়েদ রাযি.-এর পিতা হারেসাকে তারা যা দেখেছে, তা বর্ণনা করলো। আর যা তারা শুনেছে, তা বললো।

পুত্র যায়েদের সন্ধান পাওয়ার পরই পিতা হারেসা খুব দ্রুত নিজের বাহন তৈরী করলো। আর তার কলিজার টুকরা, চোখের মণির মুক্তি পণের জন্যে কিছু টাকা-কড়ি নিলো। সাথে নিলো ভাই কা'বকেও। এরপর উভয়ে উলকার বেগে মক্কার দিকে ছুটলো।

* * *

প্রিয় নবীজী সা. ও পিতার সঙ্গে যায়েদ!!

হারেসা ও তার ভাই কা'ব মক্কায় পৌঁছে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তাদের বলা হয়: তিনি মসজিদে আছেন।

তারা মসজিদে গিয়ে প্রিয় নবীজীর নিকট হাজির হয়ে বললো : হে আব্দুল্লাহর পুত্র! হে গোত্রের সরদারের ভ্রাতুষ্পুত্র। আপনারা হলেন আল্লাহর সম্মানিত ঘরের প্রতিবেশী। আপনারা -সাহায্যপ্রার্থী ও শরণার্থীদের বিপদমুক্ত করেন।

বন্দীদের খানা খাওয়ান।

বিপদগ্রস্তদের সহায়তা করেন।

www.pathagar.com

আমরা আপনার কাছে প্রতিপালিত আমাদের ছেলে যায়েদের বিষয়ে কথা বলতে এসেছি। সঙ্গে তাঁর মুক্তি পণের জন্যে টাকা-পয়সা নিয়ে এসেছি। সুতরাং মুক্তি পণের বিনিময়ে আপনি তাকে মুক্তি দিয়ে আমাদের ওপর দয়া ও অনুগ্রহ করুন।

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গে কিশোর যায়েদ রাযি.-এর সম্পর্কের বিষয়টি খুব ভালো করেই জানতেন। তবুও সন্তানের প্রতি পিতার অধিকারের সম্মানের খাতিরে তাদের বললেন :

'আমি কি আপনাদের এর চেয়ে উত্তম কথা বলবো?

: জী হ্যা, বলুন।

আপনারা তাকে ডাকুন। ডেকে আমাকে অথবা আপনাদেরকে গ্রহণ করার ব্যাপারে স্বাধীনতা দিন। সে যদি আপনাদের গ্রহণ করে, তাহলে মুক্তিপণ ছাড়াই তাকে নিয়ে যাবেন। আর যদি আমাকে গ্রহণ করে, তাহলে আমি এমন মানুষ নই, যে আমাকে পেতে চায়; তাকে দূরে সরিয়ে দেবো।'

একথা শোনে কিশোর যায়েদের পিতা হারেসা ও চাচা কা'বের চোখ-মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কারণ, তারা এতোটা উদারতা আশা করেনি। তাই তারা হাসিমুখে বললো : আপনার কথা যথার্থ ও ন্যায়সঙ্গত।

তারপর প্রিয় নবীজী যায়েদকে কাছে ডেকে শান্ত কণ্ঠে বললেন : 'এরা কে চেনো'?

: হ্যাঁ, ইনি আমার পিতা, আর ইনি চাচা।

তখন প্রিয় নবীজী বললেন : 'আমি কে তুমি তা জান, আমার সাহচর্যে থেকে তুমি ভালো করেই দেখেছো, আমি কেমন, এখন আমি তোমাকে স্বাধীনতা দিলাম, মন চাইলে তুমি তাদের সাথে চলে যেতে পার, আবার মন চাইলে আমার সঙ্গেও থাকতে পার। যা তোমার খুশি কর।'

www.pathagar.com

কিশোর যায়েদ রাযি. প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে একবার ভালোবাসাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে দেন: আমি আপনার সঙ্গেই থাকবো। আপনিই আমার পিতা, আপনিই চাচা।

পিতা হারেসা তখন রাগ মেশানো বিস্ময়ভরা কণ্ঠে যায়েদকে বললো: যায়েদ! তোমার সর্বনাশ হোক! তুমি স্বাধীন জীবনের পরিবর্তে দাসত্বের জীবনকে বেছে নিলে, আর নিজ পিতা, চাচা এবং পরিবারের সকলকে গ্রহণ করার স্থানে অন্যকে গ্রহণ করলে?!!

যায়েদ রাযি. উত্তর দেন: হ্যাঁ, কারণ আমি এ ব্যক্তির ভিতর এক মহান বস্তুর সন্ধান পেয়েছি, কাজেই তাঁকে ছেড়ে কখনও অন্য কোথাও যাবো না।

প্রিয় নবীজী কিশোর যায়েদের এ অবস্থা দেখে তাঁর হাত নিজের হাতের মুঠোতে নিয়ে কা'বার আঙ্গিনায় যান– যেখানে কুরাইশরা একত্র হয়। গিয়ে সকলের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা দেন: হে উপস্থিত কুরাইশগণ! আপনারা সাক্ষী থাকুন, এ বালক যায়েদ আমার পুত্র। আমি তার উত্তরাধিকারী হবো। সেও আমার উত্তরাধিকারী হবে।

ঘোষণা শোনে যায়েদের পিতা হারেসা খুশিতে বাগ-বাগ। কোথায় দাসত্বের জীবন থেকে মুক্তি লাভ, আর কোথায় শ্রেষ্ঠ মানুষের পুত্র হওয়ার গৌরব অর্জন। কুরাইশগণ পর্যন্ত তাঁকে সত্যবাদী, বিশ্বাসী বলে ডাকে। শুধু তাই নয়, তিনি হাশেমের বংশধর এবং সমগ্র মক্কার সম্মানের পাত্র। এসব দেখে যায়েদের পিতা ও চাচার মন সন্তুষ্ট হয়। তারা নিজেদের ছেলেকে মক্কায় নিরাপদে রেখে নিশ্চিন্ত ও আনন্দ চিত্তে গোত্রের কাছে ফিরে যায়।

* * *

সেদিন থেকে যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি. হয়ে গেলেন যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় নবীজী নবুওয়াত

www.pathagar.com

লাভের আগ পর্যন্ত তাঁকে এ নামেই ডাকা হতো। যখন তিনি নবুওয়াত পেলেন। তাঁর ওপর ধীরে ধীরে কুরআন নাযিল হতে শুরু করলো। আস্তে আস্তে মানুষ অন্ধকার ছেড়ে ইসলামের সোনালী আলোর রাজ পথে আসতে লাগলো। বন্ধ হতে থাকলো একের পর এক জাহেলিয়াতের সবপ্রথা। সে সময় বন্ধ হয়ে গেলো পালক পুত্রের প্রথাও। একদিন সপ্ত আকাশ ফুঁড়ে হযরত জিবরাঈল আমীন অহী নিয়ে এলেন। প্রিয় নবীজী তেলাওয়াত করে শোনালেন সূরা আহযাবের পাঁচ নম্বর আয়াত। ইরশাদ হয়েছে–

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ...

'তোমরা তাদেরকে পিতৃ পরিচয়ে ডাক, এটাই আল্লাহর কাছে ন্যায় সঙ্গত।'

তখন থেকে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি. সহ সকল পালক পুত্রদেরকে তাদের পিতার নামে সম্পৃক্ত করে ডাকা হতে লাগলো।

মুসলমান হলেন হযরত যায়েদ রাযি.

হযরত যায়েদ রাযি. যখন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহকে আপন পিতা-মাতার ওপর প্রাধান্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে থাকাকে পছন্দ করেছিলেন, তখন তিনি জানতেন না যে, কী সফলতা অর্জন করেছেন!!

তাঁর এও জানা ছিলো না, তাঁর মনীব যাঁকে তিনি নিজ পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন, তিনি হলেন পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সরদার। তিনি হলেন গোটা সৃষ্টির নিকট প্রেরিত আল্লাহর মহান রাসূল।

তাঁর হৃদয় আকাশে এ কথার উদয় হয়নি যে, আসমানের রাজত্ব অতি শীঘ্রই জমীনে প্রতিষ্ঠিত হবে। সে রাজ্যের মোহন পরশে ছোঁয়ায় মৃত মানুষ জীবিত হওয়ার মতোই পূর্ব-পশ্চিমসহ সারা দুনিয়া কল্যাণ ও

www.pathagar.com

ইনসাফে সুশোভিত হয়ে ওঠবে। বর্ষার থৈ থৈ পানিতে নদী দু' কুল কানায় কানায় ভরার মতোই মানুষের মন সুখ-শান্তিতে ভরে যাবে। তিনিই হলেন সেই মহান ব্যক্তি। নবীকুল সম্রাট। আর কাংখিত সেই স্বপ্ন রাজ্যের যায়েদ নিজেই হবেন প্রথম ভিত্তি প্রস্তর। কিশোর যায়েদ রাযি.-এর হৃদয়ে এ সবের কিছুই ছিলো না।

এটা হলো আল্লাহর মহা নেয়ামত। তিনি যাকে ইচ্ছা, তাঁর নেয়ামত দিয়ে থাকেন। তিনি হলেন মহা অনুগ্রহশীল। এ ঘটনা অর্থাৎ, হযরত যায়েদ রাযি.-এর আপন পিতাকে গ্রহণ করার পরিবর্তে প্রিয় নবীজীকে গ্রহণ করে নেয়ার কয়েক বছর পরেই মহান আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহকে সত্যধর্ম ও হেদায়াতের আলো দিয়ে রাসূলরূপে পাঠান। তখন হযরত যায়েদ রাযি. ঈমান আনয়ন করেন। সর্বপ্রথম মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

আচ্ছা, বলো তো এই প্রথম স্থানের আগে কি আরও কোনো প্রথম স্থান আছে, যার জন্যে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করবে?!

* * *

www.pathagar.com

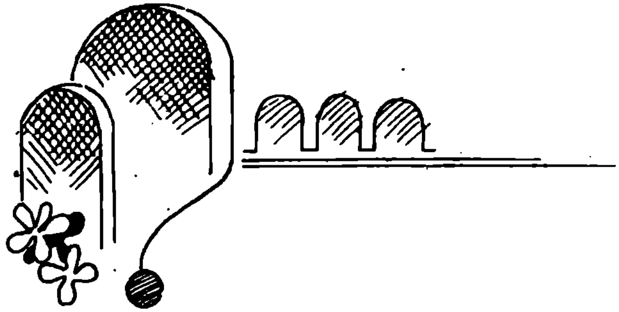

জান্নাতী রমণী বিয়ে করলেন হযরত যায়েদ রাযি.

হযরত যায়েদ রাযি. শুনতে পান প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন :

مَنْ اَرَادَ اَنْ يَّتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَتَزَوَّجْ اُمَّ اَيْمَنَ

'যে ব্যক্তি জান্নাতী রমণী বিয়ে করতে আগ্রহী, সে যেনো উম্মে আইমানকে বিয়ে করে।'

হযরত উম্মে আইমান রাযি.-এর আসল নাম হলো বারাকা বিনতে সালাবা। তিনি ছিলেন একই সাথে প্রিয় নবীজীর গৃহপরিচারিকা ও মা আমেনার মৃত্যুর পর তাঁর মুরুব্বী।

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী শোনেই হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি. দ্রুত হযরত উম্মে আইমান রাযি. কে বিয়ের প্রস্তাব দেন ও বিয়ে করেন। বিয়ের এক বছরের মাথায় তাঁদের শূন্য কোল আলোকিত করে জন্ম নেয় এক শিশু সন্তান। তার নাম রাখা হয় উসামা।

*   *   *

www.pathagar.com

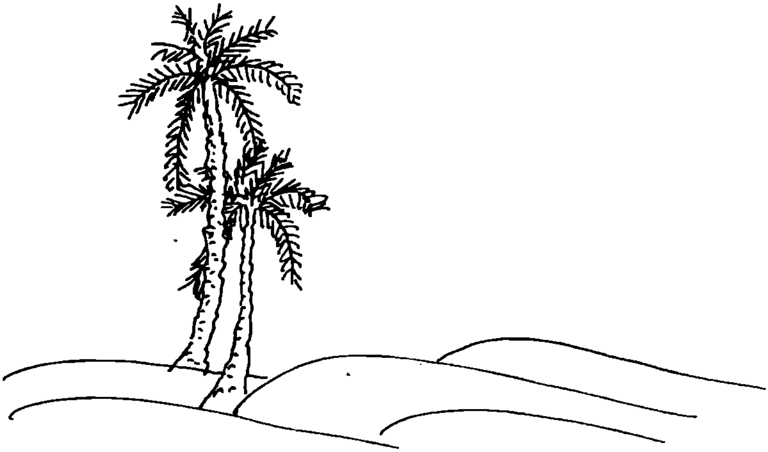

প্রিয়জনের পুত্র

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি. কে যেমন ভালোবাসতেন, আদর-সোহাগ করতেন, অনুরূপ তাঁর পুত্র হযরত উসামা রাযি. কেও ভালোবাসতেন, স্নেহ করতেন। বরং বলা যায় আরেকটু বেশি করতেন। যা একমাত্র প্রিয় নবীজীর সন্তান ছাড়া অন্য কেউ পায়নি।

প্রিয় নবীজীর ইন্তিকালের পর খোলাফায়ে রাশেদীন রাযি.ও হযরত উসামা রাযি. কে প্রিয় নবীজীর মহব্বতের স্থানই দিয়েছেন। তারা কোনো কমতি করেননি। অবহেলা করেননি। এই তো খলীফা হযরত উমর রাযি.-এর ঘটনা আমাদের সামনে। একদিন মুসলমানদের ভিতর গণিমতের মাল বন্টনের সময় তিনি হযরত উসামা রাযি. কে আপন পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.-এর তুলনায় বেশি দেন!

তখন পুত্র আব্দুল্লাহ রাযি. এ বিষয়ে পিতা উমর রাযি.-এর সঙ্গে কথা বললে, তিনি উত্তর দেন: 'নিশ্চয় সে প্রিয় নবীজীর নিকট তোমার চেয়ে অধিক প্রিয় ছিলো, আর এতে সন্দেহ নেই যে, তাঁর পিতাও আল্লাহর রাসূলের নিকট তোমার পিতার চেয়ে বেশি প্রিয় ছিলো।'

*　　*　　*

www.pathagar.com

হিজরত ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন

অষ্টম হিজরীতে আকাবার দ্বিতীয় বাইআত সংঘটিত হওয়ার পর এবং প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুফর ও অন্ধকারের তরঙ্গে ভরা মরু সাহারার মাঝে ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের পর মুসলমানদের ওপর মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতন আরও বেড়ে যায়। ওদের তরফ থেকে তাঁদের অনেক গাল-মন্দ দুঃখ-কষ্ট সইতে হয়। তখন প্রিয় নবীজীর সাহাবীগণ তাঁর কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ নিয়ে যান এবং হিজরতের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি তখন তাঁদের বলেন: 'তোমাদের হিজরতের জায়গার ব্যাপারে আমাকে জানানো হয়েছে– সেটা হলো ইয়াসরিব তথা মদীনা। তোমাদের মধ্যে যার ইচ্ছা, সে সেখানে চলে যেতে পার।'

এরপর থেকেই তাঁরা হিজরতের প্রস্তুতি নিতে থাকেন এবং গোপনে দলে দলে মদীনায় পাড়ি জমান। তাঁদের সাথে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি.ও তাঁর স্ত্রী ও ছেলে উসামাকেসহ হিজরত করে মদীনায় চলে যান।

মদীনা পৌঁছে তিনি হযরত কুলসুম ইবনে হিদম রাযি.-এর বাড়ীতে অবস্থান করেন। আর হযরত কুলসুম রাযি. ছিলেন খুব ভদ্র ও বৃদ্ধ মানুষ। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করার আগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

* * *

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় গিয়ে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন এবং আনসার ও মুহাজিরদের ভিতর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন করে দেন আর বলেন–

تَآخَوْا فِى اللّٰهِ أَخَوَيْنِ

www.pathagar.com

'আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে তোমরা দু'জন দু'জন করে পরস্পরে ভাই হয়ে যাও।'

সে সময় প্রিয় নবীজী হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি. কে হযরত হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাযি. এর সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন করে দেন।

এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ভিত্তিতেই উহুদ যুদ্ধে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সিংহ মহাবীর হযরত হামযা রাযি. শহীদ হয়ে যাওয়ার পর হযরত যায়েদ রাযি. তাঁর শিশু কন্যার প্রতিপালনের দায়িত্বভার গ্রহণের দাবী জানান।

কিন্তু হযরত আলী ইবনে আবু তালেব ও হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব রাযি. এসে বাঁধ সাধেন। তাঁরাও ওই শিশু কন্যার প্রতিপালনের দায়িত্ব নেয়ার আবদার রাখেন, আগ্রহ প্রকাশ করেন...!

অবশেষে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব রাযি.-এর পক্ষে ফায়সালা দেন। কারণ, তাঁর স্ত্রী হযরত আসমা বিনতে উমাইস রাযি. ছিলেন এ মেয়ের খালা।

তারপর প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি.-এর দিকে তাকিয়ে একরাশ আবেগঝরা কণ্ঠে বলেন : যায়েদ! তুমি তো হলে আমার দ্বীনী ভাই এবং আমার কওমের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি।'

* * *

রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রিয়

হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি. যেমন ইসলামের ভিতর বিরল মর্যাদার আসন অলংকৃত করেছেন, তেমনি প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হৃদয়ে উচ্চ আসন গেড়ে নিয়েছেন।

তিনি কোথাও গেলে প্রিয় নবীজী তাঁর আগমনের পথ চেয়ে থাকতেন। ফিরে এলে পুলকিত হতেন। তাঁর দর্শন লাভে তৃপ্ত হতেন।

www.pathagar.com

শান্তি পেতেন। এমন আগ্রহ নিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতেন, যা অন্য কারো ভাগ্যে জুটেনি।

এই তো মা আয়েশা রাযি. হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি.-এর সাক্ষাতে প্রিয় নবীজীর খুশি প্রকাশের সময়কার একটি জীবন্ত চিত্র আমাদের সামনে তোলে ধরছেন। তাহলে এসো শুনি তাঁর কথা। তিনি বলেন : 'যায়েদ ইবনে হারেসা সারিয়ায়ে উম্মে ফারকা থেকে মদীনায় এলেন। নবীজী তখন আমার ঘরে ছিলেন। তিনি দরোজায় টোকা দিলেন। নবীজী তখন প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায়, কাপড় টানতে টানতে দরোজার দিকে ছুটে গেলেন। ওই মুহূর্তে তাঁর শুধু ছতরের অংশটুকুই ঢাকা ছিলো। এভাবেই তিনি তাঁকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন। তারপর খবরা-খবর জিজ্ঞেস করলেন, আর তিনিও মহান আল্লাহ তাঁকে যে সফলতা দান করেছেন, সেসব বললেন, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি এর আগে পরে কখনও প্রিয় নবীজীকে এ অবস্থায় দেখিনি।'

হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি.-এর প্রতি প্রিয় নবীজীর ভালোবাসা ও মহব্বতের বিষয়টি মুসলমানদের ভিতর প্রচারিত হয়ে যায়। ছড়িয়ে পড়ে। সে কারণে তাঁরা তাঁকে زَيْدِ الْحِبِّ 'ভালোবাসার যায়েদ' নামে ডাকতে শুরু করে ও তাঁর উপাধী দেয়- حِبِّ رَسُوْلِ اللهِ 'রাসূলুল্লাহ্র প্রিয়ভাজন।' আর তাঁর পুত্র হযরত উসামা রাযি.-এর উপাধী দেয়- حِبِّ رَسُوْلِ اللهِ وَابْنِ حِبِّهِ 'রাসূলুল্লাহর প্রিয়ভাজন ব্যক্তির পুত্র।'

* * *

www.pathagar.com

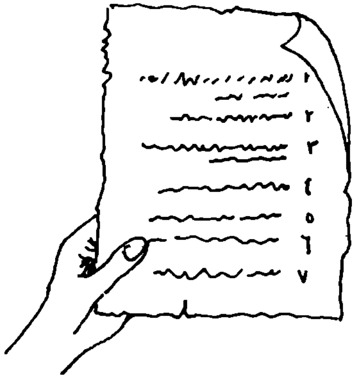

পবিত্র কুরআনে হযরত যায়েদ রাযি.-এর আলোচনা

মহান আল্লাহ তা'আলা হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি. কে ঈমানের মহা দৌলত দিয়ে তাঁর ওপর অনুগ্রহ করেন। আর এদিকে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আযাদ করে তাঁর ওপর দয়া করেন। তিনি শুধু আযাদ-ই করেন না; বরং আপন ফুফু উমাইমাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালেব ইবনে হিশামের কন্যা হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ রাযি. কে তাঁর নিকট বিয়ে দেন। তিনি ছিলেন উচ্চ বংশীয় খুব নেককার, পরহেজগার, ইবাদতগুজার ও কল্যাণের কাজে সদা অগ্রগামী এক রমণী। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বংশ মর্যাদা ও বাহ্যিক সৌন্দর্যের কোনো গুরুত্বই দেননি। তিনি শুধু আল্লাহর ঘোষণার প্রতি খেয়াল রেখেছেন। সেটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ...

'নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই বেশি সম্মানিত, যে তোমাদের ভিতর সবচেয়ে বেশি আল্লাহভীরু।'

বিয়ের পর হযরত যায়নাব রাযি. স্বামীর ঘরে চলে যান। নতুন জীবনযাত্রা শুরু করেন। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই তাঁদের দাম্পত্য জীবনে নেমে আসে অশান্তি। পরস্পরের সম্পর্কের ভিতর দেখা

www.pathagar.com

দেয় টানাপড়েন। একের প্রতি অন্যের আকর্ষণ কমে যায়। কারণ, অনুসন্ধানে জানা যায় যে, হযরত যায়নাব রাযি. আসলে এ বিয়েতে মনের দিক থেকে রাজী ছিলেন না, তিনি শুধু প্রিয় নবীজীর সুপারিশের সম্মানের খাতিরেই তাতে সম্মতি দিয়েছিলেন। অবশেষে বছর খানিক পর হযরত যায়েদ রাযি. তাঁকে তালাক দিয়ে দেন।

তাঁর ইদ্দত পুরা হওয়ার পর প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিয়ে করে নেন। তবে এ বিয়ে প্রিয় নবীজীর পক্ষ থেকে ছিলো না, বরং তা ছিলো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ। এ কথাই পবিত্র কুরআনের সূরা আহযাবের সাইত্রিশ ও আটত্রিশ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَىْ لَايَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىْ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا. مَاكَانَ عَلَى النَّبِىِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ، سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ، وَكَانَ اَمْرُاللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا.

'অতঃপর যায়েদ যখন যায়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম, যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে, সে সব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোনো অসুবিধা না হয়। আল্লাহর নির্দেশ কার্যে পরিণত হয়েই থাকে। আল্লাহ নবীর জন্যে যা নির্ধারণ করেন, তাতে তাঁর কোনো বাঁধা নেই। পূর্ববর্তী নবীগণের ক্ষেত্রে এটাই ছিলো চিরাচরিত বিধান। আল্লাহর আদেশ নির্ধারিত, অবধারিত।'

(সূরা আহযাব-৩৭-৩৮)

এবার মুনাফেকরা সুযোগ পেয়ে যায়। এ বিয়ের দরুন ওরা প্রিয় নবীজীর সমালোচনা করতে শুরু করে। ওরা বলে বেড়ায়, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে নিজের ছেলে যায়েদের বউকে বিয়ে করলেন?

www.pathagar.com

তখন পবিত্র কুরআন ওদের সমালোচনার উত্তর দেয়। আপনপুত্র ও পালক পুত্রের হুকুমের ব্যাপারে ওদের ভিতর যে ভ্রান্ত ধারণা ছিলো, সেটা বর্ণনা করে দেয়। ওদের সমালোচনার মুখ বন্ধ করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা সূরা আহযাবের চল্লিশতম আয়াতে ইরশাদ করেন–

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍمِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ

'মুহাম্মদ তোমাদের কোনো ব্যক্তির পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।' (সূরা আহযাব-৪০)

অনুরূপভাবে সূরা আহযাবের পাঁচ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ...

'তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ পরিচয়ে ডাক। এটা আল্লাহর কাছে অধিক ন্যায়সঙ্গত।' (সূরা আহযাব : ৫)

এভাবেই হযরত যায়েদ রাযি. তাঁর পূর্বের নাম 'যায়েদ ইবনে হারেসা' নামে পরিচিতি লাভ করেন। আর এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই কুরআনের ভিতর তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়। তিনিই একমাত্র সাহাবী যাঁর নাম পবিত্র কুরআনের ভিতর স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

তারপর প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ রাযি.-এর জন্যে নতুন বিয়ের চিন্তা করেন এবং হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা রাযি.-এর সাথে বিয়ে পড়িয়ে দেন। তিনি হলেন সেই রমণী, যিনি প্রিয় নবীজীর হিজরতের পর সর্বপ্রথম মদীনায় হিজরত করেন। তিনি ছাড়া অন্য কোনো কুরাইশী রমণী সে সময় বাপ-দাদাদের ছেড়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশে অর্থাৎ, দ্বীনের জন্যে হিজরত করেনি। নিজের মাতৃভূমি ত্যাগ করেনি।

হিজরতের সময় হযরত উম্মে কুলসুম রাযি. মক্কা ছেড়ে মদীনার পথে একাই হেঁটে রওনা দেন। তিনি রওনা হয়ে যাওয়ার পর তাঁর দু' ভাই উমারা ও ওয়ালীদ তাঁকে ফিরিয়ে আনতে যায়, কিন্তু তিনি ফিরে আসেননি।

www.pathagar.com

প্রিয় নবীজীর কন্যার সফর সঙ্গী

হযরত যায়েদ রাযি. যেভাবে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছেন, তাঁকে আপন পিতা-মাতার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তেমনি তাঁকে ভালোবেসেছেন। নিজের পোষ্য-পরিজনদের সঙ্গে এক করে নিয়েছেন। শুধু কি তাই? তিনি প্রিয় নবীজীর একান্ত বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠেন।

বদর যুদ্ধের পর প্রিয় নবীজী আপন কন্যা যায়নব রাযি. কে মক্কা থেকে মদীনায় নিয়ে আসার জন্যে তাঁকে পাঠান। প্রিয় নবীজী তাঁকে নিজের আংটি দিয়ে দেন। আংটি নিয়ে তিনি নির্ভয়ে মদীনা থেকে একাকী মক্কার পথে রওনা দেন। মক্কার উপকণ্ঠে পৌঁছে এক রাখালকে আংটিটি দিয়ে হযরত যায়নব রাযি.-কে তা পৌঁছে দিতে বলেন। আংটি দেখেই হযরত যায়নাব চিনে ফেলেন!!

তিনি রাখালকে প্রশ্ন করেন: এ আংটি তোমাকে কে দিলো?

: মক্কার উপকণ্ঠ থেকে জনৈক ব্যক্তি।

বুদ্ধিমতি যায়নব রাযি. সব বুঝলেন। তাই রাতের আঁধারে চুপে চুপে বেরিয়ে আসেন। এসে অপেক্ষমান হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা

www.pathagar.com

রাযি.-এর সাথে বাহনের পিছনে আরোহণ করেন। তিনি তাঁকে মদীনায় নিয়ে আসেন।

* * *

প্রিয় নবীজীর সা. নির্বাচিত সেনাপতি

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন : প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতো বাহিনীতে যায়েদকে পাঠিয়েছেন, সবগুলোতেই তাকে সেনাপতি বানিয়ে পাঠিয়েছেন। কখনও যদি সে নবীজীর সঙ্গে না গিয়ে থেকে যেতো, তখন তিনি তাঁকে নিজের স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে যেতেন। প্রিয় নবীজী কর্তৃক প্রেরিত অনেক ছোট-বড়ো বাহিনীর নেতৃত্ব দেন হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি.। আর নবীজী মদীনার বাইরে গেলে, তখন তিনি হতেন তাঁর খলীফাদের একজন।

* * *

সাফওয়ানের যুদ্ধ

দ্বিতীয় হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসের ঘটনা। কুরয ইবনে জাবের ফিহরী মুশরিকদের ছোট্ট দল নিয়ে মদীনার চারণভূমিতে হামলা চালিয়ে বেশ কিছু গবাদি পশু ছিনতাই করে নিয়ে যায়।

সংবাদ পেয়ে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে সত্তরজন সাহাবীর এক বাহিনী নিয়ে ওদের পিছু ধাওয়া করেন। ধাওয়া করতে করতে তাঁরা বদরের নিকটবর্তী 'সাফওয়ান' উপত্যকা পর্যন্ত যান; কিন্তু কুরয ও তার সঙ্গীদের দেখা মিলে না। অবশেষে তিনি যুদ্ধ ছাড়াই ফিরে আসেন। যুদ্ধের ইতিহাসে একে ছোট বদর বলা হয়।

এ যুদ্ধে যাত্রাকালে প্রিয় নবীজী হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি. কে মদীনায় নিজের খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে যান।

* * *

www.pathagar.com

কারদার যুদ্ধ

বদর যুদ্ধে পরাজয়ের দুঃখ-যন্ত্রণা ও মানসিক টেনশন কুরাইশদের অস্থির করে তোলে। এ দিকে আবার কিছু দিন পরই এসে পড়ে গ্রীষ্মকাল। এ সময়ই সিরিয়ার বাণিজ্য কাফেলা পাঠানো হয়। বাণিজ্য কাফেলার নিরাপত্তার চিন্তাও তাদের পেয়ে বসে!

সে বছর সিরিয়াগামী বাণিজ্য কাফেলার নেতা সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার কথায় কুরাইশদের এ চিন্তার বিষয়টা সুস্পষ্ট হয়। সে কুরাইশ সরদারদের উদ্দেশ্য করে বললো : মুহাম্মদ এবং তাঁর সাথীরা আমাদের বাণিজ্য পথ কঠিন বিপজ্জনক করে তুলেছে। বুঝে ওঠতে পারছি না, কীভাবে তাদের মোকাবেলা করবো। তারা সমুদ্র উপকূল থেকে সরেই না, আর উপকূলবাসীরাও তাদের সাথে সমঝোতা করে নিয়েছে। সাধারণ লোকেরাও তাদের পক্ষে চলে গেছে। বুঝতে পারছি না, আমরা এখন কোন পথ অবলম্বন করবো?! এ দিকে আমরা যদি ঘরে বসে থাকি, তবে তো আমাদের পুঁজিই শেষ হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত কিছুই বাকী থাকবে না। কেননা মক্কায় আমাদের জীবিকার ব্যবস্থাই তো দুই মৌসুমের ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল– গ্রীষ্মকালে সিরিয়া আর শীতকালে আবিসিনিয়ার সাথে।

সাফওয়ানের কথার পর এবার এ বিষয়টি নিয়েই কুরাইশ নেতাদের ভেতর আলোচনা শুরু হয়!!

আসওয়াদ ইবনে আব্দুল মুত্তালেব সাফওয়ানকে বললো: তুমি সমুদ্র উপকূলের পথ ছেড়ে ইরাকগামী পথ ধরে সফর কর।

এপথটি বেশ ঘোরা। যা নজদ হয়ে সিরিয়া গেছে এবং মদীনার পূর্ব দিকে অনেক দূর দিয়ে এ পথ চলে গেছে। কুরাইশদের এ পথ সম্পর্কে কিছুই জানা ছিলো না। তাই আসওয়াদ ইবনে আব্দুল মুত্তালেব সাফওয়ান ইবনে উমাইয়াকে পরামর্শ দেয়: তুমি এ সফরের জন্যে

www.pathagar.com

একজন পথ প্রদর্শক সাথে নিয়ে নাও। সে-ই তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

এ ব্যবস্থার পর কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার নেতৃত্বে নতুন পথ ধরে অগ্রসর হয়, কিন্তু এ সফরের পরিকল্পনার বিস্তারিত খবর মদীনায় পৌঁছে যায়। ঘটনা হলো, সালিত ইবনে নোমান-যিনি মুসলমান হয়েছিলেন, তিনি নঈম ইবনে মাসউদের সাথে এক গল্পের আড্ডায় মিলিত হন। নঈম তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। গল্পের আড্ডায় নঈম সালিতের কাছে নিজের অজান্তে কুরাইশদের বাণিজ্য যাত্রার সব কথা প্রকাশ করে দেয়। সালিতের মুসলমান হওয়ার বিষয়টি নঈমের জানা ছিলো না!

হযরত সালিত ইবনে নোমান রাযি. সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে দ্রুত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হয়ে কুরাইশদের কাফেলার সব তথ্য ফাঁস করে দেন।

সংবাদ পেয়ে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের কাফেলার ওপর হামলার জন্যে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি.-এর নেতৃত্বে একশত সওয়ারের একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠন করেন।

সেনাপতি হযরত যায়েদ রাযি. তাঁর বাহিনী নিয়ে তীরের গতিতে ছুটে চলেন। খুব দ্রুত পথ অতিক্রম করেন। অপর দিকে কুরাইশদের কাফেলাও একেবারে অজ্ঞাত 'কারদা' নামক কূপের পাড়ে গিয়ে তাঁবু ফেলার উদ্দেশ্যে যাত্রা বিরতি করছিলো মাত্র। এ অবস্থায় হযরত যায়েদ রাযি. সেখানে উপস্থিত হয়ে হঠাৎ হামলা চালান। ওরা অপ্রস্তুত থাকায় প্রতিরোধের কোনো সুযোগই পায় না। ফলে পুরো কাফেলাই তিনি দখল করে নেন। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়াসহ কাফেলার অন্য নেতাদের জন্য তখন পালানো ছাড়া অন্য কোনো রাস্তা খোলা ছিলো না। তাই ওরা জীবন নিয়ে পালায়।

www.pathagar.com

তবে হযরত যায়েদ রাযি. ও তার সাথী যোদ্ধারা ওই কাফেলার পথ প্রদর্শক ফুরাত ইবনে হাইয়ানকে আটক করতে সমর্থ হোন। সে ছিলো বকর ইবনে ওয়ায়েল গোত্রের। তাঁর সাথে আরও দু'জনকে আটক করেন। সেই সঙ্গে তাঁরা অনেক মালামাল গণিমত হিসাবে লাভ করেন। যেগুলো কাফেলার লোকজন বয়ে নিচ্ছিলো। সেসব নিয়ে তাঁরা বিজয়ী বেশে ফিরে আসেন।

হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি.-এর বাহিনী বিজয়ী বেশে নিরাপদে ফিরে আসায় প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারুণ আনন্দিত হোন। এতে তাঁর মনের তামান্না পূর্ণ হয়। আর ফুরাত ইবনে হাইয়ান প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

বদর যুদ্ধের পর এটি ছিলো কুরাইশদের জন্যে সবচে' হৃদয় বিদারক ঘটনা। এর ফলে তাদের মানসিক দুঃখ-যন্ত্রণা পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বেড়ে যায়!

* * *

মুশরিক গুপ্তচর হত্যা

তৃতীয় হিজরী সনের কথা। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মুশরিকদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়ার জন্যে ওহুদ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সে সময় মু'আবিয়া ইবনে মুগীরা ইবনে আবুল আ'স তার চাচাতো ভাই হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযি.-এর নিকট আগমন করে। হযরত উসমান রাযি. প্রিয় নবীজীর নিকট তার জন্যে আশ্রয় চান। প্রিয় নবীজী এই শর্তে তাকে আশ্রয় দেন যে, সে তিন দিনের বেশি থাকতে পারবে না। এরপর যদি তাকে মদীনায় পাওয়া যায় তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।

যুদ্ধের প্রস্তুতি শেষ হলে প্রিয় নবীজী সাহাবীদের নিয়ে ওহুদের দিকে

www.pathagar.com

চলে যান। এতে মদীনা খালি হয়ে পড়ে। মু'আবিয়া এটাকে সুযোগ মনে করে কুরাইশদের গুপ্তচর বৃত্তি করার মানসে তিন দিনের বেশি মদীনায় থাকে!!

যুদ্ধ শেষে প্রিয় নবীজী তাঁর সাহাবীদের নিয়ে ফিরে এলে সংবাদ পেয়ে মু'আবিয়া পালিয়ে যায়। নবীজী তখন হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা ও হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযি.কে ওকে ধরার জন্যে পাঠান। তাঁরা গিয়ে ওকে ধরে ফেলেন এবং হত্যা করেন।

* * *

জামুমের যুদ্ধ

জামুম মাররুয যাহরানে অবস্থিত একটি কূপের নাম। ষষ্ঠ হিজরীর রবিউস সানী মাসে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি.-এর নেতৃত্বে এ অভিযান প্রেরণ করা হয়। হযরত যায়েদ রাযি. সেখানে পৌছার পর বনু সুলাইম গোত্রের হালিমা নামক এক মহিলাকে গ্রেফতার করেন। সে মহিলা মুসলমানদের বনু সুলাইমের একটি জায়গার নাম বলে দেয়। সেখান থেকে বকরীসহ বহু পশু এবং কয়েদী মুসলমানদের অধিকারে আসে। তাই হযরত যায়েদ রাযি. ফিরে এলে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই মহিলা এবং তার স্বামী যে কয়েদীদের ভিতর ছিলো, উভয়কে মুক্ত করে দেন।

* * *

ঈসের যুদ্ধ

ঈস মদীনা থেকে চার মাইল দূরে অবস্থিত একটি জায়গার নাম। হিজরী ষষ্ঠ সনের জুমাদাল উলা মাসে হযরত যায়েদ রাযি. একশো সত্তরজন যোদ্ধার বাহিনী নিয়ে ঈসের দিকে যাত্রা করেন। সেখানে পৌছে তাঁরা কুরাইশদের একটি কাফেলাকে পেয়ে বন্দী করেন। যার

www.pathagar.com

নেতৃত্বে ছিলো প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাতা আবুল আ'স। কিন্তু আবুল আ'স বন্দীদের ভিতর থেকে পালিয়ে যায়।

* * *

তরফের যুদ্ধ

ষষ্ঠ হিজরী সনের জুমাদাস সানিয়া মাসে হযরত যায়েদ রাযি. পনেরো জনের এক ক্ষুদ্র দল নিয়ে বনু সালাবার দিকে যাত্রা করেন। গ্রামবাসীরা জানতে পেরে ভাবে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে আসছেন। এই ভয়ে তারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়!

হযরত যায়েদ রাযি. তাদের গবাদি পশু থেকে গণিমতের মাল হিসাবে বিশটি উট লাভ করেন। এগুলো নিয়ে চার রাত পর তিনি মদীনায় ফিরে আসেন।

* * *

ওয়াদিউল কুরার যুদ্ধ

হিজরী ষষ্ঠ সনের রজব মাসের ঘটনা। হযরত যায়েদ রাযি. বারোজন লোক নিয়ে ওয়াদিউল কুরায় যান। উদ্দেশ্য যদি সেখানে কোনো শত্রুদল থেকে থাকে, তাদের গতিবিধি জানা... কিন্তু তারা সেখানে পৌছা মাত্রই ওয়াদিউল কুরাবাসী তাঁদের ওপর আক্রমণ করে বসে। বারোজনের ভিতর নয়জনকেই তারা হত্যা করে ফেলে। মাত্র তিনজন তাদের হাত থেকে রেহাই পায়। তাদের একজন হলেন হযরত যায়েদ রাযি.।

* * *

www.pathagar.com

বনু মুস্তালেকের যুদ্ধ

ষষ্ঠ হিজরী সনের শাবান মাসে বনু মুস্তালেক গোত্রের সরদার হারেস ইবনে আবু যেরার নিজ গোত্রসহ অন্য আরব গোত্রের লোকদের সাথে নিয়ে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশে বের হয়।

খবর পেয়ে প্রিয় নবীজীও সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-কে নিয়ে তাদের মোকাবেলা করার জন্যে বের হোন। এ অভিযানে যাত্রাকালে প্রিয় নবীজী হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি. কে মদীনার সবকিছু পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে যান।

প্রিয় নবীজী সাহাবীদের নিয়ে মুরাইসী কূপের কাছে পৌঁছলে উভয় দল যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। তখন নবীজীর নির্দেশে সাহাবায়ে কেরাম একযোগে হামলা চালিয়ে শত্রুদের ওপর বিজয় লাভ করেন। হামলায় মুশরিকরা পরাজিত হয়, আর কিছু নিহত হয়। তাদের নারী ও শিশুদের বন্দী করা হয়। বকরীসহ পশুপালও মুসলমানদের অধিকারে আসে। এ যুদ্ধে মুসলমানদের মাত্র একজন শহীদ হয়।

বনু মুস্তালেকের মহিলা বন্দীদের মাঝে হযরত জুওয়াইরিয়া রাযি.ও ছিলেন। তিনি ছিলেন বনু মুস্তালেক গোত্রের সরদার হারেস ইবনে আবু যেরারের কন্যা। গণিমতের মাল বন্টনের সম তিনি হযরত সাবেত ইবনে কায়েস রাযি.-এর ভাগে পড়েন। তিনি তাঁকে মুকাতাব (মানে নির্ধারিত অর্থ দেয়ার শর্তে দাসী) করে নেন। এরপর প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ধারিত অর্থ দিয়ে মুক্ত করে তাঁকে বিয়ে করেন। এ বিয়ের কারণে মুসলমানগণ বনু মুস্তালেক গোত্রের ইসলাম গ্রহণকারী একশো পরিবারকে আযাদ করে দেন, আর বলেন : এঁরা প্রিয় নবীজীর শ্বশুরকুলের মানুষ।

*   *   *

www.pathagar.com

উম্মে কুরফার যুদ্ধ

উম্মে কুরফা এক মহিলার নাম। তার আসল নাম, ফাতেমা বিনতে রবীয়া। সে ছিলো ভীষণ পাজী। বলা চলে সাক্ষাৎ শয়তানের চেলা। সর্বদা প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতো। নবীজীকে হত্যার ফন্দি আঁটতো। একবার এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে সে নিজের আপনজনদের মধ্য থেকে বাছাই করে ত্রিশ জনের একটি অশ্বারোহী বাহিনী প্রস্তুত করে।

তখন তাকে উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্যে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি. আপন সাথীদের নিয়ে ষষ্ঠ হিজরী সনের রমযান মাসে অভিযানে বের হন এবং তাকে আচ্ছামতো শায়েস্তা করেন। বেয়াদবির উচিত সাজা দেন। আর তার সাথী ত্রিশজনকেই দুনিয়া থেকে চিরদিনের জন্যে বিদায় করে দেন। জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন।

* * *

হুসমার যুদ্ধ

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত দেহইয়া ইবনে খলীফা কালবী রাযি.-কে চিঠি দিয়ে রোম সম্রাটের নিকট পাঠান। চিঠিতে তিনি সম্রাটকে ইসলামের দাওয়াত দেন। চিঠি নিয়ে সাহাবী সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হলে সম্রাট তাঁকে খুব আদর-আপ্যায়ন করেন এবং বেশ কিছু মালামাল, কাপড়-চোপড় ও মূল্যবান হাদিয়া দিয়ে সসম্মানে বিদায় দেন।

হযরত দেহইয়া কালবী রাযি. সেসব নিয়ে ফেরার পথে হুসমা নামক স্থানে পৌছলে জুযাম গোত্রের কিছু লোক– যাদের মধ্যে হুনাইদ ইবনে আউস ও তার ছেলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা ডাকাতি করে সব কিছু ছিনিয়ে নেয়। সে সময় জুযাম গোত্রের কিছু মানুষ, যারা আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলো; তারা ডাকাতদের পিছু ধাওয়া করে এবং সব

www.pathagar.com

মালামাল ছাড়িয়ে এনে হযরত দেহইয়া কালবী রাযি. কে ফিরিয়ে দেন।

মদীনায় ফিরে এসে হযরত দেহ্ইয়া কালবী রাযি. প্রিয় নবীজীর নিকট সব ঘটনা খুলে বলেন এবং ডাকাত হুনাইদ ও তার ছেলের প্রতিশোধ নেয়ার আবেদন করেন!!

সব শুনে প্রিয় নবীজী হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি.-এর নেতৃত্বে পাঁচশ সাহাবীকে হুসমা অভিমুখে প্রেরণ করেন। হুসমা ওয়াদিউল কুরার পরের একটি জায়গার নাম। হযরত যায়েদ রাযি. জুযাম গোত্রের লোকদের ওপর রাতে আক্রমণ চালিয়ে হুনাইদ ও তার ছেলেকে হত্যা করেন। এ ছাড়াও বনু আহনাফ গোত্রের দু'জন ও বনু খাসীব গোত্রের একজনকে হত্যা করেন। তারপর তাদের পশুপাল ও মহিলাদের হাঁকিয়ে নিয়ে আসেন। পশুপালের মধ্যে এক হাজার উট ও পাঁচ হাজার বকরী, আর বন্দদির মধ্যে ছিলো একশো মহিলা ও শিশু।

এ ঘটনার পর জুযাম গোত্রের একদল লোক, যারা পূর্বেই প্রিয় নবীজীর চিঠির মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত পেয়ে মুসলমান হয়েছিলো, তারা নিজেদের সরদার রেফা'আ ইবনে যায়েদসহ মদীনায় প্রিয় নবীজীর কাছে যায়। গিয়ে সে চিঠি প্রিয় নবীজীকে দেখায় এবং ডাকাতদের হামলা ও সে সময় তাদের সাহায্য করা ও ডাকাতির মালামাল উদ্ধার করে এনে ফিরিয়ে দেয়ার কথাও জানায়।

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাদের নিকট প্রেরিত পত্রটি পড়তে বলেন: যাতে সকলেই বিষয়টি ভালোভাবে জানতে পারে। এরপর সকল মালামাল ও বন্দীদের ফিরিয়ে দেয়া হয়।

* * *

www.pathagar.com

মুতার যুদ্ধ

অষ্টম হিজরীতে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হারেসা ইবনে উমায়ের আযদী রাযি. কে একটি চিঠি দিয়ে বুসরার শাসনকর্তার নিকট পাঠান। সে চিঠিতে তিনি তাঁকে ইসলামের প্রতি আহবান জানান। পত্রবাহক সাহাবী হযরত হারেসা ইবনে উমায়ের রাযি. জর্দানের পূর্বে মুতা নামক স্থানে পৌঁছলে, শুরাহবিল ইবনে আমর গাস্‌সানী- সে রোমের কায়সারের পক্ষ থেকে তখন শামের বালকা এলাকার শাসক ছিলো- তাঁকে বন্দী করে এবং শক্ত করে বেঁধে হত্যা করে।

এ সংবাদে প্রিয় নবীজী খুব ব্যথিত হোন। কেননা তাঁকে ব্যতীত প্রিয় নবীজীর আর কোনো দূতকে হত্যা করা হয়নি। তাছাড়া দূত হত্যা গুরুতর অপরাধ সমূহের অন্যতম।

তাই মুতায় অভিযান পরিচালনার জন্যে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন হাজার সৈন্যের একটি শক্তিশালী বাহিনী তৈরী করেন, আর তাঁর প্রিয় মানুষ হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি.-কে সে বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন।

এরপর বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে বলেন- 'সেনাপতি যায়েদ যদি নিহত হয়, তাহলে জাফর ইবনে আবু তালেব সেনাপতি হবে। জাফর

www.pathagar.com

যদি নিহত হয়, তাহলে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা সেনাপতি হবে। সেও যদি নিহত হয়, তাহলে মুসলমানরা নিজেদের ভেতর থেকে পছন্দনীয় ব্যক্তিকে সেনাপতি নির্বাচন করে নিবে।'

এ যুদ্ধের গুরুত্ব ও ভয়াবহতা প্রিয় নবীজীর খুব ভালো করেই জানা ছিলো। সে জন্যে এমন তিন ব্যক্তিকে তিনি সেনাপতি নিযুক্ত করেন, যাঁরা ছিলেন দিনের বেলায় ঘোড়সোওয়ার আর রাতের বেলায় ইবাদত গুজার। যাঁদের তামান্না ছিলো শুধু শাহাদাত লাভ, আর লক্ষ ছিলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

*　　*　　*

হয় বিজয়, না হয় শাহাদাত

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে গড়া বাহিনী, তাঁর প্রিয় ব্যক্তি হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি.-এর সেনাপতিত্বে বাতাসের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলে। ছুটতে ছুটতে জর্দানের পূর্ব দিকে অবস্থিত মা'আন গিয়ে পৌছে।

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস এক লক্ষ যোদ্ধা নিয়ে গাসসানী শাসককে রক্ষার জন্যে এগিয়ে আসে। আরও এক লক্ষ মুশরিক যোদ্ধা এসে তাদের সাথে মিলিত হয়। এই বিরাট বাহিনী মুসলমানদের অদূরেই ছাউনী ফেলে।

মুসলিম মুজাহিদগণ ভাবতেই পারেননি, তারা এমন দুধর্ষ সেনাদলের মুখোমুখি হবেন। এ পরিস্থিতিতে কী করবেন, এ নিয়ে তারা মাআনে দু'রাত পর্যন্ত শলা-পরামর্শ করেন!

একজন বললো : আমরা শক্র সংখ্যা জানিয়ে প্রিয় নবীজীকে পত্র লেখি এবং তাঁর নির্দেশের অপেক্ষা করি। আরেকজন বললো : হে মুসলিম সম্প্রদায়! আল্লাহর শপথ করে বলছি! আমরা সংখ্যাধিক্য এবং শক্তির ওপর ভরসা করে যুদ্ধ করি না, আমরা যুদ্ধ করি দ্বীনের জন্যে।

www.pathagar.com

সুতরাং তোমরা যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বের হয়েছো, সেদিকেই এগিয়ে চলো। মহান আল্লাহ্ দু'টি কল্যাণকর জিনিসের যে কোনো একটি দানের দ্বারা তোমাদের সফলতার নিশ্চয়তা দিয়েছেন : হয় বিজয়, না হয় শাহাদাত।

মুতার ধূসর প্রান্তরে খোলা চাঁদোয়াতলে উভয় দল মুখোমুখি হয়। শুরু হয় ভয়ানক লড়াই! তিন হাজার সৈনিক দুই লক্ষের বিরুদ্ধে এমন এক ভয়ংকর লড়াই করে, যা দেখে গোটা পৃথিবী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ে। ঈমানের বলে বলীয়ান, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রেমে মাতোয়ারা যোদ্ধাগণ হিমালয়ের মতো অটল থেকে অবিরাম লড়াই চালিয়ে যায়। তিন হাজার মুসলিম যোদ্ধার কঠিন যুদ্ধ রোমানদের হতবুদ্ধি করে দেয়। ভয়-আতংক তাদের হৃদয়কে ভরে দেয়!!

* * *

শহীদ সেনাপতি

মুসলিম মুজাহিদগণ নির্ভয়ে মুতার খোলা ময়দানে অবতরণ করেন। সকলের সামনে প্রিয় নবীজীর দেয়া পতাকা হাতে সেনাপতি যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি.। তিনি অসম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কারো সাহায্য পাওয়ার আশার চেয়ে শাহাদাতের আকাংখাই তাঁর হৃদয়ে প্রবল ছিলো।

হযরত যায়েদ রাযি. তাঁর পাশের বালুকারাশি, সম্মুখের শত্রুসৈন্য সবকিছুর কথা ভুলে সবুজ উদ্যানে হারিয়ে যান। তাঁর চোখের সামনে ছবির মতো জীবন্ত হয়ে ওঠে জান্নাতের নেয়ামতরাজি। সেসব যেনো তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিলো!!

তাঁর লড়াইয়ের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিলো, তিনি শত্রুর মাথায় আঘাত না করে একটা একটা দরোজা খুলছেন এবং তাঁর ও ওই বড় দরোজার মাঝখানের সব বাঁধা দূর করছেন; যে দরোজা দিয়ে তিনি চির শান্তির ঘরে ঢুকবেন। আসমান-যমীনের অধিপতির প্রতিবেশী হবেন।

www.pathagar.com

হযরত যায়েদ রাযি. প্রিয় নবীজীর দেয়া পতাকার সম্মান রক্ষার জন্যে, ইসলামের মর্যাদাকে ঊর্ধ্বে তোলে ধরার জন্যে, এমনভাবে যুদ্ধ করেন; বীরত্বের ইতিহাসে যার কোনো তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। অবশেষে তীর, তলোয়ার ও বর্শার আঘাতে জর্জরিত হয়ে নিজের পবিত্র রক্তে সাঁতার কাটতে কাটতে শাহাদাতের লাল গালিচায় ঘুমিয়ে পড়েন।

তখন হযরত জাফর রাযি. পতাকাটি উঠিয়ে নেন এবং বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে আপন সাথীর সাথে গিয়ে মিলিত হোন।

এবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. পতাকাটি তোলে নিয়ে অতুলনীয় সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে নিজের দুই সঙ্গীর সাথে একই জায়গায় গিয়ে মিলিত হোন। রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন। মহান আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম রাযি. হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ রাযি.-কে তাঁদের সেনাপতি নির্বাচন করেন।

তিনি শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাতেই মুসলমানদের বিজয় দান করেন।

*　*　*

www.pathagar.com

প্রিয়জনের বিরহে প্রিয়জনের কান্না

মুতার ময়দানে দুই দল যখন মুখোমুখি হয়, প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মিম্বরে বসেন। মহান আল্লাহ প্রিয় নবীজীর মিম্বর থেকে নিয়ে শাম পর্যন্ত সকল পর্দা সরিয়ে দেন। তিনি যুদ্ধের ময়দানের সব অবস্থা দেখে দেখে উপস্থিত সাহাবীদের বলতে থাকেন। তিনি বলেন : 'এখন যায়েদ ইবনে হারেসা পতাকা ধারণ করেছে। শয়তান তাঁর নিকট এসে জীবনকে প্রিয় করে তুলছে, আর মৃত্যুকে অপ্রিয় করে তুলছে। দুনিয়ার প্রতি তাঁকে আকৃষ্ট করছে। এরপর আবার বলেন : হ্যাঁ, এখন তাঁর হৃদয়ে ঈমান শিকড় গেড়েছে, তাই সে নিজেকে উদ্দেশ্য করে বিস্ময়ের স্বরে বলছে, হায় আফসোস! দুনিয়া আমার নিকট প্রিয় মনে হচ্ছে?! এই বলে সে সামনে এগুচ্ছে, এখন শহীদ হলো।'

তখন প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্যে রহমতের দু'আ করেন এবং বলেন :

اِسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ قَدْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ يَسْعٰى

'তোমাদের ভাইয়ের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর, সে দৌড়ে জান্নাতে প্রবেশ করছে।'

*   *   *

www.pathagar.com

এভাবেই প্রিয় নবীজী মুতার যুদ্ধের জীবন্ত চিত্র ও একের পর এক তিন সেনাপতির শহীদ হওয়ার অবস্থা দেখেন। ফলে তিনি এমন দুঃখিত ও চিন্তিত হোন, যা আগে কখনও হননি। অতঃপর বলেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِزَيْدٍ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِزَيْدٍ ثَلَاثًا،

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِجَعْفَرَ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ.

'আয় আল্লাহ! আপনি যায়েদকে ক্ষমা করে দিন, এ কথা তিনবার বলেন। আয় আল্লাহ! আপনি জাফর ও আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে ক্ষমা করে দিন'।

তারপর তিনি তাঁদের পরিবার-পরিজনের কাছে যান। তাদের সান্ত্বনা দেন। তিনি হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি.-এর বাড়ীতে গেলে, তাঁর ছোট মেয়ে প্রিয় নবীজীর সামনে এসে কেঁদে ফেলে। তাকে দেখে তিনিও কাঁদেন। এমনকি তাঁর কান্নার আওয়াজ শোনা যায়। তখন হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রাযি. বলেন : হে আল্লাহ রাসূল! এটা কী?

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন :

هٰذَا شَوْقُ الْحَبِيْبِ اِلٰى حَبِيْبِهٖ

এটা প্রিয়জনের বিরহে প্রিয়জনের কান্না।'

www.pathagar.com

পরবর্তী আকর্ষণ

শহীদানের গল্প শোন সিরিজের ৫ম খণ্ড

যাঁর মৃত্যুতে আরশ কাঁদে

হযরত সা'দ ইবনে মু'আয রাযি.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শহীদানের গল্প শোন সিরিজ

৫

যাঁর মৃত্যুতে আরশ কাঁদে

হযরত সা'দ ইবনে মু'আয রাযি.

মূল

আশরাফ মুহাম্মাদ আলওয়াহ্‌শ

বিখ্যাত আরব সাহিত্যিক

অনুবাদ

মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

আলেম, লেখক, অনুবাদক

মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৮৮-০২-৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

ই-মেইল: support@maktabatulashraf.net

ওয়েবসাইট: www.maktabatulashraf.net

www.pathagar.com

শহীদানের গল্প শোন সিরিজ-৫

যাঁর মৃত্যুতে আরশ কাঁদে

হযরত সা'দ ইবনে মু'আয রাযি.

মূলঃ আশরাফ মুহাম্মাদ আলওয়াহ্‌শ

অনুবাদঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

প্রকাশক

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

মাকতাবাতুল আশরাফ

[অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]

ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং-৫

১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

প্রথম সংস্করণ

মুহাররম ১৪৩৩ হিজরী

ডিসেম্বর ২০১১ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায

গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স

(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)

৩/২, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-8291-06-7

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Jar Mrittute Arosh Kade

HAZRAT SAAD IBNE MUAZ Rz.

By: Ashraf Muhammad Alwahsh

Translate By: Muhammad Shakhawat Hossain

Price: Tk. 50.00 US$ 3.00

www.pathagar.com

ইনতেসাব

আল্লাহ্‌পাকের ঐ সকল মুত্তাকী বান্দার প্রতি
গভীর রাতে সবাই যখন নিদ্রা বিভোর তখন
যাঁরা আল্লাহ্‌র ভয়ে সিজদাবনত হয়ে
উম্মতের কল্যাণে ক্রন্দন করেন।

- প্রকাশক

www.pathagar.com

শহীদানের গল্প শোন সিরিজের বইসমূহ

সাইয়্যেদুশ শুহাদা
হযরত হামযা রাযি. — ১ম খণ্ড

বেহেশতের পাখি
হযরত জা'ফর তাইয়্যার রাযি. — ২য় খণ্ড

ইসলামের প্রথম দূত
হযরত মুস'আব ইবনে উমাইর রাযি. — ৩য় খণ্ড

একমাত্র সাহাবী যাঁর নাম কুরআনে বর্ণিত হয়েছে
হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি. — ৪র্থ খণ্ড

যাঁর মৃত্যুতে আরশ কাঁদে
হযরত সা'দ ইবনে মু'আয রাযি. — ৫ম খণ্ড

সৌভাগ্যবান সেনাপতি
হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা রাযি. — ৬ষ্ঠ খণ্ড

শহীদের পিতা শহীদ
হযরত আমর ইবনে জামুহ্ রাযি. — ৭ম খণ্ড

শূলিবিদ্ধ শহীদ
হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযি. — ৮ম খণ্ড

যে শহীদকে গোসল দিলেন ফেরেশতাগণ
হযরত হানযালাহ্ ইবনে আবু আমের রাযি. — ৯ম খণ্ড

শাহাদাত পিয়াসী
হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি. — ১০ম খণ্ড

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

হাদীস শরীফের বর্ণনা মতে প্রতিটি শিশুই সুস্থ সুন্দর দ্বীনী মানসিকতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তিতে তার মা-বাবা ও পরিবেশ তাকে ইহুদী, নাসারা, হিন্দু ইত্যাদি বানায়।

মূলত কোন শিশুই নষ্ট চরিত্র ও মানসিকতা নিয়ে দুনিয়াতে আসে না। পরিবার ও পরিবেশের দুষণই তাকে দূষিত করে। নষ্ট করে।

আজকে আমাদের সমাজের সর্বত্র সন্ত্রাসের যে ভয়ংকর বিধ্বংসী চিত্র দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, এর মূল কারণ দ্বীনবিমুখ চরিত্রবিধ্বংসী ও আদর্শহীন শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রবল স্বার্থান্ধতা। যার সহজলভ্য উপকরণ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এবং সকল প্রকার প্রচার মাধ্যম সেগুলোর কোন বাছ-বিচার না করে ও তার কুপ্রভাবের কথা মাথায় না রেখে সর্বক্ষণ তা প্রচার করছে। সাথে সাথে এক শ্রেণীর অর্থলিপ্সু পুস্তক ব্যবসায়ী শিশু-কিশোরদের চরিত্র ও মানসিক গঠনের ক্ষেত্রে তার প্রকাশনা ক্ষতিকর কি উপকারী এ ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই বিদেশী ধর্মহীন শিশুসাহিত্যের অনুকরণে বই পত্র প্রকাশ করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। এ সকল মারাত্মক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করেই মাকতাবাতুল আশরাফ শিশু-কিশোরদের মধ্যে দ্বীনী চেতনা ও আদর্শ মানসিকতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কয়েকটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। তার মধ্যে 'শহীদানের গল্প শোন সিরিজ ১-১০' অন্যতম। এ সিরিজের পঞ্চম বই, "যাঁর মৃত্যুতে আরশ কাঁদে হযরত সা'দ ইবনে মু'আয রাযি." এখন পাঠকদের হাতে।

www.pathagar.com

আমরা আমাদের সাধ্যমতো বইটিকে সুন্দর ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো দৃষ্টিতে কোন অসংগতি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবগত করলে পরবর্তিতে আমরা সংশোধন করে নিবো। আল্লাহপাক আমাদের প্রচেষ্টাকে সার্থক ও সফল করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

১৩৬ আজীমপুর, ঢাকা-১২০৫

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ - সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত। তাঁর অপার করুণার ফলেই দীর্ঘ সময় পরে হলেও সূর্যের মুখ দেখতে যাচ্ছে শহীদানের গল্প শোন সিরিজের পূর্ণাঙ্গ সেট - প্রথম থেকে দশম খণ্ড।

এ সিরিজের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও আবেদন আর দশটি সিরিজ বইয়ের থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র। এর সঙ্গে গল্প বিশেষণটি যুক্ত হলেও সিরিজটি মূলত জীবনী নির্ভর। এতে গল্পের আকারে সেইসব মহামানবদের বর্ণাঢ্য জীবনালেখ্য অংকিত হয়েছে, যাঁরা ছিলেন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে গড়া। যাঁরা ছিলেন সত্যের দিশারী, হেদায়াতের কাণ্ডারী। যাঁদের ব্যাপারে জ্ঞানের সাগর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেছেন- 'যে ব্যক্তি অন্য কারো রীতি-নীতি বা আদর্শ অনুসরণ করতে চায়, সে যেনো দুনিয়া থেকে যারা বিদায় নিয়ে গেছেন তাদের আদর্শ অনুসরণ করে। কেননা জীবিত ব্যক্তি ফেতনা হতে নিরাপদ নয়। আর তাঁরা হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ! তাঁরা ছিলেন এ উম্মতের শ্রেষ্ঠতম মানুষ। তাঁরা ছিলেন পবিত্র, তাঁদের অন্তর ছিলো নির্মল, তাঁরা ছিলেন গভীর জ্ঞান সম্পন্ন ও লৌকিকতা বর্জিত মানুষ। মহান আল্লাহপাক তাঁদেরকে আপন নবীর সান্নিধ্য লাভ ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে মনোনীত করেছিলেন। সুতরাং তোমরা তাঁদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বকে অনুধাবন কর এবং তাঁদের পদাংক অনুসরণ কর, আর যথাসাধ্য তাঁদের স্বভাব-চরিত্র ও আদর্শ আঁকড়ে ধর। কারণ তাঁরা সঠিক হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।'

www.pathagar.com

মহান সাহাবীর এ অমূল্য বাণীকে সামনে রেখেই নিজের শত দুর্বলতা সত্ত্বেও এ সিরিজের চতুর্থ থেকে দশম খণ্ড অনুবাদের কাজে হাত দেয়া। সামাজিক অবক্ষয় ও নৈতিক অধঃপতনের চরম মুহূর্তে - যখন পবিত্র ইসলামের কালজয়ী আদর্শ ও মুসলমানদের চরিত্র কলুষিত করে প্রচার করা হচ্ছে বিশ্ব দরবারে, সে সময় এ মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন বর্তমান সময়ের সাহসী প্রকাশক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান। তাঁকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ বই পড়ে যদি তরলমতি শিশু-কিশোরদের জীবনে মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয় সাহাবীদের সৌরভময় জীবনের বিন্দুতম ছায়াও পড়ে তবেই স্বার্থক হবে তাদের জীবন। সবশেষে কবির শুভ আকাংখার সাথে সূর মিলিয়েই শেষ করছি আমার নিবেদন-

أُحِبُّ الصَّالِحِيْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ
لَعَلَّ اللّٰهَ يَرْزُقُنِىْ صَلَاحًا

"নেককারদের ভালোবাসি যদিও না তাঁদের মতন
হতে পারে মহান প্রভু দিবেন আমায় তাঁদের জীবন।"

তারিখ
১৩/১১/২০১১

দু'আর মুহতাজ
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হুসাইন
মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
শহীদানের গল্প শোন-৫	
হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রাযি.	
শহীদানের গল্প শোন-৫	
হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রাযি.	১১
ইসলাম গ্রহণ	১২
প্রিয় নবীজী সা. মদীনায়	২০
বদর যুদ্ধ	২২
যুগান্তকারী পদক্ষেপ!	২৪
প্রিয় নবীজীর পাহারায় হযরত সা'দ রাযি.	২৬
আনসারদের পতাকা হাতে হযরত সা'দ রাযি.	২৭
খন্দক বা আহযাব যুদ্ধ	২৮
সচেতন নেতা	৩০
পরিখা খনন	৩১
ইহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতা	৩৩
কঠিন মুহূর্ত	৩৬
তলোয়ার হাতে হযরত সা'দ রাযি.!	৩৮
মৃত্যু কতোইনা উত্তম যখন তার সময় হয়!!	৩৯
সম্মিলিত বাহিনীর পরাজয়	৪১
বনু কোরায়যার যুদ্ধ	৪২
আসমানের ফায়সালা করলেন হযরত সা'দ রাযি.	৪৪
শহীদের কাফেলায় হযরত সা'দ রাযি.	৪৫
ফেরেশতারা বয়ে নেন হযরত সা'দ রাযি.-এর খাট	৪৬
কেঁপে ওঠলো আল্লাহর আরশ	৪৮

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

www.pathagar.com

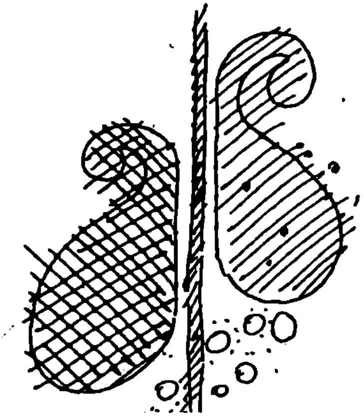

শহীদানের গল্প শোন-৫

হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রাযি.

বন্ধুরা, তোমরা জীবনে অনেক মনীষীর গল্প শুনেছো, তাঁদের জীবনে ঘটে যাওয়া বিচিত্র শিক্ষণীয় গল্প শুনেছো। কিন্তু কোনো দিন কি এমন কোনো মনীষীর গল্প শুনেছো, যাঁর মৃত্যুতে মহান আল্লাহর আরশ কেঁপে ওঠেছে?!

উত্তরে তোমরা নিশ্চয় না- বলবে।

আজ আমি তোমাদের এমনি এক মহা মনীষীর সোনালী জীবনের গল্প শোনাবো। তোমরা কি শুনতে চাও, তাঁর জীবন কাহিনী?

কি বললে ?

: হ্যাঁ। তাহলে একটু ঠিকঠাক হয়ে বসো। মন দিয়ে শোন!

তাঁর নাম, সা'দ ইবনে মুয়ায। উপনাম, আবু আমর। তিনি মদীনার প্রসিদ্ধ গোত্র আউসের সরদার।

তাঁর দুই ছেলে- একজনের নাম, আমর। আরেকজনের নাম, আব্দুল্লাহ। তাদের মা হলেন হিন্দা বিনতে সিমাক। তিনি ওই সকল ভাগ্যবান মহিলাদের দলভুক্ত, যাঁরা প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে আনুগত্যের বাইআত গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর

www.pathagar.com

আপন ভাই আউস ইবনে মুয়াযের মৃত্যুর পর হিন্দাকে বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন উসাইদ ইবনে হুযায়েরের ফুফু।

তাঁর মা হলেন হযরত কাবশা বিনতে রাফে আনসারী। তিনি ওই সকল মুসলিম রমণীদের অন্তর্ভূক্ত, যাঁরা প্রিয় নবীজীর হাতে বাইআত গ্রহণ করেছেন। তিনি ছেলে সা'দের চেয়ে বেশি দিন বেঁচে থাকেন। ছেলের মৃত্যুর পর তিনি শোক প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন :

وَيْلُ اُمِّ سَعْدٍ سَعْدًا + حَزَامَةً وَجِدًّا وَسَيِّدًا سُدَّ بِهِ مَسَدًّا

সা'দের মায়ের জন্যে সর্বনাশ।

সে ছিলো প্রত্যয়ী, সম্মানী সরদার,

তাঁর দ্বারা বন্ধ হতো দ্বন্দ্বের দুয়ার।

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেন : 'সা'দের মা সত্যই বলেছে।'

ইসলাম গ্রহণ

হজ্বের মৌসুম। একদল মুশ্‌রিক মদীনা থেকে মক্কায় আগমন করে। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট যান। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কুরআন তেলাওয়াত করে শোনান। তারা প্রিয় নবীজীর কথা, পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনে। এতে হৃদয়ের কুফুরীর অন্ধকার দূর হয়ে সেখানে ইসলামের নূর, কুরআনের আলো প্রবেশ করে। তারা সাথে সাথে কালিমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনেন। প্রিয় নবীজীর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। এরপর তারা মদীনায় ফিরে যান। মদীনায় গিয়ে তারা লোক পাঠিয়ে প্রিয় নবীজীর কাছে আবেদন জানান, তাদের একজন অভিজ্ঞ লোক দরকার।

www.pathagar.com

যিনি তাদেরকে দ্বীন শিখাবেন, কুরআন শিখাবেন। মানুষদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবেন। প্রিয় নবীজীর আদর্শ শিখাবেন।

প্রিয় নবীজী তাদের আবেদন কবুল করেন এবং এ গুরুত্বপূর্ণ মিশনের জন্যে হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রাযি. কে নির্বাচন করেন। তিনি মদীনায় গিয়ে হযরত আসআদ ইবনে যুরারার বাড়ীতে অবস্থান করেন। সেখান থেকেই আনসারদের বাড়ী বাড়ী ও গোত্রে গোত্রে গিয়ে তাদের ইসলামের দাওয়াত দিতেন। কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাতেন। তাঁর হৃদয়গ্রাহী কথা ও মধুর তেলাওয়াত শোনে এক দু'জন করে লোক মুসলমান হতো। ইসলামের ছায়াতলে আসতো। এভাবেই মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে।

* * *

সা'দ ইবনে মুয়ায এবং উসাইদ ইবনে হুযাইর রাযি. উভয়েই সে সময় বনু আব্দুল আশহাল গোত্রের সরদার। নিজ গোত্রের ধর্মের অনুসারী মুশরিক। তাঁদের কাছে সংবাদ পৌছে মক্কা থেকে এক যুবকের আগমন ঘটেছে, সে লোকদেরকে নতুন ধর্মের দিকে আহবান করছে। তখন হযরত সা'দ রাযি. হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর রাযি. কে বলেন : 'তুমি একটু এ লোকটির নিকট যাও, যে আমাদের দুর্বলদের বোকা বানাতে এসেছে; তাকে ধমক দিয়ে আস। সে যদি আমার খালাতো ভাই আসআদ ইবনে যুরারার মেহমান না হতো ও তাঁর নিরাপত্তায় না থাকতো, তাহলে এ কাজ আমি নিজেই করতাম।'

এ কথার পর হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর রাযি. তাঁর বর্শাটি হাতে নিয়ে হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রাযি.-এর দিকে রওনা দেন। তিনি তখন হযরত আসআদ ইবনে যুরারা ও একদল আনসারী লোকের সঙ্গে বসে আছেন। তাদের ইসলামের কথা বলছেন। তাদের সামনে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য তুলে ধরছেন।

www.pathagar.com

হযরত আসআদ ইবনে যুরারা হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর রাযি. কে আসতে দেখে, হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রাযি.-কে বলেন : ওই দেখুন, উসাইদ ইবনে হুযাইর আসছে, এ লোক তার কওমের সরদার, আপনার কাছে আসছে, তাঁর ব্যাপারে আল্লাহর রহমত কামনা করুন।

: তিনি যদি বসেন, তবে আমি তাঁর সাথে কথা বলবো। হযরত মুসআব রাযি. উত্তর দেন।

সমবেত মানুষের ভিতর এসে হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর রাযি. দাঁড়ান। বর্শাটি শক্ত হাতে উঁচিয়ে ধরা। সীমাহীন ক্রোধের কারণে চোখ থেকে যেন আগুনের ফুলকি ঝরে পড়ছে। তাঁদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে বলেন : 'কেন তোমরা আমাদের দুর্বল লোকদের বোকা বানাতে এসেছো?! জীবনের মায়া থাকলে, আমাদের এখান থেকে কেটে পড়'!!

কোনো প্রতিবাদ কিংবা উত্তেজনা নয়, বরং বিনয়ভরা কণ্ঠে হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রাযি. বলেন : হে সরদার! আপনি পাশে বসুন, আমাদের কিছু কথা শুনুন, আমরা যা বলি তা যদি পছন্দ হয়, তাহলে গ্রহণ করবেন; আর পছন্দ না হলে গ্রহণ করবেন না।

হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর রাযি. বলেন : হ্যাঁ, তোমার কথা ন্যায়সঙ্গত। তারপর নিজের হাতের বর্শাটি মাটিতে পুঁতে বসে যান। গভীর মনোযোগ দিয়ে হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রাযি.-এর কথা শুনতে থাকেন।

হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রাযি. সুললিত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করেন এবং প্রিয় নবীজী যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন, তার চমৎকার ব্যাখ্যা তাঁর সামনে তোলে ধরেন। ফলে হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর রাযি. এর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হযরত মুসআব

www.pathagar.com

ইবনে উমায়ের রাযি. তাঁর কথা শেষ করার আগেই তিনি আবেগভরা কণ্ঠে বলে ওঠেন: এই কথা কতোই না চমৎকার! এই তেলাওয়াত কতোই মধুর!

আচ্ছা, তোমাদের ধর্মে দীক্ষিত হতে চাইলে, কী করতে হবে?

হযরত মুসআব রাযি. বলেন : আপনি গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করবেন, পাক কাপড় পরিধান করবেন, অতঃপর সাক্ষ্য দিবেন–

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল।

এরপর দুই রাকাত নামায আদায় করবেন।

হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর রাযি. মজলিস থেকে ওঠে লোকজনের চোখের আড়াল হয়ে যান। নিকটে একটি কূপের কাছে গিয়ে উত্তমরূপে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করেন, পাক কাপড় পরিধান করে অল্প সময় পরেই ফিরে এসে কালিমার সাক্ষ্য দেন ও দু'রাকাত নামায আদায় করেন। সেদিন থেকে ইসলামের আলো ঝলমল আকাশে আরেকটি উজ্জ্বল তারকার উদয় হয়। যা ঈমানের আলো ছড়ায়। মুসলমানদের শক্তি বাড়ায়।

সবকিছুর পর হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রাযি. কে উদ্দেশ্য করে বলেন : আমাদের আরও একজন সরদার আছেন। তিনি যদি ইসলামে দীক্ষিত হন, তাহলে আমাদের কওমের কেউই আর বাদ থাকবে না। আমি তাঁকে এখনই আপনার কাছে পাঠাচ্ছি।

* * *

অতঃপর হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর রাযি. বর্শাটি ওঠিয়ে নিয়ে হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রাযি.-এর নিকট যান। তিনি তখন নিজ

www.pathagar.com

কওমের লোকদের সাথে আসরে বসা। তাঁকে আসতে দেখে তিনি বলেন : আল্লাহর শপথ করে বলছি, সে তোমাদের কাছ থেকে যে মনোভাব নিয়ে গিয়েছিলো, এখন তার বিপরীত মনোভাব নিয়ে ফিরে আসছে!!

হযরত উসাইদ রাযি. তাদের সামনে এসে দাঁড়ালে, হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রাযি. প্রশ্ন করেন, হ্যাঁ, বল তুমি কী করে এলে?!

: আমি তাঁদের দু'জনের সঙ্গেই কথা বলেছি, কিন্তু তেমন আপত্তিকর কিছু পাইনি; তবুও আমি তাঁদের নিষেধ করেছি। তাঁরা বলেছে: আপনাদের যা পছন্দ, আমরা তাই করবো।

এরপর হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর রাযি. হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রাযি.-এর সাথে একটু চালাকি করেন। উদ্দেশ্য তাঁকে হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রাযি.-এর নিকট পাঠানো। তাই বলেন : আমি শুনেছি, বনু হারেসা গোত্রের লোকেরা আসআদ ইবনে যুরারাকে হত্যা করতে গিয়েছে, এর কারণ তিনি আপনার খালাতো ভাই। ওরা আপনার সাথে করা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে চায়।

এ কথা শোনা মাত্র হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রাযি. ক্রোধে অধীর হয়ে বর্শা হাতে হযরত আসআদ ইবনে যুরারা ও হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রাযি.-এর নিকট দ্রুত ছুটে চলেন। গিয়ে দেখেন, তাঁরা উভয়ে নিশ্চিন্ত বসে আছেন। তাঁদের চেহারায় চিন্তার কোনো ছাপ নেই। তিনি বুঝতে পারেন, উসাইদ চালাকি করেছে, সে মূলত চেয়েছে, আমিও তাঁর কথা শুনি।

হযরত সা'দ রাযি. তাঁদের সামনে গিয়ে রুক্ষ ভাষায় বলেন : খোদার কসম, হে আবু উমামা! তোমার ও আমার ভেতর আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকলে, এ পরদেশী মুসাফিরকে আমার হাত থেকে বাঁচাতে পারতে না। আমাদের মহল্লায় এসে তোমরা এমন কাজ করছো, যা আমরা পছন্দ করি না?!

www.pathagar.com

হযরত আসআদ ইবনে যুরারা তখন হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রাযি.-কে কানে কানে বলেন : মুসআব! খোদার কসম! আপনার কাছে এমন একজন লোক এসেছেন, যিনি তাঁর গোত্রের প্রভাবশালী নেতা। পুরো গোত্র তাঁর পেছনে রয়েছে। তিনি যদি আপনার কথা মেনে নেন, তাহলে তাঁর গোত্রের কেউ পেছনে থাকবে না!

তখন হযরত মুসআব হযরত সা'দ রাযি. কে বলেন : আপনি বসুন ও কিছু কথা শুনুন। ভালো লাগলে গ্রহণ করবেন, অন্যথায় আমরা আপনার অপছন্দনীয় কথা আপনার থেকে দূরেই রাখবো।

: হ্যাঁ, ন্যায় সঙ্গত কথাইতো বলেছো।

এরপর বর্শাটি মাটিতে গেঁড়ে বসে পড়েন। খুব মনোযোগ দিয়ে হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রাযি.-এর কথা শোনেন।

তিনি তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কুরআন তেলাওয়াত করে শোনান। ফলে আল্লাহর দয়ায় হেদায়াতের আলোতে তাঁর অন্তররাজ্য আলোকিত হয়ে ওঠে। তাঁর কথা বলার আগেই সকলে তাঁর সুন্দর চেহারায় ইসলামের আলো চমকাতে দেখে।

সা'দ ইবনে মুয়ায আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে বলেন: ইসলাম গ্রহণ করার সময় তোমরা কী কর?!

: আপনি গোসল করে পবিত্র হোন, পাক কাপড় পরুন এবং সত্যের সাক্ষ্য দিন–

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।

তারপর দু'রাকাত নামায পড়ুন।

হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রাযি. এসবই করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণে তাঁদের উভয়ের চোখ-মুখ সকালের কাঁচা সূর্যের মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

ইসলামের সোনালী আলো গ্রহণের পর তিনি বর্শা ওঠিয়ে আপন গোত্রের লোকদের আসরে ফিরে যান। সঙ্গে হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর রাযি.ও আছেন। তাঁকে দেখেই লোকেরা বললো ঃ আল্লাহর কসম, সা'দ যে মানসিকতা নিয়ে গিয়েছিলেন, এখন তার উল্টো মানসিকতা নিয়ে ফিরে এসেছেন!!

সা'দ তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন : হে বনু আব্দুল আশহাল! তোমরা আমাকে কেমন মনে কর?

: আপনি আমাদের নেতা, জ্ঞান-বুদ্ধিতে সকলের সেরা, স্বভাব-চরিত্রে সবার চেয়ে উত্তম।

তখন হযরুত সা'দ রাযি. বললেন : 'যদি তাই হয়, তাহলে শোন! যে পর্যন্ত তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান না আনবে, সে পর্যন্ত তোমাদের নারী-পুরুষ সকলের সঙ্গে কথা বলা আমার জন্যে হারাম।'

তাঁর এ কথার প্রভাবে সন্ধ্যার মধ্যেই বনু আব্দুল আশহাল গোত্রের নারী-পুরুষ সকলে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। বনু আব্দুল আশহালই আনসারদের সর্বপ্রথম গোত্র, যে গোত্রের নারী-পুরুষ সকলেই মুসলমান হয়েছে। এরপর হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায এবং উসাইদ ইবনে হুযাইর রাযি. দু'জন মিলে বনু আব্দুল আশহাল গোত্রের মূর্তিগুলো ভেঙ্গে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেন।

হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রাযি. হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের ও আসআদ ইবনে যুরারা রাযি.-এর আসরকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসেন। এখানে এসে তাঁরা নির্বিঘ্নে মানুষকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে থাকেন। এভাবে খুব দ্রুত আনসারদের ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌছে যায়। নারী-পুরুষ সকলেই একেএকে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। শান্তির ছায়াতলে একত্র হতে থাকে।

www.pathagar.com

হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রাযি.-এর ইসলাম গ্রহণের কারণে ইসলামের সূর্য মদীনায় আলো ছড়ায়। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর সাহাবীদের নিয়ে হিজরত করে মদীনায় যান, তখন তখন হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রাযি.-এর গোত্র বনু আব্দুল আশহালের প্রতিটি ঘর মুহাজিরদের জন্যে খোলা ছিলো, আর তাঁদের অর্থ-সম্পদ যেভাবে খুশি ব্যবহার করার অনুমতি ছিলো। এতে দান, খোঁটা বা হিসাব-নিকাশের কোনো বিষয় ছিলো না; তা ছিলো একেবারে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্যে।

www.pathagar.com

প্রিয় নবীজী সা. মদীনায়

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় যাওয়ার কিছু দিন পরেই তিনি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রতি মনোযোগ দেন। যে সমাজ ব্যবস্থায় সুখ থাকবে, শান্তি থাকবে, নিরাপত্তা থাকবে। মুসলমানদের পরস্পরের ভিতর দ্বন্দ্ব-কলহ, হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। আনসার-মুহাজিরদের মাঝে প্রেম-ভালোবাসা গড়ে ওঠবে।

এ সুন্দর সমাজ গড়ার লক্ষ্যে প্রিয় নবীজী সর্ব প্রথম মসজিদ তৈরী করেন। যেখানে মুসলমানগণ প্রতিদিন জমা হবে। তাদের নিজেদের মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ হবে। এতে দিলের ভেতর থেকে পদ মর্যাদার লোভ, টাকা-পয়সা অর্জনের লালসা, সম্মান অর্জনের আকাংখা, একের ওপর অন্যের প্রভাব বিস্তারের অশুভ চিন্তা- সবকিছু দূর হয়ে যাবে। মসজিদে এসে তারা আল্লাহর দ্বীনের হুকুম শিখবে, শরীয়তের জ্ঞান অর্জন করবে। তাতে আমল করা সহজ হবে।

অতঃপর প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার এবং মুহাজিরদের ভিতর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁদের উদ্দেশে বলেন :

www.pathagar.com

تَآخُوْا فِى اللّٰهِ أَخَوَيْنِ أَخَوَيْنِ

'দু'জন দু'জন করে তোমরা আল্লাহর জন্যে ভাই ভাই হয়ে যাও।'

এখানে মদীনাবাসী আনসারদের এমন স্বার্থ ত্যাগ প্রকাশ পায়, পৃথিবীর ইতিহাসে কেয়ামত পর্যন্ত যার কোনো উপমা খোঁজে পাওয়া যাবে না। আনসারগণ তার মুহাজির ভাইকে বাড়ীতে নিয়ে যান। বাড়ীতে নিয়ে নিজের জমিজমাসহ সবকিছু সমান সমান ভাগ করে দেয়ার প্রস্তাব দেন। তাঁদের এই অর্পূব নিঃস্বার্থতার অবস্থা বর্ণনা করে মহান আল্লাহ্ সূরা হাশরের নয় নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন–

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُالدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَايَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ، فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা মদীনাকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং ঈমান এনেছিলো, তারা মুহাজিরদেরকে ভালোবাসে। আর মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্যে তা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। যাদের মনের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম।

হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রাযি. ছিলেন ওই সকল আনসারদের সরদার, যারা পৃথিবীর ইতিহাসে অনুপম ত্যাগ স্বীকারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

www.pathagar.com

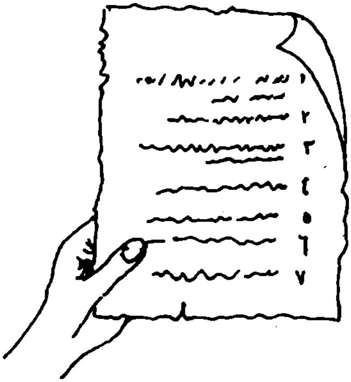

বদর যুদ্ধ

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সংবাদ পৌঁছে আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের নেতৃত্বে কুরাইশদের একটি বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে মক্কায় ফিরে আসছে। এ সংবাদ পেয়ে তিনি মদীনার মুসলমানদের ভেতর ঘোষণা করে দেন: কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা বহু সম্পদ নিয়ে ফিরে আসছে, তোমরা এ কাফেলার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়। হতে পারে মহান আল্লাহ তোমরা মক্কায় যে সম্পদ ছেড়ে এসেছো, তার বিনিময়ে গণিমত হিসাবে এ সম্পদ তোমাদেরকে দিবেন।

কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার চতুর নেতা আবু সুফিয়ান জানতে পারে, প্রিয় নবীজী কাফেলার ওপর আক্রমণের আহবান জানিয়েছেন।

এ খবর পাওয়ার সাথে সাথে আবু সুফিয়ান যমযম ইবনে গেফারীকে মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে মক্কায় পাঠায়। সে যেনো মক্কায় গিয়ে বাণিজ্য কাফেলার রক্ষার জন্যে কুরাইশদের অগ্রসর হওয়ার সাধারণ ঘোষণা প্রচার করে। যমযম অত্যন্ত দ্রুত গতিতে মক্কায় পৌঁছে আরবদের রীতি অনুযায়ী নাক চিরে, নাক উল্টিয়ে নিজের পোশাক ছিঁড়ে মক্কার প্রান্তরে উটের ওপর দাঁড়িয়ে বললো : কুরাইশ! কাফেলা!! কাফেলা!! তোমাদের যেসব ব্যবসায়ী পণ্য আবু সুফিয়ানের সাথে

www.pathagar.com

রয়েছে, মুহাম্মদ এবং তাঁর সঙ্গীরা তার ওপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। অতএব, সাহায্য! সাহায্য!! সাহায্য!!!

যমযম গেফারীর ঘোষণা শোনে মক্কার লোকেরা চারদিক থেকে ছুটে আসে। সাথে সাথে যুদ্ধের সাজ সাজ রব ওঠে। সকলে দ্রুত যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। নেতা গোছের লোকদের দু' একজন ছাড়া বাকী সকলেই এ যুদ্ধে শরীক হয়। তারা সংখ্যায় ছিলো প্রায় এক হাজার।

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় হিজরী সনের ১২ই রমযান রাতে সাহাবীদের নিয়ে মদীনা থেকে বের হোন এবং ১৭ই রমযান বদর প্রান্তরে পৌঁছেন। তাঁদের সংখ্যা ছিলো ৩১৩ জন। কুরাইশদের মক্কা থেকে যুদ্ধের উদ্দেশে বের হয়ে আসার বিষয়টি জানা ছিলো না!!

প্রিয় নবীজীর বের হওয়ার সংবাদ পেয়ে আবু সুফিয়ান পশ্চিমে মোড় নিয়ে সমুদ্র সৈকতের দিকে কাফেলার গতি পরিবর্তন করে দেয়। বদর প্রান্তরে যাওয়ার প্রধান সড়ক বাঁ দিকে পড়ে থাকে। এমনি করে বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে সে নিরাপদে মক্কায় পৌঁছে যায়।

মক্কায় ফিরে আবু সুফিয়ান মক্কা থেকে সাহায্যের জন্যে আগত সৈন্যদের নিকট সংবাদ পাঠায়, তোমরা ফিরে যাও। বাণিজ্য কাফেলা আক্রান্ত হওয়ার আর কোনো আশংকা নেই। এ সংবাদ পেয়ে সাধারণ সৈন্যরা ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়, কিন্তু আবু জাহেল রুখে দাঁড়ায়। সে অহংকার করে বলে : 'কসম খোদার! বদর প্রান্তরে গিয়ে তিন দিন অবস্থান না করে আমরা ফিরে যাবো না। এ তিন দিন সেখানে আমোদ-প্রমোদ করবো।

www.pathagar.com

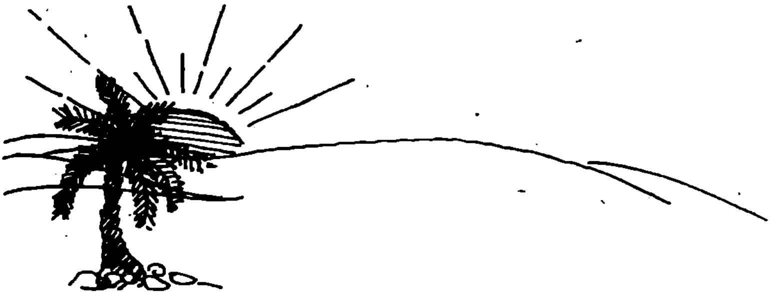

যুগান্তকারী পদক্ষেপ!

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কুরাইশ সেনাদলের বেরিয়ে আসার সংবাদ পৌঁছলে, তিনি সাহাবীদের নিয়ে জরুরী পরামর্শে বসেন। তাঁদে সকলের মতামত চান। মুহাজিরগণ তখন খুব চমৎকার কথা বলেন। তাঁদের কথায় উন্নত মনোভাব ও প্রিয় নবীজীর প্রতি নিবেদিত প্রাণ হওয়ার পরিচয় ফুটে ওঠে। তাঁরা বলেন : 'হে আল্লাহর রাসূল! মহান আল্লাহ্ আপনাকে যে পথে চলতে বলেছেন, আপনি তাঁর ওপর চলুন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি।'

এরপর প্রিয় নবীজী আনসারদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন : 'হে লোক সকল! তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও

তখন হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রাযি. দাঁড়িয়ে বলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের মতামত জানতে চেয়েছেন?

: হ্যাঁ।

তিনি তখন বলেন : আমরা আপনার ওপর ঈমান এনেছি, আপনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি। আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি, আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন সবই সত্য। আমরা আপনার কথা শোনার এবং আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছি। কাজেই আপনি যা ভালো মনে করেন, সেদিকে অগ্রসর হোন। সেই আল্লাহর শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আপনি যদি আমাদের সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে চান,

www.pathagar.com

তবে আমরাও ঝাঁপিয়ে পড়বো। আমাদের একজন লোকও পেছনে পড়ে থাকবে না। আগামীকাল আপনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করলেও আমাদের মোটেও আপত্তি নেই, কোনো প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। আমরা বীর পুরুষ এবং রণনিপুণ। এমনও হতে পারে, মহান আল্লাহ আপনাকে আমাদের এমন যোগ্যতা ও কৃতিত্ব দেখাবেন, যা দেখে আপনার চক্ষু শীতল হবে। আপনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলুন, মহান আল্লাহ বরকত দিন।

হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রাযি.-এর কথা শোনে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারুণ খুশি হন। তাঁর চোখে-মুখে খুশির আভা ছড়িয়ে পড়ে। তিনি মুজাহিদদের উদ্দেশে বলেন–

سِيْرُوْا عَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ ، فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ وَعَدَنِىْ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ فَوَاللّٰهِ لَكَأَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى مَصَارِعِ الْقَوْمِ.

"চলো এবং আনন্দের সাথে চলো। মহান আল্লাহ আমার সাথে দু'টি দলের মধ্যে একটির ওয়াদা করেছেন। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি যেনো জাতির মৃত্যু দেখতে পাচ্ছি।"

* * *

সাহাবীরা কূপের পাড়ে তাঁবু ফেলার পর হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রাযি. প্রস্তাব দেন, মুসলমানরা কি তাদের নেতার জন্যে একটি অবস্থান কেন্দ্র তৈরী করবে না?

এরপর তিনি প্রিয় নবীজীকে বলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার জন্যে একখানা ছাপড়া তৈরী করতে চাই। আপনি সেখানে অবস্থান করবেন। পাশেই আমরা আপনার সওয়ারী রেখে দেবো। এরপর আমরা শত্রুদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবো। মহান আল্লাহ আমাদের শত্রুদের ওপর বিজয় দ্বারা সম্মান দিলে, আপনার এরূপ অবস্থান কেন্দ্র আমাদের জন্যে পছন্দনীয় হবে। আর যদি আমরা পরাজিত হই, তাহলে আপনি সওয়ারীতে আরোহণ করে আমাদের জাতির সেসব লোকের কাছে চলে যাবেন, যারা পেছনে রয়ে গেছে। হে আল্লাহর নবী! আপনার

www.pathagar.com

পেছনে এমন লোকেরাই রয়ে গেছে, যারা আপনাকে আমাদের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। তারা যদি বুঝতো আপনি যুদ্ধের মুখোমুখি হবেন, তাহলে কিছুতেই পেছনে থাকতো না। মহান আল্লাহ্ তাদের মাধ্যমে আপনার হেফাজত করবেন। তারা আপনার কল্যাণকামী হবে এবং আপনার সঙ্গে থেকে জিহাদ করবে।

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রাযি.-এর কথায় তাঁর প্রশংসা করেন এবং তাঁর জন্যে দু'আ করেন।

* * *

প্রিয় নবীজীর পাহারায় হযরত সা'দ রাযি.

মুসলমানরা যুদ্ধ ক্ষেত্রের উত্তর দিকে একটি উঁচু টিলায় প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে একটি চালাঘর তৈরী করেন। সেখানে বসে পুরো রণাঙ্গন চোখে পড়ে। তারপর প্রিয় নবীজীর এ কেন্দ্র পাহারা দেয়ার জন্যে হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রাযি. জীবনবাজী রেখে দরোজার মুখে তলোয়ার উচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর সঙ্গে একদল আনসারী যুবকও পাহারার দায়িত্ব পালন করে।

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিতরে থেকে অত্যন্ত বিনয় নম্রতার সাথে কাতর কণ্ঠে দু'আ করতে থাকেন– 'আয় আল্লাহ! এই কুরাইশরা অহংকার ভরে আপনার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়েছে, আপনার রাসূলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে এসেছে, সুতরাং আমি আপনার কাছে আপনার প্রতিশ্রুত সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছি।'

প্রিয় নবীজী আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে এভাবে কাকুতি মিনতি করে অবিরাম দু'আ করতে থাকেন। এক পর্যায়ে তাঁর উভয় কাঁধের চাদর পড়ে যায়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. চাদর ঠিক করে দিতে দিতে বলেন : হে আল্লাহর রাসূল! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। যে সত্ত্বার হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম করে বলছি, মহান আল্লাহ্ আপনাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা অবশ্য অবশ্যই পুরা করবেন।

www.pathagar.com

আনসারদের পতাকা হাতে হযরত সা'দ রাযি.

মুসলিমও কাফেরদের মাঝে যুদ্ধ শুরু হয়। হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রাযি. আনসারদের পতাকা হাতে সামনে এগিয়ে যান। তাদের নেতৃত্ব দেন, আর নির্ভয়ে শত্রুদের ওপর এমন তীব্র গতিতে আক্রমণ করেন, যার কোনো উপমা তাঁর মতো ইসলামী নেতাদের ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না।

মহান আল্লাহ ফেরেশতাদের মাধ্যমে মুসলমানদের সাহায্য করেন। ফেরেশতারা তাঁদের পক্ষে যুদ্ধ করেন। ফলে মুসলমানদের ভাগ্যাকাশে বিজয়ের সূর্য ওঠে। যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়। এ যুদ্ধে সত্তরজন মুশরিক নেতা নিহত হয়। অনুরূপ সত্তরজন মুশরিক মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। আর মুসলমানদের মাত্র চৌদ্দজন শহীদ হয়। মহান আল্লাহ এ ঐতিহাসিক যুদ্ধের কিছু কিছু চিত্র পবিত্র কুরআনের নবম পারার সূরা আনফালের সপ্তম আয়াত থেকে দশম আয়াতের তুলে ধরেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

{وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ
الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُاللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهٖ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ

www.pathagar.com

الْكَافِرِيْنَ (٧) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ. (٨) اِذْ
تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ
(٩) وَمَاجَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ، وَمَاالنَّصْرُ اِلَّا مِنْ
عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.(١٠) (سورة الانفال - ٧-١٠)

আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ তোমাদেরকে দু'দলের একটির ওয়াদা দিয়েছিলেন যে,নিশ্চয় তা তোমাদের হস্তগত হবে। আর তোমরা কামনা করছিলে যে, অস্ত্রহীন দলটি তোমাদের ভাগে আসুক, আর আল্লাহ্ চাচ্ছিলেন তাঁর কালেমাসমূহ দ্বারা সত্যকে সত্য প্রমাণ করবেন এবং কাফেরদের মূল থেকে কেটে দেবেন। যাতে তিনি সত্যকে সত্য প্রমাণিত করেন এবং বাতিলকে বাতিল করেন, যদিও পাপীরা তা অপছন্দ করে। আর স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট ফরিয়াদ করছিলে,তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন যে, নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে পরপর আগমনকারী এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করছি।

আর আল্লাহ্ তো তা করেছেন কেবল সুসংবাদ স্বরূপ এবং যাতে এর দ্বারা তোমাদের অন্তরসমূহ্ প্রশান্ত হয়, আর সাহায্য তো আল্লাহর পক্ষ থেকেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(সূরা আনফাল-৭-১০)

খন্দক বা আহ্যাব যুদ্ধ

একটানা দীর্ঘ জিহাদের পর আরব উপদ্বীপে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরে আসে। অন্ধকারে আশার আলো ফুটে। হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রাযি. উহুদের যুদ্ধে সশরীরে হাজির হোন এবং যুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে যখন সকলেই প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে দূরে সরে যায় তখনও তিনি পাহাড়ের মতন অবিচল দাঁড়িয়ে

www.pathagar.com

থাকেন। এরপর প্রিয় নবীজী এবং তাঁর সাহাবীরা মদীনায় শান্ত পরিবেশে মন ভরে আল্লাহর ইবাদত করতে থাকেন। আল্লাহর আনুগত্যের কাজে একে অপরকে উপদেশ দিতে থাকেন।

কিন্তু ঘৃণ্য আচরণ, ষড়যন্ত্র এবং বিশ্বাসঘাতকতার কারণে নানা ধরণের অপমান ভোগের পরও ইহুদীদের হুঁশ ফেরেনি। ওরা অবাধ্যতা, গাদ্দারী, খেয়ানত, চক্রান্ত এবং কুটিলতার অনাকাংখিত পরিণাম থেকেও কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেনি। খায়বারে নির্বাসনের পর ইহুদীরা মুসলমান এবং মূর্তি পূজকদের মধ্যে যে সংঘাত চলছে, তার পরিণাম কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়; তা দেখার অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমেই মুসলমানদের অনুকূলে চলে আসে। রাত-দিনের আবর্তে ইসলামের বিজয়ের ডংকা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সর্বত্র মুসলমানদের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, এসব দেখে ইহুদীরা হিংসার আগুনে পুড়ে ছারখার হতে থাকে!!

অবশেষে ওরা নতুনভাবে ষড়যন্ত্র শুরু করে এবং মুসলমানদের ওপর সর্বশেষ আঘাত হানার জন্যে প্রস্তুতি নিতে থাকে, যাতে জাতি হিসাবে মুসলমানদের পরিচয়ই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু মুসলমানদের সাথে সরাসরি সংঘাতের সাহস তাদের ছিলো না, এ কারণে তারা তাদের খারাপ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে এক ভয়ানক পরিকল্পনা তৈরী করে!!

বনু নাযীর গোত্রের বিশজন সরদার মক্কার কুরাইশদের কাছে হাজির হয়। তারা কুরাইশদেরকে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে এবং যুদ্ধে তাদের সব ধরনের সহযোগিতার নিশ্চয়তা দেয়। তাদের কথায় কুরাইশরা রাজী হয়ে যায়। তাদের সাথে সাথে ষড়যন্ত্র ও দুশমনির কালো পথে পা বাড়ায়!!

ইহুদী প্রতিনিধি দল এরপর আরবের সবচেয়ে বড়ো গোত্র বনু গাতফানের কাছে যায়। তাদেরও কুরাইশদের মতোই যুদ্ধের জন্যে

www.pathagar.com

প্রেরণা যোগায়। এরাও কুরাইশদের মতো সাড়া দেয়। হাত মিলায়। প্রস্তুতি নেয়!!

এভাবে ইহুদীদের এ প্রতিনিধি দল আরবের বিভিন্ন গোত্রের কাছে ঘুরে ঘুরে তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহিত করে। এতে সে সব গোত্রের বহু লোক যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়। মোট কথা, ইহুদী কূটনীতিকরা পুরো সফলতার সাথে বড়ো কাফের দলগুলোর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে এবং বহু লোককে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর দাওয়াতী মিশন এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করে।

নির্দিষ্ট দিনে পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী মোতাবেক এসকল গোত্র মদীনা অভিমুখে রওনা হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই মদীনার পাশে দশ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী সমবেত হয়। এ বাহিনী এতো বিশাল ছিলো যে, মদীনার নারী-শিশুসহ মোট জনসংখ্যাও তাদের সমান ছিলো না।

সচেতন নেতা

এ বিরাট সেনাদল যদি হঠাৎ করে মদীনায় গিয়ে চড়াও হতো, তাহলে মুসলমানদের জন্য বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো। নতুন রাষ্ট্র মুখ থুবড়ে পড়তো। কিন্তু মদীনার মুসলমানদের নেতা প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অত্যন্ত জাগ্রত ও বিবেক সচেতন। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুযায়ী তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।

আরবের বিভিন্ন গোত্রের সৈন্যরা জোটবদ্ধ হয়ে মদীনা অভিমুখে রওনা দিয়েছে, এ খবর যথা সময়ে ইসলামী রাষ্ট্রের তথ্য সরবরাহে নিযুক্ত গুপ্তচররা প্রিয় নবীজীকে জানিয়ে দেয়।

* * *

www.pathagar.com

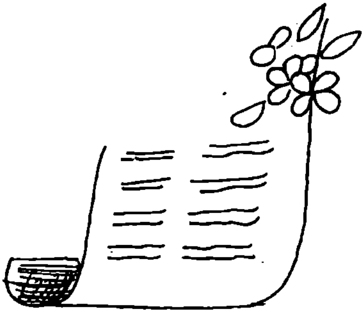

পরিখা খনন

এ খবর পাওয়ার সাথে সাথে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে পরামর্শে বসেন। মদীনার প্রতিরক্ষা কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করেন। অনেক আলোচনার পর হযরত সালমান ফারসী রাযি.-এর একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তিনি প্রস্তাব করেন :

'হে আল্লাহর রাসূল! পারস্যে আমাদের ঘেরাও করা হলে, আমরা চারদিকে পরিখা খনন করতাম।'

এটা ছিলো বড়ো কৌশলপূর্ণ ও সুচিন্তিত প্রতিরক্ষা কৌশল। আরবের জনগণ এ ধরনের প্রতিরক্ষা কৌশল সম্পর্কে জানতো না। প্রিয় নবীজী এ প্রস্তাব অনুমোদন করে খুব দ্রুত পরিখা খননের কাজ শুরু করার নির্দেশ দেন।

এরপর আনসার এবং মুহাজিররা মিলে পরিখা খননের কাজে মন দেয়। তাঁরা পিঠে করে মাটি বয়ে নিয়ে অন্যত্র ফেলে। সে সময় তারা নিম্নের চরণ আবৃত্তি করতে থাকে–

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا

عَلَى الْجِهَادِ مَابَقِيْنَا اَبَدًا

www.pathagar.com

মুহাম্মদের হাতে আমরা করেছি বাইআত,

আমরণ কাফেরদের সাথে চলবে সংঘাত।

প্রিয় নবীজী যখন দেখেন, তারা আনন্দ চিত্তে খনন কাজ করছে, আর কবিতা আবৃত্তি করছে তখন তিনি বলেন :

اَللّٰهُمَّ لَاعَيْشَ اِلَّاعَيْشَ الْاٰخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ.

"আয় আল্লাহ! আখেরাতের জীবনই তো প্রকৃত জীবন, সুতরাং আপনি মুহাজির ও আনসারদের ক্ষমা করে দিন।

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত বারা ইবনে আযেব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন : আমি আল্লাহর রাসূলকে দেখেছি, খন্দকের যুদ্ধে তিনি মাটি খনন করছেন। ধুলো-বালিতে তাঁর দেহ আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাঁর মাথায় চুল ছিলো অনেক বেশি। সে অবস্থায়ই তিনি মাটি খনন করছেন আর বলছেন–

اَللّٰهُمَّ لَوْلَاأَنْتَ مَاهْتَدَيْنَا

وَلَاتَصَدَّقْنَا وَلَاصَلَّيْنَا

فَاَنْزِلْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا

وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لَاقَيْنَا

اِنَّ الْاُوْلٰى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا

وَاِنْ اَرَادُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا

তুমি বিনে হেদায়াত পেতাম না হে আল্লাহ মহান!

দিতাম না যাকাত, পড়তাম না নামায, এমনি হতো মরণ।

আমাদের নাযিল কর শান্তি, যেনো শক্ত থাকে হৃদয়,

লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলে, অটল রেখো মোদের চরণদ্বয়।

আমাদের বিরুদ্ধে ওরা লোকদের দিলো উসকানী,

ফেতনাতে শির হবে না নত সে তো আমরা জানি।

www.pathagar.com

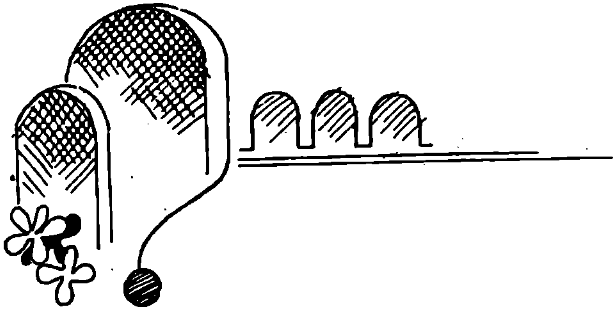

ইহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতা

কুরাইশ এবং তাদের মিত্র গাতফান গোত্রসহ সকলে মদীনায় আক্রমণ করতে এসে দেখতে পেলো, এক সুগভীর প্রশস্ত পরিখা তাদের এবং মদীনার মধ্যে অন্তরায় হয়ে রয়েছে। এ দৃশ্য দর্শনে তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। বিস্ময়ে চোখ কপালে ওঠে! খেই হারিয়ে ফেলে!! কারণ, তারা মদীনা অভিমুখে রওনা দেয়ার সময় এ ধরনের কোনো বাঁধার সম্মুখীন হওয়ার কথা ভাবেনি। এরূপ কোনো মানসিক প্রস্তুতিও তাদের ছিলো না। তাই শেষমেশ তারা মদীনা অবরোধ করে পড়ে থাকে, আর এমন কোনো স্থান খুঁজতে থাকে; যেখান দিয়ে পরিখা পার হওয়া যাবে!!

অমুসলিম সম্মিলিত বাহিনীর মোকাবেলার জন্যে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রস্তুত করেন। তারা 'সালা' পাহাড়ের দিকে পিঠ রেখে দূর্গর রূপ গ্রহণ করেন। সামনে ছিলো খন্দক, যা মুসলমান ও মুশরিকদের ভিতর বাঁধা ছিলো।

www.pathagar.com

ওদিকে মুসলমানরা কাফেরদের গতিবিধির ওপর পুরোপুরি দৃষ্টি রাখছিলো এবং তীর নিক্ষেপ করছিলো, যাতে তারা পরিখার কাছে আসার সাহস না পায়। মাটি ফেলে পরিখা ভরাট করে অথবা লাফিয়ে যেনো তা পার হতে না পারে।

মোট কথা, মুসলমানরা একদিকে যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্যার সম্মুখীন, অন্যদিকে ষড়যন্ত্র ও কুচক্রের ঘৃণ্য তৎপরতা অব্যাহত। অভিশপ্ত ইহুদীরা ষড়যন্ত্রের বিষ নিয়ে তা ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো!

বনু নাযীর গোত্রের মহাদুর্বৃত্ত হুয়াই ইবনে আখতাব বনু কোরায়যা গোত্রের এলাকায় এসে তাদের সরদার কা'ব ইবনে আসাদ কোরায়যীর নিকট হাজির হয়। কেননা কা'ব ইবনে আসাদই ছিলো বনু কোরায়যার পক্ষ থেকে চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত। সে প্রিয় নবীজীর সঙ্গে এ মর্মে চুক্তি করেছিলো যে, যুদ্ধের সময় তাঁকে সাহায্য করবে।

হুয়াই এসে কা'বের দরোজায় আওয়াজ দেয়। তাকে দেখা মাত্র কা'ব দরোজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেয়। কিন্তু হুয়াই এমন সব কথা বলতে থাকে যে, শেষ পর্যন্ত কা'ব দরোজা খুলতে বাধ্য হয়!!

দরোজা খোলার পরই হুয়াই বললো : হে কা'ব! আমি তোমার জন্যে যামানার সম্মান এবং উত্তাল সমুদ্র নিয়ে এসেছি। আমি কুরাইশকে তাদের নেতাদেরসহ এবং বনু গাতফান গোত্রের লোকদেরকে তাদের সব সরদারসহ একত্র করেছি। তারা আমার সাথে প্রতিজ্ঞা করেছে, মুহাম্মদ এবং তাঁর সঙ্গীদের পুরোপুরি নির্মূল না করে ঘরে ফিরবে না।

: কসম খোদার, তুমি আমার জন্য যুগের অপমান নিয়ে হাজির হয়েছো। হুয়াই, তোমার জন্যে আফসোস! আমাকে আমার অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও। আমি মুহাম্মদের মধ্যে সত্য এবং চুক্তি রক্ষা ব্যতীত অন্য কিছু দেখিনি। কা'ব ইবনে আসাদ উত্তর দিলো।

কিন্তু ধূর্ত হুয়াই কা'বের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে এক সময় তাকে রাজী করিয়েই ফেললো। তবে তাকে এ অঙ্গীকার করতে হলো,

www.pathagar.com

কুরাইশ যদি মুহাম্মদকে খতম না করেই ফিরে যায়, তবে আমিও তোমার দুর্গে তোমার সাথে প্রবেশ করবো। এরপর তোমার যে পরিণাম হবে, আমারও তাই হবে।

হুয়াইকে এ প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর কা'ব ইবনে আসাদ প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি লংঘন করে তাদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে।

* * *

ইহুদীদের অঙ্গীকার ভঙ্গের খবর পেয়ে সাথে সাথে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ঘটনা সত্যাসত্য যাচাইয়ে মনোযোগী হন। যাতে বনু কোরায়যার আসল ভূমিকা জানা যায় এবং সে আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

এ উদ্দেশ্যে তিনি আউস গোত্রের সরদার হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায এবং খাযরাজ গোত্রের সরদার হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা রাযি.-কে পাঠান। যাওয়ার সময় তাদের বলেন : তোমরা যাও, বনু কোরায়যা সম্পর্কে যেসব কথা শোনা যাচ্ছে, দেখে এসো, আসলেই সেসব সত্য কি না। যদি সত্য হয়, তবে ফিরে এসে আমাকে সেসব কথা ইশারায় জানাবে। আর যদি গুজব হয়ে থাকে, তবে তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির ওপর অবিচল থাকার কথা সবাইকে প্রকাশ্যে জানিয়ে দেবে।

তাঁরা দু'জন বনু কোরায়যার সরদারদের সাথে দেখা করেন। তাদের কথা শোনে তো তাঁরা আকাশ থেকে পড়েন। তারা তাঁদের দু'জনকে বলে : আরে, আল্লাহর রাসূল আবার কে? আমাদের এবং মুহাম্মদের মধ্যে কোন চুক্তি নেই!!

* * *

www.pathagar.com

কঠিন মুহূর্ত

প্রকৃত পক্ষে মুসলমানরা তখন নাজুক পরিস্থিতির শিকার ছিলো। পেছনে রয়েছে বনু কোরায়যা গোত্র। তারা হামলা করলে, মুসলমানদের পক্ষ হয়ে সে হামলা ঠেকানোর মতো কেউ নেই। সামনে রয়েছে মুশরিকদের সম্মিলিত সেনাদল। ওদের প্রতি অমনোযোগী হওয়ারও উপায় নেই। কোনো প্রকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়াই মুসলমান নারী ও শিশুরা বিশ্বাসঘাতক ইহুদীদের নাগালের মধ্যে অবস্থান করছিলো।

এসব কারণে মুসলমানদের মানসিক অবস্থা খুবই নাজুক হয়ে পড়ে। যে অবস্থা মহান আল্লাহ সূরা আহযাবের দশ ও এগারো নম্বর আয়াতে এভাবে তুলে ধরেছেন–

إِذْ جَاءُوكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. (سورة الاحزاب - ١٠-١١)

"যখন তারা তোমাদের কাছে এসেছিলো তোমাদের ওপরের দিক থেকে এবং তোমাদের নীচের দিক থেকে, আর যখন চোখগুলো বিস্ফোরিত হয়ে পড়েছিলো এবং প্রাণ কণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছেছিলো। আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা রকম ধারণা পোষণ করছিলে। তখন

www.pathagar.com

মুমিনদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছিলো। আর তারা ভীষণ ভাবে প্রকম্পিত হয়েছিলো।" (সূরা আহ্যাব-১০-১১)

একদিকে মুসলিম বাহিনীর এ রকম অবস্থা। অন্যদিকে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা হলো, তিনি বনু কোরাযার চুক্তি ভঙ্গের খবর শোনে চেহারা ও মাথা ঢেকে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েন। তাঁকে এভাবে দীর্ঘক্ষণ শুয়ে থাকতে দেখে সাহাবীদের মানসিক অস্থিরতা আরও বেড়ে যায়।

কিছুক্ষণ পর তাঁর অন্তরে নতুন চেতনা সঞ্চারিত হয়। তিনি আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন : হে মুসলমানরা! তোমরা আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয়ের সুখবর শোনে নাও।

এরপর তিনি বিদ্যমান পরিস্থিতি মোকাবেলার কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এ কর্মসূচীর অংশ হিসাবে মদীনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একদল মুসলমানকে পাঠান। যাতে মুসলমানদের অমনোযোগী দেখে ইহুদীরা মুসলিম নারী-শিশুদের ওপর হঠাৎ হামলা করে না বসে। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেয়া জরুরী ছিলো, যার মাধ্যমে শত্রুদের বিভিন্ন দলকে পরস্পর থেকে আলাদা করে দেয়া যায়!!

এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু গাতফানের দুই সরদার উয়াইনা ইবনে হিসন ও হারেস ইবনে আউফ মুররীর সাথে মদীনায় উৎপাদিত ফসলের এক তৃতীয়াংশ দেয়ার শর্তে চুক্তি করার চিন্তা করেন। এরূপ সুবিধা দেয়া হলে এ দুই সরদার নিজ নিজ গোত্রের লোকদের নিয়ে ফিরে যাবে। এ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়!!

* * *

www.pathagar.com

তলোয়ার হাতে হযরত সা'দ রাযি.!

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শান্তি চুক্তি করতে চান, তখন হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রাযি. এবং হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রাযি.-এর নিকট লোক পাঠিয়ে ডেকে পাঠান। তাঁরা এলে তিনি তাঁদের সাথে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। গাতফানের সরদারদের সঙ্গে তিনি শান্তি চুক্তির যে প্রস্তাব দিয়েছেন, সেটা তাঁদের জানান এবং তাঁদের পরামর্শ চান। তখন তাঁরা দু'জনই ভিন্ন মত প্রকাশ করে বলেন : হে আল্লাহর রাসূল! যদি এ আদেশ মহান আল্লাহ আপনাকে দিয়ে থাকেন, তবে আমরা তা মাথা পেতে মেনে নেবো, কিন্তু আপনি যদি শুধু আমাদের জন্যে এরূপ করতে চান, তবে বলছি, আমাদের এর কোনো প্রয়োজন নেই।

প্রিয় নবীজী উত্তর দেন: না, বরং আমি শুধু তোমাদের কারণেই এরূপ করতে চাচ্ছি। কারণ, আমি দেখছি, সমগ্র আরব জোটবদ্ধ হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে ওঠে পড়ে লেগেছে। চতুর দিক থেকে তোমাদেরকে দুঃখ-কষ্টের ভিতর ফেলছে। তাই ভাবলাম যে কোনো উপায়ে ওদের শক্তিকে দুর্বল করে দেই।

সে সময় হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রাযি. এক জোরালো ভাষণ দেন। যা স্মরণ রাখার মতো। তিনি বলেন :

হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এবং ওরা যখন মূর্তিপূজা করতাম, শিরকে লিপ্ত ছিলাম, তখনও ওরা আতিথেয়তা এবং বেচাকেনা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে একটা শস্যদানাও আমাদের কাছ থেকে আশা করতে পারেনি। বর্তমানে মহান আল্লাহ আপনার মাধ্যমে আমাদের হেদায়াত দান করেছেন, আমরা মুসলমান হয়েছি। মহান আল্লাহ আপনার মাধ্যমে আমাদের সম্মান দিয়েছেন, এমতাবস্থায় আমরা নিজেদের সম্পদ তাদের দেবো?!

www.pathagar.com

আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমরা তো তাদের দেবো কেবল আমাদের তলোয়ার।

প্রিয় নবীজী তখন বলেন : فَاَنْتَ وَذَاكَ তোমার মতামত যথার্থ, আমি ভেবেছিলাম, অন্য কথা।

তারপর হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রাযি. শান্তি চুক্তির জন্যে যে চুক্তি পত্র প্রস্তুত করা হয়েছিলো, সেটা নিয়ে সব লেখা মুছে দিয়ে বলেন : এখন তারা আসুক আমাদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্যে!!

* * *

মৃত্যু কতোইনা উত্তম যখন তার সময় হয়!!

কঠিন অবরোধের ভিতর দিয়ে মদীনার দিন পার হয়। মুসলমানগণ যুদ্ধের পোশাকে সজ্জিত। হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রাযি. তলোয়ার-বর্শা নিয়ে বেরিয়ে আসেন এবং আবৃত্তি করেন–

لَبِّثْ قَلِيْلًا يُدْرِكِ الْهَيْجَا حمل

مَااَحْسَنَ الْمَوْتَ اِذَاحَانَ الْاَجَلُ

একটু থামো, এখনি দেখবে যুদ্ধের খেলা,

মৃত্যু কতোই না উত্তম, যবে আসে তার বেলা।

যুদ্ধ শুরু হলো। সত্য-মিথ্যার লড়াই। চলতে থাকে আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ। এক একটা তীর শাঁ শাঁ করে উড়ে যায়। হঠাৎ শত্রু পক্ষের একটি তীর এসে হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রাযি.-এর গায়ে বিদ্ধ হয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন! ফলে শিরা থেকে ফিনকি দিয়ে ছুটে রক্তের ধারা। রক্ত বন্ধের জন্যে প্রাথমিক চিকিৎসার পর প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার জন্যে নির্দেশ দেন এবং তাঁর জন্যে একটি আলাদা তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দেন; যাতে চিকিৎসা চলাকালীন তিনি তাঁর খোজ-খবর নিতে পারেন।

www.pathagar.com

মুসলমানগণ তাদের মহৎ প্রাণ যুবককে মসজিদে নববীতে নিয়ে যান। তখন তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে দু'আ করেন : আয় আল্লাহ! কুরাইশদের সাথে যদি যুদ্ধ বাকী থাকে, তবে সে যুদ্ধের জন্যে আমাকেও বাকী রাখো, আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো.. আয় আল্লাহ! তুমি তো জানো, যে কওমের লোকেরা তোমার রাসূলকে মিথ্যা বলছে, তারা তাঁকে বাড়ীঘর থেকে বের করে দিয়েছে, তাদের সাথে তোমার রাস্তায় জিহাদ করা আমার এতো প্রিয় যে, অন্য কোনো কওমের সাথে জিহাদ করা অতো প্রিয় নয়। আর যদি তুমি তাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ শেষ করে দিয়ে থাকো, তবে আমার এ আঘাতের ঘাঁ যেনো না শুকায়, এ আঘাতকেই আমার শাহাদাতের কারণ বানিয়ে দাও।

আয় আল্লাহ! বনু কোরায়যার বিষয়ে আমার চক্ষু শীতল না হওয়া পর্যন্ত আমাকে নিও না!!

www.pathagar.com

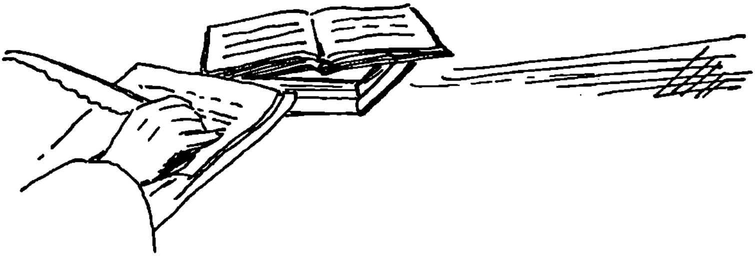

সম্মিলিত বাহিনীর পরাজয়

যুদ্ধের সময় মুসলমানরা আল্লাহর দরবারে এ দু'আ করছিলো–

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْعَوْرَاتِنَا، وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا.

হে আল্লাহ! আমাদের দোষ আচ্ছাদিত করুন, আমাদের ভয়-শংকা থেকে হেফাজত করুন।

আর প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'আ করছিলেন–

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيْعَ الْحِسَابِ، اِهْزِمِ الْاَحْزَابَ اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ.

হে কিতাব নাযিল কারী! দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী! তুমি সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত কর। আয় আল্লাহ! তুমি ওদের পরাজতি কর এবং প্রকম্পিত কর।

অবশেষে মহান আল্লাহ্ প্রিয় নবীজী এবং মুসলমানদের দু'আ কবুল করেন। মুশরিকদের জোটের ভিতর ভাঙ্গন ধরিয়ে দেন, ওদের মধ্যে হতাশা ও পারস্পরিক অবিশ্বাস সৃষ্টি করেন, তারপর ওদের ওপর ঝড়ো বাতাস পাঠিয়ে দেন। বাতাস ওদের তাঁবুগুলো উল্টিয়ে জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। তাঁবুর খুঁটি উপড়ে পড়ে। কোনো জিনিসই যথাস্থানে থাকে না। সেই সাথে মহান আল্লাহ একদল ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন। যাঁরা

www.pathagar.com

এসে কুরাইশ ও তাদের মিত্রদের অন্তরে কাঁপন ধরিয়ে দেয়, তাদের মনে মুসলমানদের ব্যাপারে ভীষণ ভয়-ভীতি ঢুকিয়ে দেয়।

সেই শীত ও ঝড়ো হাওয়ার রাতে প্রিয় নবীজী হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি.-কে মুশরিকদের খবর আনার জন্যে পাঠান। তিনি সেখানে গিয়ে দেখেন, মুশরিকরা পলায়নের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ফিরে এসে তিনি প্রিয় নবীজীকে এ খবর জানান। সকাল বেলা দেখা যায়, গোটা ময়দান খালি। পরাজয়ের কালি গায়ে মেখে শত্রু সৈন্যরা ফিরে গেছে। এমনি করে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূল এবং মুসলমানদের সাথে কৃত তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেন। তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের সম্মান দিয়েছেন, তাদের সাহায্য করেছেন, শত্রুদের পরাজিত করেছেন।

বনু কোরায়যার যুদ্ধ

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দক থেকে মদীনায় ফিরে এসেছেন। তাঁর দাঁতসহ সারা গায়ে ধুলোবালি লেগে আছে। তখনও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অর্জন করেননি। এরই ভিতর এসে হাজির হন হযরত জিবরাঈল আমীন আ.। এসে বলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অস্ত্র রেখে দিয়েছেন?! অথচ ফেরেশতারা এখনও অস্ত্র রাখেনি। উঠুন, আপনার বন্ধুদের নিয়ে বনু কোরায়যার মহল্লার দিকে যুদ্ধের জন্যে চলুন।

প্রিয় নবীজী যুদ্ধের পোশাক পরিধান করেন এবং একজন সাহাবীকে দিয়ে ঘোষণা করান– যারা কথা শোনে ও আনুগত্য করে তারা যেনো আছরের নামায অবশ্যই বনু কোরায়যার মহল্লায় গিয়ে আদায় করে।

ঘোষণার পর বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে সাহাবায়ে কেরাম বনু কোরায়যার মহল্লায় গিয়ে প্রিয় নবীজীর সাথে মিলিত হন। এরপর তাঁরা বনু কোরায়যার দুর্গসমূহ অবরোধ করেন.। পঁচিশ রাত পর্যন্ত এ অবরোধ

www.pathagar.com

অব্যাহত থাকে। অবরোধ যখন কঠোর রূপ ধারণ করে এবং ওরা করুন অবস্থার মুখোমুখি হয়, তখন তাদের বলা হয় : তোমরা আল্লাহর রাসূলের হুকুমের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে দূর্গ হতে নেমে আসো।

এ ঘোষণা শোনার পর বনু কোরায়যার দুর্গের লোকেরা দ্রুত নেমে আসে। প্রিয় নবীজী তখন হুকুম করেন : তাদের পুরুষদের বেঁধে ফেলো। পুরুষদের হাত বেঁধে ফেলা হয়। নারী ও শিশুদের পুরুষদের থেকে আলাদা করে ভিন্ন জায়গায় রাখা হয়। আউস গোত্রের লোকেরা প্রিয় নবীজীর কাছে অনুনয় বিনয় শুরু করে: এরা আমাদের মিত্র, কাজেই এদের প্রতি অনুগ্রহ করুন।

প্রিয় নবীজী সে সময় তাদের বলেন : তোমাদেরই একজন লোক এ ব্যাপারে ফায়সালা দেবে, এতে কি তোমরা খুশি হবে?

: হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই।

: সা'দ ইবনে মুয়ায এ ব্যাপারে ফায়সালা দেবে।

: আমরা এতে সন্তুষ্ট।

* * *

www.pathagar.com

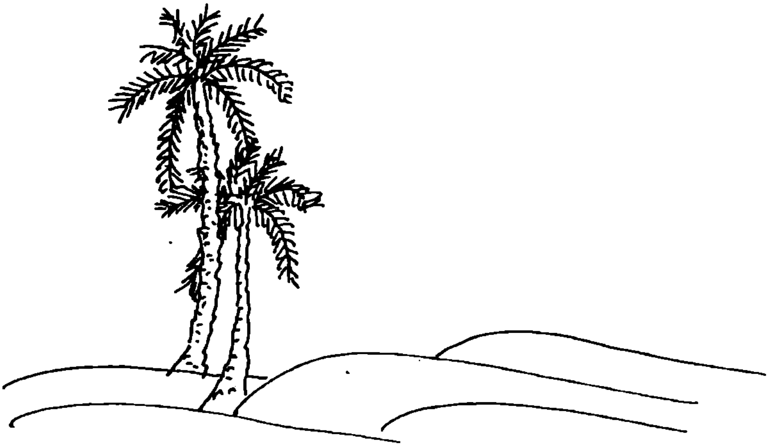

আসমানের ফায়সালা করলেন হযরত সা'দ রাযি.

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রাযি.-কে ডেকে পাঠান। একটি গাধার পিঠে করে তাঁকে প্রিয় নবীজীর সামনে হাজির করা হয়। বনু কোরায়যার এলাকায় প্রবেশ করার সাথে সাথে ইহুদীরা তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে বলতে লাগলো : হে সা'দ! আপনার মিত্রদের প্রতি দয়া করুন। তাদের জন্যে কল্যাণকর ফায়সালা দিন। প্রিয় নবীজী আপনাকেই বিচারক মনোনীত করেছেন। হযরত সা'দ নীরব রইলেন, কোনো জবাব দিলেন না। অবশেষে ওদের আবেদন-নিবেদনে অতিষ্ঠ হয়ে বললেন : হ্যাঁ, এখন সা'দের সময় এসেছে, আল্লাহর কোনো ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার পরোয়া না করার।

হযরত সা'দ রাযি. প্রিয় নবীজীর কাছে গেলে, তিনি উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন : তোমাদের সরদারের দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁকে বাহন থেকে নামিয়ে আন। লোকজন সামনে অগ্রসর হয়ে হযরত সা'দ রাযি.-কে বাহন থেকে নামিয়ে আনলে বলেন : হে সা'দ! ওরা তোমার ফায়সালা মেনে নিতে রাজী হয়ে কেল্লা থেকে নেমে এসেছে। কাজেই তুমি ওদের ব্যাপারে ফায়সালা কর।

হযরত সা'দ রাযি. বলেন : ওদের ব্যাপারে আমার ফায়সালা হলো– 'পুরুষদের হত্যা করা হবে, মহিলা ও শিশুদের বন্দী করা হবে, আর

www.pathagar.com

তাদের সম্পদ মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হবে।'

প্রিয় নবীজী তখন বলেন :

لَقَدْ حَكَمْتَ فِيْهِمْ بِحُكْمِ اللّٰهِ وَحُكْمِ رَسُوْلِهٖ

"তুমি ওদের ব্যাপারে সে ফায়সালাই দিয়েছো, যে ফয়সালা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করে রেখেছিলেন।"

হ্যাঁ .. হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রাযি. এর ফায়সালা ছিলো অত্যন্ত ইনসাফপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত। কেননা বনু কোরায়যা মুসলমানদের জীবন-মৃত্যুর কঠিন মুহূর্তে যে ভয়াবহ বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো, সেটা তো ছিলোই, এছাড়াও মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে ওরা দেড় হাজার তলোয়ার, দুই হাজার বর্শা, তিনশ বর্ম ও শিরস্ত্রান মজুদ করে রেখেছিলো। বিজয়ের পর মুসলমানরা সেসব অস্ত্র নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়।

* * *

শহীদের কাফেলায় হযরত সা'দ রাযি.

মহান আল্লাহ হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রাযি.-এর দু'আ কবুল করেছেন। বনু কোরায়যার পরিণাম ফল দেখে তাঁর চোখ শীতল হওয়ার পরই মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে।

তিনি মসজিদে নববীতে ফিরে যান। প্রিয় নবীজী সেখানেই তাঁর জন্যে তাঁবু স্থাপন করেছিলেন, যাতে কাছে থেকে তার সেবা-যত্ন করতে পারেন। তাঁবুতে ফিরে এলে রাতে তাঁর জখম ফেটে অঝোর ধারায় রক্ত প্রবাহিত হয়। এ রক্ত ক্ষরণেই তিনি শাহাদাতের লাল গালিচায় চিরদিনের জন্যে ঘুমিয়ে পড়েন।

www.pathagar.com

হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রাযি.-এর মৃত্যুর পর মাঝ রাতে হযরত জিবরাঈল আমীন আ. কারুকাজ করা রেশমী পাগড়ী পরে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন : হে মুহাম্মদ! আজ কে মৃত্যুবরণ করেছে, যার জন্যে আসমানের সকল দরোজা খুলে দেয়া হয়েছে এবং তাঁর মৃত্যুর কারণে আরশ কেঁপে ওঠেছে?!

প্রিয় নবীজী তখন কাপড় টানতে টানতে দ্রুত হযরত সা'দ রাযি. এর কাছে ছুটে যান। গিয়ে দেখেন, তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন।

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথা ওঠিয়ে নিজের কোলে রাখেন। তারপর একটি সাদা কাপড় দিয়ে তাঁকে ঢেকে দেয়া হয়। তাঁর চেহারা ঢেকে দিলে উভয় পা খালি হয়ে যায়। কারণ, তিনি ছিলেন দীর্ঘদেহী। তাঁর গায়ের রং ছিলো ফর্সা।

প্রিয় নবীজী বলেন : হে আল্লাহ! সা'দ তোমার রাস্তায় জিহাদ করেছে, তোমার রাসূলকে সত্য হিসাবে মেনে নিয়েছে, তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে আদায় করেছে। সুতরাং তুমি তাঁর রূহকে উত্তমরূপে গ্রহণ কর।

*　　*　　*

ফেরেশতারা বয়ে নেন হযরত সা'দ রাযি.-এর খাট

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রাযি.-এর জানাযার সামনে সামনে চলছিলেন। পেছনে চলছিলো মুনাফেকরা। জানাযার খাট ওঠানো হলে ওরা বললো : আজকের মতো এতো হালকা কোনো জানাযা দেখিনি। তারাই আবার একজন আরেকজনকে প্রশ্ন করলো : বলতে পার এর কারণ কী ?!

: বনু কোরায়যার ব্যাপারে সঠিক ফায়সালা দেয়ার কারণে। প্রিয় নবীজী সে সময় বলেন : যে সত্তার হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম করে বলছি, ফেরেশতারা তাঁর লাশ বহন করছিলো।

www.pathagar.com

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. বলেন : জান্নাতুল বাকীতে হযরত সা'দ রাযি.-এর কবর খনন করা হয়। কবর খননকারীদের ভিতর আমিও একজন ছিলাম। সে সময় যতোবার আমরা মাটি ওঠিয়েছি, ততোবার মেশকে আম্বরের সুঘ্রাণ পেয়েছি। কবর খনন কাজ শেষ করা পর্যন্তই এ অবস্থা ছিলো।

* * *

www.pathagar.com

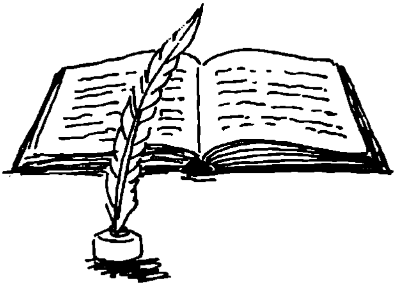

কেঁপে ওঠলো আল্লাহর আরশ

হযরত সা'দ রাযি.-এর মৃত্যুতে তাঁর মা যেমন বেদনায় অস্থির হয়ে পড়েন, তেমনি দুঃখে ভেঙ্গে পড়েন। কিন্তু যখন তাঁরা শুনতে পান প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ রাযি.-এর মাকে বলছেন : এ সুসংবাদ শোনার পরও কি আপনার চোখের অশ্রু শুকাবে না, চিন্তা দূর হবে না- আপনার ছেলে তাদের প্রথম, যাদের জন্যে মহান আল্লাহ্ হেসেছেন এবং তাঁর মৃত্যুতে আরশ কেঁপে ওঠেছে।

* * *

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উকাইদির দাউমার দিকে এক বাহিনী প্রেরণ করেন। তারা সেখান থেকে সোনার কারুকাজ করা একটি রেশমী জুব্বা পাঠায়। তিনি সেটা পরে লোক সমাবেশে বেরিয়ে এলে, লোকজন অবাক চোখে সেটার দিকে তাকিয়ে এবং হাত লাগিয়ে লাগিয়ে দেখে।

তখন প্রিয় নবীজী বলেন : এ জুব্বা দেখে তোমরা অবাক হচ্ছো?!

: হে আল্লাহর রাসূল! এত উত্তম ও সুন্দর জুব্বা আর কখনও দেখিনি।

: কসম খোদার, জান্নাতে সা'দ ইবনে মুয়াযের ব্যবহৃত রুমাল গুলো এর চেয়ে বেশি সুন্দর ও উন্নত।

www.pathagar.com

শহীদানের গল্প শোন সিরিজ

৬

সৌভাগ্যবান সেনাপতি

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি.

মূল

আশরাফ মুহাম্মাদ আলওয়াহ্‌শ
বিখ্যাত আরব সাহিত্যিক

অনুবাদ

মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
আলেম, লেখক, অনুবাদক

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৮৮-০২-৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫
ই-মেইল: support@maktabatulashraf.net
ওয়েবসাইট: www.maktabatulashraf.net

www.pathagar.com

শহীদানের গল্প শোন সিরিজ-৬

সৌভাগ্যবান সেনাপতি

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি.

মূলঃ আশরাফ মুহাম্মাদ আলওয়াহ্‌শ

অনুবাদঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

প্রকাশক

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

মাকতাবাতুল আশরাফ

[অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]

ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং-৫

১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

প্রথম সংস্করণ

মুহাররম ১৪৩৩ হিজরী

ডিসেম্বর ২০১১ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায

গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স

(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)

৩/২, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-8291-06-7

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Showbhaggoban Senapoti

HAZRAT ABDULLAH IBNE RAWAHA Rz.

By: Ashraf Muhammad Al Wahsh

Translate By: Muhammad Shakhawat Hossain

Price: Tk. 50.00 US$ 3.00

www.pathagar.com

ইনতেসাব

ইসলামকে পৃথিবীব্যাপী বিজয়ী আদর্শরূপে
প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যারা আলোকিত স্বপ্ন দেখে
এবং সে স্বপ্নকে বাস্তব রূপায়নের জন্য
জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে
আগ্রহী, সে সকল সৌভাগ্যবানদের প্রতি।

-প্রকাশক

www.pathagar.com

শহীদানের গল্প শোন সিরিজের বইসমূহ

সাইয়্যেদুশ শুহাদা
হযরত হামযা রাযি. ১ম খণ্ড

বেহেশতের পাখি
হযরত জা'ফর তাইয়্যার রাযি. ২য় খণ্ড

ইসলামের প্রথম দূত
হযরত মুস'আব ইবনে উমাইর রাযি. ৩য় খণ্ড

একমাত্র সাহাবী যাঁর নাম কুরআনে বর্ণিত হয়েছে
হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি. ৪র্থ খণ্ড

যাঁর মৃত্যুতে আরশ কাঁদে
হযরত সা'দ ইবনে মু'আয রাযি. ৫ম খণ্ড

সৌভাগ্যবান সেনাপতি
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. ৬ষ্ঠ খণ্ড

শহীদের পিতা শহীদ
হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি. ৭ম খণ্ড

শূলিবিদ্ধ শহীদ
হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযি. ৮ম খণ্ড

যে শহীদকে গোসল দিলেন ফেরেশতাগণ
হযরত হানযালাহ ইবনে আবু আমের রাযি. ৯ম খণ্ড

শাহাদাত পিয়াসী
হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি. ১০ম খণ্ড

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

হাদীস শরীফের বর্ণনা মতে প্রতিটি শিশুই সুস্থ সুন্দর দ্বীনী মানসিকতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তিতে তার মা-বাবা ও পরিবেশ তাকে ইহুদী, নাসারা, হিন্দু ইত্যাদি বানায়।

মূলত কোন শিশুই নষ্ট চরিত্র ও মানসিকতা নিয়ে দুনিয়াতে আসে না। পরিবার ও পরিবেশের দুষণই তাকে দুষিত করে। নষ্ট করে।

আজকে আমাদের সমাজের সর্বত্র সন্ত্রাসের যে ভয়ংকর বিধ্বংসী চিত্র দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, এর মূল কারণ দ্বীনবিমুখ চরিত্রবিধ্বংসী ও আদর্শহীন শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রবল স্বার্থান্ধতা। যার সহজলভ্য উপকরণ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এবং সকল প্রকার প্রচার মাধ্যম সেগুলোর কোন বাছ-বিচার না করে ও তার কুপ্রভাবের কথা মাথায় না রেখে সর্বক্ষণ তা প্রচার করছে। সাথে সাথে এক শ্রেণীর অর্থলিপ্সু পুস্তক ব্যবসায়ী শিশু-কিশোরদের চরিত্র ও মানসিক গঠনের ক্ষেত্রে তার প্রকাশনা ক্ষতিকর কি উপকারী এ ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই বিদেশী র্ধমহীন শিশুসাহিত্যের অনুকরণে বই পত্র প্রকাশ করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। এ সকল মারাত্মক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করেই মাকতাবাতুল আশরাফ শিশু-কিশোরদের মধ্যে দ্বীনী চেতনা ও আদর্শ মানসিকতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কয়েকটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। তার মধ্যে 'শহীদানের গল্প শোন সিরিজ ১-১০' অন্যতম। এ সিরিজের ষষ্ঠ বই, "সৌভাগ্যবান সেনাপতি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি." এখন পাঠকদের হাতে।

www.pathagar.com

আমরা আমাদের সাধ্যমতো বইটিকে সুন্দর ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো দৃষ্টিতে কোন অসংগতি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবগত করলে পরবর্তিতে আমরা সংশোধন করে নিবো। আল্লাহপাক আমাদের প্রচেষ্টাকে সার্থক ও সফল করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
১৩৬ আজীমপুর, ঢাকা-১২০৫

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ - সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত। তাঁর অপার করুণার ফলেই দীর্ঘ সময় পরে হলেও সূর্যের মুখ দেখতে যাচ্ছে শহীদানের গল্প শোন সিরিজের পূর্ণাঙ্গ সেট - প্রথম থেকে দশম খণ্ড।

এ সিরিজের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও আবেদন আর দশটি সিরিজ বইয়ের থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র। এর সঙ্গে গল্প বিশেষণটি যুক্ত হলেও সিরিজটি মূলত জীবনী নির্ভর। এতে গল্পের আকারে সেইসব মহামানবদের বর্ণাঢ্য জীবনালেখ্য অংকিত হয়েছে, যাঁরা ছিলেন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে গড়া। যাঁরা ছিলেন সত্যের দিশারী, হেদায়াতের কাণ্ডারী। যাঁদের ব্যাপারে জ্ঞানের সাগর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেছেন- 'যে ব্যক্তি অন্য কারো রীতি-নীতি বা আদর্শ অনুসরণ করতে চায়, সে যেনো দুনিয়া থেকে যারা বিদায় নিয়ে গেছেন তাদের আদর্শ অনুসরণ করে। কেননা জীবিত ব্যক্তি ফেতনা হতে নিরাপদ নয়। আর তাঁরা হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ! তাঁরা ছিলেন এ উম্মতের শ্রেষ্ঠতম মানুষ। তাঁরা ছিলেন পবিত্র, তাঁদের অন্তর ছিলো নির্মল, তাঁরা ছিলেন গভীর জ্ঞান সম্পন্ন ও লৌকিকতা বর্জিত মানুষ। মহান আল্লাহপাক তাঁদেরকে আপন নবীর সান্নিধ্য লাভ ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে মনোনীত করেছিলেন। সুতরাং তোমরা তাঁদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বকে অনুধাবন কর এবং তাঁদের পদাংক অনুসরণ কর, আর যথাসাধ্য তাঁদের স্বভাব-চরিত্র ও আদর্শ আঁকড়ে ধর। কারণ তাঁরা সঠিক হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।'

www.pathagar.com

মহান সাহাবীর এ অমূল্য বাণীকে সামনে রেখেই নিজের শত দুর্বলতা সত্ত্বেও এ সিরিজের চতুর্থ থেকে দশম খণ্ড অনুবাদের কাজে হাত দেয়া। সামাজিক অবক্ষয় ও নৈতিক অধঃপতনের চরম মুহূর্তে - যখন পবিত্র ইসলামের কালজয়ী আদর্শ ও মুসলমানদের চরিত্র কলুষিত করে প্রচার করা হচ্ছে বিশ্ব দরবারে, সে সময় এ মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন বর্তমান সময়ের সাহসী প্রকাশক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান। তাঁকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ বই পড়ে যদি তরলমতি শিশু-কিশোরদের জীবনে মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয় সাহাবীদের সৌরভময় জীবনের বিন্দুতম ছায়াও পড়ে তবেই স্বার্থক হবে তাদের জীবন। সবশেষে কবির শুভ আকাংখার সাথে সুর মিলিয়েই শেষ করছি আমার নিবেদন-

أُحِبُّ الصَّالِحِيْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ
لَعَلَّ اللّٰهَ يَرْزُقُنِيْ صَلَاحًا

"নেককারদের ভালোবাসি যদিও না তাঁদের মতন
হতে পারে মহান প্রভু দিবেন আমায় তাঁদের জীবন।"

তারিখ
১৩/১১/২০১১

দু'আর মুহতাজ
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হুসাইন
মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
শহীদানের গল্প শোন-৬	
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি.	
শহীদানের গল্প শোন-৬	
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. ইসলাম গ্রহণ	১৩
তাঁর হাতে হযরত আবু দারদার ইসলাম গ্রহণ	১৪
জ্ঞানের আগ্রহ	১৬
পাহাড়সম ঈমান	১৭
নিয়মিত আমাল	১৭
আল্লাহভীতি	১৮
তাঁর শিয়রে প্রিয় নবীজী সা.	২০
তিনি কবি	২১
প্রিয় নবীজীর প্রশংসায় তাঁর কবিতা	২৪
কাযা উমরা আদায়	২৪
তিনি সুসংবাদদাতা	২৭
বদরের যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে তাঁর অভিমত	২৯
উসাইর ইবনে রযামের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ	৩৪
খায়বারের ফসল পরিমাপের দায়িত্ব লাভ	৩৬
মুতার যুদ্ধ	৩৮
শেষ বিদায়	৪০
হয় বিজয়, না হয় শাহাদাত	৪২
শহীদ সেনাপতি	৪৬
শোক গাঁথা	৪৭

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

www.pathagar.com

শহীদানের গল্প শোন-৬

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি.

আজ তোমাদের একজন ভাগ্যবান মানুষের গল্প শোনাবো। শুধু ভাগ্যবান নয়, অতি ভাগ্যবান। জানো কেনো? কারণ, তিনি দুনিয়াতে থেকে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন। আমাদের প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। চলো তাহলে দেরী না করে জলদি শুরু করে দেই সেই ভাগ্যবান মানুষের জীবনের গল্প।

তাঁর নাম, আব্দুল্লাহ। উপনাম, আবু মুহাম্মাদ।

পিতার নাম, রাওয়াহা।

দাদার নাম, সালাবা।

তিনি এমন এক সমাজ ও পরিবেশে পড়ালেখা জানতেন, যে সমাজে মাত্র হাতে গণা ক'জন পড়ালেখা জানতো। তিনি যেমন একজন শিক্ষাবিদ ছিলেন, তেমনি ছিলেন একজন নাম করা কবি। খুব সহজেই তিনি কবিতা বলতে পারতেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নিজের প্রতিভাকে ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন। প্রিয় নবীজী তাঁর কবিতা খুব পছন্দ করতেন। বার বার শুনতে চাইতেন।

www.pathagar.com

একদিন প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন : তুমি সওয়ারী থেকে নেমে এসে কবিতা আবৃত্তি করে আমাদের যোদ্ধাদের উৎসাহিত কর।

তিনি উত্তর দেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো এখন কবিতা বলা ছেড়ে দিয়েছি।

হযরত উমর রাযি. সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন : প্রিয় নবীজীর নির্দেশ মতো কাজ কর।

তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. সওয়ারী থেকে নেমে এসে আবৃত্তি করেন–

يَارَبِّ لَوْلَاأَنْتَ مَاهْتَدَيْنَا

وَلَاتَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا

وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لَاقَيْنَا

اِنَّ الْكُفَّارَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا

وَاِنْ اَرَادُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا

তুমি যদি না থাকতে হে আল্লাহ! মোরা পেতাম না হেদায়াত,
আমরা নামায আদায় করতাম না, দিতাম না যাকাত।
শান্তি নাযিল কর তুমি মোদের ওপর,
শত্রুর মোকাবেলায় দৃঢ়পদ রাখ মোদের সকলের।
কাফেররা জুলুম করেছে আমাদের ওপর
ফেতনায় নোয়াবে না শির থাকবো অনড়।
প্রিয় নবীজী কবিতা শোনে বলেন : اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ

www.pathagar.com

আয় আল্লাহ! তুমি তার ওপর রহম কর।

হযরত উমর রাযি. বলেন : তাঁর জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে।

* * *

ইসলাম গ্রহণের আগে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. যেমন সম্মানী ছিলেন, তেমনি ইসলাম গ্রহণের পরও তিনি বিরল সম্মান অর্জন করেন। আল্লাহর পথে জিহাদের ডাক এলে তিনি সকলের আগে বের হতেন, আর সকলের পরে ফিরে আসতেন।

একদা প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কে বলেন :

نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ

আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা কতোই না উত্তম মানুষ!

* * *

ইসলাম গ্রহণ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. ছিলেন প্রথম সারির ইসলাম গ্রহণকারী আনসারদের দলে। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন গোপনে গোপনে দাওয়াত দিতেন। কুরাইশদের অত্যাচারের ভয়ে মদীনা থেকে আগত প্রতিনিধি দলের সাথে মক্কার উপকণ্ঠে বসে গোপনে কথা বলতেন, সে সময়ের কথা। একবার মদীনা থেকে বারোজনের এক প্রতিনিধি দল আসে। তাঁরা প্রিয় নবীজীর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। ইসলামের ইতিহাসে এটা 'বাইআতে আকাবা' নামে খ্যাত। সেই বারোজনের একজন ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি.। তাঁদের বাইআতই মদীনায় হিজরতের পথকে সুগম করে। মদীনা ইসলামের প্রাণকেন্দ্র হওয়ার মাধ্যম হয়। ইসলামের সোনালী আলো পৃথিবীর কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়ার অসিলা হয়।

* * *

www.pathagar.com

তাঁর হাতে হযরত আবু দারদার ইসলাম গ্রহণ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. ও হযরত আবু দারদা রাযি. তাঁরা উভয়ে জাহেলী যুগ থেকেই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তারপর যখন মহান আল্লাহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি.-কে ইসলামের দৌলত দিয়ে সম্মানিত করলেন, তখন তিনি আবু দারদা রাযি. কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনার দাওয়াত দেন। ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ থেকে দূরে থাকেন।

তিনি আলোর রাজপথ ছেড়ে অন্ধকার গলিতেই হাঁটেন। নির্বাক পাথরের মূর্তির সাথেই সখ্যতা গড়ে তোলেন। তার স্তুতি-বন্দনায় ডুবে থাকেন। তার সেবা-যত্নে জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করেন। উন্নত সুগন্ধি দিয়ে সেটাকে সুবাসিত করেন আর দামী রেশমী কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখেন।

একদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. পণ করেন। মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করেন। আর সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন, কখন আবু দারদা বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবেন। ধীরে ধীরে সূর্য ওপরে ওঠে। তার আলো মদীনার আকাশে বাতাস ছড়িয়ে পড়ে। লোকজন কর্মস্থলের দিকে ছুটে যায়। হযরত আবু দারদা রাযি.ও দোকানে যান। এবার তিনি বাড়ীতে গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে দরোজায় টুকা দিয়ে জিজ্ঞেস করেন : আবু দারদা কোথায়?

: এই মাত্র বেরিয়ে গেলেন।

: ভিতরে আসতে পারি?

: স্বাগতম! আসুন! এই বলে তিনি নিজের রুমে চলে যান।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. সোজা সেই রুমে ঢুকেন, যেখানে আবু দারদা তাঁর মূর্তিটি স্থাপন করেছেন। এবার সাথে নিয়ে আসা কুড়ালটি বের করেন। তারপর বেদী থেকে মূর্তিটি নামিয়ে মনের আনন্দে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করতে থাকেন আর আবৃত্তি করতে থাকেন–

www.pathagar.com

اَلَاكُلُّ مَا يُدْعٰى مَعَ اللّٰهِ بَاطِلٌ

শোনে রাখো! আল্লাহর সঙ্গে যার উপাসনা করা হয়, তা বাতিল, মিথ্যা।

মূর্তিটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যান। হযরত আবু দারদা রাযি.-এর স্ত্রী মূর্তি ভাঙ্গার আওয়াজ শোনেন। তাই তিনি ঘর থেকে বেরুবার সাথে সাথে ভয়ে ভয়ে মূর্তির ঘরে ঢুকেন। মূর্তির এ দুর্দশা দেখে ভীষণ ভড়কে যান! কপাল চাপড়ে বলতে থাকেন–

اَهْلَكْتَنِىْ يَاابْنَ رَوَاحَةَ

হে রাওয়াহার পুত্র! তুমি আমাকে ধ্বংস করে দিলে!

কিছুক্ষণ পর হযরত আবু দারদা রাযি. বাড়ীতে আসেন। এসে দেখেন, তাঁর স্ত্রীর মূর্তির ঘরের দরোজায় বসে কাঁদছে। ভয়-ভীতির ছাপ তাঁর চেহারায় লেগে আছে।

: তোমার কী হলো?

: আপনি ঘর ছেড়ে বেরুবার পর আপনার ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা এলো। এসে যে কাণ্ড ঘটালো, তা তো আপনি দেখছেন।

ঘটনার কথা শোনে হযরত আবু দারদা রাযি. রাগে কাঁপতে থাকেন। তাঁর চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি.-এর প্রতি ঘৃণা জন্মে। প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা করেন!!

কিন্তু একটু পরেই তাঁর চিন্তার জগতে ভাঁজ পড়ে। হৃদয়ে তোলপাড় শুরু হয়। মনে মনে বলেন: সত্যিই যদি এ মূর্তির ভেতর কোনো কল্যাণ শক্তি থাকতো তাহলে অবশ্যই সে নিজেকে অনিষ্ট থেকে রক্ষা করতে পারতো।

তারপর তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি.-এর নিকট যান। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যান এবং তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

* * *

www.pathagar.com

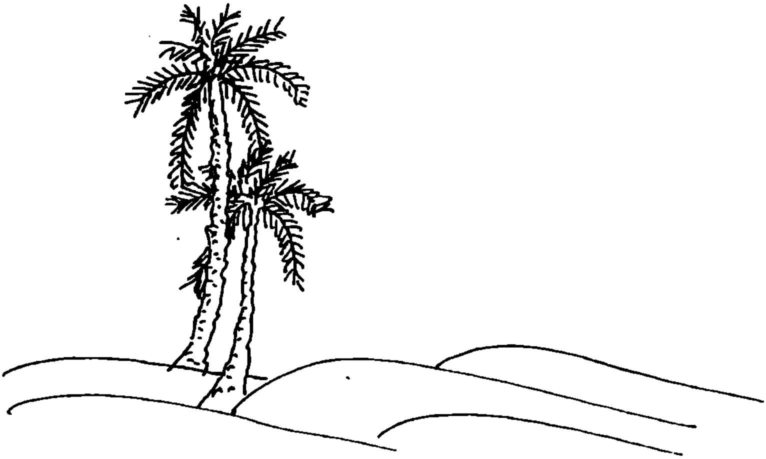

জ্ঞানের আগ্রহ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ্ রাযি.-এর জ্ঞান অর্জনের প্রতি ছিলো দারুণ আগ্রহ। যিকির, কুরআন তেলাওয়াতে তিনি অনেক সময় ব্যয় করতেন। যিকিরের মজলিস, জ্ঞানের আসরে তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে হাজির হতেন। দীর্ঘ সময় ধরে বসতেন।

একদিন প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কে বলেন :

رَحِمَ اللّٰهُ ابْنَ رَوَاحَةَ اِنَّهٗ يُحِبُّ الْمَجَالِسَ الَّتِىْ تَتَبَاهٰى بِهَا الْمَلٰئِكَةُ

"মহান আল্লাহ্ আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার ওপর রহম করুন। কারণ, সে এমন সব মজলিসকে ভালোবাসে, যেগুলো নিয়ে ফেরেশতারা গর্ব করেন।"

তিনি প্রিয় নবীজীর প্রতিটি মজলিসে অত্যন্ত যত্নসহকারে হাজির হতেন। গভীর মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা শুনতেন। সাহাবায়ে কেরামের ভিতর প্রিয় নবীজীর প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিলো স্মরণ রাখার মতো।

একদিনের ঘটনা। তিনি মসজিদের পথে রওনা দিয়েছেন। প্রিয় নবীজী তখন খুতবা দিচ্ছেন। মসজিদের কাছে এলে তাঁর কানে প্রিয়

www.pathagar.com

নবীজীর আওয়াজ পৌঁছে– যে যেখানে আছো, বসে পড়ো। একথা শোনামাত্র রাস্তায়ই বসে পড়েন।

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা শেষ করে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন : আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি তোমার আনুগত্যের আগ্রহ মহান আল্লাহ আরো বাড়িয়ে দিন।

* * *

পাহাড়সম ঈমান

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সাহাবীদের ঈমান ছিলো পাকা। পাহাড়ের মতো মজবুত। তার ভিতর আবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি.-এর ঈমান ছিলো বেশি পাকা। শক্তিশালী। অবশ্য এর একটা কারণও আছে। সেটা হলো তিনি খুব বেশি বেশি ঈমানের আলোচনা করতেন। ঈমানের কথা অপরকে বলতেন। তাঁর অভ্যাস ছিলো প্রিয় নবীজীর কোনো সাহাবীর সঙ্গে দেখা হলেই তাঁকে বলতেন : تَعَالَ نُؤْمِنُ بِرَبِّنَا سَاعَةً এসো আমরা কিছুক্ষণ বসে আল্লাহর প্রতি ঈমান মজবুত করি।

এমনি একদিন এক সাহাবীকে বললে, তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন : আমরা কি মুমিন নই?!

: হ্যাঁ, অবশ্যই। কিন্তু ঈমানের আলোচনা করলে ঈমান তাজা হবে, ঈমান আরো বাড়বে, শক্তিশালী হবে।

* * *

নিয়মিত আমাল

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি.-এর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করা হয়, ঘরে তিনি কী আমল করেন?

www.pathagar.com

তিনি উত্তর দেন : ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তিনি দু'রাকাত নামায পড়েন, আবার ঘরে এসে দু'রাকাত নামায পড়েন। এ আমল তিনি সব সময় করেন। কখনো বাদ দেন না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বর্ণনা করেন, প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

رَحِمَ اللّٰهُ ابْنَ رَوَاحَةَ، كَانَ اَيْنَمَا اَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ اناخ

মহান আল্লাহ ইবনে রাওয়াহার ওপর রহম করুন, যেখানেই নামাযের সময় হতো, সেখানেই তিনি উট থেকে নেমে যাত্রা বিরতি দিয়ে নামায পড়ে নিতেন।

* * *

আল্লাহভীতি

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি.-এর হৃদয় যেমন আল্লাহর প্রেমে ভরা ছিলো, তেমনি আল্লাহভীতিও ছিলো তাঁর ভিতর খুব বেশি। একদিন তার স্ত্রী দেখেন, তিনি কাঁদছেন, তখন স্ত্রীও কাঁদতে শুরু করেন।

তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন : তুমি কী কারণে কাঁদছো।

: আপনাকে দেখলাম কাঁদছেন, সে কারণে আমিও কাঁদলাম। তিনি সে সময় স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে পবিত্র কুরআনের সূরা মারয়ামের একাত্তর ও বাহাত্তর নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করে শোনান–

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا.

"আর তোমাদের প্রত্যেককেই (জাহান্নাম) পার হতে হবে, এটি তোমার রবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তারপর আমি এদেরকে মুক্তি দেব যারা

www.pathagar.com

তাকওয়া অবলম্বন করেছে। আর জালিমদেরকে আমি সেখানে রেখে দেব নতজানু অবস্থায়।" (সূরা মারয়াম-৭১-৭২)

তারপর বলেন : আমি জেনেছি যে, জাহান্নামের ওপর দিয়ে অবশ্যই আমাকে পাড়ি দিতে হবে, কিন্তু আমি জানি না মুক্তি পাবো কি না?!

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের সকল ইবাদতের কাজে অগ্রগামী ছিলেন। বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু দারদা রাযি. বলেন : এক সফরে আমরা একসঙ্গে ছিলাম। সেদিন ভীষণ গরম ছিলো। গরমের অসহ্য তাপ থেকে বাঁচার জন্যে কেউ কেউ মাথায় হাত রাখছিলো। ওই প্রচন্ড গরমের দিনেও প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. রোযা রেখে ছিলেন।

*　　*　　*

www.pathagar.com

তাঁর শিয়রে প্রিয় নবীজী সা.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. একবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অসুস্থতার যায়। সংবাদ পেয়ে তাঁকে দেখার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসেন। এসে দেখেন, তাঁর হুঁশ নেই। প্রিয় নবীজী তখন তাঁর জন্যে দু'আ করেন : আয় আল্লাহ! তাঁর যদি মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়ে থাকে, তাহলে মৃত্যুকে তাঁর জন্যে সহজ করে দাও। আর যদি মৃত্যুর সময় উপস্থিত না হয়ে থাকে, তাহলে সুস্থ করে দাও।

একটু পরেই তাঁর হুঁশ ফিরে আসে। তিনি সুস্থতা অনুভব করেন। তখন বলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমি বেঁহুশ হয়ে গেলে মা আমাকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকেন– হায় পাহাড়! হায় পাহলোয়ান! সে সময় ফেরেশতাগণ লোহার হাতুড়ি ওঠিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করেন : তুই কি অমন?! আমি যদি হ্যাঁ বলতাম, তাহলে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে আমাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতো।

এমন সময় একদল সাহাবী আসেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি.-কে দেখার জন্যে। তাঁর সেবা করার জন্যে। প্রিয় নবীজী তখনো তাঁর নিকটেই বসা। তিনি তাঁদের উদ্দেশ্য করে বলেন : " তোমরা জানো, আমার উম্মতের শহীদ কারা?"

www.pathagar.com

তাঁরা উত্তর দেন : নিহত প্রত্যেক মুসলমানই তো শহীদ।

প্রিয় নবীজী বলেন :

إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِىْ إِذًا لَقَلِيْلٌ، قَتْلُ الْمُسْلِمِ شَهَادَةٌ، وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ، وَالْغَرِقُ شَهَادَةٌ، وَالْمَرْأَةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جَمْعًا شَهَادَةٌ

আমার উম্মতের শহীদদের সংখ্যা খুবই কম–

– যে মুসলমান নিহত হবে, সে শহীদ,

– যে পেটের পীড়ায় মারা যাবে, সেও শহীদ।

– যে পানিতে ডুবে মারা যাবে, সেও শহীদ।

– সন্তান প্রসব করার সময় যে মা মৃত্যুবরণ করেন, তিনিও শহীদ।

* * *

তিনি কবি

আমরা পূর্বেই জেনেছি যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. ছিলেন একজন ভালো মানের কবি। তাই যখন পবিত্র কুরআনের উনিশতম পারার সূরা শুয়ারার দুইশত চব্বিশ, পঁচিশ ও ছাব্বিশ নম্বর আয়াত অবতীর্ণ হয়–

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُوْنَ (٢٢٤) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِىْ كُلِّ وَادٍ يَهِيْمُوْنَ (٢٢٥) وَأَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ (٢٢٦)

“আর বিভ্রান্তরাই কবিদের অনুসরণ করে। তুমি কি লক্ষ করনি যে, তারা প্রত্যেক উপত্যকায় উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়? আর নিশ্চয় তারা এমন কথা বলে, যা তারা করে না।”

www.pathagar.com

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. তখন ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। বেদনাঝরা কণ্ঠে বলেন : মহান আল্লাহ জেনে ফেলেছেন, আমি তাদের অন্তর্ভূক্ত। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন–

إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُوْا.

"তবে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আর আল্লাহকে অনেক স্মরণ করেছে। এবং তারা নির্যাতিত হওয়ার পর প্রতিশোধ নেয়। আর জালিমরা শীঘ্রই জানতে পারবে, কোন প্রত্যাবর্তন স্থলে তারা প্রত্যাবর্তন করবে।" (সূরা শু'আরা-১২৭)

এতে তাঁর দিল শান্ত হয়। অস্থিরতা দূর হয়। মনে মনে আনন্দ লাভ করেন।

*   *   *

একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মসজিদে বসা। তাঁকে ঘিরে বসে আছেন সাহাবায়ে কেরাম রাযি.। তাঁকে দেখে সকলে ডাকতে লাগলেন। এই আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা! এই আব্দুল্লাহ ...!!

আওয়াজ শোনে তিনি বুঝতে পারেন, নিশ্চয় প্রিয় নবীজী তাঁকে ডেকেছেন। তিনি নবীজীর দিকে এগিয়ে যান। নবীজী তাঁকে বলেন : 'এখানে বসো।'

তিনি প্রিয় নবীজীর সামনে বসেন। নবীজী তাঁকে প্রশ্ন করেন : আচ্ছা, তোমার যখন কবিতা বলতে মন চায়, তখন কী কর?!!

: সে বিষয়ে কিছুক্ষণ ভাবি তারপর বলি।

: ঠিক আছে, এখন তুমি মুশরিকদের বিরুদ্ধে কবিতা আবৃত্তি কর।

www.pathagar.com

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. তখন প্রিয় নবীজীর দিকে তাকান, তারপর কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করেন–

يَاهَاشِمَ الْخَيْرِ إِنَّ اللّٰهَ فَضَّلَكُمْ
عَلَى الْبَرِيَّةِ فَضْلًا مَالَهُ غِيَرُ
إِنِّىْ تَفَرَّسْتُ فِيْكَ الْخَيْرَ أَعْرِفُهُ
فِرَاسَةً خَالَفَتْهُمْ فِى الَّذِىْ نَظَرُوْا
وَلَوْ سَأَلْتَ أَوِ اسْتَنْصَرْتَ بَعْضَهُمْ
فِىْ جُلِّ أَمْرِكَ مَاآوَوْا وَلَا نَصَرُوْا
فَثَبَّتَ اللّٰهُ مَاآتَاكَ مِنْ حَسَنٍ
تَثْبِيْتَ مُوْسٰى وَنَصْرًا كَالَّذِىْ نُصِرُوْا

কল্যাণধারী হে হাশেমী বংশধর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন আল্লাহ,
আপনাকে সকল সৃষ্টির ওপর।
দিব্য চোখে আমি হেরেছি কল্যাণ আপনার ভিতর
সে কারণে শত্রুরা বিরোধিতা করছে সদা আপনার।
যদি আপনি সাহায্য চাইতেন গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজে ওদের কভু ওরা দিতো না আশ্রয়, করতো না সাহায্য এ সত্য চিরদিনের।
হেতুই মিনতি জানাই দরবারে মহান আল্লাহর,
আপনাকে অটল রাখুন কল্যাণসহ, যেমন তিনি রেখেছিলেন দৃঢ়, করেছিলেন সাহায্য মুসা নবীসহ সকল নবীদের।

কবিতা শোনে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠোঁটে মুচকি হাসি ছড়িয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি.-এর দিকে এগিয়ে যান এবং বলেন : তোমাকেও মহান আল্লাহ অটল অবিচল রাখুন।

* * *

www.pathagar.com

প্রিয় নবীজীর প্রশংসায় তাঁর কবিতা

وَفِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ نَتْلُوْا كِتَابَهُ

إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوْفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ

يَبِيْتُ يُجَافِيْ جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ

إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوْفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ

يَبِيْتُ يُجَافِيْ جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ

إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِيْنَ الْمَضَاجِعُ

أَتٰى بِالْهُدٰى بَعْدَ الْعَمٰى فَقُلُوْبُنَا

بِهٖ مُوْقِنَاتٌ أَنَّ مَاقَالَ وَاقِعُ

আমাদের মাঝে রয়েছেন রাসূল সেই আল্লাহর
আমরা যাঁর কিতাব পড়ি দিবারাত।
কল্যাণ সদা ছড়ায় তাঁর থেকে,
যেমন উজ্জ্বল প্রভাত আলো ছড়ায় দিনের শুরুতে।
নিদ্রাবিহীন রাত কাটান তিনি পিঠ আলাদা থাকে বিছানা হতে,
মুশরিকরা তখন বেঘোরে ঘুমায় মোহের শয্যাতে।
হেদায়াতসহ এসেছেন তিনি গোমরাহির পর,
মোদের দিলে রয়েছে পূর্ণ বিশ্বাস তাঁর কথার সত্যতার ওপর।

*   *   *

কাযা উমরা আদায়

কাযা উমরা পালনের ইতিহাস বা কাহিনীটা একটু গোড়া থেকেই শুরু করি। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের নিয়ে প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেছেন ছয় বছর হতে

www.pathagar.com

চলেছে। এ সময়ের ভিতর আরব জাহানের বেশির ভাগ জায়গায় ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। পরিবেশ পরিস্থিতি এখন মুসলমানদের অনুকূলে। সে সময়ের কথা।

একদিন প্রিয় নবীজী স্বপ্নে দেখেন, তিনি সাহাবায়ে কেরামসহ মসজিদে হারামে প্রবেশ করছেন। স্বপ্নে তিনি এও দেখেন, তিনি কা'বা ঘরের চাবি নিয়েছেন এবং সাহাবীদের নিয়ে কা'বা ঘর তাওয়াফ ও উমরা পালন করছেন। এরপর কয়েকজন সাহাবী মাথার চুল মুন্ডান, আর কয়েকজন শুধু চুল ছেটেই শেষ করেন। প্রিয় নবীজী সাহাবীদের এ স্বপ্নের কথা জানান। সাহাবাগণ শোনে খুব খুশি হন। তাঁরা মনে মনে আশা করছিলেন, এ বছর মক্কায় যাওয়া সম্ভব হবে। কারণ, প্রিয় নবীজী তাঁদের এও বলেছিলেন, তিনি উমরা পালন করবেন। এ কথা বলার পর সাহাবায়ে কেরামও সফরের প্রস্তুতি আরম্ভ করেন। সব প্রস্তুতি শেষে তিনি সাহাবীদের নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওনা হন।

এ দিকে কুরাইশরা প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কার পথে রওনা দেয়ার সংবাদ পেয়ে জরুরী পরামর্শ সভা ডাকে। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, যে কোনো ভাবে মুসলমানদের বাইতুল্লাহ থেকে দূরে রাখতে হবে। ফলে অনেক চেষ্টা-তদবীর করেও প্রিয় নবীজী এবং সাহাবীগণ মক্কা ঢুকতে পারেন না। পরিশেষে তাঁরা ফিরে যান এবং পরের বছর এসে সেই উমরা কাযা করেন। তখন মক্কায় প্রবেশের সময় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. প্রিয় নবীজীর উটের লাগাম ধরে আবৃত্তি করছিলেন–

خَلُّوْا بَنِى الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيْلِهٖ
اِنِّىْ شَهِيْدٌ اَنَّهٗ رَسُوْلُهٗ
خَلُّوْا فَكُلُّ الْخَيْرِ فِىْ رَسُوْلِهٖ
يَارَبِّ اِنِّىْ مُؤْمِنٌ بِقِيْلِهٖ

www.pathagar.com

اَعْرِفُ حَقَّ اللّٰهِ فِىْ قَبُوْلِهٖ

نَحْنُ قَتَلْنَا كُمْ عَلٰى تَأْوِيْلِهٖ

كَمَا قَتَلْنَا كُمْ عَلٰى تَنْزِيْلِهٖ

ضَرْبًا يُزِيْلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيْلِهٖ

وَيُذْهِلُ الْخَلِيْلَ عَنْ خَلِيْلِهٖ.

কাফেরের সন্তানরা ছেড়ে দাও পথ তাঁর
আমি সাক্ষ্য দেই তিনি রাসূল আল্লাহর,
অগণিত কল্যাণ রয়েছে তাঁকে ঘিরে
প্রভু হে আমি বিশ্বাস রাখি তাঁর কথার পরে।
তাঁর কথায় আমি সত্যের সন্ধান পাই
তাঁর সম্মতিতেই আমরা জিহাদ চালিয়ে যাই।
তাঁর নির্দেশ মেনে দেবো এমন মার
মাথার খুলি উড়ে যাবে বন্ধুর খবর থাকবে না আর।

কবিতা আবৃত্তি শোনে হযরত উমর রাযি. বলেন : হে রাওয়াহার পুত্র, তুমি প্রিয় নবীজীর সামনে হারাম শরীফের ভিতর এমন কবিতা আবৃত্তি করছো?

নবীজী উত্তর দেন : উমর! তাঁকে ছেড়ে দাও। কুরাইশদের মধ্যে এ কবিতার প্রভাব তীর নিক্ষেপের চেয়ে অনেক বেশি।

*　*　*

www.pathagar.com

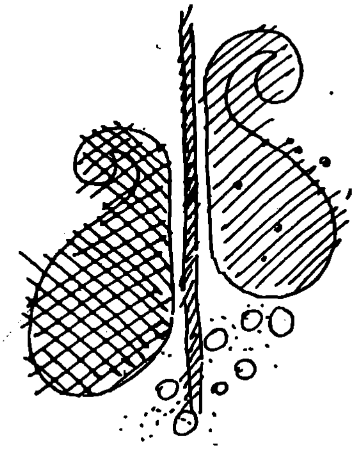

তিনি সুসংবাদদাতা

মহান আল্লাহ্ বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য করেন। ফলে তাঁরা বিজয় লাভ করেন। তাঁরা কাফের সরদার– আবু জাহল, আমর ইবনে হিশাম, উতবা ইবনে রবিয়া, শাইবা ইবনে রবিয়াসহ আরো অনেককে হত্যা করেন। বিজয় লাভের পর প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় ফিরে আসেন। সাথে নিয়ে আসেন অনেক বন্দী ও প্রচুর গণীমতের মাল। আল্লাহর সঙ্গে শরীক সাব্যস্তকারী, তাঁকে অস্বীকারকারী কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহর বিরাট সাহায্য ও অভাবনীয় বিজয়ের সুসংবাদ দেয়ার জন্যে প্রিয় নবীজী নিজে পৌছার আগে মদীনায় দু'জন সুসংবাদদাতা পাঠান–

একজন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা রাযি., আরেকজন হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি.।

বদর প্রান্তর থেকে ফেরার পথে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আছীল' নামক জায়গায় আছরের নামায আদায় করেন। নামায শেষে তিনি মুচকি হাসেন। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. হাসির কারণ জানতে চাইলে তিনি উত্তর দেন : হযরত মিকাঈলকে দেখা যাচ্ছে, তাঁর

www.pathagar.com

পাখায় ধুলাবালি লেগে আছে। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন : 'আমি শত্রুদের খোঁজে ছিলাম।' বদরের যুদ্ধ শেষে ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরা এবং চেহারায় নেকাব পরা অবস্থায় এসে বলেন : হে মুহাম্মদ! মহান আল্লাহ আমাকে এ নির্দেশ দিয়ে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, আমি যেনো আপনাকে সন্তুষ্ট করে তবেই বিদায় নিই... আপনি কি সন্তুষ্ট হয়েছেন?

প্রিয় নবীজী উত্তর দেন : হ্যাঁ।

আছীলে আছরের নামায আদায়ের পর প্রিয় নবীজীর দুই দূত দ্রুত সামনে অগ্রসর হয়। আকীক নামক স্থানে পৌঁছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি. থেকে আলাদা হয়ে যান। দু'জন দু'দিকে চলে যান। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. সওয়ারীর ওপর থেকেই ডেকে ডেকে বলতে থাকেন–

হে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর, আল্লাহর রাসূল নিরাপদে আছেন, মুশরিকরা নিহত ও বন্দী হয়েছে। নিহত হয়েছে– রবিয়ার ছেলেরা, হাজ্জাজের ছেলেরা, আবু জাহেল, যামআ ইবনে আসওয়াদ, উমাইয়া ইবনে খালফ। আর বন্দী হয়েছে সোহাইল ইবনে আমর।

তখন আসেম ইবনে আদী দৌড়ে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করে: হে রাওয়াহার পুত্র! তুমি কি সত্যিই বলছো?

: হ্যাঁ, আগামীকাল তোমরা দেখবে প্রিয় নবীজী বন্দীদের বাঁধা অবস্থায় নিয়ে আসবেন।

তারপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. এ সুসংবাদ আনসারদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন। শিশুরা তাঁর সঙ্গে আবৃত্তি করতে থাকে– قُتِلَ اَبُوْجَهْلٍ فَاسِقٌ আহা কি মজা! পাপিষ্ঠ আবু জাহেল নিহত হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাওহা নামক জায়গায় পৌঁছলে সেসব মুসলমানদের সাথে সাক্ষাত হয়, দূতদের মুখে বিজয় সংবাদ শোনে যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভিনন্দন ও অভ্যার্থনা জানাতে মদীনা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা মোবারকবাদ জানালে হযরত সালমা ইবনে সালামা রাযি. বললেন : আপনারা আমাদের কিসের মোবারকবাদ জানাচ্ছেন!! আল্লাহর কসম, আমাদের তো মোকাবেলা হয়েছে মাথা নুয়ে পড়া বৃদ্ধদের সাথে, যারা ছিলো উটের মতো।

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শোনে মুচকি হেসে বলেন : ভাতিজা, এসব লোকই তো কওমের নেতা।

* * *

বদরের যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে তাঁর অভিমত

মদীনায় পৌঁছে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের সঙ্গে যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে পরামর্শ করেন। তাঁদের সকলের মতামত জানতে চান।

হযরত আবু বকর রাযি. বলেন : হে আল্লাহর রাসূল! এরা আপনারই গোত্র এবং বংশের লোক। আমার মতে আপনি এদের থেকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিন। এমনও হতে পারে, মহান আল্লাহ এদের হেদায়াত দিবেন এবং এরা আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে।

হযরত উমর রাযি. বলেন : হে আল্লাহর রাসূল! এরা আপনাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, আপনাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করেছে। সুতরাং ওদের শিরোচ্ছেদ করে দিন!

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. বলেন : হে আল্লাহর রাসূল! ঘন গাছ পালায় ভরা কোনো উপত্যকা তালাশ করে ওদেরকে তাতে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিন!

www.pathagar.com

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকেন। কোনো উত্তর না দিয়ে তিনি কামরায় চলে যান!!

তখন উপস্থিত লোকদের মধ্যে কেউ কেউ বললো : তিনি হযরত আবু বকর রাযি. এর মত গ্রহণ করবেন। কেউ কেউ বললো : হযরত উমর রাযি.-এর মত গ্রহণ করবেন।

আবার কেউ বললো : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি.-এর মত গ্রহণ করবেন।

কিছুক্ষণ পর প্রিয় নবীজী তাঁদের কাছে আসেন এবং বলেন মহান আল্লাহ কিছু মানুষের দিল নরম করে দেন, ফলে তা খুব বেশি নরম হয়ে যায়। আবার তিনিই কিছু মানুষের দিল শক্ত করে দেন, ফলে তা পাথরের চেয়েও বেশি শক্ত হয়ে যায়!! আবু বকর, তোমার দৃষ্টান্ত, হযরত ইবরাহীম আ.-এর ন্যায়। যেমন সূরা ইবরাহীমের ছত্রিশ নম্বর আয়াতে উম্মতের বিষয়ে অভিমতের কথা আলোচনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"যে আমার অনুসরণ করেছে, নিশ্চয় সে আমার দলভুক্ত, আর যে আমার অবাধ্য হয়েছে, নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

আবু বকর, অনুরূপভাবে তোমার উপমা, হযরত ঈসা আ.-এর মতো। যেমন নিজ উম্মতের বিষয়ে তাঁর কথা সূরা মায়েদার একশত আঠারো নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

"আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তবে তারা আপনারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তবে নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

www.pathagar.com

উমর, তোমার উপমা, হযরত নূহ আ.-এর মতো। যেমন আপন কওমের ব্যাপারে তাঁর দু'আ পবিত্র কুরআনের সূরা নূহের ছাব্বিশ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–

رَبِّ لَاتَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا

"হে আমার রব! জমীনের ওপর কোনো কাফেরকে অবশিষ্ট রাখবেন না।"

আর আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, তোমার দৃষ্টান্ত, হযরত মুসা আ. এর মতো। যেমন বনী ইসরাঈলের ব্যাপারে তাঁর বদদু'আর বিষয়টি মহান আল্লাহ সূরা ইউনূসের আষ্টাশি নম্বর আয়াতে তুলে ধরেছেন–

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَايُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيْمَ.

"হে আমাদের রব! তাদের ধন-সম্পদ নিশ্চিহ্ন করে দিন, তাদের অন্তরসমূহকে কঠোর করে দিন, ফলে তারা ঈমান আনবে না, যতক্ষণ না যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেখে।"

তারপর প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : "তোমরা এখন অভাবগ্রস্ত তাই মুক্তিপণ নিয়ে তাদের ছেড়ে দেয়াই যুক্তিসঙ্গত। তবে যারা মুক্তিপণ দিতে পারবে না, তাদের হত্যা করা হবে।"

তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. নিবেদন করেন : হে আল্লাহর রাসূল! কিন্তু সোহাইল ইবনে বাইযাকে মুক্তিপণ ছাড়াই ক্ষমা করে দেয়া উচিত। কারণ, আমি তাকে কালিমা পড়ে মুসলমান হওয়ার ঘোষণা দিতে শুনেছি।

প্রিয় নবীজী নীরব থাকেন, কোনো উত্তর দেন না। এতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. ভীষণ ভড়কে যান। সে অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন : সে দিনের মতো এতো বেশি ভয় আমি আর

www.pathagar.com

কোনো দিন পাইনি। মনে হচ্ছিলো এক্ষুণি আসমান থেকে আমার ওপর পাথর পড়বে!!

বেশ কিছু সময় পার হয়ে যাওয়ার পর প্রিয় নবীজী বলেন : হ্যাঁ, সোহাইল ইবনে বাইযাকে মাফ করে দেয়া হলো। এ ছাড়া বাকী যুদ্ধবন্দীদের নিকট থেকে মুক্তিপণ আদায় করা হয়। তখনি পবিত্র কুরআনের সূরা আনফালের সাতষট্টি ও আটষট্টি নম্বর আয়াত অবতীর্ণ হয়–

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ، تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ، وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

"কোনো নবীর জন্যে সঙ্গত নয় যে, তাঁর নিকট যুদ্ধবন্দী থাকবে (পণের বিনিময়ে তিনি তাদেরকে মুক্ত করবেন) যতক্ষণ না তিনি জমীনে (তাদের) রক্ত প্রবাহিত করেন। তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা করছ, অথচ আল্লাহ চাচ্ছেন আখেরাত। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। আল্লাহর লিখন অতিবাহিত না হয়ে থাকলে, অবশ্যই তোমরা যা গ্রহণ করেছ, সে বিষয়ে তোমাদেরকে মহা আযাব স্পর্শ করত।"

আয়াতে মহান আল্লাহ মুসলমানদের বদরের যুদ্ধবন্দীদের নিকট থেকে মুক্তিপণ নেয়ার কাজের নিন্দা করেন। কেননা ওদের হত্যা করা জরুরী ছিলো। এর দু'টি কারণ–

এক. বদরের যুদ্ধ ছিলো মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে সংঘটিত প্রথম যুদ্ধ। মুসলমানরা তখনো পর্যন্ত সংখ্যায় কাফেরদের তুলনায় কম ছিলো। তাই ওদের হত্যা করে দিলে, মুশরিক যোদ্ধাদের সংখ্যা কমে যেতো। এতে ওদের শক্তি দুর্বল হয়ে যেতো এবং অহংকার মাটির সঙ্গে মিশে যেতো। দ্বিতীয়বার আর মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করার

www.pathagar.com

দুঃসাহস পেতো না। এটা ছিলো সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য। আর টাকা দিয়ে কোনোদিনই এ উদ্দেশ্য পুরা হবে না।

দুই. হযরত উমর রাযি. এর কথার সত্যতা প্রকাশ করা। তিনি কঠিনভাবে বলেছিলেন : মহান আল্লাহ যাতে জানেন যে, আমাদের হৃদয়ে মুশরিকদের ব্যাপারে কোনো সমবেদনা নেই।

মহান আল্লাহ বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের ব্যাপারে আগেই ক্ষমার ফায়সালা করে রেখেছিলেন। তাই যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণের কারণে যদিও তারা শাস্তির উপযুক্ত ছিলো; কিন্তু পূর্বের ফায়সালার কারণে তারা মাফ পেয়ে যান।

শুধু ক্ষমাই লাভ করেন না, বরং মহান আল্লাহর অনুগ্রহ লাভে তারা ধন্য হোন। তাঁদের জন্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে হালাল করে দেয়া হয়। আর এ মুক্তিপণও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়, যার জন্যে তাঁদের তিরস্কার করা হয়েছে।

*   *   *

www.pathagar.com

উসাইর ইবনে রযামের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট খবর আসে ইহুদী উসাইর ইবনে রযাম গাতফান গোত্রের লোকদের জড়ো করছে, তাদের নিয়ে প্রিয় নবীজীর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে। প্রিয় নবীজী তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. এর নেতৃত্বে ত্রিশজন সাহাবীকে তাঁর নিকট পাঠান।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. সঙ্গীদের নিয়ে উসাইর ইবনে রযামের নিকট পৌঁছে তাকে বলেন : আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে তোমার কাছে এসেছি, তা বলার সময়টুকু তুমি আমাকে নিরাপত্তা দাও।

: ঠিক আছে বল, আর হ্যাঁ আমিও তোমাদের কাছে ওই রকম নিরাপত্তা আশা করছি।

: হ্যাঁ, তাই হবে। তারপর তিনি বললেন : প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তোমার নিকট পাঠিয়েছেন তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। তুমি প্রিয় নবীজীর কাছে গেলে, তিনি তোমাকে খায়বারের দায়িত্ব দিবেন। এ ছাড়াও তিনি তোমার ওপর আরো অনুগ্রহ করবেন। খায়বারের দায়িত্ব পাওয়ার কথা শোনে লোভে

www.pathagar.com

উসাইর ইবনে রযামের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে ত্রিশজন ইহুদীকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হয়ে যায়। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে একজন করে মুসলমান থাকে। কিন্তু 'কারকারা নিয়ার' নামক স্থানে পৌঁছে উসাইর ইবনে রযাম মনে মনে লজ্জিত হয়। মুসলমানদের সঙ্গে এভাবে বেরিয়ে আসার জন্যে আফসোস করে। শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দেয়। এবার সে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি.-কে হত্যার ফন্দি আঁটে। এ উদ্দেশে সে হাত তলোয়ারের দিকে নামিয়ে নিতে থাকে!!

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. তার গাদ্দারী মনোভাব বুঝে ফেলেন। তিনি উটকে খুব দ্রুত সামনের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে বলেন : আল্লাহর দুশমন গাদ্দারী করতে চাও। এই বলে তিনি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তার পায়ে আঘাত করে পা কেটে দেন। সে উটের পিঠ থেকে জমীনের ওপর লুটিয়ে পড়ে। জমীনে পড়ে গিয়ে সে তার হাতের লাঠি দিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. এর চেহারায় শক্তভাবে আঘাত করে!

এভাবে প্রত্যেক মুসলিম মুজাহিদ পেছনে সরে গিয়ে ইহুদীদের ওপর হামলা করেন। ওদের জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন। একজন শুধু তাঁদের হাত থেকে বেঁচে যায়। বাকী সব মারা পড়ে। এ যুদ্ধে মুসলমানদের কোনো ধরনের ক্ষতি হয়নি।

যুদ্ধে শেষে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. এবং তাঁর সাথীগণ ফিরে এসে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সব ঘটনা বললে, তিনি বলেন–

قَدْ نَجَّاكُمُ اللّٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ.

"মহান আল্লাহ তোমাদেরকে জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছেন।"

www.pathagar.com

অতঃপর প্রিয় নবীজী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. এর ক্ষতস্থানে থুতু লাগিয়ে দেন। ফলে আঘাত সেরে যায়। শুধু তাই নয়, সে দিনের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনোদিন তিনি সেখানে ব্যথা অনুভব করেননি।

*   *   *

খায়বারের ফসল পরিমাপের দায়িত্ব লাভ

খায়বার মদীনা থেকে উত্তর দিকে আনুমানিক একশত মাইল দূরে শামের পথে অবস্থিত একটি বড় শহর। এখানে অনেক দুর্গ ও প্রচুর ক্ষেত খামার ছিলো।

খায়বার ছিলো ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের আখড়া। এটা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের সামরিক প্রস্তুতির কেন্দ্রস্থলও ছিলো। এই খায়বারের অধিবাসীরাই খন্দকের যুদ্ধে সকল মুশরিক গোত্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়ে সমবেত করে। এরাই বনু কোরায়যা গোত্রের লোকদের বিশ্বাসঘাতকতায় ইন্ধন যোগায়। এ সমস্ত কারণে বাধ্য হয়ে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার অভিমুখে যাত্রা এবং ওদের সবগুলো দুর্গ অবরোধ করেন।

খায়বারের 'অতীহ ও সালালাম' দুর্গ অবরোধ করাকালীন ইহুদীরা যখন বুঝতে পারে আমাদের নিশ্চিত ধ্বংস, তখন তারা প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রস্তাব দেয়: আপনি যদি অবরোধ তুলে নেন ও জানের নিরাপত্তা দেন, তাহলে আমরা সমস্ত মাল আপনার হাতে তুলে দেবো। এ প্রস্তাবে প্রিয় নবীজী রাজী হোন।

সবগুলো দুর্গের সমস্ত মালামাল হাতে পাওয়ার পর প্রিয় নবীজী ইহুদীদের খায়বার থেকে নির্বাসিত করতে চান। কিন্তু তারা বললো : হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি আমাদের এ জমীতেই

www.pathagar.com

থাকতে দিন, আমরা এর দেখাশোনা করবো। এ জমীন সম্পর্কে আমরা আপনাদের চেয়ে বেশি জানি।

ওই দিকে প্রিয় নবীজী এবং সাহাবায়ে কেরামের কাছে এতো পর্যাপ্ত সংখ্যক দাস ছিলো না, যারা এ জমী আবাদ ও দোখাশোনা করতে পারে। তাছাড়া সাহাবায়ে কেরামের এ জমীর কাজ করার মতো সময়ও ছিলো না। এসব কারণে খায়বারের জমীতে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক মুসলমানরা পাবেন এ শর্তে প্রিয় নবীজী ইহুদীদের বর্গা দেন। তিনি যতোদিন চাবেন, ততোদিন ইহুদীদের এ সুযাগ দিবেন। আবার যখন ইচ্ছা করবেন, তাদের এখান থেকে নির্বাসিত করে দিবেন। এরপর প্রতি বছর প্রিয় নবীজী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি.-কে খায়বারে পাঠাতেন। তিনি গিয়ে খায়বারের জমীর উৎপন্ন ফসলের পরিমাপ করতেন।

একবার খায়বারের ইহুদীরা প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি.-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। তারা বলে : তিনি খুব শক্তভাবে পরিমাপ করেন। তারা যখন তাঁকে বলতো আপনি আমাদের অংশ কম দিয়েছেন। তখন তিনি তাদের বলতেন : তাহলে ঠিক আছে, এ দুই অংশের যে অংশ তোমাদের পছন্দ, সেটা নিয়ে যাও।

কোনোভাবেই যখন কাজ হয় না, তখন ইহুদীরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি.-কে ঘুষ দিয়ে কাবু করতে চায়। এ হীন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তারা তাদের নারীদের সব অলংকার জমা করে নিয়ে এসে বলে : এই ধরুন এগুলো নিয়ে ফসলের পরিমাপ আমাদের থেকে আরো কিছু কমিয়ে দিন।

তিনি তাদের বলেন : রে ইহুদী গোষ্ঠী, আল্লাহর দুশমন, তোরা আমাকে ঘুষের লোভ দেখাচ্ছিস! আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তোদের কাছে এসেছি আমার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তির নিকট থেকে, আর

www.pathagar.com

তোরা আমার নিকট সবচে' ঘৃণিত মানুষ। এমনকি বানর ও শুকরের চেয়েও নিকৃষ্ট। কিন্তু মনে রেখো! তাঁর প্রতি অনুপম ভালোবাসা এবং তোদের প্রতি সীমাহীন ঘৃণা, আমাকে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করবে না, অন্যায় সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহ দেবে না।

তাঁর ঈমানী দৃঢ়তা ও উন্নত চিন্তা দেখে, তারা বললো : হ্যাঁ, এমনতর লোকদের কারনে আসমান-জমীন টিকে আছে।

*　*　*

মুতার যুদ্ধ

মুতা জর্দানের বালকা এলাকার নিকটবর্তী একটি জনপদ। এ জায়গা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসের দূরত্ব মাত্র দুই মনযিল। এখানেই মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

অষ্টম হিজরী সনের জুমাদাল উলা মাসে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারেস ইবনে উমায়ের আযদী রাযি.-কে একখানি চিঠি দিয়ে বসরার গভর্নরের কাছে পাঠান। চিঠিতে তিনি তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দেন। সে সময় রোমের কায়সারের গভর্নর শুরাহবিল ইবনে আমর গাসসানী বালকা এলাকার শাসনকর্তা ছিলো। এ দুর্বৃত্ত প্রিয় নবীজীর দূতকে গ্রেফতার করে ও নির্মমভাবে হত্যা করে।

দূত হত্যার সংবাদ শোনে প্রিয় নবীজী খুবই মর্মাহত হোন। কেননা এর আগে প্রিয় নবীজীর কোনো দূতকে হত্যা করা হয়নি। তাছাড়া দূত হত্যা গুরুতর অপরাধ। যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। এ কারণে প্রিয় নবীজী সে এলাকায় অভিযান পরিচালনার জন্যে সাহাবায়ে কেরামকে প্রস্তুতির নির্দেশ দেন। সে অনুযায়ী তিন হাজার সৈন্যের বাহিনী তৈরী করা হয়। খন্দকের যুদ্ধ ছাড়া ইতিপূর্বে অন্য কোনো যুদ্ধেই মুসলমানগণ তিন হাজার সৈন্যের সমাবেশ ঘটাননি।

www.pathagar.com

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি.-কে এ সেনাদলের সেনাপতি মনোনীত করে বলেন : যায়েদ যদি নিহত হয় তবে জাফর, আর জাফর নিহত হলে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা সিপাহসালার নিযুক্ত হবে। সেও যদি নিহত হয়ে যায়, তখন মুসলমানরা তাদের পছন্দনীয় ব্যক্তিকে নিজেদের সেনাপতি বানিয়ে নিবে।

এ যুদ্ধের গুরুত্ব প্রিয় নবীজী খুব ভালোভাবেই জানতেন। এ যুদ্ধ ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে কতটা ভয়ানক তাও তাঁর অজানা ছিলো না। তাই তিনি এমন তিন ব্যক্তিকে সেনানায়ক নিযুক্ত করেন, যাঁরা ছিলেন দিনের বেলায় ঘোড়সওয়ার, আর রাতের বেলায় ইবাদত গুজার। যাঁরা আল্লাহর পথে জীবন দেয়ার জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। যাঁদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য ছিলো শহীদ হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর দিদার লাভ।

* * *

www.pathagar.com

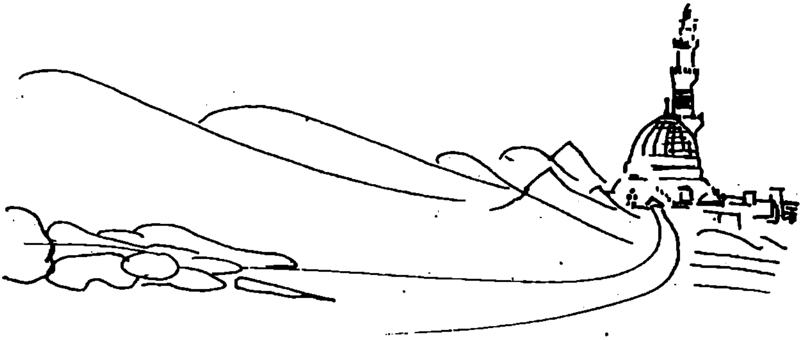

শেষ বিদায়

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম সেনাদলের জন্যে সাদা পতাকা তৈরী করে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি.-এর হাতে তুলে দেন। এবার তাঁরা রওনা দেন। তাঁদের বিদায় দেয়ার জন্যে প্রিয় নবীজী তাঁদের সাথে চলতে থাকেন। তাঁর পেছনে পেছনে চলেন তাঁর সাহাবীরা। চলতে চলতে তাঁরা মদীনার বাইরে চলে আসেন। এখানে এসে প্রিয় নবীজী সৈন্যদলকে অসিয়ত করেন : তাঁরা যেনো হারেস ইবনে উমায়েরের হত্যা কাণ্ডের জায়গায় স্থানীয় লোকদের ইসলামের দাওয়াত দেয়। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তবে তো ভালো, তা না হলে আল্লাহর দরবারে সাহায্য চাইবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তিনি আরো বলেন : আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর পথে, আল্লাহর সাথে শরীককারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, খেয়ানত করবে না, কোনো নারী-শিশু বৃদ্ধ ও গির্জায় অবস্থানকারী দুনিয়া ত্যাগকারীকে হত্যা করবে না। খেজুর এবং অন্য কোনো গাছ কাটবে না, কোনো দালান-কোঠা ধ্বংস করবে না।

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূল্যবান উপদেশ শেষ হলে, তাঁরা নব উদ্যোমে চলতে থাকেন। সে সময় সকলেই ডেকে ডেকে তাঁদের সালাম ও বিদায় জানান আর বলেন : মহান আল্লাহ শান্তি

www.pathagar.com

নিরাপত্তার সাথে আপনাদের সঙ্গী হোন, আপনাদের হেফাজত করুন এবং গণীমতের মালসহ আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনুন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. সে সময় কয়েক লাইন কবিতা আবৃত্তি করেন–

لٰكِنَّنِىْ اَسْأَلُ الرَّحْمٰنَ مَغْفِرَةً
وَضَرْبَةً ذَاتَ فَرْغٍ تَقْذِفُ الزَّبَدَا
اَوْ طَعْنَةً بِيَدَىْ حَرَّانَ مُجْهِزَةً
بِحَرْبَةٍ تُنْفِذُ الْاَحْشَاءَ وَالْكَبِدَا
حَتّٰى يُقَالَ اِذَا مَرُّوْا عَلٰى جَدَثِىْ
اَرْشَدَهُ اللّٰهُ مِنْ غَازٍ وَقَدْ رَشَدَا

আমি আল্লাহর কাছে মাগফেরাতের জন্যে
মগজ বের করা তলোয়ারের আঘাতের জন্যে
বর্শা নিক্ষেপকারীর হাত, অন্ত্র কলিজা
চিরে ফেলা আঘাতের শক্তিদানের জন্যে
সাহায্য চাই। আমার কবরের পাশ দিয়ে
যাবে যারা তারা বলবে, এ সেই গাজী
যাঁকে আল্লাহ হেদায়াত দিয়েছেন এবং
যিনি হেদায়াত প্রাপ্ত।

হ্যাঁ, এটাই ছিলো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি.-এর মনের একান্ত বাসনা : তলোয়ারের আঘাত বা বর্শার অগ্রভাগের খোঁচা, যা তাঁকে সৌভাগ্যবান শহীদদের কাফেলায় পৌঁছে দেবে।

অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. প্রিয় নবীজীর কাছে আসেন এবং তাঁকে শেষ বিদায় জানান আর বলেন :

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ আপনাকে দৃঢ় রাখুন যে কল্যাণ
আপনি নিয়ে এসেছেন তার ওপর
যেমনি তিনি রেখেছিলেন দৃঢ় নবী মুসাকে
ও করেছিলেন বিজয়ী কাফেরদের পর।
অন্তরচক্ষু দিয়ে আমি দেখেছি,
অনেক কল্যাণ রয়েছে আপনার ভিতর।
আল্লাহ জানেন কোনো পীড়া নেই মম চোখের অন্দর।
আপনি রাসূল যে জন দূরে থাকবে আপনার থেকে
কল্যাণ ও সম্মান অর্জন করা হতে,
সে যেনো নিজেই নিজের অমর্যাদা করলো আপন হাতে।

যখন প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীরা মুসলিম সেনাদলকে বিদায় জানিয়ে চলে যান, তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. শেষ বারের মতো তাদের দিকে তাকিয়ে বলেন:

خَلَفَ السَّلَامُ عَلَى امْرِئٍ وَدَّعْتُهُ
فِى النَّخْلِ خَيْرُ مُشَيِّعٍ وَخَلِيْلِ

যাঁকে বিদায় জানিয়েছি নিরাপত্তা হোক তাঁর সাথী
খেজুর বীথির ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে যাক তাঁর বরকত
তেজী ঘোড়ার ছুটে চলার মতো।

* * *

হয় বিজয়, না হয় শাহাদাত

শত্রুদের কাছে মুসলিম সেনাদলের রওনা দেয়ার সংবাদ পৌঁছে। তাই রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস এক লাখ রোমক সৈন্য নিয়ে গাসসানী শাসকের সহযোগিতার জন্যে এগিয়ে আসে। এদের সাথে আরো এক

www.pathagar.com

লাখ সৈন্য এসে একত্র হয়। এরা ছিলো আরব গোত্রসমূহের জোটবদ্ধ সেনাদল। এরা এসে মুসলমানদের থেকে একটু দূরেই তাঁবু খাটায়।

মুসলমানরা যখন নিজেদের কল্পনার বাইরে শত্রুদের এমন বিশাল বাহিনী দেখেন! অপর দিকে দেখেন, তাঁরা সংখ্যায় খুব কম তখন তাঁরা বেশ বিচলিত হয়ে পড়েন। জর্দানের উত্তর দিকে মাআন এলাকায় তারা দুই রাত পর্যন্ত পরামর্শ করেন।

কেউ কেউ অভিমত দেন : আমরা চিঠি দিয়ে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শত্রুদের ব্যাপারে জানাই। তিনি হয়তো তখন বাড়তি সৈন্য পাঠাবেন অথবা অন্য কোনো নির্দেশ দেবেন। তিনি যে নির্দেশ দেন, আমরা সে অনুযায়ী কাজ করবো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. সে সময় পাহাড়সম দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়ান। সাথীদের উৎসাহ দেয়ার উদ্দেশে ঈমানদীপ্ত বক্তৃতা দেন : বন্ধুগণ .. কসম খোদার, শত্রুদের সাথে আমাদের মোকাবেলার মাপকাঠি সৈন্যদল, শক্তি এবং সংখ্যাধিক্যের হিসাবে নয়। আমরা সে দীনের জন্যেই লড়াই করি, যে দীনের দ্বারা মহান আল্লাহ আমাদের সম্মানিত করেছেন। কাজেই অন্য চিন্তা বাদ দিয়ে সামনের দিকে চলুন। আমরা দু'টি কল্যাণের একটি অবশ্যই লাভ করবো। হয়তো আমরা জয় লাভ করবো অথবা শাহাদাত বরণ করে আমাদের জীবন ধণ্য হবে।

তাঁর কথায় সকলে নতুন চেতনা ফিরে পায়। তাই সকলে তাঁর কথার সমর্থন জানায়। হ্যাঁ, তাঁর কথা সত্য। এরপর মুসলিম বাহিনী আরো সামনে অগ্রসর হয় এবং মুতার প্রান্তরে উভয় দল মুখোমুখি হয়। শুরু হয় তুমুল লড়াই। মাত্র তিন হাজার মুসলিম সৈন্য দুই লাখ অমুসলিম সৈন্যের তুফানসম হামলার মোকাবেলা করে।

* * *

www.pathagar.com

মুসলিম বাহিনী লক্ষ পানে এগিয়ে চলে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি.ও এগিয়ে চলেন। রাতের বেলা চলতে চলতে তিনি আবৃত্তি করেন :

إِذَا أَدَّيْتِنِيْ وَحَمَلْتِ رَحْلِيْ
مَسِيْرَةَ أَرْبَعٍ بَعْدَ الْحِسَاءِ
فَشَأْنُكِ أَنْعُمٌ وَخَلَاكِ ذَمٌّ
وَلَا أَرْجِعْ إِلَى أَهْلِيْ وَرَائِيْ
وَآبَ الْمُسْلِمُوْنَ وَغَادَرُوْنِيْ
بِأَرْضِ الشَّامِ مُشْتَهِى الثَّوَاءِ
وَرَدَّكِ كُلُّ ذِيْ نَسَبٍ قَرِيْبٍ
إِلَى الرَّحْمٰنِ مُنْقَطِعُ الْإِخَاءِ
هُنَالِكَ لَا أُبَالِيْ طَلْعَ بَعْلٍ
وَلَا نَخْلٍ أَسَافِلُهَا رِوَاءِ

হে মন! তুমি যদি বয়ে নিয়ে যাও মোর বোঝা
পৌঁছে দিও চার মাইল দূরে 'হাসার' পরে
তোমার মর্যাদা বাড়বে বিচ্ছেদ হবে বেদনাময়
আমি কভু ফিরে আসবো না পরিবারে দেখার তরে।
মুসলমানগণ আসবে ফিরে আমায় ছেড়ে
শামের কাংখিত সেই মরু প্রান্তরে
তোমার সকল মায়াজাল ছিন্ন করে
আমি চলে যেতে চাই মহান প্রভুর দরবারে।
সেথায় আমি চাই না সমিষ্ট পানি
চাই না খেজুর বীথির নিবীড় ছায়া।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি.-এর কবিতা শোনে তাঁর ঘরে

www.pathagar.com

প্রতিপালিত এতীম বালক যায়েদ ইবনে আরকাম কাঁদতে শুরু করে দেন। তিনি তখন তাকে হাতের চাবুক দ্বারা হালকা আঘাত করে বলেন : এই দুর্ভাগা! মহান আল্লাহ যদি আমাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন, তাতে তোর ক্ষতি কী, তুই আমার বাহন নিয়ে ফিরে যাবি!!

* * *

মুসলিম সেনাদল অদম্য আগ্রহ আর অতুলনীয় সাহস নিয়ে শাহাদাতের দরোজার দিকে ছুটে চলে! প্রত্যেকের হৃদয়ে বয়ে যায় ঈমানের সুবাতাস। সর্বপ্রথম প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত থেকে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি. পতাকা গ্রহণ করেন। অসম বীরত্বের সঙ্গে তিনি লড়াই চালিয়ে যান। শত্রুদের ভীড়ে ঢুকে পড়েন। লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে যান। আল্লাহর দরবারে চলে যান।

এবার হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব রাযি. পতাকা হাতে তুলে নেন। তুলনাহীন বীরত্বের পরিচয় দিয়ে লড়াই করে তিনিও শহীদ হয়ে যান। প্রথম সেনাপতির সঙ্গে গিয়ে মিলিত হন।

তারপর সর্বশেষ সেনাপতি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. পতাকা গ্রহণ করে ঘোড়ার পিঠে আরোহন করে সামনে অগ্রসর হন এবং আবৃত্তি করতে থাকেন :

يَانَفْسُ إِلَّا تُقْتَلِى تَمُوْتِىْ
هٰذَا حِمَامُ الْمَوْتِ قَدْ صَلِيْتِ
وَمَا تَمَنَّيْتِ فَقَدْ أُعْطِيْتِ
إِنْ تَفْعَلِىْ فِعْلَهُمَا هُدِيْتِ

ওরে মন যুদ্ধ না করলে আসবে মরণ
তবে এ মরণ হবে তোর সফলতার কারণ,
তুমি যা তামান্না করছিলে তা এখন সমাগত
বন্ধুদের পথে চললে তুমিও হবে হেদায়াত প্রাপ্ত।

www.pathagar.com

শহীদ সেনাপতি

যুদ্ধ ভয়াল রূপ ধারণ করে! মুসলিম সেনাদল নির্ভয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। তাঁরা এমন যুদ্ধ করেন, যা পৃথিবী অবাক চোখে তাকিয়ে দেখে। রোমক সৈন্যদের হৃদয় ভয়ে ভরে যায়। তাদের অহংকার বাতাসে ভরা বেলুন ফুটো হওয়ার মতোই হাওয়ায় মিলিয়ে যায়!!

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. কালবৈশাখির ঝড়ের মতো রোমকদের ধ্বংস করতে থাকেন। তাঁর যুদ্ধের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিলো। আজ তিনি রোমকদের একেবারে নিঃশেষ না করে থামবেন না। শত্রুদের ধ্বংস করে তবেই তিনি ময়দান ছাড়বেন। কিন্তু তাঁর জান্নাতে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে আসে। আল্লাহর পক্ষ থেকে ডাক এসে যায়। এসে যায় জীবনের শেষ মুহূর্ত। তিনি শহীদ হয়ে লুটিয়ে পড়েন। তাঁর পবিত্র রূহ চলে যায় মহান আল্লাহর শাহী দরবারে! পূর্ণ হয় তাঁর জীবনের একান্ত বাসনা :

حَتّٰى يُقَالَ اِذَا مَرُّوْا عَلٰى جَدَثِىْ

اَرْشَدَهُ اللّٰهُ مِنْ غَازٍ وَقَدْ رَشَدًا

আমার সমাধির পাশ দিয়ে যারা যাবে তারা বলবে,

এ সেই গাজী আল্লাহ যাঁকে হেদায়াত দিয়েছেন এবং তিনি হেদায়াত প্রাপ্ত।

www.pathagar.com

শোক গাঁথা

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্বাচিত তিন সেনাপতি শহীদ হয়ে যাওয়ার পর মুসলমানগণ হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ রাযি.-কে নিজেদের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তিনি নতুন আঙ্গিকে সেনা বিন্যাস করেন এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। অবশেষে মহান আল্লাহ তাঁর হাতেই বিজয় দান করেন।

* * *

এদিকে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুতার যুদ্ধের দিনই রণক্ষেত্রের খবর কোনো মাধ্যম ব্যতীত আগেই অহীর মাধ্যমে পেয়ে যান। তিনি লোক সমাবেশে হাজির হয়ে মহান আল্লাহর প্রশংসা বাক্যের পর বলেন : হে লোক সকল! তোমাদের ভাইয়েরা শত্রুদের মুখোমুখি হয়েছে। যায়েদ পতাকা গ্রহণ করেছে এবং লড়াই করে শহীদ হয়ে গেছে। এরপর জাফর পতাকা গ্রহণ করেছে এবং লড়াই করে সেও শহীদ হয়ে গেছে। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা পতাকা গ্রহণ করেছে, লড়াই করে সেও শহীদ হয়ে গেছে। অত:পর আল্লাহর তলোয়ারসমূহের একটি তলোয়ার পতাকা গ্রহণ করেছে, তাঁর মাধ্যমে মহান আল্লাহ মুসলমানদের জয়যুক্ত করেছেন।

www.pathagar.com

প্রিয় নবীজী যুদ্ধের ময়দানের অবস্থা বর্ণনা করছিলেন, তখন তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিলো। সর্বশেষ তিনি বলেন : আয় আল্লাহ! আপনি যায়েদকে মাফ করে দিন। এ কথা তিনি তিনবার বলেন। সেই সাথে বলেন, আয় আল্লাহ! জাফর এবং আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে মাফ করে দিন।

মুসলমানগণ মুতার যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে তাঁদের একজন তিন শহীদ সেনাপতির জন্যে শোক প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন :

كَفٰى حُزْنًا اَنِّىْ رَجَعْتُ وَجَعْفَرٌ
وَزَيْدٌ وَعَبْدُ اللّٰهِ فِىْ رَمْسِ اَقْبُرِ
قَضَوْا نَحْبَهُمْ لَمَّا مَضَوْا لِسَبِيْلِهِمْ
وَخُلِّفْتُ لِلْبَلْوٰى مَعَ الْمُتَغَبِّرِ

ফিরে আসাই আমার চিন্তার জন্যে ঢের,
আর জাফর, যায়েদ ও আব্দুল্লাহ কবরের ভিতর
তাঁরা প্রভুর পথে জীবন দিয়েছে বিলিয়ে
আমি বেঁচে আছি নিত্যদিনের বিপদ সাথে নিয়ে।

পরবর্তী আকর্ষণ

শহীদানের গল্প শোন সিরিজের ৭ম খণ্ড

শহীদের পিতা শহীদ

হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি.

www.pathagar.com

শহীদানের গল্প শোন সিরিজ

৭

শহীদের পিতা শহীদ

হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি.

মূল

আশরাফ মুহাম্মাদ আলওয়াহ্‌শ

বিখ্যাত আরব সাহিত্যিক

অনুবাদ

মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

আলেম, লেখক, অনুবাদক

মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৮৮-০২-৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

ই-মেইল: support@maktabatulashraf.net

ওয়েবসাইট: www.maktabatulashraf.net

www.pathagar.com

শহীদানের গল্প শোন সিরিজ-৭

শহীদের পিতা শহীদ

হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি.

মূলঃ আশরাফ মুহাম্মাদ আলওয়াহ্‌শ

অনুবাদঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
[অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং-৫
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

প্রথম সংস্করণ
মুহাররম ১৪৩৩ হিজরী
ডিসেম্বর ২০১১ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/২, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-8291-06-7

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Shoheeder Pita Shoheed
HAZRAT AMOR IBNE JAMUH Rz.
By: Ashraf Muhammad Alwahsh
Translate By: Muhammad Shakhawat Hossain
Price: Tk. 50.00 US$ 3.00

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

হাদীস শরীফের বর্ণনা মতে প্রতিটি শিশুই সুস্থ সুন্দর দ্বীনী মানসিকতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তিতে তার মা-বাবা ও পরিবেশ তাকে ইহুদী, নাসারা, হিন্দু ইত্যাদি বানায়।

মূলত কোন শিশুই নষ্ট চরিত্র ও মানসিকতা নিয়ে দুনিয়াতে আসে না। পরিবার ও পরিবেশের দুষণই তাকে দুষিত করে। নষ্ট করে।

আজকে আমাদের সমাজের সর্বত্র সন্ত্রাসের যে ভয়ংকর বিধ্বংসী চিত্র দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, এর মূল কারণ দ্বীনবিমুখ চরিত্রবিধ্বংসী ও আদর্শহীন শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রবল স্বার্থান্ধতা। যার সহজলভ্য উপকরণ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এবং সকল প্রকার প্রচার মাধ্যম সেগুলোর কোন বাছ-বিচার না করে ও তার কুপ্রভাবের কথা মাথায় না রেখে সর্বক্ষণ তা প্রচার করছে। সাথে সাথে এক শ্রেণীর অর্থলিপ্সু পুস্তক ব্যবসায়ী শিশু-কিশোরদের চরিত্র ও মানসিক গঠনের ক্ষেত্রে তার প্রকাশনা ক্ষতিকর কি উপকারী এ ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই বিদেশী র্ধমহীন শিশুসাহিত্যের অনুকরণে বই পত্র প্রকাশ করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। এ সকল মারাত্মক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করেই মাকতাবাতুল আশরাফ শিশু-কিশোরদের মধ্যে দ্বীনী চেতনা ও আদর্শ মানসিকতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কয়েকটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। তার মধ্যে 'শহীদানের গল্প শোন সিরিজ ১-১০' অন্যতম। এ সিরিজের সপ্তম বই, "শহীদের পিতা শহীদ হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি." এখন পাঠকদের হাতে।

www.pathagar.com

আমরা আমাদের সাধ্যমতো বইটিকে সুন্দর ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো দৃষ্টিতে কোন অসংগতি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবগত করলে পরবর্তিতে আমরা সংশোধন করে নিবো। আল্লাহপাক আমাদের প্রচেষ্টাকে সার্থক ও সফল করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
১৩৬ আজীমপুর, ঢাকা-১২০৫

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ - সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত। তাঁর অপার করুণার ফলেই দীর্ঘ সময় পরে হলেও সূর্যের মুখ দেখতে যাচ্ছে শহীদানের গল্প শোন সিরিজের পূর্ণাঙ্গ সেট - প্রথম থেকে দশম খণ্ড।

এ সিরিজের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও আবেদন আর দশটি সিরিজ বইয়ের থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র। এর সঙ্গে গল্প বিশেষণটি যুক্ত হলেও সিরিজটি মূলত জীবনী নির্ভর। এতে গল্পের আকারে সেইসব মহামানবদের বর্ণাঢ্য জীবনালেখ্য অংকিত হয়েছে, যাঁরা ছিলেন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে গড়া। যাঁরা ছিলেন সত্যের দিশারী, হেদায়াতের কাণ্ডারী। যাঁদের ব্যাপারে জ্ঞানের সাগর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেছেন- 'যে ব্যক্তি অন্য কারো রীতি-নীতি বা আদর্শ অনুসরণ করতে চায়, সে যেনো দুনিয়া থেকে যারা বিদায় নিয়ে গেছেন তাদের আদর্শ অনুসরণ করে। কেননা জীবিত ব্যক্তি ফেতনা হতে নিরাপদ নয়। আর তাঁরা হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ! তাঁরা ছিলেন এ উম্মতের শ্রেষ্ঠতম মানুষ। তাঁরা ছিলেন পবিত্র, তাঁদের অন্তর ছিলো নির্মল, তাঁরা ছিলেন গভীর জ্ঞান সম্পন্ন ও লৌকিকতা বর্জিত মানুষ। মহান আল্লাহপাক তাঁদেরকে আপন নবীর সান্নিধ্য লাভ ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে মনোনীত করেছিলেন। সুতরাং তোমরা তাঁদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বকে অনুধাবন কর এবং তাঁদের পদাংক অনুসরণ কর, আর যথাসাধ্য তাঁদের স্বভাব-চরিত্র ও আদর্শ আঁকড়ে ধর। কারণ তাঁরা সঠিক হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।'

www.pathagar.com

মহান সাহাবীর এ অমূল্য বাণীকে সামনে রেখেই নিজের শত দুর্বলতা সত্ত্বেও এ সিরিজের চতুর্থ থেকে দশম খণ্ড অনুবাদের কাজে হাত দেয়া। সামাজিক অবক্ষয় ও নৈতিক অধঃপতনের চরম মুহূর্তে - যখন পবিত্র ইসলামের কালজয়ী আদর্শ ও মুসলমানদের চরিত্র কলুষিত করে প্রচার করা হচ্ছে বিশ্ব দরবারে, সে সময় এ মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন বর্তমান সময়ের সাহসী প্রকাশক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান। তাঁকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ বই পড়ে যদি তরলমতি শিশু-কিশোরদের জীবনে মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয় সাহাবীদের সৌরভময় জীবনের বিন্দুতম ছায়াও পড়ে তবেই স্বার্থক হবে তাদের জীবন। সবশেষে কবির শুভ আকাংখার সাথে সূর মিলিয়েই শেষ করছি আমার নিবেদন-

أُحِبُّ الصَّالِحِيْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ
لَعَلَّ اللّٰهَ يَرْزُقُنِيْ صَلَاحًا

"নেককারদের ভালোবাসি যদিও না তাঁদের মতন
হতে পারে মহান প্রভু দিবেন আমায় তাঁদের জীবন।"

তারিখ
১৩/১১/২০১১

দু'আর মুহতাজ
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হুসাইন
মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

শহীদানের গল্প শোন-৭
শহীদের পিতা শহীদ
হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি.

শহীদানের গল্প শোন-৭	
শহীদের পিতা শহীদ হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি.	৯
কে তিনি ?	৯
সন্তানাদি	৯
ইসলাম গ্রহণ	১১
'মানাফ' এর সঙ্গে পরামর্শ!!	১৩
ছেলেদের কৌশল!!	১৩
সত্যের পথে হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি.	১৬
মদীনায় হিজরত	১৭
বনু সালামার সরদার	১৮
জিহাদের অনুমতি	২০
বদরের যুদ্ধ	২১
মুশরিকদের প্রতিশোধমূলক যুদ্ধের প্রস্তুতি	২৪
নববী শিক্ষা	২৫
শাহাদাতের আকাংখা	২৭
ঈমান ও নেফাক কখনো এক হতে পারে না!	২৯
জয়ের পর পরাজয়!	৩১
শহীদ হলেন শহীদের পিতা	৩৪
আমাদের নিহতরা জান্নাতে আর তোমাদের নিহতরা জাহান্নামে	৩৫
শহীদদের তালাশে প্রিয় নবীজী	৩৭
ধৈর্যশীল স্ত্রী	৩৭
মরেও জীবিত	৩৯

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

www.pathagar.com

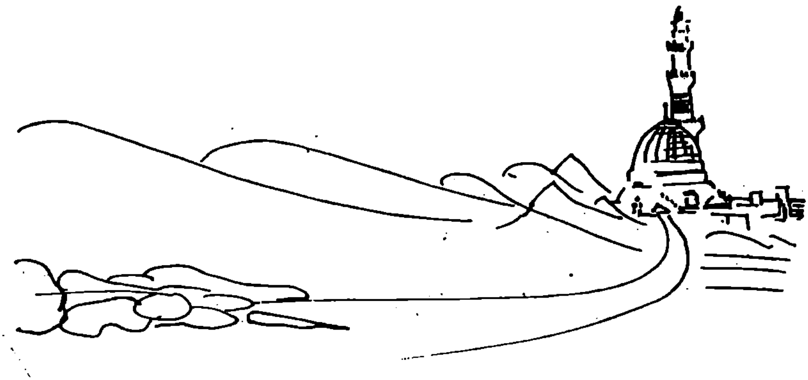

শহীদানের গল্প শোন-৭

শহীদের পিতা শহীদ

হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি.

কে তিনি ?

তাঁর নাম আমর ইবনে জামুহ রাযি. আনসারী। তাঁর পিতার নাম যায়েদ ইবনে হারাম ইবনে সালামা। তিনি অনেক বড়ো মাপের সাহাবী। জাহেলী যুগে তিনি ছিলেন বনু সালামা গোত্রের প্রভাবশালী ব্যক্তি ও গোত্রপতিদের একজন। তিনি প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম রাযি.-এর ভগ্নিপতি।

এবং তার বোন হিন্দ বিনতে আমর ইবনে হারাম-এর স্বামী। দান ও বধান্যতার আধিক্যের কারণে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বনু সালামা গোত্রের সরদার ঘোষণা করেন।

সন্তানাদি

হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি.-এর চার ছেলে ও এক মেয়ে ছিলো।

www.pathagar.com

প্রথম ছেলে : হযরত মুয়ায রাযি.। বদর যুদ্ধে তিনি কাফের সরদার আবু জাহেল আমর ইবনে হিশামকে হত্যা করেন।

দ্বিতীয় ছেলে : হযরত মুয়াওয়ায রাযি.। তিনিও বদর যুদ্ধে শরীক হোন এবং বড়ো ভাই মুয়ায রাযি.-এর সঙ্গে ইসলামের ঘোর দুশমন আবু জাহেলকে হত্যা করার ব্যাপারে সাহায্য করেন।

তৃতীয় ছেলে : হযরত খাল্লাদ রাযি.। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং উহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে শহীদ হোন।

চতুর্থ ছেলে : আব্দুর রহমান রাযি.। তিনিও পিতা এবং ভাইয়ের সাথে উহুদ যুদ্ধে শরীক হোন।

একমাত্র মেয়ে হযরত হিন্দা রাযি. ছিলেন সমকালীন নারীদের ভিতর সেরা। তিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআত হোন ও খায়বার যুদ্ধে শরীক হোন।

* * *

হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি. বদর যুদ্ধে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শরীক হতে পারেননি। কেননা তাঁর ছেলেরা তাঁকে যুদ্ধে যেতে বাঁধা দেয়। পরবর্তিতে তিনি তাঁদের উদ্দেশ্য করে বলেন : তোমরা আমাকে বদরের যুদ্ধের দিন জান্নাতে যাওয়ার পথে বাঁধা দিলে, কসম খোদার! আমি বেঁচে থাকলে (জিহাদ করে) অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবো।

সময়ের চাকা আপন তালে চলতে থাকে। দেখতে দেখতে এসে হাজির হয় উহুদ যুদ্ধের দিন। প্রিয় নবীজী তাঁর প্রিয় সাহাবীদের যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করেন। তাঁদের উৎসাহ দেয়ার উদ্দেশে বলেন :

قُوْمُوْٓا اِلٰى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ

"তোমরা ওই জান্নাতের জন্যে নিজেদের প্রস্তুত কর, যার প্রশস্ততা

www.pathagar.com

আসমান-যমীনের দূরত্বের সমান। যা তৈরী করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্যে"।

হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি.-এর কানে প্রিয় নবীজীর মধুর বাণী পৌছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হৃদয়ে জিহাদের বাসনা প্রবল হয়ে ওঠে। তিনি খুঁড়া পায়েই ওঠে দাঁড়িয়ে বলেন : আল্লাহর শপথ! আমি এ খুঁড়া পা নিয়েই জান্নাতে হাঁটবো।

এরপর তিনি যুদ্ধে শরীক হোন এবং জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে যান।

* * *

ইসলাম গ্রহণ

হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি. যখন যৌবনের বসন্ত পেরিয়ে বার্ধক্যের কোলে পৌছে যায়, সে সময় ইসলামের প্রথম দূত হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রাযি.-এর মাধ্যমে মদীনার প্রতিটি ঘর ইসলামের আলোয় আলোকিত হতে থাকে। তাঁর পবিত্র হাতে বনু সালামা গোত্রের কিশোর-তরুণরা ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। তখন হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি.-এর ছেলেরাও ইসলাম গ্রহণ করে। অবশ্য তাদের বড়ো ভাই হযরত মুয়ায রাযি. সকলের আগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি আকাবায় উপস্থিত হয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে বাইয়াতও হয়েছিলেন। এমনিভাবে তাঁদের সম্মানিতা মাও ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হোন।

জাহেলী যুগে সম্ভ্রান্ত ও সরদার ব্যক্তিদের নীতি ছিলো, বড়ো মূর্তিটি ছাড়াও তাদের প্রত্যেকে নিজের ঘরে আলাদা একটি মূর্তি স্থাপন করতো। সে হিসাবে হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি. নিজ ঘরে একটি মূর্তি স্থাপন করেন। সেটির নাম ছিলো 'মানাফ'। এটাকে অত্যন্ত দামী কাঠ দিয়ে তৈরী করেছিলেন। তিনি তাকে খুব সম্মান করতেন। এবং তার কাছে বরকত ও কল্যাণ চাইতেন। খুব বেশি এর সেবা করতেন। মূল্যবান সুগন্ধি দিয়ে তাকে সুভাসিত করতেন।

www.pathagar.com

হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি. তার স্ত্রী ও সন্তানদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। বরং তিনি ছেলেদের ব্যাপারে এ আশংকা করতেন যে, তারা হয়তো পূর্ব পুরুষদের ধর্ম ছেড়ে এই লোকটির অনুসরণ করবে– যে অল্প সময়ে অনেক লোককেই তাদের ধর্ম থেকে ফিরিয়ে নতুন ধর্মে নিয়ে গেছে।

তাই তিনি স্ত্রীকে বলেন : শোন হে হিন্দ! এই লোকটির সঙ্গে তোমার ছেলেদের সাক্ষাতের ব্যাপারে সতর্ক থেকো। যে লোকদের নতুন ধর্মের প্রতি দাওয়াত দিচ্ছে। তাঁর ব্যাপারে আমাদের কিছু ভাবনার আছে!!

অতঃপর হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি. সেখানে যান, যেখানে নতুন সাথীদের নিয়ে বসে হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রাযি. লোকদের ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। গিয়ে বলেন : আপনারা কী জিনিস নিয়ে আমাদের এখানে এসেছেন ?!

হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রাযি. ও তাঁর সঙ্গী মুমিনগণ উত্তর দেন: আপনি চাইলে আমরা আপনার নিকট এসে সে কথা আপনাকে শোনাবো.. তিনি তখন তাঁদের আসার জন্যে বলে আসেন। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁরা আসেন এবং তাঁকে সূরা ইউসুফের প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াত তেলাওয়াত করে শোনান–

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ. اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ.

অর্থ : আলিফ-লাম-রা। এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। নিশ্চয় একে আমি আরবী ভাষায় কুরআনরূপে নাযিল করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার। (সূরা ইউসুফ : আয়াত-১-২)

হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি. বলেন : এ কালাম তো ভারি চমৎকার। এ কালাম তো দারুণ সুন্দর! তবে আমার কওমের লোকদের সঙ্গে পরামর্শ ও মত বিনিময় না করে আমি কোনো সিদ্ধান্ত নেবো না।

www.pathagar.com

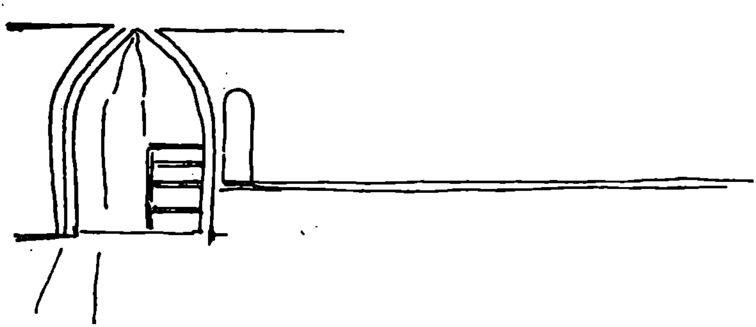

'মানাফ' এর সঙ্গে পরামর্শ!!

হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রাযি. ও তাঁর সঙ্গীরা বেরিয়ে গেলে হযরত আমর ইবনে জামুহ্ রাযি. মূর্তি 'মানাফ' এর কাছে গিয়ে বলেন : ' হে মানাফ! তুমি অবশ্যই জান, মক্কা থেকে যে লোকটি এসেছে সে তোমার অনিষ্ট ছাড়া কিছুই চায় না। তোমার ভিতর কি কোনো অমঙ্গল আছে ?!...

কিন্তু মানাফ কোনো উত্তর দেয় না।

তখন হযরত আমর ইবনে জামুহ্ রাযি. বলেন : তাহলে কি তুমি আমার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়েছো ? আমি তো তোমাকে কষ্ট দেয়ার মতো কোনো কাজ করিনি। ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই, আমি কয়েকদিন তোমার থেকে দূরে থাকবো, তবেই তোমার রাগ কমে যাবে!!... এই বলে তিনি নিজ কাজে বেরিয়ে যান!!

ছেলেদের কৌশল!!

রাতে হযরত আমর ইবনে জামুহ্ রাযি.-এর ছেলেরা তাদের বন্ধু মুয়ায ইবনে জাবালকে রাযি. সাথে নিয়ে মানাফের নিকট যায় এবং তাকে বেদী থেকে তুলে নিয়ে বনু সালামার ময়লা ফেলার জায়গায় উপুড় করে ফেলে আসে!

www.pathagar.com

ভোরবেলা হযরত আমর ইবনে জামুহ তার মূর্তিকে প্রণাম করতে এলো, কিন্তু পেলো না। না পেয়ে বললো : তোমাদের সর্বনাশ হোক!!.. রাতে কে আমাদের উপাস্যকে চুরি করলো?!..

অতঃপর মূর্তির তালাশে বেরিয়ে গেলো। তালাশ করতে করতে অবশেষে ময়লা-আবর্জনার গর্তে উপুড় হয়ে পড়া অবস্থায় পেলো। সেখান থেকে তুলে এনে ভালোভাবে ধৌত করলো, পবিত্র করলো ও সুগন্ধি মেখে তার বেদীতে স্থাপন করলো। তারপর বললো :

' শোনে রাখ হে মানাফ! আল্লাহর কসম করে বলছি, যদি জানতে পারতাম কে তোমার সঙ্গে এ ঘৃণ্য আচরন করেছে, তাহলে অবশ্যই তাকে অপমান করে ছাড়তাম'!!

দিন পেরিয়ে যখন সন্ধ্যা হলো এবং আমর ইবনে জামুহ ঘুমিয়ে পড়লো, তখন ছেলেরা মানাফের নিকট গেলো এবং গত রাতের মতোই তার সঙ্গে আচরণ করলো!!

ছেলেরা প্রতি রাতেই মূর্তির সাথে একই আচরণ করতে থাকলো। পরিশেষে সে একদিন মূর্তিটিকে ময়লা-আবর্জনার গর্ত থেকে তুলে এনে পাক-সাফ করে, সুগন্ধি লাগিয়ে বেদীতে স্থাপন করে তার নিজের তরবারিটি মূর্তির গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে বললো :

খোদার কসম, তোমার সাথে কে এ আচরণ করছে, আমি জানি না!!.. তোমার ভিতর যদি কোনো মঙ্গল থেকে থাকে, তাহলে এই তো তোমার সাথে তলোয়ার রইলো। তুমিই তা প্রতিহত কর!!

কিন্তু ছেলেরা থেমে নেই। দিনের শেষে সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে ডুবে গেলো। অন্ধকার ছড়িয়ে নেমে এলো রাত। মানুষ ঘুমের কোলে ঢলে পড়লো। তাঁরা বুঝতে পারলো, তাঁদের বৃদ্ধ পিতা গভীর ঘুমে হারিয়ে গেছে, তখন নিঃশব্দে মূর্তিটির নিকট গেলো এবং ঘাড়ে ঝুলন্ত

www.pathagar.com

তলোয়ারটি সরিয়ে নিলো। তারপর সেটিকে বাইরে নিয়ে গিয়ে একটি মৃত কুকুরের সঙ্গে রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে বনু সালামার একটি কূপের ভিতর ফেলে রেখে আসলো। যেখানে প্রবাহিত নাপাকী জমা হয়!!

আমর ইবনে জামুহ ঘুম থেকে জেগে মূর্তির কাছে গেলো, কিন্তু তাকে স্বস্থানে পেলো না। এবার তাঁর খোঁজ করতে বেরিয়ে গেলো। খুঁজতে খুঁজতে তাকে মৃত কুকুরের সাথে বাঁধা অবস্থায় কূপে উপুড় হয়ে পড়া অবস্থায় পেলো!!

*　　*　　*

www.pathagar.com

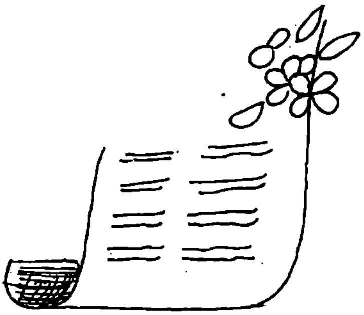

সত্যের পথে হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি.

মূর্তির এই করুণ দশা নিজ চোখে দেখার পর হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি.-এর হৃদয়ে তোলপাড় শুরু হয়। হৃদয়ের কুফর-শিরিকের অন্ধকার দূর হতে আরম্ভ করে। সেখানে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে সত্যের সোনালী আলো। সে আলো তাঁকে চিরসত্যের পথ দেখায়। তিনি নিজ কওমের নিকট লোক পাঠিয়ে তাদের আসতে বলেন.. তারা এলে বলেন : তোমরা কি আমার আদর্শের ওপর নয়?

: হ্যাঁ, অবশ্যই। আপনি আমাদের সরদার।

তখন হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি. বলেন : আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ সকল বিষয়ের ওপর ঈমান আনলাম। এরপর তিনি মহান আল্লাহর শোকর আদায়ের উদ্দেশে আবৃত্তি করেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ ذِي الْمِنَنْ

اَلْوَاهِبِ الرَّزَّاقِ دَيَّانِ الدِّيْنْ

هُوَالَّذِيْ اَنْقَذَنِيْ مِنْ قَبْلِ اَنْ

اَكُوْنَ فِيْ ظُلْمَةِ قَبْرٍ مُّرْتَهَنْ

www.pathagar.com

সকল প্রশংসা ওই আল্লাহর দয়া যাঁর অফুরান
দানবীর তিনি, রিযিকদাতা তিনি, শ্রেষ্ঠ দীন তাঁরই দান।
তিনিই আমারে মুক্তি দিলেন আলোর পথে এনে,
কবরের গর্তে বন্দী হওয়ার পূর্ব ক্ষণে।

মদীনায় হিজরত

মদীনায় হিজরতের আগে মহান আল্লাহ প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিহাদের অনুমতি দেননি। বরং আল্লাহর দরবারে দু'আ কান্নাকাটি, কষ্টের ওপর সবর ও মূর্খদের ক্ষমা করে দেয়ার নির্দেশ দেন।

এ দিকে কুরাইশরা ছিলো প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমান ও ইসলামের ঘোর দুশমন। যে কেউ প্রিয় নবীজীর অনুসরণ করতো, তার ওপরই নির্যাতন চালাতো, সত্য ধর্ম থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতো। দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতো। যারা প্রিয় নবীজীর অনুসরণ করতো, ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতো, তাদের জন্যে সেটা ছিলো খুব দুঃসময়। কাফেররা একজোট হয়ে তাদেরকে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করতো। তাদের ওপর নানা রকম জুলুম-নির্যাতন করতো। ওদের জুলুম-অত্যাচার সইতে না পেরে পরিশেষে কোন কোন সাহাবী অন্য দেশে হিজরত করলেন!!

এভাবেই সময় পার হতে থাকলো। এক সময় সংঘটিত হয় বাইআতে আকাবায়ে ছানীয়া। এর মাধ্যমে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুফর, শিরক ও মূর্খতার তরঙ্গের মাঝে পবিত্র মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন করতে সমর্থ হোন। সে সময় তিনি সাহাবায়ে কেরামকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দেন।

www.pathagar.com

সকলে হিজরত করে মদীনায় যাওয়ার পর প্রিয় নবীজী নিজে হিজরত করেন। হিজরতের অল্প কিছুদিন পরেই তিনি একটি শক্তিশালী ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যার মাধ্যমে মদীনায় বসবাসকারী আনসার ও মুহাজিরদের পরস্পরের ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরো দৃঢ় হয়।

বনু সালামার সরদার

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীরা হিজরত করে মদীনায় যান। মদীনাবাসী আনসারগণ তাঁদের সবদিক দিয়ে সাহায্য করেন। তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। মাতৃভূমি ছেড়ে আসার কারণে তাঁরা যে কষ্ট পেয়েছেন, সে জন্যে সান্ত্বনা দেন। তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ দেখান। পবিত্র কুরআনের সূরা হাশরের নয় নম্বর আয়াতে তাঁদের এই ত্যাগ ও মহৎ কাজের আলোচনা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

অর্থ : আর মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা মদীনায় বসবাস করেছিলো ও ঈমান এনেছিলো, তারা মুহাজিরদের ভালোবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না। নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। যাদের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম। (সূরা হাশর ৯ আয়াত)

হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি.-এর গোত্র বনু সালামার লোকদের বাড়ী-ঘর ছিলো সহায়-সম্বলহীন মুহাজিরদের জন্যে শান্তি ও নিরাপত্তার

www.pathagar.com

আবাসস্থল। সেখানে তাঁরা সুখ, নিরাপত্তা ও আনন্দ সবই পেয়েছেন। কোনো ধরনের কষ্ট পাননি, কিংবা অসুন্দর কথা শুনতে হয়নি। নিজের বাড়ীতে আপনজনের কাছে থাকার মতোই তাঁরা নিঃসংকোচে চলাফেরা করেছেন। হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি. ছিলেন এমনিতেই খুব উদার ও দানশীল। কিন্তু যখন তাঁর হৃদয়ে ইসলামের আলো প্রবেশ করে, মহান আল্লাহর ভালোবাসা সেখানে আসন পাতে, তখন তাঁর দানের পরিমাণ আরো বেড়ে যায়। তিনি নিজের সব সম্পদ ইসলাম ও মুসলমানদের সেবায় ব্যয় করেন। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিয়ের অনুষ্ঠানে তিনি ওলীমার আয়োজন করতেন।

একদিন প্রিয় নবীজী বনু সালামা গোত্রের কিছু লোকের সঙ্গে বসে আলাপ করছিলেন। কথার মাঝে তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেন :

তোমাদের সরদার কে ?

তারা উত্তর দিলেন : জাদ ইবনে কায়েস; কিন্তু তিনি ভীষণ কৃপণ!

প্রিয় নবীজী তখন বলেন : কৃপণতা হলো সবচে' মন্দ স্বভাব?! না, বরং তোমাদের সরদার আমর ইবনে জামুহ। সে সময় কিছু আনসারী এ নিয়ে কবিতা আবৃত্তি শুরু করে দেয়–

শোধালেন প্রিয় নবীজী, তাঁর কথা সকলের ওপর

তোমরা সরদার বলে ডাকো কারে?

তাঁকে বলা হলো : জাদ ইবনে কায়েস,

তবে সরদার হলেও সে কৃপণ একেবারে!

তখন সরদার বানানো হলো আমর ইবনে জামুহকে দানের কারণে,

আসলে সেই হক রাখে সরদার বিশেষণের।

হে জাদ ইবনে কায়েস তোমার মাঝে থাকতো যদি আমরের গুণ, তাহলে তুমিই হকদার ছিলে সরদার পদের।

www.pathagar.com

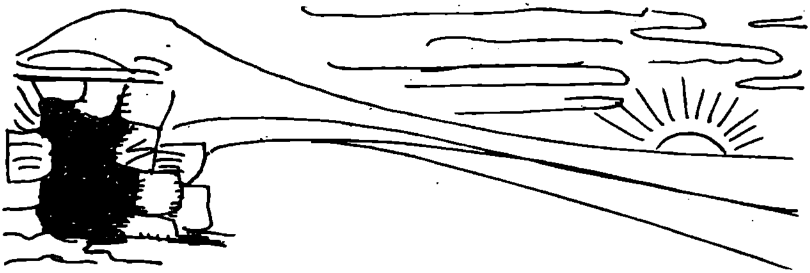

জিহাদের অনুমতি

মহান আল্লাহর ব্যাপারে কুরাইশদের অবাধ্যতা যখন সীমা ছাড়িয়ে গেলো। ইসলামের মহা সম্পদ দানের দ্বারা মহান আল্লাহ্ তাঁদের যে সম্মান দিতে চেয়েছিলেন, তা থেকে যখন তারা মুখ ফিরিয়ে নিলো। আল্লাহর নবীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো। নানাভাবে তাঁকে কষ্ট দিলো এবং যারা এক আল্লাহর ওপর ঈমান এনে তাঁর ইবাদতে মন দিলো। তাঁর নবীকে সত্যরূপে মেনে নিলো ও দীনকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরলো। তারা তাদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে লাগলো। তখন মহান আল্লাহ্ প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিহাদের অনুমতি দিলেন। এতোদিন যারা অন্যায়ভাবে মুসলমানদের ওপর জুলুম অত্যাচার করেছে, তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি দিলেন। জিহাদের অনুমতি সম্পর্কে সর্বপ্রথম সূরা হজ্বের উনচল্লিশ ও চল্লিশ নম্বর আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইরশাদ হয়েছে–

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا، وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ. اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ، اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ

www.pathagar.com

অর্থ : যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হচ্ছে, (তারা নিজেদের প্রতিরক্ষার্থে যুদ্ধ করতে পারে)। কারণ তাদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে বিজয় দানে সক্ষম। যাদেরকে তাদের নিজ বাড়ী-ঘর থেকে শুধু এ কারণে অন্যায়ভাবে বের করে দেয়া হয়েছে যে, তারা বলে, 'আমাদের রব আল্লাহ্'। আর আল্লাহ্ যদি মানব জাতির একদলকে আরেক দলের দ্বারা দমন না করতেন, তবে বিধ্বস্ত হয়ে যেতো খৃস্টান সন্ন্যাসীদের আশ্রম, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ যেখানে আল্লাহর নাম অধিক পরিমাণে স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ্ অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করেন, যারা তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (সূরা হাজ্জ-৩৯-৪০)

* * *

বদরের যুদ্ধ

বদরের খোলা প্রান্তরে মুসিলম-মুশরিক উভয় দল মুখোমুখি হয়। শুরু হয় সত্য-মিথ্যার পার্থক্য সৃষ্টিকারী লড়াই। কাফের বাহিনীর দলপতি আবু জাহেল, আমর ইবনে হিশাম ডানে-বামে তলোয়ার চালাতে চালাতে সামনে অগ্রসর হয়। তাকে ঘিরে একদল দুর্ধর্ষ লড়াকু যুদ্ধ করে যায়।

হযরত মুয়ায ইবনে আমর ইবনে জামুহ রাযি. শুনতে পান কাফেররা বলছে : হুঁশিয়ার, আবুল হাকামের কাছে যেনো কেউ পৌছতে না পারে...। সুযোগ পাওয়া মাত্রই তিনি তার ওপর এমন আঘাত হানেন, যাতে তার পা হাঁটুর নীচ থেকে আলাদা হয়ে যায়। সাথে সাথে তাঁর ভাই মুয়াওয়ায বাজ পাখির মতো ছুটে এসে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং এমন কঠিন আঘাত করেন যে, সে ওখানেই যমীনের ওপর লুটিয়ে পড়ে। তখন শুধু তার শেষ নিশ্বাস বাকী থাকে!!

www.pathagar.com

আবু জাহেলের পুত্র ইকরামা তখন কাছেই ছিলো, ইহা দেখে সে হযরত মুয়ায ইবনে আমর ইবনে জামুহ রাযি.-এর কাঁধ বরাবর তরবারি দিয়ে আঘাত করে। এতে হাত কেটে গিয়ে বাহুর চামড়ার সাথে লটকে থাকে।

কিন্তু এতো গুরুতর আঘাতের পরও তিনি দমেন না, অবিরাম লড়াই চালিয়ে যান। কাটা হাত পেছনে রেখে অপর হাতে তিনি যুদ্ধ করতে থাকেন। এভাবে দিনের বেশির ভাগ সময় পার হয়ে যায়। এরপর যখন তিনি কিছুটা অসুবিধা অনুভব করেন ও ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হয়; তখন কাটা অংশ পায়ের নীচে রেখে এক ঝটকায় আলাদা করে ফেলেন!!

এই কিশোর সাহাবী যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তা ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। দীনের জন্যে, ইসলামের জন্যে তিনি যে ত্যাগ শিকার করেছেন; তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মহান আল্লাহর অপার সাহায্যে মুসলমানদের বিজয়ের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শেষ হয়। এবার প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-কে নির্দেশ দেন নিহতদের ভিতর আবু জাহেলকে খুঁজে বের করতে। তাঁরা খুঁজতে থাকেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. খুঁজতে খুঁজতে আবু জাহেলকে এমন অবস্থায় পান যে, তার শুধু শেষ নিঃশ্বাস বাকী আছে। তিনি ঘাড়ে পা রেখে মাথা কাটার জন্যে দাড়ি ধরে বলেন : 'ওহে আল্লাহর দুশমন, মহান আল্লাহ তোমাকে অপমান করেছেন!

এ অবস্থায় আবু জাহেল বললো : ওহে বকরীর রাখাল, তুই অনেক উঁচু জায়গায় পৌছে গেছিস! এ কথোপকথনের পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. আবু জাহেলের মাথা কেটে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাজির করে বলেন : 'হে আল্লাহর

www.pathagar.com

রাসূল! এ হলো আল্লাহর দুশমন আবু জাহেলের মাথা।' প্রিয় নবীজী তখন বলেন :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ.

অর্থ : আল্লাহ্ সুমহান। সকল প্রশংসা তাঁর জন্যে নিবেদিত। তিনি নিজের প্রতিশ্রুতি সত্য করে দেখিয়েছেন, নিজের বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং একাই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছেন।

পরাজয়ের কালো কালি কপালে মেখে কুরাইশরা মক্কায় ফিরে আসে। পেছনে রেখে যায় তাদের সম্মানিত ব্যক্তি ও সরদারদের। কুরাইশদের যতোগুলো অভিজাত পরিবার ছিলো প্রতি পরিবারের কেউ না কেউ বদরে নিহত হয়েছে।

*　　*　　*

www.pathagar.com

মুশরিকদের প্রতিশোধমূলক যুদ্ধের প্রস্তুতি

বদর যুদ্ধে মক্কাবাসীদের পরাজয়, অবমাননা এবং কুরাইশ নেতাদের অনেকে নিহত হওয়ার কারণে তাদের মনে প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরেকটি প্রতিশোধমূলক যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। আবু সুফিয়ানকে এ যুদ্ধের সিপাহসালার নিযুক্ত করা হয়। এবার সে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে মুশরিকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করতে থাকে।

আবু সুফিয়ানের যে কাফেলা বদর যুদ্ধের কারণ হয়ে ছিলো এবং মালামালসহ কাফেলা নিরাপদে বাঁচিয়ে নিতে সফল হয়েছিলো, ওই কাফেলার সমস্ত মালামাল সে যুদ্ধের খরচ বহনের জন্যে সংরক্ষণ করে রাখে। মালামালের মালিকদের বলা হয়, শোন! কুরাইশ বংশের লোকেরা, মুহাম্মদ তোমাদের বিরুদ্ধে কঠিন আঘাত হেনেছে, তোমাদের হত্যা করেছে। সুতরাং তার সাথে যুদ্ধ করতে তোমরা তোমাদের মাল দ্বারা সহায়তা কর, হয়তো আমরা প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম হবো। কুরাইশরা এ কথায় সাড়া দিয়ে আবু সুফিয়ানের কাফেলায় যা সম্পদ ছিলো, তার সবই যুদ্ধের জন্যে দান করে দেয়।

www.pathagar.com

আবু সুফিয়ান কুরাইশদের ছাড়াও সহযোগী ও মিত্র সব মিলিয়ে তিন হাজার সৈন্য একত্র করে। সেই সাথে কিছু মহিলাকেও তাদের সাথে নেয়। যারা তাদের নিরাপত্তার কাজে সহযোগিতা করাসহ যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশের জন্যে পুরুষদের উত্তেজিত করবে; যাতে ময়দান ছেড়ে কেউ না পালায়। এরপর তারা তৃতীয় হিজরীর শাবান মাসে মদীনা অভিমুখে রওনা দেয় এবং উহুদ পাহাড়ের নিকট তাঁবু খাঁটায়।

* * *

নববী শিক্ষা

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মক্কার মুশরেক বাহিনীর রওনা দেয়ার সংবাদ পৌঁছে। সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি সাহাবীদের নিয়ে জরুরী পরামর্শে বসেন। মদীনা থেকে বেরিয়ে ওদের প্রতিহত করবেন.. না কি মদীনায়-ই থাকবেন?

প্রিয় নবীজী নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন : মুসলমানরা শহর থেকে বের হবে না; বরং মদীনার ভিতরেই অবস্থান করবে। যদি ওরা মদীনায় প্রবেশ করতে চায়, তাহলে মুসলমানরা মদীনার অলিগলির প্রবেশ পথেই ওদের সাথে যুদ্ধ করবে। মহিলারা ছাদের ওপর থেকে ওদের ওপর পাথর ছুঁড়ে মারবে। এ অভিমতই সঠিক ছিলো। মুনাফেক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইও এ অভিমতের সাথে একমত প্রকাশ করে।

কিন্তু বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি এমন কয়েকজন সাহাবী মদীনার বাইরে ময়দানে গিয়ে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরামর্শ দেন এবং এ পরামর্শের ওপর জোরও দেন। অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে প্রিয় নবীজী মদীনার বাইরে খোলা ময়দানে কাফেরদের সাথে মোকাবেলা

www.pathagar.com

করার সিদ্ধান্ত দেন। অতঃপর প্রিয় নবীজী ঘরে গিয়ে যুদ্ধের পোশাক পরে তলোয়ারসহ অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সকলের সামনে আসেন।

তাঁরা সকলেই প্রিয় নবীজীর আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। এর মাঝে তাঁদের নিজেদের মতের ব্যাপারে কিছুটা শিথিলতা দেখা দেয়। তাঁরা বলেন : আমরা প্রিয় নবীজীকে মদীনার বাইরে গিয়ে মোকাবেলা করতে বাধ্য করেছি!.. তাই তাঁরা আবার বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার মতের বিরোধিতা করা আমাদের ঠিক হয়নি। আপনি যদি আমাদের মদীনায় থাকা ভালো মনে করেন, তবে তাই করুন।

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেন : কোনো নবী যখন অস্ত্রে সজ্জিত হোন, তখন তা খুলে ফেলা তাঁর জন্যে সমীচীন নয়; যতক্ষণ পর্যন্ত না মহান আল্লাহ তাঁর ও দুশমনদের মাঝে ফায়সালা করে দেন। সুতরাং যা নির্দেশ দিয়েছি তা পালন করার চেষ্টা কর। আল্লাহর নামে রওয়ানা হও। যতক্ষণ তোমরা দৃঢ়পদ থাকবে, ততক্ষণ তোমরা আল্লাহর সাহায্য লাভ করবে।

এর দ্বারা প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের একটি বড়ো বিষয় শিক্ষা দেন যে, শলা-পরামর্শের পর যা সিদ্ধান্ত হয়, সেটার ওপরই অটল থাকতে হবে ও মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করতে হবে। তখন আর এদিক সেদিক করার সুযোগ নেই। শেষ ফলাফল পর্যন্ত এর ওপর আমল করে যেতে হবে। মহান আল্লাহ যা ভালো মনে করবেন, সেটাই হবে।

*　　*　　*

www.pathagar.com

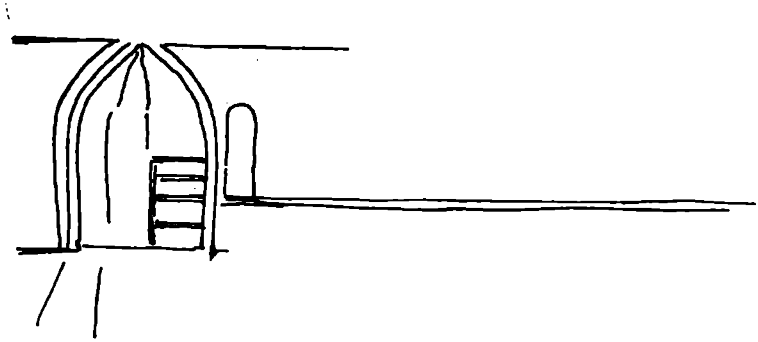

শাহাদাতের আকাংখা

হযরত আমর ইবনে জামুহ্ রাযি. আল্লাহর পথে যেমন মাল-সম্পদ বিলিয়ে দিতেন, তেমনি নিজের জীবনকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে দিতে চান।

কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব?! .. কারণ তিনি প্রতিবন্ধী। তাঁর পায়ে সমস্যা, সোজা হয়ে হাঁটতে পারেন না, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়। কাজেই জিহাদে অংশ গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন। এদিকে তাঁর চার ছেলে বনের সিংহের মতো হুংকার ছেড়ে প্রিয় নবীজীর সঙ্গে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সকল ময়দানে তাঁরা বীরদর্পে এগিয়ে যায়। অন্যদের জিহাদের ময়দানে যাওয়ার জন্যে উৎসাহিত করে।

বদরের যুদ্ধে হযরত আমর ইবনে জামুহ্ রাযি. অংশ গ্রহণ করতে চান; তাঁর ছেলেরা বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। উহুদের যুদ্ধের দিন তিনি দেখেন, তাঁর ছেলেরা মুশরিকদের সঙ্গে জিহাদের প্রস্তুতি নিচ্ছে। শহীদ হওয়ার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও চীর সফলতা লাভের জন্যে সিংহের ন্যায় ব্যাকুল হয়ে ছুটছে। এই দৃশ্য দেখে, তাঁর হৃদয়ে জিহাদের বাসনা প্রবল হয়ে ওঠে। এবার তিনি প্রিয় নবীজীর পতাকা তলে জিহাদ করার দৃঢ় সংকল্প করেন।

www.pathagar.com

কিন্তু ছেলেরা সকলে একমত। তাঁরা পিতাকে জিহাদে যেতে বারণ করেন। তাঁরা বলেন : পায়ের সমস্যার কারণে মহান আল্লাহ্ আপনাকে জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। সূরা ফাতার সতেরো নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ

অর্থ : অন্ধের কোনো অপরাধ নেই, লেংড়ার কোনো অপরাধ নেই, অসুস্থের কোনো অপরাধ নেই।

মহান আল্লাহ জিহাদের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। সুতরাং আপনি বাড়ীতে থাকুন, আমরাই যথেষ্ট।

ছেলেদের কথায় পিতা হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি. ভীষণ রেগে যান। তিনি প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করেন। সেই সাথে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশ গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করে বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ছেলেরা আমাকে আপনার সঙ্গে জিহাদে যেতে নিষেধ করে। কসম খোদার, আমি আশাবাদী নিশ্চয় শহীদ হবো এবং এই লেংড়া পা নিয়ে জান্নাতে হাঁটবো!!

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোমল কণ্ঠে তাঁকে বলেন : মহান আল্লাহ্ আপনাকে অক্ষম ঘোষণা করেছেন, কাজেই আপনার ওপর কোনো জিহাদ নেই। কিন্তু তিনি খুব কাকুতি-মিনতি ও পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। জিহাদের প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ও ইচ্ছা দেখে, পরিশেষে প্রিয় নবীজী তাঁকে অনুমতি দেন, আর ছেলেদের বলেন: "তোমরা তাঁকে নিষেধ করো না, হতে পারে মহান আল্লাহ তাঁকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন।"

প্রিয় নবীজীর অনুমতি পেয়ে হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি. আনন্দের দোলায় দোল খেতে খেতে বাড়ীতে যান। গিয়ে যুদ্ধের

www.pathagar.com

হাতিয়ার নেন এবং স্ত্রীকে শেষ বিদায়ের মতো বিদায় জানান। অতঃপর কেবলামুখী হয়ে আকাশের দিকে হাত ওঠিয়ে দু'আ করেন–

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِى الشَّهَادَةَ وَلَاتَرُدَّنِىْ اِلٰى اَهْلِىْ خَائِبًا

অর্থ : আয় আল্লাহ! আমাকে শাহাদাত নসীব করুন, হতভাগ্য বানিয়ে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিয়েন না।

*　　*　　*

ঈমান ও নেফাক কখনো এক হতে পারে না!

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাজার মুহাজিদ নিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে বের হোন। তাঁর সঙ্গে হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি.ও বের হোন। প্রিয় নবীজী সাহাবীদের নিয়ে উহুদ ও মদীনার মধ্যবর্তী জায়গা শাইখান এ পৌছলে মুনাফেক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে তার অনুসারী তিনশো লোক নিয়ে মদীনায় ফিরে যায় এবং বলে : মুহাম্মদ আমাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের কথা না শোনে যুবকদের কথা শোনেন!!

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম রাযি. মুনাফেকরা মদীনায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের এ নাজুক পরিস্থিতিতে তাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করতে চান। তিনি তাদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে তাদের পেছনে কিছুদূর গিয়ে বলেন : এখনো ফিরে চলো, আল্লাহর পথে লড়াই কর অথবা প্রতিরোধ কর।

তারা জবাব দেয় : আমরা যদি জানতাম তোমরা যুদ্ধ করবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে থাকতাম!!

সে সময় একটি ছোট দলকে দেখা যায়। তারা অস্ত্রে সজ্জিত এবং বড়ো সেনাবাহিনী থেকে আলাদা। কয়েকজন আনসারী প্রিয় নবীজীকে

www.pathagar.com

পরামর্শ দেন : এরা ইহুদীদের মিত্র, যারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে লড়াই করতে চায়। আপনি ইচ্ছে করলে তাদের থেকে সহযোগিতা নিতে পারেন। কিন্তু প্রিয় নবীজী মুশরিকদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের সাহায্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান.. এতো হলো ঈমান ও কুফুরের লড়াই। সত্য-মিথ্যার সংগ্রাম। সুতরাং ইহুদীরা এখানে কী করবে?!! আর প্রকৃত সাহায্যকারী তো মহান আল্লাহ। এর দ্বারা প্রিয় নবীজী সাহাবীদের পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুলের শিক্ষা দেন এবং তাঁদের দিলকে একমাত্র আল্লাহর দিকে ঝুঁকিয়ে দেন।

মহান আল্লাহ সূরা আলে ইমরানের একশত সাতষট্টিতম আয়াতে এ সকল মুনাফেকদের অবস্থা তুলে ধরেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا، قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لَّاتَّبَعْنٰكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَالَيْسَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ

অর্থ : "আর যাতে তিনি জেনে নেন মুনাফেকদেরকে। আর তাদেরকে বলা হয়েছিলো, 'এসো, আল্লাহর পথে লড়াই কর অথবা প্রতিরোধ কর।' তারা বলেছিলো, 'যদি আমরা লড়াই হবে জানতাম তবে অবশ্যই তোমাদেরকে অনুসরণ করতাম।' সেদিন তারা কুফরীর বেশি কাছাকাছি ছিলো তাদের ঈমানের তুলনায়। তারা তাদের মুখে সে কথা বলে, যা তাদের অন্তরসমূহে নেই। আর তারা যা গোপন করে সে সম্পর্কে আল্লাহ অধিক অবগত।'

মুনাফেকদের ফিরে যাওয়ার পর প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশিষ্ট সাতশো মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হোন। চলতে চলতে উহুদ পাহাড়ের ঘাঁটিতে পৌছে সেখানেই শিবির স্থাপন করেন। উহুদ পাহাড়কে পেছনে রাখেন। এরপর তিনি সৈন্যদের বিন্যস্ত ও সংগঠিত করেন। তাঁদের বলেন : 'আমি নির্দেশ না

www.pathagar.com

দেয়া পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ শুরু করবে না।' পঞ্চাশ সদস্য বিশিষ্ট একটি ঘোড়সওয়ার বাহিনী তৈরী করেন। এ ছাড়াও তীরান্দাজদের একটি ছোট বাহিনীও তৈরী করেন। তাদের সংখ্যাও পঞ্চাশ ছিলো। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. কে এ বাহিনীর দলপতি নিযুক্ত করেন। বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে বলেন : 'তোমরা ঘোড়সওয়ার শত্রুদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে তাদেরকে আমাদের থেকে দূরে রাখবে, তারা যেনো পেছনের দিক থেকে আমাদের ওপর হামলা করতে না পারে। তোমরা যদি দেখো পাখি আমাদের ঠুকরাচ্ছে তবুও নিজেদের জায়গা থেকে নড়বে না। এক কথায় আমাদের জয়-পরাজয় সর্ব অবস্থায় তোমরা নিজেদের দায়িত্বে অবিচল থাকবে।'

কুরাইশরাও যুদ্ধের জন্যে সেনা বিন্যাস করে। তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিলো তিন হাজার। তার মধ্যে ঘোড়সওয়ার ছিলো দুইশত। তাদের ডান দিকে ছিলো খালেদ ইবনে ওলীদ, আর বাম দিকে ছিলো ইকরামা ইবনে আবু জাহেল (এটা তাদের ইসলাম গ্রহণের আগের কথা)।

* * *

জয়ের পর পরাজয়!

উভয় দল ময়দানে মুখোমুখি এসে দাঁড়ালে যুদ্ধ শুরু হয়। মুসলমানগণ বীরত্বের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যান। মহান আল্লাহর সাহায্য তাদের সহযোগী হয়। হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি. ও তাঁর চার ছেলে শিরকের অন্ধকারে ডুবন্ত সৈন্যদের বিরুদ্ধে নিজেদের তলোয়ার চালান।

হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি. জ্বলন্ত আগুনের মতো এই ভয়ানক যুদ্ধের মাঝখানে লেংড়া পা দুলিয়ে দুলিয়ে চলছিলেন? আর প্রতি কদমে কদমে তাঁর তলোয়ার মূর্তি পূজারীদের মাথা দেহ থেকে কেঁটে বিচ্ছিন্ন করছিলো।

www.pathagar.com

হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি. ডান হাতে শত্রুর ওপর আঘাত করতেন, এরপর নিজের চারপাশেও ওপরের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। যেনো তিনি মৃত্যুর ফেরেশতার আগমনের অপেক্ষায় অধীর হয়ে আছেন। যিনি এসে তাঁর রূহ কবয করে জান্নাতে নিয়ে যাবেন!! হ্যাঁ, তিনি সত্যিই খাঁটি দিলে আল্লাহর কাছে শাহাদাত চেয়েছিলেন এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, মহান আল্লাহ তাঁর দু'আ কবুল করেছেন।

কিছুক্ষণ যাবত তুমুল যুদ্ধ চলতে থাকে। অল্প সংখ্যক মুসলমানের এ বাহিনী যুদ্ধের গতি পুরোপরি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে। অবশেষে মুশরিকদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। তাদের কাতার গুলো ডানে-বামে, সামনে-পেছনে বিশৃংখল হয়ে পড়তে শুরু করে। মনে হচ্ছিলো যেনো তিন হাজার মুশরিক সাতশ নয়; বরং ত্রিশ হাজারের মুখোমুখি রয়েছে। ঈমানের বলে বলীয়ান মুসলমানদের অপ্রতিরোধ্য হামলার মুখে মুশরিক বাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে। নিজেদের সর্বশক্তি ব্যয় করেও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়। মুসলিম মুজাহিদদের তরবারির নীচে কচুকাটা হয়ে ওদের সব অহংকার ধুলায় মিশে যায়। মিটে যায় প্রতিশোধ গ্রহণের স্বাদ। সত্তরজন কুরাইশ সরদার নিহত হয়। বাকীরা ময়দান ছেড়ে ইঁদুরের মতো পালিয়ে যায়। এমনকি মহিলারা পর্যন্ত হাঁটুর ওপর কাপড় তোলে দৌড়ে পালায়!!

তীরান্দাজ বাহিনী যখন দেখলো, মুশরিকরা পরাজিত হয়ে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেছে, তখন তারা প্রিয় নবীজীর নির্দেশ– 'তোমরা কোনো অবস্থাতেই নিজেদের স্থান ত্যাগ করবে না" বেমালুম ভুলে গেলো। একে অপরকে বলতে লাগলো : গণীমত!.. গণীমত!.. তোমাদের সঙ্গীরা বিজয়ী হয়েছে, এখন আর কিসের অপেক্ষা।

সে সময় তাঁদের দলনেতা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাযি. তাঁদেরকে প্রিয় নবীর নির্দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তাঁর কথায় কান দেননি। তাঁরা ধারণা করেন মুশরিকরা আর

www.pathagar.com

ফিরে আসবে না। এই ভেবে তাঁরা গণীমতের মাল সংগ্রহ করতে চলে যান। এতে খালেদ ইবনে ওলীদ মুসলিম তীরান্দাজ বাহিনীর অনুপস্থিতি টের পেয়ে তার অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে দ্রুত পেছনের দিক থেকে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া মুশরিকরা চারদিক থেকে ছুটে এসে মুসলমানদের ঘেরাও করে ফেলে!!

মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধের চিত্র পাল্টে যায়। মুসলমানদের কাতারে বিশৃংখলা দেখা দেয়। তারা ভয় বিহবল হয়ে পড়ে। এমন অনাকাংখিত পরিস্থিতিতে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অনেক মুসলমান শহীদ হন!!

*　　*　　*

www.pathagar.com

শহীদ হলেন শহীদের পিতা

মুশরিকরা মুসলিম মুজাহিদদের দুর্ভেদ্য বেষ্টনী ভেদ করে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছে যায়। তাঁকে দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় করে দিতে জীবনবাজী রেখে হামলা চালায়। সে হামলায় তাঁর পবিত্র চেহারা রক্তাক্ত হয়ে যায়। তাঁর মাড়ির নীচের ডান দিকের (রুবাঈ) দাঁত ভেঙ্গে যায়। শিরস্ত্রাণ ভেঙ্গে যায়। মুশরিকরা তাঁর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে, ফলে তিনি একটি গর্তে পড়ে যান। শিরস্ত্রান ভেঙ্গে দু'টি কড়া তাঁর চোয়ালে ঢুকে যায়!!

হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি. দেখেন, প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন। প্রায় সকলেই তাঁর থেকে আলাদা হয়ে গেছে। এই দৃশ্য দেখে তিনি ভালো পায়ের সাহায্যে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে যান আর আবৃত্তি করতে থাকেন–

إِنِّيْ لَمُشْتَاقٌ إِلَى الْجَنَّةِ

إِنِّيْ لَمُشْتَاقٌ إِلَى الْجَنَّةِ

নিশ্চয় আমি জান্নাতের প্রত্যাশী..

নিশ্চয় আমি জান্নাতের প্রত্যাশী..

www.pathagar.com

তাঁর পেছনেই ছিলো ছেলে খাল্লাদ রাযি.। প্রিয় নবীজীর শত্রুদের প্রতিহত করতে দু'জনই বাজের মতো ছুটে যায়। বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে পিতা-পুত্র দু'জনই যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়ে যান!!

হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি. এর হৃদয়ের লালিত স্বপ্ন পূর্ণ হয়। তিনি আল্লাহর পথে জিহাদ করতে করতে শহীদ হোন। প্রিয় নবীজীর কথাও সত্যে পরিণত হয়। তিনি সে সকল পুণ্যবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাঁদের ব্যাপারে প্রিয় নবীজী বলেছেন :

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ مَنْ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَ بَرَّهُ

অর্থ : 'নিশ্চয় আল্লাহর এমন কিছু বান্দা রয়েছে, তাঁরা যদি আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বসে, তাহলে তিনি সেটা পূর্ণ করে দেন।'

* * *

আমাদের নিহতরা জান্নাতে আর তোমাদের নিহতরা জাহান্নামে

এই ভয়ানক যুদ্ধ শেষ হলে মুশরিকরা ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। তখন আবু সুফিয়ান উহুদ পাহাড়ের ওপর ওঠে উচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করে : তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ আছে কী ?

প্রিয় নবীজী সাহাবীদের বলেন : তোমরা কেউ উত্তর দিও না।

সে আবার জিজ্ঞেস করে : তোমাদের মধ্যে আবু বকর আছে ?

তখনো কেউ উত্তর দেয় না!!

সে আবার জিজ্ঞেস করে : তোমাদের মধ্যে উমর আছে কি ?

তখনো কেউ উত্তর দেয় না!!

কোনো জবাব না পেয়ে আবু সুফিয়ান স্বগতোক্তি করে বলে, চলো, এ তিনজন থেকেই রেহাই পাওয়া গেছে।

www.pathagar.com

এ কথা শোনে হযরত উমর রাযি. আত্মসম্বরণ না করতে পেরে বললেন– ওহে আল্লাহর দুশমন, তুমি যাঁদের নাম উচ্চারণ করেছো, তাঁরা সকলে জীবিত আছেন। মহান আল্লাহ্ এখনো তোমার অবমাননার উপকরণ বাকী রেখেছেন!!

এ কথা শোনে আবু সুফিয়ান ধ্বনি দিলো : হোবলের জয় হোক!.. হোবলের জয় হোক!..

প্রিয় নবীজী তখন সাহাবীদের বলেন : 'তোমরা জবাব দিচ্ছো না কেন'?

তাঁরা বললো : আমরা কী জবাব দেবো?

প্রিয় নবীজী বলেন : তোমরা বল– আল্লাহ্ মহান এবং সর্বশক্তিমান।

আবু সুফিয়ান আবার ধ্বনি তুললো : আমাদের জন্যে উযযা আছে তোমাদের জন্যে উযযা নেই।

প্রিয় নবীজী সাহাবীদের বলেন : তোমরা জবাব দিচ্ছো না কেন?

তারা বললো : আমরা কী জবাব দেবো ?!

তিনি বলেন : তোমরা বল–

اَللّٰهُ مَوْلَانَا، وَلَامَوْلَالَكُمْ

অর্থাৎ আমাদের প্রভু আল্লাহ, তোমাদের কোনো প্রভু নেই।

তখন আবু সুফিয়ান বলে : কি চমৎকার কৃতিত্ব! আজ বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের দিন। যুদ্ধ হচ্ছে একটি বালতি– আজ একদল বিজয়ী তো কাল অন্যদল বিজয়ী।

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. তখন বলেন : তোমরা আমরা সমান নই। আমাদের যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁরা জান্নাতে। আর তোমাদের যাঁরা নিহত হয়েছে, তারা জাহান্নামে।

* * *

www.pathagar.com

শহীদদের তালাশে প্রিয় নবীজী

এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে হওয়ার পর প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. শহীদদের শেষ বিদায় জানানোর জন্যে যুদ্ধের ময়দানে তাঁদের খোঁজে বের হোন। সে সময় তিনি হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি. এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন : 'আমি তাঁকে দেখছি সে এই অসুস্থ (লেংড়া) পায়ের পরিবর্তে সুস্থ পায়ে জান্নাতে হাঁটছে।'

এরপর তিনি হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি. সহ অন্য শহীদদের জানাযা পড়ান এবং যুদ্ধের ময়দানের শহীদদের দিকে করুন চোখে তাকিয়ে থেকে নিঃশব্দে বলেন :

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَشْهَدُ اَنَّكُمُ الشُّهَدَاءُ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : "নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল সাক্ষ্য দিচ্ছেন, কেয়ামতের দিন তোমরা সকলে শহীদ হিসাবে আল্লাহর দরবারে ওঠবে।'

তারপর প্রিয় নবীজী সাহাবীদের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলেন : 'হে লোক সকল! তোমরা গিয়ে তাঁদের যিয়ারত কর ও সালাম দাও, যে সত্তার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি, কেয়ামত পর্যন্ত যতো মুসলমান তাঁদের সালাম করবে, তাঁরা সকলের সালামের উত্তর দিবে।'

* * *

ধৈর্যশীল স্ত্রী

ভোরের সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়তেই উটের পিঠে বোঝাসহ এক রমণী মদীনায় এসে হাজির হয়। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বাহনের নিকটবর্তী হয়ে দেখেন, হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি. এর স্ত্রী হযরত হিন্দা বিনতে আমর ইবনে হারাম রাযি.। তাঁরা জিজ্ঞেস করেন : কী

www.pathagar.com

খবর? তিনি উত্তর দেন : মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলকে নিরাপদে রেখেছেন। মুমিনদের শাহাদাতের মর্যাদা দিয়ে সৌভাগ্যবান করেছেন। কাফেরদের আক্রোশসহ ফিরিয়ে দিয়েছেন। তারা হতভাগ্য বঞ্চিত হয়ে ফিরে গেছে। যুদ্ধে মুমিনদের জন্যে মহান আল্লাহ-ই যথেষ্ট। আর তিনি মহান শক্তিধর ও পরাক্রমশালী।

অতঃপর উটকে বসিয়ে নেমে আসেন।

সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেন : এর ভেতর কী?!

তিনি উত্তর দেন : আমার ভাই ও স্বামীর লাশ!

তিনি মদীনায় দাফন করার উদ্দেশে তাঁদের লাশ নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু ওই মুহূর্তেই প্রিয় নবীজীর নকীব ঘোষণা দিয়ে যায়, শহীদদেরকে তাঁদের শহীদ হওয়ার স্থানেই দাফন কর। তখন তাঁদের আবার উহুদে ফিরিয়ে নেয়া হয় এবং সেখানেই তাঁদের দাফন হয়।

* * *

www.pathagar.com

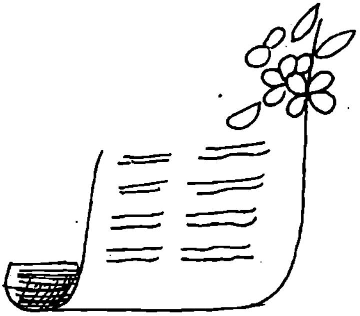

মরেও জীবিত

হযরত আমর ইবনে জামুহ্ রাযি. ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারাম রাযি.-কে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী একই কাপড়ে কাফন পরানো হয় এবং একই কবরে দাফন দেয়া হয়। কারণ, দুনিয়াতে তাঁদের দু'জনের ভিতর খুব মিল মহব্বত ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিলো।

দুই শহীদ বন্ধুকে একই কবরে দাফন করা হয়েছে। পৃথিবী জিহাদের ময়দানে তাঁদের কৃতিত্ব পূর্ণ অবদান দেখেছে। তাঁদের পবিত্র দেহ্ নিজের বুকে ধারণ করে ধন্য হয়েছে। প্রায় চার যুগের কাছাকাছি সময় পেরিয়ে গেছে। তাঁদে দাফন করার ছেচল্লিশ বছর পর একবার প্রবল বন্যা আসে। এতে তাঁদের কবর গুলো নষ্ট হয়ে যায়। তখন হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে হারাম রাযি. পরিবারের লোকদের নিয়ে পিতা ও ফুফার জীর্ণ হাড় সরিয়ে অনত্র দাফন করার নিয়তে যান। গিয়ে দেখেন, সুবহানাল্লাহু! আল্লাহর কী অপূর্ব কুদরত!! তাঁরা দিব্যি আরামে ঘুমিয়ে আছেন। ঠিক যেনো গতকাল মৃত্যুবরণ করেছেন। লাশ একেবারে অক্ষত। সামান্যও পরিবর্তন হয়নি। যমীন তাঁদের দেহের কোনো ক্ষতি করেনি। সেই প্রথম দিন

www.pathagar.com

আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সময়কার তৃপ্তির ঝলক এখনো ঠোঁটে লেগে আছে!

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম রাযি. যুদ্ধের সময় চেহারায় আঘাত পেয়েছিলেন। আঘাতের স্থানে হাত দিয়ে চেপে ধরেছিলেন, আর ওই অবস্থায়ই শহীদ হোন এবং দাফন করা হয়। এতো বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর এখনো ওই অবস্থাতেই আছেন দেখে তারা হাত সরিয়ে দেয়, আর অমনি ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে। পুনরায় সেখানে হাত রাখলে রক্ত বন্ধ হয়!!

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের একশত উনসত্তর, সত্তর ও একাত্তর নম্বর আয়াতে শহীদদের সম্পর্কে বলেন :

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ، بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ. (١٦٩) فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (١٧٠) يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ (١٧١)

অর্থ : আর যারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে, তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের রবের নিকট জীবিত, তাদেরকে রিযিক দেয়া হয়। আল্লাহ তাদেরকে যে অনুগ্রহ করেছেন, তাতে তারা খুশি, আর তারা আনন্দিত হয়, পরবর্তীদের থেকে যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের বিষয়ে। এ জন্যে যে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত ও অনুগ্রহ লাভে খুশি হয়। আর নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান নষ্ট করেন না। (সূরা আল ইমরান-১৬৯-১৭১)

* * *

www.pathagar.com

শহীদানের গল্প শোন সিরিজ

৮

শূলিবিদ্ধ শহীদ

হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযি.

মূল

আশরাফ মুহাম্মাদ আলওয়াহ্‌শ

বিখ্যাত আরব সাহিত্যিক

অনুবাদ

মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

আলেম, লেখক, অনুবাদক

মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৮৮-০২-৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

ই-মেইল: support@maktabatulashraf.net

ওয়েবসাইট: www.maktabatulashraf.net

www.pathagar.com

শহীদানের গল্প শোন সিরিজ-৮

শূলিবিদ্ধ শহীদ

হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযি.

মূলঃ আশরাফ মুহাম্মাদ আলওয়াহ্‌শ

অনুবাদঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

প্রকাশক

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

মাকতাবাতুল আশরাফ

[অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]

ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং-৫

১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

প্রথম সংস্করণ

মুহাররম ১৪৩৩ হিজরী

ডিসেম্বর ২০১১ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায

গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স

(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)

৩/২, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-8291-06-7

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Shulibiddo Shoheed

HAZRAT KHUBAIR IBNE ADEE Rz.

By: Ashraf Muhammad Alwahsh

Translate By: Muhammad Shakhawat Hossain

Price: Tk. 50.00 US$ 3.00

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

হাদীস শরীফের বর্ণনা মতে প্রতিটি শিশুই সুস্থ সুন্দর দ্বীনী মানসিকতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তিতে তার মা-বাবা ও পরিবেশ তাকে ইহুদী, নাসারা, হিন্দু ইত্যাদি বানায়।

মূলত কোন শিশুই নষ্ট চরিত্র ও মানসিকতা নিয়ে দুনিয়াতে আসে না। পরিবার ও পরিবেশের দূষণই তাকে দূষিত করে। নষ্ট করে।

আজকে আমাদের সমাজের সর্বত্র সন্ত্রাসের যে ভয়ংকর বিধ্বংসী চিত্র দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, এর মূল কারণ দ্বীনবিমুখ চরিত্রবিধ্বংসী ও আদর্শহীন শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রবল স্বার্থান্ধতা। যার সহজলভ্য উপকরণ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এবং সকল প্রকার প্রচার মাধ্যম সেগুলোর কোন বাছ-বিচার না করে ও তার কুপ্রভাবের কথা মাথায় না রেখে সর্বক্ষণ তা প্রচার করছে। সাথে সাথে এক শ্রেণীর অর্থলিপ্সু পুস্তক ব্যবসায়ী শিশু-কিশোরদের চরিত্র ও মানসিক গঠনের ক্ষেত্রে তার প্রকাশনা ক্ষতিকর কি উপকারী এ ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই বিদেশী ধর্মহীন শিশুসাহিত্যের অনুকরণে বই পত্র প্রকাশ করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। এ সকল মারাত্মক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করেই মাকতাবাতুল আশরাফ শিশু-কিশোরদের মধ্যে দ্বীনী চেতনা ও আদর্শ মানসিকতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কয়েকটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। তার মধ্যে 'শহীদানের গল্প শোন সিরিজ ১-১০' অন্যতম। এ সিরিজের অষ্টম বই, "শূলিবিদ্ধ শহীদ হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযি." এখন পাঠকদের হাতে।

www.pathagar.com

আমরা আমাদের সাধ্যমতো বইটিকে সুন্দর ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো দৃষ্টিতে কোন অসংগতি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবগত করলে পরবর্তিতে আমরা সংশোধন করে নিবো। আল্লাহপাক আমাদের প্রচেষ্টাকে সার্থক ও সফল করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
১৩৬ আজীমপুর, ঢাকা-১২০৫

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ - সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত। তাঁর অপার করুণার ফলেই দীর্ঘ সময় পরে হলেও সূর্যের মুখ দেখতে যাচ্ছে শহীদানের গল্প শোন সিরিজের পূর্ণাঙ্গ সেট - প্রথম থেকে দশম খণ্ড।

এ সিরিজের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও আবেদন আর দশটি সিরিজ বইয়ের থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র। এর সঙ্গে গল্প বিশেষণটি যুক্ত হলেও সিরিজটি মূলত জীবনী নির্ভর। এতে গল্পের আকারে সেইসব মহামানবদের বর্ণাঢ্য জীবনালেখ্য অংকিত হয়েছে, যাঁরা ছিলেন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে গড়া। যাঁরা ছিলেন সত্যের দিশারী, হেদায়াতের কাণ্ডারী। যাঁদের ব্যাপারে জ্ঞানের সাগর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেছেন- 'যে ব্যক্তি অন্য কারো রীতি-নীতি বা আদর্শ অনুসরণ করতে চায়, সে যেনো দুনিয়া থেকে যারা বিদায় নিয়ে গেছেন তাদের আদর্শ অনুসরণ করে। কেননা জীবিত ব্যক্তি ফেতনা হতে নিরাপদ নয়। আর তাঁরা হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ! তাঁরা ছিলেন এ উম্মতের শ্রেষ্ঠতম মানুষ। তাঁরা ছিলেন পবিত্র, তাঁদের অন্তর ছিলো নির্মল, তাঁরা ছিলেন গভীর জ্ঞান সম্পন্ন ও লৌকিকতা বর্জিত মানুষ। মহান আল্লাহপাক তাঁদেরকে আপন নবীর সান্নিধ্য লাভ ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে মনোনীত করেছিলেন। সুতরাং তোমরা তাঁদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বকে অনুধাবন কর এবং তাঁদের পদাংক অনুসরণ কর, আর যথাসাধ্য তাঁদের স্বভাব-চরিত্র ও আদর্শ আঁকড়ে ধর। কারণ তাঁরা সঠিক হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।'

www.pathagar.com

মহান সাহাবীর এ অমূল্য বাণীকে সামনে রেখেই নিজের শত দুর্বলতা সত্ত্বেও এ সিরিজের চতুর্থ থেকে দশম খণ্ড অনুবাদের কাজে হাত দেয়া। সামাজিক অবক্ষয় ও নৈতিক অধঃপতনের চরম মুহূর্তে - যখন পবিত্র ইসলামের কালজয়ী আদর্শ ও মুসলমানদের চরিত্র কলুষিত করে প্রচার করা হচ্ছে বিশ্ব দরবারে, সে সময় এ মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন বর্তমান সময়ের সাহসী প্রকাশক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান। তাঁকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ বই পড়ে যদি তরলমতি শিশু-কিশোরদের জীবনে মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয় সাহাবীদের সৌরভময় জীবনের বিন্দুতম ছায়াও পড়ে তবেই স্বার্থক হবে তাদের জীবন। সবশেষে কবির শুভ আকাংখার সাথে সূর মিলিয়েই শেষ করছি আমার নিবেদন-

أُحِبُّ الصَّالِحِيْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ
لَعَلَّ اللهُ يَرْزُقُنِيْ صَلَاحًا

"নেককারদের ভালোবাসি যদিও না তাঁদের মতন
হতে পারে মহান প্রভু দিবেন আমায় তাঁদের জীবন।"

তারিখ
১৩/১১/২০১১

দু'আর মুহতাজ
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হুসাইন
মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
শহীদানের গল্প শোন-৮	
হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযি.	
শহীদানের গল্প শোন-৮	
হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযি.	৯
বদর যুদ্ধ	১০
দুই বাহিনী মুখোমুখি	১২
মুশরিকদের মৃত্যুদূত	১৪
উহুদ যুদ্ধ	১৫
রাজীর যুদ্ধ	১৬
আল্লাহর দেয়া রিযিক	১৯
উত্তম বন্দী!!	২০
বিদায় বেলার নামায	২৩
মুশরিকদের জন্য বদদু'আ	২৫
শূলিবিদ্ধ বীর!!	২৭
অনুপম নবীপ্রেম	২৮
ক্রুশবিদ্ধ শহীদ	৩০
হযরত খুবাইব রাযি.-এর দু'আ কবুল হলো	৩৪
মুমিন ও মুনাফিক!	৩৬
শোকগাঁথা	৩৯

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

www.pathagar.com

শহীদানের গল্প শোন-৮

হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযি.

কে তিনি ?

তাঁর নাম, খুবাইব ইবনে আদী আনসারী। তিনি ক্রুশবিদ্ধ শহীদ। মহান আল্লাহর প্রেমে মাতোয়ারা এক জীবন্ত মুমিন। খাঁটি নবী প্রেমিক!

ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহর দুশমন মুশরিকরা তাঁকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে নিতে চাইলো, এ জন্যে তাঁকে শূলে চড়ালো, কিন্তু এতে তাঁর ঈমান একটুও কমলো না, বরং তাঁর ঈমান আরো মজবুত হলো, শক্তিশালী হলো।

ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদরে শরীক হোন। এরপর ডাক আসে উহুদ যুদ্ধের, সে যুদ্ধেও তিনি আনন্দচিত্তে অংশগ্রহণ করেন। উহুদ যুদ্ধের পর অন্য কোনো যুদ্ধে শরীক হওয়ার সুযোগ হয়নি। এ যুদ্ধের পরই তাঁর জীবনে আসে ঈমানের পরীক্ষা। সে পরীক্ষায় তিনি পাশ করেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই তিনি শহীদ হোন।

হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযি. মদীনার আউস গোত্রের লোক ছিলেন। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে

www.pathagar.com

মদীনায় আগমনের পর তিনি অনেকবার প্রিয় নবীজীর দরবারে আসা-যাওয়া করেন। এতে তাঁর হৃদয় ধীরে ধীরে ইসলামের আলোকে আলোকিত হয়ে ওঠে। তিনি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন। মহান আল্লাহকে রব এবং প্রিয় নবীজীকে রাসূল হিসাবে মেনে নেন।

তিনি ছিলেন ইবাদতগুজার, ধার্মিক। তাঁর কপালে ধার্মিকদের ছাপ লেগে থাকতো, মহান আল্লাহর ইবাদতকারীদের চিহ্ন ফুটে ওঠতো। তিনি রাত জেগে নামায পড়তেন, আর দিনভর রোযা রাখতেন। মহান আল্লাহর স্তুতি গানে বিভোর থাকতেন। তিনি ছিলেন সময়ের সেরা মুজাহিদ। নির্ভীক লড়াকু। জিহাদের ডাক শুনলেই ছুটে যেতেন। আনন্দচিত্তে শরীক হতেন।

হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযি. ছিলেন পবিত্র রূহ, কোমল হৃদয়, বলিষ্ঠ ঈমান, অনুপম আত্মত্যাগী ও আল্লাহর দীনের ওপর সদা অটল এক সাচ্চা মুমিন।

প্রিয় নবীজীর কবি হযরত হাসসান ইবনে সাবেত রাযি. তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন–

صَقْرًا تَوَسَّطَ فِي الْأَنْصَارِ مَنْصِبُهُ

سَمْحُ السَّجِيَّةِ مَحْضًا غَيْرُ مُؤْتَشِبِ

অর্থ ঃ 'আনসারদের মাঝে তাঁর মর্যাদা বাজপাখির মতো সুপ্রতিষ্ঠিত, অতি কোমল হৃদয় তাঁর, অনুপম তিনি নিজ বংশের ভিতর।'

* * *

বদর যুদ্ধ

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় গিয়ে সর্বপ্রথম একটি শক্তিশালী ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার প্রতি মনোযোগ দেন। যে সমাজের সদস্যদের পরস্পরের

www.pathagar.com

ভিতর থাকবে না কোনো হিংসা-বিদ্বেষ, মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি। তাদের ভিতর থাকবে প্রেম, ভালোবাসা, উদারতা, একের প্রতি অন্যের থাকবে সহানুভূতি, সহমর্মিতা। নূরের মদীনায় আনসার মুহাজিরগণ ভাই ভাই হয়ে বসবাস করবে।

একদিন প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সংবাদ পৌছে কুরাইশদের একটি ব্যবসায়ী কাফেলা আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের নেতৃত্বে শাম থেকে মক্কায় ফিরছে। প্রিয় নবীজী তখন একদল মুজাহিদকে পাঠান কাফেলার লোকদের মালামাল নিয়ে আসার জন্যে। মক্কায় তাঁরা যেসব মাল-সম্পদ ছেড়ে এসেছেন, এ গুলো হবে তার স্থলাভিসিক্ত।

মক্কার পথে চলতে শুরু করেই দূরদর্শী আবু সুফিয়ান বুঝতে পারে, মুসলমানরা তার কাফেলাকে আক্রমণ করার জন্যে এগিয়ে আসছে। তাই সে দেরী না করে যমযম ইবনে গেফারীকে দিয়ে মক্কার কুরাইশদের কাছে জরুরী খবর পাঠায় এবং নিজেদের মাল-সম্পদ হেফাজত করার উদ্দেশে লোকজন নিয়ে আসার আহবান জানায়। সংবাদ পাওয়া মাত্র কুরাইশরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে খুব দ্রুত বেরিয়ে পড়ে। বাহিনীতে কুরাইশদের প্রায় সকল সরদারই যোগ দেয়। তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় এক হাজারের মতো।

এ দিকে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাযি. কে নিয়ে ১২ ই রমযান শনিবার মদীনা থেকে বের হোন। তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় তিনশত তেরো জন। কুরাইশদের নতুন বাহিনীর আগমন সম্পর্কে তাঁদের কিছুই জানা ছিলো না। এ ঘটনা হিজরতের সতেরো মাস পরের।

বুদ্ধিমান আবু সুফিয়ান মুসলমানদের আগমনের কথা জানতে পেরে রাস্তা পরিবর্তন করে ফেলে। আসল রাস্তা ছেড়ে বদর প্রান্তর বাম দিকে রেখে সমুদ্র উপকূল ধরে চলতে থাকে। ফলে সে সহজেই আক্রমণের

www.pathagar.com

হাত থেকে বেঁচে যায় এবং ব্যবসায়ী কাফেলাসহ নিরাপদে মক্কায় পৌঁছে যায়। মক্কায় পৌঁছে সে কুরাইশদের নতুন বাহিনীকে ফিরে আসতে সংবাদ পাঠায়। কিন্তু আবু জাহেল আমর ইবনে হিশাম গোঁ ধরে, সে ফিরে যাবে না। সে রাসূলুল্লাহর সঙ্গে সরাসরি মোকাবেলা করে তবেই ফিরবে।

প্রিয় নবীজীর কাছে খবর আসে কুরাইশরা অস্ত্রেসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আনসার মুহাজির সকল সাহাবীদের নিয়ে পরামর্শে বসেন। পরামর্শে তাঁরা খুব চমৎকার কথা বলেন। তাঁরা বলেন–

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ امْضِ لِمَا اَمَرَكَ اللّٰهُ، فَنَحْنُ مَعَكَ

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! মহান আল্লাহ আপনাকে যা আদেশ করেছেন, আপনি তাই করুন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি।'

* * *

দুই বাহিনী মুখোমুখি

অহংকারী কুরাইশরা গর্বভরে মহান আল্লাহর সঙ্গে মোকাবেলা করতে, তাঁর প্রিয় রাসূলকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করতে বদরের উন্মুক্ত প্রান্তরে ছুটে এলো। পানির কাছে সুবিধাজনক স্থানে তাঁবু স্থাপন করলো। এখন উভয় দল মুখোমুখি। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. আসমান যমীনের স্রষ্টা মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ, কান্নাকাটিতে বিভোর হয়ে পড়েন। কারণ, তিনিই তো দু'আয় সাড়াদানকারী। বিপদ থেকে উদ্ধারকারী। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও গায়ে চাদর জড়িয়ে কেবলামুখী হয়ে মহান আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন–

اَللّٰهُمَّ اَنْجِزْلِىْ مَاوَعَدْتَنِىْ اَللّٰهُمَّ اِنْ تَهْلَكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ اَهْلِ الْاِسْلَامِ فَلَاتُعْبَدُ بَعْدُ فِى الْاَرْضِ اَبَدًا

www.pathagar.com

অর্থ : 'আয় আল্লাহ্! আপনি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা পূরণ করুন। আয় আল্লাহ্! আজ যদি মুসলমানদের এ ক্ষুদ্র দলটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তবে দুনিয়ায় তোমার ইবাদত করার মতো কেউ থাকবে না।' আয় আল্লাহ্! আপনি কি এটা চান, আজকের পর কখনোই আর আপনার ইবাদত করা না হোক?

এভাবে প্রিয় নবীজী অবিরাম সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে কাতর কণ্ঠে দু'আ করতে থাকেন। সাহায্য চাইতে থাকেন। এক সময় তাঁর কাঁধের চাদর পড়ে যায়। হযরত আবু বকর রাযি. এসে চাদর ঠিক করে দিয়ে বলেন : 'হে আল্লাহর রাসূল এবার থামুন। আপনি তো আপনার প্রতিপালকের দরবারে অতিশয় অনুনয় বিনয় করে দু'আ করেছেন। অবশ্যই তিনি আপনার সাথে যে ওয়াদা করেছেন, তা পূরণ করবেন।'

* * *

www.pathagar.com

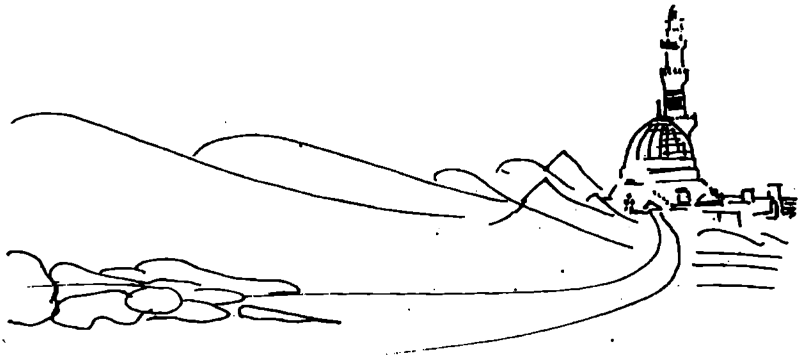

মুশরিকদের মৃত্যুদূত

দুই দলের মধ্যে শুরু হয় প্রচন্ড লড়াই। হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযি. অতুলনীয় বীরত্বের সাথে আক্রমণ চালান। তিনি যেনো মুশরিকদের জন্যে সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত হয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর চলার পথে শত্রুদের কেউ ডান দিকে লুটিয়ে পড়ে, কেউ বাম দিকে লুটিয়ে পড়ে। জীবনলীলা সঙ্গ হয়। তাঁর তলোয়ারের আঘাতে যারা প্রাণ হারিয়েছিলো, তাদের ভিতর একজন ছিলো মক্কার অন্যতম সরদার হারেস ইবনে আমের ইবনে নাওফাল!!

মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য করেন। ফেরেশতারা মুসলমানদের সঙ্গে ময়দানে নেমে যুদ্ধ করেন। ফলে মুসলমানরা বিজয়ী হয়। এ যুদ্ধে সত্তরজন কাফের সরদার নিহত হয়। প্রাণ হারায়। অনুরূপভাবে সত্তরজন বন্দী হয়। আর মুসলমানদের মাত্র চৌদ্দজন শহীদ হন!!

যুদ্ধশেষে পরাজিত কুরাইশরা মক্কায় ফেরার আগে নিহতদের খোঁজ-খবর নেয়। তখন হারেস ইবনে আমেরের সন্তানরা জানতে পারে তাদের পিতা নিহত হয়েছে। এবার তারা পিতার হত্যাকারীকে সন্ধান

www.pathagar.com

মুসলমানদের অনেক ক্ষতি হয়। পাহাড়ের ওপর নিয়োজিত তীরান্দাজ বাহিনী যখন সেখান থেকে সরে আসে, মুশরিকরা সেটা খেয়াল করে। সুযোগ বুঝে পালিয়ে যাওয়া মুশরিকরা ফিরে এসে পাহাড়ের ওপর থেকে হঠাৎ মুসলমানদের ওপর হামলা করে বসে। চোখের পলকে যুদ্ধের চিত্র পাল্টে যায়। জয় পরাজয়ের রূপ নেয়!!

* * *

রাজীর যুদ্ধ

দিনের পর দিন কঠিন আক্রোশে প্রতিহিংসায় উন্মত্ত কুরাইশরা মদীনার দিকে ধেয়ে আসে। দ্বিতীয় হিজরীতে ঘটে যায় ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ। রক্তাক্ত উহুদ যুদ্ধ শেষ হয় তৃতীয় হিজরীতে। মাঝে আরো অনেক ক্ষুদ্র আক্রমণের মোকাবেলায় লড়তে হয় মুসলমানদের। এবার আল্লাহর দুশমন কুরাইশরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি চূড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেয়। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন কুরাইশদের গোপন খবর জানতে ইচ্ছা করেন। নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতির বিষয়ে তাদের কর্মকান্ড ও গতিবিধি জানতে চান। এ উদ্দেশে প্রিয় নবীজী চতুর্থ হিজরীতে দশজন সাহাবীর একটি অনুসন্ধানী ও পর্যবেক্ষক দল গঠন করেন। হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযি. হলেন সেই দশজনের অন্যতম। তাঁদের দলপতি নির্দ্ধারন করেন হযরত আসেম ইবনে সাবেত রাযি.-কে।

এবার তাঁরা নিজেদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে প্রস্তুত হন। তাঁরা মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী জায়গা 'রাজী' নামক ঝর্ণার কাছে পৌছলে, বিশ্বাসঘাতক কিছু লোক হুযায়েল গোত্রের একটি শাখা বনু লিহইয়ানকে তাঁদের আগমনের কথা জানিয়ে দেয়। বনু লিহইয়ান গোত্র প্রায় একশ জন দক্ষ তীর নিক্ষেপকারীর একটি দলকে আক্রমণের জন্যে তাদের পিছনে লেলিয়ে দেয়। সেই দলটি তাঁদের পায়ের চিহ্ন ধরে ছুটে যায় এবং তালাশ করতে থাকে।

www.pathagar.com

করে। অবশেষে জানতে পারে হযরত খুবায়ের ইবনে আদী রাযি. ২৮০...
তার হত্যাকারী!! প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে তারা নামটি খুব ভালো করে মুখস্থ করে রাখে!!

* * *

উহুদ যুদ্ধ

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে মক্কাবাসীদের শোচনীয় পরাজয় ও সরদার গোছের অনেক লোক নিহত হওয়ায় তাদের মনে ক্রোধের আগুন জ্বলে ওঠে। তারা মুসলমানদের থেকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে সৈন্য সংগ্রহ করে। এমনকি তারা নিহতদের জন্যে শোক প্রকাশ, কান্নাকাটি ও বিলাপ করাও নিষেধ করে দেয়। যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধেও তাড়াহুড়ো করতে বারণ করে। যাতে মুসলমানরা তাদের দুঃখ দুশ্চিন্তা ও শোকের গভীরতা আন্দাজ করতে না পারে।

এরপর সমস্ত কুরাইশ আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের নেতৃত্বে একত্র হয়। পাশাপাশি আরবের সমস্ত সহযোগী গোত্রগুলোও তাদের সাথে এসে যোগ দেয়।

হযরত খুবায়ের ইবনে আদী রাযি. প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে উহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন, যেমন তিনি এর আগে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। শুরু হয় মুসলমান কাফেরের মাঝে এক অসম যুদ্ধ। হযরত খুবায়ের ইবনে আদী রাযি. মুশরিকদের হত্যা করতে থাকেন। মৃত্যু যেনো তাঁর হুকুমের অনুগত গোলামি। তিনি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি মৃত্যুকে ছুঁড়ে মারেন, আর সে গিয়ে ওই ব্যক্তির হৃদয়ের ভিতর গেঁথে যায়!!

যুদ্ধের প্রথম দিকে বিজয়ের পাল্লা মুসলমানদের অনুকূলেই ছিলো। কিন্তু পাহাড়ের ওপর নিয়োজিত তীরান্দাজ বাহিনী প্রিয় নবীজীর নির্দেশ অমান্য করে তাদের দায়িত্ব থেকে সরে আসার কারণে পরবর্তীতে

www.pathagar.com

তীরান্দাজ বাহিনী কখনোই সাহাবীদের খুঁজে পেতো না। কিন্তু তাদের এক সদস্য হঠাৎ দেখে, বালুর ওপর মদীনার খেজুরের আঁটি পড়ে আছে। আঁটি পেয়ে অন্যজনকে দেখিয়ে বলে : দেখ, এটা মদীনার খেজুরের আঁটি। চলো আমরা এ পথেই সামনে অগ্রসর হই, তাহলে হয়তো তাদের পেয়ে যাবো। নিশ্চয় তারা এ পথেই গিয়ে থাকবে। এটা ছিলো আরবদের এক আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য! আঁটি দেখলেই তারা বলতে পারতো এটা কোন এলাকার খেজুর!!

এরপর তারা আঁটি খেয়াল করেই সামনে পথ চলে এবং খুঁজতে খুঁজতে এক সময় তাঁদের সন্ধান পেয়ে যায়!!

দলপতি হযরত আসেম ইবনে সাবেত রাযি. বুঝতে পারেন, তাঁদের পিছনে শত্রু লেগেছে। তাই তিনি সাথীদের ডেকে পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নিতে বলেন!!

তীরান্দাজ বাহিনী এসে চারদিক থেকে পাহাড় ঘিরে ফেলে। কঠিনভাবে তাঁদের অবরোধ করে রেখে আত্মসমর্পণের আহবান জানায় এবং বলে আমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি– তোমরা যদি আমাদের নিকট নেমে আস, তাহলে তোমাদের কাউকে হত্যা করা হবে না, বন্দী করা হবে না!! সাথীরা সকলে দলপতির দিকে তাকায়। তাঁর নির্দেশের অপেক্ষা করে ?

হযরত আসেম ইবনে সাবেত রাযি. তখন আল্লাহ্র সঙ্গে নিজের অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করেন। তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন : জীবনে কখনো কোনো মুশরিক যেনো তাঁকে স্পর্শ না করে আর তিনিও যেনো কোনো মুশরিককে স্পর্শ না করেন। তাই তিনি বলেন :

'না, আমি কোনো কাফেরের আশ্রয় গ্রহণ করবো না.. তারপর তিনি এ দু'আ করেন : আয় আল্লাহ! আপনি আমাদের সংবাদ আপনার রাসূলকে পৌছিয়ে দিন, দলপতির পিছনে সকল সাথীরা সিংহের মতো দাঁড়িয়ে যায়। নির্ভয়ে লড়ে যায়। শুরু হয় দু'পক্ষের হামলা পাল্টা হামলা। শাঁ শাঁ করে একেকটা তীর উড়ে যায়, উড়ে আসে। একশো

-২

www.pathagar.com

জনের সঙ্গে লড়ে দশ জনের ক্ষুদ্র দল। হঠাৎ সেনাপতি হযরত আসেম ইবনে সাবেত রাযি. তীর বিদ্ধ হয়ে শহীদ হোন। এভাবে একে একে সাতজন শহীদ হয়ে যায়। বাকী থাকে মাত্র তিনজন। হযরত খুবাইব, হযরত যায়েদ ইবনে দাসানা ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে তারেক রাযি.। কাফেররা পুনরায় তাদের অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করে সাহাবীদের নীচে নেমে আসার আবেদন জানায়। অন্য কোনো উপায় না দেখে তাঁরা নীচে নেমে আসেন। কিন্তু আয়ত্বে পাওয়ার সাথে সাথেই বনু লেহইয়ান গোত্রের লোকেরা তিনজনকে শক্ত করে বেঁধে ফেলে। অতঃপর তাঁদের মক্কায় নিয়ে যায় বিক্রির উদ্দেশে। যখন তারা মাররুয যাহরানে পৌঁছে তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে তারেক রাযি. হাতে বাঁধন খুলে ফেলেন এবং তলোয়ার নিয়ে আল্লাহর দুশমনদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে তিনি খুব মারাত্মকভাবে আঘাত পান ও শহীদ হয়ে যান। তারপর তারা সেখানেই তাঁকে দাফন করে দেয়।

হযরত খুবাইব ইবনে আদী ও হযরত যায়েদ ইবনে দাসানা রাযি. ও বাঁধনমুক্ত হতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হোন। কারণ, তাঁদের বাঁধন খুব শক্ত ছিলো। অবশেষে মক্কায় নিয়ে তাদের বিক্রি করে দেয়। হযরত যায়েদ ইবনে দাসানা রাযি.-কে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া পিতৃ হত্যার বদলা নেয়ার জন্যে কিনে নেয়। আর হযরত খুবেয়র ইবনে আদী রাযি.-কে কিনে নেয় হারেস ইবনে আমেরের সন্তানরা। পিতার হত্যাকারীকে দেখে তাদের মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠে। তারা দ্রুত কিনে নেয়। তাঁকে কেনার জন্যে তাদের ভিতর রীতিমতো প্রতিযোগিতা লেগে যায়। কারণ, বদর যুদ্ধে তারা নিজেদের অনেক আপনজন ও সরদারদের হারিয়েছে!!

পরিশেষে উপস্থিত সকলে হারেসের সন্তানদের অসিয়ত করে ভালো করে সাজা দেয়ার জন্যে। তারা হযরত খুবাইব ইবনে আদী ও তাঁর সঙ্গী হযরত যায়েদ ইবনে দাসানা রাযি.-কে হৃদয়ের জ্বালা মেটানোর শেষ আশ্রয় মনে করে!!

www.pathagar.com

আল্লাহর দেয়া রিযিক

হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযি. দীর্ঘ দিন পর্যন্ত বন্দী জীবন কাটান। মুশরিকদের নানা ধরনের কষ্ট, নির্যাতন ভোগ করেন। কিন্তু তিনি এসব নিয়ে না ভেবে নিজের দেহমন, কাজ ও শেষ পরিণাম সবকিছু মহান আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেন। অন্যসব চিন্তা বাদ দিয়ে আনন্দের সাথে আল্লাহর ইবাদতে মন দেন। আল্লাহ্ তাঁকে দান করেন পরম শান্তি। যেনো আল্লাহ্ তাঁর সঙ্গেই আছেন, আর তিনিও আল্লাহর সঙ্গে আছেন।

একদিন হারেসের এক কন্যা জালানার ফাঁক দিয়ে বন্দী হযরত খুবাইব রাযি.-কে দেখতে গিয়ে এক আশ্চর্য ঘটনা দেখে!

সে দেখে, তাঁর সামনে এক থোকা আঙ্গুর। তিনি সেখান থেকে আঙ্গুর খাচ্ছেন। অথচ তখন আঙ্গুরের মৌসুম নয়। মক্কার বাজারে কোনো আঙ্গুর পাওয়া যায় না!!

হ্যাঁ, এই রিযিক তাঁকে মহান আল্লাহ্ দিয়েছেন, আর তিনি তাঁর নেক বান্দাদের সব সময়ই এভাবে দিয়ে থাকেন। যেমনিভাবে তিনি হযরত মারয়াম আ.-কে দিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের সাঁইত্রিশ নম্বর আয়াতে সে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

www.pathagar.com

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ، قَالَ يَامَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هٰذَا ، قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ، إِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

অর্থ : যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তাঁর কাছে আসতেন, তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেন– 'মারয়াম'! কোথা থেকে তোমার কাছে এসব এলো? তিনি বলতেন, 'এসব আল্লাহর নিকট থেকে আসে। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন। (সূরা আল ইমরান-৩৭)

* * *

উত্তম বন্দী!!

হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযি. বন্দী হিসাবে হারেস ইবনে আমেরের সন্তানদের নিকট বেশ কিছু দিন থাকেন। এ লম্বা সময়ের ভিতর তারা তাঁকে নামায, রোযা ছাড়া অন্য কোনো কাজ করতে দেখেনি। তিনি তাদের গোলামকে বলেন, ভাই। আমি তোমার কাছে তিনটি জিনিস বিশেষভাবে চাচ্ছি–

এক. তুমি আমাকে মিষ্টি পানি পান করাবে।

দুই. মূর্তির নামে জবাই করা পশুর গোশত আমাকে খেতে দিবে না।

তিন. তারা যখন আমাকে হত্যা করতে চাবে, তখন আমাকে জানাবে।

আল্লাহ ছাড়া মূর্তি বা দেব-দেবীর নামে যেসব পশু জবাই করা হতো, সে সব পশুর গোশত তিনি খেতেন না। তিনি শুধু দুধ পান করতেন। সারাক্ষণ মহান আল্লাহর ইবাদতে বিভোর থাকতেন। শাস্তির কষ্ট তাঁর অনুভব হতো না। তাঁর পবিত্র রূহ যেনো আল্লাহর প্রেমে

www.pathagar.com

মাতোয়ারা হয়ে আসমানে ঘুরে বেড়াতো। ফলে কাফেরদের এসব নির্যাতন নিপীড়নও মিষ্টি মধুর লাগতো।

হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযি. মধুর সুরে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তা শোনার জন্যে হারেসের মেয়েরা এসে ভীড় জমাতো। কুরআন শোনে প্রভাবিত হয়ে তারা কাঁদতো!!

তিনি যখন জানতে পারেন সমস্ত মুশরিক মিলে তাঁকে হত্যা করার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তখন তিনি হারেসের এক মেয়ের কাছ থেকে নিজ প্রয়োজনে একটি ক্ষুর চেয়ে নেন!!.. ক্ষুর দিয়ে সে ঘরের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই ফাঁকে তার এক শিশু সন্তান হাঁটতে হাঁটতে হযরত খুবায়ের ইবনে আদী রাযি. এর কাছে চলে আসে। তিনি তাকে কোলে বসিয়ে আদর করেন!!

একটু পরেই মায়ের ছেলের কথা মনে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে খুঁজতে বের হয়। খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখে, ছেলে হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযি.-এর কোলে বসে আছে আর ক্ষুর তাঁর হাতে। ইহা দেখে মা ভীষণ ভড়কে যায়!!

হ্যাঁ, ভয় পাওয়ারই কথা। কারণ, কাফেররা তাঁর সঙ্গে যে গাদ্দারী করেছে ও কষ্ট দিয়েছে, ইহা ছিলো সেটার বদলা নেয়ার সুবর্ণ সুযোগ অথবা গাদ্দারীর বদলে গাদ্দারী করার উপযুক্ত সময়। এসব ভাবনা শিশুর মায়ের মনে ঘুরপাক খেতে থাকে। তাই সে খুব ঘাবড়ে যায়। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ছেলেকে কীভাবে বাঁচাবে এই চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ে!!

কিন্তু শিশুর মা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়, যখন দেখে, হযরত খুবায়ের রাযি. তার ছেলেকে নিজের কোলে বসিয়ে স্নেহশীল পিতার ন্যায় আদর করছেন!!

হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযি. ছেলের মায়ের দিকে তাকিয়ে তার মনের কষ্ট ও ভয় বুঝতে পারেন। তাই অভয় দেয়ার জন্যে শান্ত কণ্ঠে

www.pathagar.com

বলেন: আপনি কি ভয় করছেন, আমি তাকে হত্যা করে ফেলবো?! এমন কাজ করার মানুষ আমি নই।

হারেসের কন্যা তখন বলে : কসম খোদার! খুবায়েবের চেয়ে উত্তম বন্দী আমি আর কখনো দেখিনি!!

হ্যাঁ, এটাই হলো মানুষের জন্যে ইসলামের অনুপম আদর্শ ও কালজয়ী শিক্ষা!!.. যা মানুষকে সত্যিকারের মানুষ বানায়। হৃদয়কে আলোকিত করে। সুন্দরের পথ দেখায়। সত্য ন্যায়ের পথে চলতে শেখায়। কিন্তু ওই হিংসুক মুশরিকরা আক্রোশে পড়ে হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযি.-কে এমন কষ্ট দিতো যে, তিনি চোখের সামনে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখতেন। কেননা ওরা বর্বর মূর্খ। বাপ-দাদার মিথ্যা ধর্মের অন্ধ অনুসারী। ইসলামের আলো থেকে দূরে। ওদের হৃদয়ে মানুষের প্রতি কোনো মমতা নেই। নেই ভালোবাসা।

* * *

www.pathagar.com

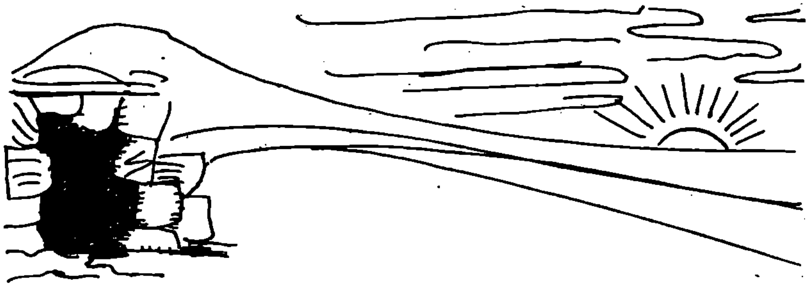

বিদায় বেলার নামায

দিন যায় রাত আসে, এমনিভাবে কেটে যায় বেশ কয়েকটি সপ্তাহ ও মাস। এরপর একদিন এসে হাজির হয় হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযি.-এর জীবনের শেষ দিন। অন্তিম মুহূর্ত। তাঁকে হত্যা করার নির্ধারিত তারিখ। শেষ হয় তাঁর অপেক্ষার পালা। মুশরিকরা আনন্দ উল্লাস করে বন্দী হযরত খুবায়েব ইবনে আদী রাযি.-কে মক্কার সীমানার বাইরে তানঈম প্রান্তরে নিয়ে যায়। পিছনে পিছনে ছুটে চলে নারী-পুরুষ আর শিশুর আনন্দ মিছিল। মিছিলের নেতৃত্ব দেয় আবু সুফিয়ান ও মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান। আজ সকলে তাদের প্রতিপক্ষ হত্যালীলা দেখবে!!

যাওয়ার পথে কুরাইশরা হযরত খুবায়েব রাযি.-এর ঈমানের পরীক্ষা নেয়। তারা তাঁকে মুক্তির বিভিন্ন পথ দেখায়। বলে : মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যদি অস্বীকার কর ও তিনি তাঁর রবের পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন, সবকিছু অস্বীকার কর; তাহলে তোমাকে মুক্তি দেয়া হবে। কিন্তু তারা জানতো না, তাদের এ চেষ্টা ছিলো চিকা দিয়ে বাঘ শিকার করার মতো ব্যর্থ চেষ্টা!!

সত্যিই হযরত খুবায়েব ইবনে আদী রাযি.-এর ঈমান ছিলো সূর্যের মতো উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত। তাঁর ঈমানের আলো ছিলো

www.pathagar.com

অনির্বান.. যেই তাঁর পরশে আসতো, সেই আলোকিত হয়ে যেতো। যেই তাঁর কাছে বসতো, সেই উষ্ণতা অনুভব করতো। তবে যে তাঁর চ্যালেঞ্জে আসতো, তিনি তাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিতেন!

মুশরিকরা অনেক চেষ্টা তদবীর করে ব্যর্থ হলো। কোনোভাবেই তারা হযরত খুবায়েব রাযি.-কে বাগে আনতে পারলো না। ঈমানের আলোকিত পথ থেকে একটুও সরাতে পারলো না। তারা যখন তাঁকে নিয়ে একেবারে শূলি কাষ্ঠের গোড়ায় পৌঁছে গেলো, তখন তিনি কুরাইশ সরদারদের বললেন : আপনারা কি আমাকে দু'রাকাত নামায পড়ার সুযোগ দিবেন?

: হ্যাঁ, পড়.. তারা মনে মনে ভাবে সে হয়তো মনের সঙ্গে বুঝাপড়া করে আল্লাহ, রাসূল ও ইসলাম সবকিছু ত্যাগ করে কুফুরীর ঘোষণা দিবে!

তারপর তিনি মুশরিকদের ভীড়ের মাঝে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। এতো নামায নয়, এ যেনো আল্লাহর প্রেম-প্রীতি আর ভালোবাসার এক অপূর্ব দৃশ্য। তিনি যেনো মুহূর্তে এ মাটির পৃথিবী ছেড়ে অন্য জগতে চলে যান। ধীরস্থির ভাবে প্রশান্তচিত্তে হৃদয়ের সবটুক মাধুরী মিশিয়ে দু' রাকাত নামায আদায় করেন।

হযরত খুবায়েব ইবনে আদী রাযি.-এর এই বিস্ময়কর নামায কুরাইশদের ভাবনার জগতে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাদের কপালের ভাঁজে ভাঁজে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন তীব্র আকারে ফুটে ওঠে। আহ! কী সুন্দর নামায! কী চমৎকার প্রভু ভক্তি!! জীবনের অন্তিম মুহূর্তে কি নামাযকে শেষ আকাংখা হিসাবে বেছে নেয়া যায়? এমনি অনেক প্রশ্নবানে জর্জরিত হতে থাকে তাদের চিন্তা-চেতনা।

হযরত খুবায়েব রাযি. নামায শেষে কুরাইশদের দিকে ফিরে বলেন : 'তোমরা যদি এ ধারণা না করতে যে, মৃত্যুর ভয়ে আমি নামায দীর্ঘ করছি, তাহলে আমি নামায আরো দীর্ঘ করতাম।'

www.pathagar.com

হযরত খুবায়েব রাযি. হলেন প্রথম সেই ব্যক্তি, যাঁর মাধ্যমে মৃত্যু দণ্ড প্রাপ্তদের মৃত্যু দণ্ড কার্যকর করার আগে দু' রাকাত নামায পড়ার নিয়ম চালু হয়েছে।

* * *

মুশরিকদের জন্য বদদু'আ

হাজির হলো অন্তিম মুহূর্ত। আসমানের ফেরেশতারা বিস্ময়ে দেখলো, প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা নিজেদের ঈমানের ওপর কতো অটল। আপন দাবীতে কতো সত্যবাদী। তারা যখন হযরত খুবাইব রাযি. কে শূলি কাষ্ঠের ওপর উঠাতে চাইলো, তখন পেরেক জাতীয় জিনিস দিয়ে কাঠের সাথে আটকিয়ে দিলো। সে সময় তিনি দু' হাত আকাশের দিকে উঠিয়ে দু'আ করলেন–

اَللّٰهُمَّ اَحْصِهِمْ عَدَدًا ، وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا ، وَلَا تُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا

অর্থ : 'আয় আল্লাহ আপনি ওদের সংখ্যা গুণে নিন, ওদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে মারুন, ওদের একজনকেও ছাড়বেন না।'

আবু সুফিয়ান ইবনে হারব হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযি.-এর বদদু'আ শোনে ভয়ে-আতংকে তার ছেলেকে যমীনের ওপর ছুঁড়ে মেরে শুয়ে পড়ে। কারণ, জাহেলিয়াতের যুগে লোকমুখে একথা চালু ছিলো যে, যার বিরুদ্ধে বদদু'আ করা হয়, সে শুয়ে পড়লে, বদদু'আর প্রভাব তার থেকে দূর হয়ে যায়!!

* * *

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর রাযি. হযরত সাঈদ ইবনে আমের রাযি. কে শামের হিমস নগরীর গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। গর্ভনর থাকা

www.pathagar.com

অবস্থায় মাঝে মাঝে মজলিসের ভিতরেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। হযরত উমর রাযি. কে জানানো হলো তিনি ব্যাধিগ্রস্ত!!

অতঃপর তিনি যখন হযরত উমর রাযি.-এর দরবারে আসলেন, তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : হে সাঈদ! কী কারণে তুমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলো?!

তিনি উত্তর দেন : আমীরুল মুমিনীন। কসম খোদার, আমার কোনো রোগ-ব্যাধি নেই। তবে কথা হলো– মুশরিক অবস্থায় আমি হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযি.-এর শাহাদাতবরণ কালের মৃত্যু যন্ত্রণা দেখেছি। দেখেছি কুরাইশরা কীভাবে তাঁর শরীর থেকে একেকটি অঙ্গ কেটে নিয়েছে। সে সময় কুরাইশদের বিরুদ্ধে তাঁর বদদু'আও শুনেছি। সে কারণে যখনই সে দৃশ্য আমার মনে পড়ে, আমি তখন স্থির থাকতে পারি না, জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

উত্তর শোনে খলীফা হযরত উমর রাযি.-এর চোখ অশ্রু সজল হয়ে ওঠে। তাঁর কণ্ঠ আবেগে জড়িয়ে যায়। তিনি বলেন : 'যে ব্যক্তি দীনের পথে ত্যাগের ক্ষেত্রে অতুলনীয় ব্যক্তিকে দেখে আনন্দিত হতে চায়, সে যেনো সাঈদ ইবনে আমেরকে দেখে।'

* * *

www.pathagar.com

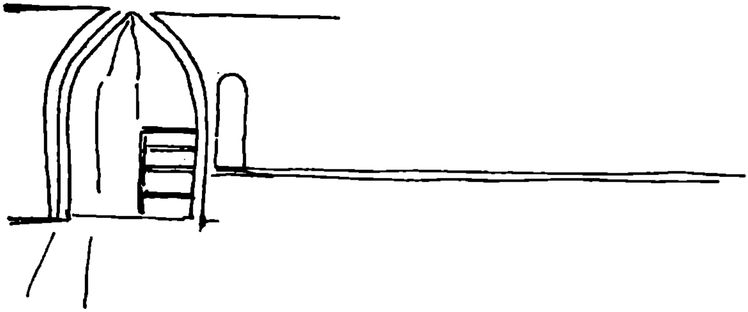

শূলিবিদ্ধ বীর!!

নির্দয় মুশরিকরা হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযি.-কে শূলি কাষ্ঠের ওপর উঠিয়ে শক্ত করে বাঁধে। কিন্তু তাঁর ভিতর ডর-ভয়ের কোনো লক্ষণ নেই। নির্বিকার নিশ্চিন্ত এক সুখী মানুষ। যেনো তাঁর হৃদয় সাগরে প্রশান্তির জোয়ার বইছে। তিনি কেবলামুখী হয়ে বলেন : সমস্ত প্রশংসা ওই মহান আল্লাহর জন্যে নিবেদিত, যিনি আমার চেহারাকে তাঁর প্রিয় রাসূলের শহর এবং ওই কেবলার দিকে করে দিয়েছেন, যে কেবলাকে তিনি তাঁর মুমিন বান্দাদের ইবাদতের জন্যে নির্ধারিত করেছেন..

তারপর তিনি দু'আ করেন : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা আপনার রাসূলের পয়গাম পৌছে দিয়েছি .. হে আল্লাহ! আমার পক্ষ হতে তাঁকে সালাম পৌছে দিন। আর আজ আমাদের সঙ্গে যে আচরণ করা হবে, আগামীকাল তাও পৌছে দিন। সর্বশেষ তিনি নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেন–

فَلَسْتُ أُبَالِىْ حِيْنَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا

عَلٰى اَيِّ شِقٍّ كَانَ فِى اللّٰهِ مَصْرَعِىْ

www.pathagar.com

অর্থ : 'মুসলিম হয়ে মরছি যবে নেই কোনো মোর ভয়,
প্রভুর তরে জীবন দিচ্ছি চাই না দিক নির্ণয়।'

* * *

অনুপম নবীপ্রেম

পাষণ্ড কুরাইশরা হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযি.-এর কষ্ট দেখে অপবিত্র আনন্দ উপভোগের জন্যে চারদিকে ভীড় জমায়। বদর যুদ্ধে যেসব সরদার নিহত হয়েছে, তাদের সন্তানদের চল্লিশজন নওজোয়ান এগিয়ে আসে, হত্যার আগে তাঁকে দৃষ্টান্তমূলক সাজা দেয়ার জন্যে। কিন্তু না হযরত খুবাইব রাযি.-এর ভিতর কোনো ভাবান্তর নেই। তিনি দিব্যি তাকিয়ে আছেন। তাঁর চোখে মুখে ফুটে আছে প্রশান্তি!!.. আর এদিকে প্রচন্ড আক্রোশে তীরগুলো ছুটে আসে ও তলোয়ার তাঁর দেহের গোশত কামড়ে কামড়ে আলাদা করে নিয়ে যায়!!

এই কঠিন মুহূর্তে মুশরিক নেতারা তাঁকে ডেকে বলে–

اَتُحِبُّ اَنَّ مُحَمَّدًا مَكَانَكَ وَاَنْتَ سَلِيْمٌ مَعَ فِىْ اَهْلِكَ

অর্থ : আচ্ছা, তুমি কি চাও, মুহাম্মদ তোমার স্থানে হোক, আর তুমি নিরাপদে তোমার পরিবারের নিকট ফিরে যাও?!

সঙ্গে সঙ্গে হযরত খুবাইব রাযি. অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। তাঁর নেতিয়ে পড়া দেহে নতুন করে প্রাণ এলো। এক আকাশ বজ্রের হুংকার তাঁর কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এলো–

لَا وَاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ، مَا اُحِبُّ اَنِّىْ فِىْ اَهْلِىْ وَوَلَدِىْ، مَعِىَ عَافِيَةُ الدُّنْيَا وَنَعِيْمُهَا، وَيُصَابُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَوْكَةٍ.

অর্থ : 'না, মহান আল্লাহর শপথ! আমি নিরাপদে পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে যাবো, আমার সঙ্গে দুনিয়ার সুখ-শান্তি থাকবে, আর মুহাম্মদ

www.pathagar.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ে একটি কাঁটা ফুটবে; তা কক্ষনো সহ্য করবো না।'

মরুর বাতাসে দোল খেয়ে খেয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো তাঁর ঈমানদীপ্ত ভালোবাসায় পূর্ণ উত্তর। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো কুরাইশ নেতারা, আবু সুফিয়ানও। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও আপন নেতার প্রতি একী সীমাহীন শ্রদ্ধা! একী অবিচল ভক্তি!! একী নিবিড়তম আত্মনিবেদন!!! আবু সুফিয়ানের কণ্ঠে এখন দুনিয়ার বিস্ময়। সে হাতের ওপর হাত মারতে লাগলো। একটু আগে তাঁর সঙ্গী যায়েদ ইবনে দাসানাকে হত্যা করার সময় সেও তো একই বাক্য উচ্চারণ করেছিলো। সেই বিস্ময়মাখা স্বরেই সে বললো চিরসত্য কথাটি–

وَاللّٰهِ مَا رَاَيْتُ مِنَ النَّاسِ اَحَدًا يُحِبُّ اَحَدًا كَحُبِّ اَصْحَابِ مُحَمَّدًا

অর্থ : 'কসম খোদার! সত্যিই মুহাম্মদের অনুসারীরা যেভাবে তাঁকে ভালোবাসে– নিখিল বিশ্বে তার কোনো তুলনা নেই।'

আরবের জনৈক কবি স্মরণীয় এই ঘটনাকে তার কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন–

أَسَرَتْ قُرَيْشٌ مُسْلِمًا فِىْ غَزْوَةٍ

فَمَضٰى بِلَا وَجَلٍ إِلَى السَّيَّافِ

سَأَلُوْهُ : هَلْ يَرْضِيكَ أَنَّكَ سَالِمٌ

وَلَكَ النَّبِىُّ فِدًى مِنَ الْإِتْلَافِ

فَأَجَابَ : كَلَّا لَا نَجَوْتُ مِنَ الرَّدٰى

وَيُصَابُ أَنْفُ مُحَمَّدٍ بِرُعَافٍ

অর্থ : কুরাইশরা যুদ্ধে এক মুসলিমকে বন্দী করলো,
নির্ভয়ে সে তলোয়ারধারীদের কাছে এগিয়ে গেলো।

www.pathagar.com

তারা তাঁকে বললো : তুমি কি রাজী তাতে তুমি থাকবে নিরাপদ,
আর তোমার স্থলে হবে নবী মুহাম্মদ?
সে জবাব দিলো : আমি চাই না কভু, আমি বিপদ থেকে বেঁচে যাই,
আর নবী মুহাম্মদের নাক থেকে সামান্য রক্ত ঝরুক।

* * *

সাহাবায়ে কেরামের জীবনব্যাপী ছিলো প্রিয় নবীর প্রতি অতুলনীয় প্রেম-ভালোবাসা। এই ভালোবাসার কারণেই তাঁরা দীনের জন্যে, ইসলামের জন্যে ও প্রিয়তম রাসূলের দুশমনদের প্রতিহত করার জন্যে এতো ত্যাগ শিকার করতে পেরেছেন। হাসিমুখে সব বেদনা সইতে পেরেছেন।

হ্যাঁ, একজন মুসলমান যতোই ঈমানদার হওয়ার দাবী করুক না কেন, কিন্তু প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের রাযি. মতো অমন নির্মল ভালোবাসা নিবেদন ছাড়া কখনোই সে পরিপূর্ণ মুমিন বা ঈমানদার হতে পারবে না। প্রিয় নবীজী হাদীসের ভিতর স্পষ্ট করে একথা জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন–

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ من وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

অর্থ : "তোমাদের কেউ পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষন পর্যন্ত আমার প্রতি তার ভালোবাসা আপন পিতা, সন্তান ও সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশি না হবে।" (মুসনাদে আহমাদ- ৩: ১৭৭)

* * *

ক্রুশবিদ্ধ শহীদ

তীরান্দাজ বাহিনী আর তলোয়ারধারীরা হিংস্র প্রাণীর মতো পাগল হয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযি.-এর পবিত্র দেহকে তীর তলোয়ারের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে। আল্লাহর দুশমনরা ভাবে

www.pathagar.com

তিনি মারা গেছেন। কিন্তু তারা দেখলো, না তিনি মরেননি; এখনো তাঁর শেষ নিশ্বাস বাকী আছে। ধীরে ধীরে তাঁর আওয়াজ উঁচু হচ্ছে। তিনি সে সময় ঈমানদীপ্ত এ কবিতা আবৃত্তি করছিলেন–

لَقَدْ جَمَّعَ الْأَحْزَابُ حَوْلِيْ وَأَلَّبُوْا
قَبَائِلَهُمْ وَاسْتَجْمَعُوْا كُلَّ مَجْمَعِ
وَكُلُّهُمْ مُبْدِى الْعَدَاوَةِ جَاهِدٌ
عَلَيَّ لِأَنِّيْ فِيْ وَثَاقٍ بِمَضْيَعِ
وَقَدْ جَمَّعُوْا أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَائَهُمْ
وَقُرِّبْتُ مِنْ جِذْعٍ طَوِيْلٍ مُمَنَّعِ
إِلَى اللّٰهِ أَشْكُوْ غُرْبَتِيْ ثُمَّ كُرْبَتِيْ
وَمَا أَرْصَدَ الْأَحْزَابُ لِيْ عِنْدَ مَصْرَعِيْ
فَذَا الْعَرْشِ! صَبِّرْنِيْ عَلٰى مَا يُرَادُ بِيْ
فَقَدْ بَضَّعُوْا لَحْمِيْ وَقَدْ بَانَ مَطْمَعِيْ
وَذٰلِكَ فِيْ ذَاتِ الْإِلٰهِ وَإِنْ يَشَأْ
يُبَارِكْ عَلٰى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ
وَقَدْ خَيَّرُوْنِيْ الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُوْنَهُ
وَقَدْ هَمَلَتْ عَيْنَايَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَعِ
وَمَا بِيْ حِذَارُ الْمَوْتِ إِنِّيْ لَمَيِّتٌ
وَلٰكِنْ حِذَارِيْ جَحْمُ نَارٍ مُلَفَّعِ

www.pathagar.com

فَوَاللّٰهِ مَا أَرْجُوْ إِذَا مِتُّ مُسْلِمًا

عَلٰى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِى اللّٰهِ مَضْجَعِىْ

فَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّ تَخَشُّعًا

وَلَا جَزَعًا إِنِّىْ إِلَى اللّٰهِ مَرْجِعِىْ

لَعَمْرِىْ مَا أَحْفِلُ إِذَا مِتُّ مُسْلِمًا

عَلٰى أَيِّ حَالٍ كَانَ لِلّٰهِ مَضْجَعِىْ

ওরা সবাই দলে দলে আমায় ঘিরে রাখলো,
গোত্রে গোত্রে জড়ো হলো কেউ না বাকী থাকলো।
ওরা সবাই আমার বিরুদ্ধে খড়গহস্ত,
আমি একা বধ্যভূমিতে বন্দী হয়ে রিক্তহস্ত,
নারী-শিশু থাকলো না কেউ এলো দলে দলে,
আমায় ওরা নিয়ে এলো তানঈমের কোলে।
স্বদেশ থেকে দূরে আমি সহায় সম্বলহীন,
তোমার কাছেই ফরিয়াদ! হে রাব্বুল আলামীন।
আরশের মালিক তুমি ধৈর্য দিও মোরে সীমাহীন।
আমার গোশত কেটে নিচ্ছে হয়ে পড়বো প্রাণহীন।
প্রভুর খুশির তরেই যখন আমার এ শাহাদাত,
ইচ্ছে হলে টুকরো গোশতে দিবেন তিনি বারাকাত।
বললো ওরা কাফের হতে ঢের ভালো মরণ
অশ্রুবিহীন ডুকরে কাঁদে নির্ভীক দু' নয়ন।
মৃত্যুকে আমি ভয় করি না মরণ তো একদিন হবেই আমার,

www.pathagar.com

আমার শুধু ভয় জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নি শিখার!!

মুসলিম হয়ে মরছি যখন আমার কিসের ভয়

প্রভুর পথে জীবন দিচ্ছি চাই না দিক নির্ণয়।

আঘাতের পর আঘাতে তাঁর আওয়াজ ক্ষীণতর হয়ে এলে, সেই মৃত প্রায় দেহে শেষ আঘাত হানার জন্যে আবু মাইসারা আবদারী এগিয়ে আসে। সে এগিয়ে এসে হারেসের ছোট ছেলে উকবার হাতে বর্শা তুলে দেয়। সেই শেষ আঘাত করে শহীদ করে দেয়। তখনো তিনি কেবলামুখী ছিলেন। তাঁর চেহারায় লেগে ছিলো আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের তৃপ্তির ঝলক।

মুশরিকরা হযরত খুবাইব রাযি.-এর চেহারাকে কেবলার দিক থেকে ঘুরিয়ে দিতে অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে ওই অবস্থায়ই তাঁকে ছেড়ে যায়। আর নিজেদের কুৎসিত মনের ভিতর প্রতিহিংসার জ্বালা নিয়ে মক্কায় ফিরে যায়!!

* * *

www.pathagar.com

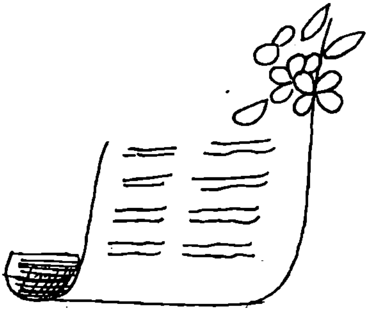

হযরত খুবাইব রাযি.-এর দু'আ কবুল হলো

মুশরিকরা হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযি.-কে যখন শূলি কাষ্ঠের ওপর উঠায়, তখন তিনি মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ করেছিলেন–

'হে আল্লাহ! আমরা আপনার রাসূলের পয়গাম পৌছে দিয়েছি.. হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে আমার সালাম পৌছে দিন, আর আমাদের সাথে যে আচরণ করা হচ্ছে, তাও তাঁকে জানিয়ে দিন।'

হযরত খুবাইব ইবনে আদী ও হযরত যায়েদ ইবনে দাসানা রাযি. একই দিনে শহীদ হোন। কিন্তু মহান আল্লাহ হযরত খুবাইব রাযি. এর দু'আ কবুল করেন।

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার মসজিদে সাহাবীদের নিয়ে বসা ছিলেন, এরই ভিতর হঠাৎ তাঁর ঘুমের ভাব আসে; যেমন অহী নাযিল হওয়ার সময় হয়ে থাকে। ঘুমের ভাবের ভিতরেই তিনি বলেন–

وَعَلَيْكُمَا أَوْ عَلَيْكَ السَّلَامُ .. خُبَيْبٌ قَتَلَتْهُ قُرَيْشٌ

অর্থাৎ, তোমাদের উভয়ের ওপর অথবা তোমার ওপর সালাম বর্ষিত হোক.. কুরাইশরা খুবাইবকে কতল করে দিয়েছে।

www.pathagar.com

ওই মুহূর্তেই তিনি হযরত মিকদাদ ইবনে আমর ও হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম রাযি.-কে ডেকে পাঠিয়ে নির্দেশ দেন, তোমরা এক্ষুনি যাও। গিয়ে শূলি কাষ্ঠের ওপর থেকে খুবায়েবের লাশ নিয়ে এসো!!

* * *

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের পর তাঁরা উভয়ে নিজ নিজ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে উলকার বেগে ছুটে চলেন। মহান আল্লাহ খুব সহজেই তাঁদেরকে কাংখিত স্থানে পৌঁছিয়ে দেন। সেখানে পৌঁছে তাঁরা দেখেন, চল্লিশজন নওজোয়ান হযরত খুবাইব রাযি.-এর লাশ পাহারা দিচ্ছে। তবে ওরা এ জগতে নেই। মদ পান করে নেশাগ্রস্ত হয়ে আছে। তাদের প্রতিপক্ষ ও বদর যুদ্ধে সরদারদের হত্যাকারীকে হত্যা করতে পেরে আনন্দে আত্মহারা হয়ে আছে!!

তাঁরা যুবকদের উদাসিনতাকে কাজে লাগান। উভয়ে মিলে লাশ নীচে নামিয়ে নিয়ে আসেন। এরপর হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম রাযি. সে লাশ নিজের ঘোড়ায় উঠান। মহান আল্লাহর কি অপূর্ব কুদরত! লাশ একেবারে তরতাজা। কোনো পরিবর্তন হয়নি। লাল টকটকে রক্ত ঝরছে, আর সে রক্ত থেকে মেশকের খোশবু ছড়িয়ে পড়ছে।

হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম ও হযরত মিকদাদ ইবনে আমর রাযি. এবার তাঁদের সাথীর লাশ নিয়ে তীরের বেগে মদীনার দিকে ছুটে চলেন। কিন্তু একটু পরেই মুশরিকরা টের পেয়ে যায়। টের পাওয়া মাত্রই তারা পিছু ধাওয়া করে এবং তাঁদের নাগাল পেয়ে যায়। কোনো উপায় না দেখে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম রাযি. লাশ যমীনের ওপর রেখে দেন। যেনো সহজে নিজে দ্রুত চলতে পারেন। কিন্তু মহান আল্লাহ জীবিত অবস্থায় যেমন মুমিন বান্দার হেফাজত করেন, তেমনি মৃত্যুর পরও তাঁর হেফাজত করেন। লাশ যমীনে রাখার সঙ্গে সঙ্গে চোখের পলকে যমীন তাঁকে গিলে ফেলে। যেনো ওই যমীন সে অপেক্ষায়ই ছিলো!

www.pathagar.com

হ্যাঁ, অপমানের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যেই যমীন মুহূর্তের ভিতর হযরত খুবাইব রাযি.-এর লাশ নিজের পেটে ভরে ফেলে। যাতে কাফের-মুশরিকরা তাঁর পবিত্র লাশের সঙ্গে কোনো রকম অশোভন আচরণ করার সুযোগ না পায়।

* * *

মুমিন ও মুনাফিক!

হযরত খুবাইব ইবনে আদী এবং তাঁর সঙ্গীদের রাযি. শহীদ করে দেয়া হলে কিছু কিছু মুনাফিক বলতে শুরু করলো :

এই পথভ্রষ্ট হতভাগাদের জন্যে আফসোস! এরা বিদেশের মাটিতে এভাবেই অসহায়ের মতো জীবন দিলো!!.. না এরা পবিারের নিকট থাকতে পারলো, আর না নিজেদের সাথীর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারলো!!

তখনি মহান আল্লাহ ওদের বিষয়ে সূরা বাকারার দুইশ চার থেকে দুইশ ছয় আয়াত গুলো নাযিল করেন। তাতে ইরশাদ করেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَافِىْ قَلْبِهٖ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ. وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَفِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّٰهُ لَايُحِبُّ الْفَسَادَ وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ.

অর্থ : আর এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের দুনিয়ার জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করবে। আর তারা সাক্ষ্য বানায় আল্লাহকে নিজের মনের কথার ব্যাপারে। প্রকৃতপক্ষে তারা কঠিন ঝগড়াটে লোক। যখন ফিরে যায় তখন চেষ্টা করে যাতে সেখানে অকল্যাণ সৃষ্টি

www.pathagar.com

করতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণনাশ করতে পারে। আল্লাহ্ ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করেন না। আর যখন তাকে বলা হয় যে, আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার পাপ তাকে অহংকারে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং তার জন্যে দোযখই যথেষ্ট। আর নিঃসন্দেহে তা হলো নিকৃষ্টতর ঠিকানা।

এ আয়াতে মহান আল্লাহ মুনাফিকদের মুখোশ খুলে দেন। ওরা শুধু মুখে মুখে সত্য, ন্যায়, কল্যাণ ও ইখলাসের কথা বলে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে হিংসা বিদ্বেষ রাখে আর গাদ্দারী ও অনিষ্টের চিন্তা করে। বাইরে ভালো মানুষী আর ভিতরে শয়তানী। মহান আল্লাহ ওদের মনের সবকিছু প্রকাশ করে দেন এবং ধমক দিয়ে বলেন : "জাহান্নাম হবে ওদের জন্যে নিকৃষ্ট আবাসস্থল।"

পাশাপাশি হযরত খুবাইব রাযি. ও তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে সূরা বাকারার দুইশ সাত নম্বর আয়াত নাযিল করেন। তাতে ইরশাদ করেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ، وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ.

অর্থ : আর মানুষের মাঝে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে– যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজেদের জানের বাজী রাখে। আল্লাহ্ হলেন তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান।

সকলের জানা কথা সত্যিকারের খাঁটি মুমিন নিজের জীবনকে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দেয় এবং নিজের সকল চাওয়া-পাওয়া পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেয়। সবকিছুর বিনিময়ে সে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে..

এ দুনিয়ার বুকে দীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে যুদ্ধ-জিহাদ ও সংগ্রাম করাকে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর ফরজ করে দিয়েছেন। কারণ, দীনের পথ কাঁটাঘেরা, ফুল বিছানো নয়। আর এর

www.pathagar.com

দ্বারা তিনি চান সত্যবাদী মুমিনদের থেকে মিথ্যাবাদী মুনাফিকদের আলাদা করে দিতে। ভালোকে মন্দ থেকে পৃথক করে দিতে। মহান আল্লাহ এবং মুমিন বান্দাদের ভিতর যে চুক্তি রয়েছে, সেটা ভালোভাবে প্রকাশ করতে। সূরা তাওবার একশ এগারোতম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ، وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ أَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ، وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

অর্থ : আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে, অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের ওপর, যা তোমরা আল্লাহর সাথে করেছো। আর এ হলো মহান সাফল্য।

মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পথ যতোই কষ্টে ভরা হোক না কোনো, তা একজন মুমিনের সামনে দুনিয়ার সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশের তুলনায় একেবারেই তুচ্ছ, মূল্যহীন। তাই সে আখেরাতের অফুরন্ত নেয়ামত লাভের আশায় এ দুনিয়ার বুকে যে কোনো কষ্ট ও ত্যাগ শিকার করতে পারে হাসিমুখে! কেননা আখেরাতের সুখই হলো আসল সুখ!!

হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযি.-এর মৃত্যু ক্ষেত্রে কবিতায় এ কথাই ফুটে উঠেছে–

www.pathagar.com

فَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّ تَخَشُّعًا

وَلَا جَزْعًا إِنِّيْ إِلَى اللّٰهِ مَرْجِعِيْ

শত্রুর সামনে নোয়াবো না কভু মম শির,

নির্ভীক আমি কারণ প্রভুর কাছেই প্রত্যাবর্তন মোর।

* * *

শোকগাঁথা

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযি. ও তাঁর সাথীদের মৃত্যুতে ভীষণ দুঃখিত হোন, মর্মাহত হোন। প্রিয় নবীর কবি হযরত হাসসান ইবনে সাবেত রাযি. হযরত খুবায়েব রাযি.-এর শোক গাইতে গিয়ে বলেন–

مَابَالُ عَيْنِيكَ لَاتَرْقَا مَدَامِعُهَا

سَحًّا عَلَى الصَّدْرِ مِثْلِ اللُّؤْلُؤِالْفَلِقِ

عَلَى خُبَيْبٍ وَفِى الرَّحْمٰنِ مَصْرَعُهُ

لَا فَشِلٍ حِيْنَ تَلْقَاهُ وَلَا نَزِقِ

فَاذْهَبْ خُبَيْبُ جَزَاكَ اللّٰهُ طَيِّبَةً

وَجَنَّةَ الْخُلْدِ عِنْدَ الْحُوْرِ فِى الرُّفُقِ

অর্থ : কী হলো তোমার চোখের কেনো অশ্রু ঝরে না তা হতে,

প্রভাতের মতো উজ্জল মুক্তো হয়ে গড়িয়ে পড়বে বুকেতে।

রহমত হোক খুবায়েবের ওপর মরণ তাঁর খোদার পথে,

নির্ভয়ে মিলন হবে তাঁর মহান প্রভুর সাথে।

বিদায় জানাই খুবায়েবকে প্রভু দেবেন তাঁকে উত্তম পুরস্কার,

চিরস্থায়ী জান্নাতের মাঝে হুর হবে সঙ্গিনী তাঁর।

* * *

www.pathagar.com

পরবর্তী আকর্ষণ

শহীদানের গল্প শোন সিরিজের ৯ম খণ্ড

যে শহীদকে গোসল দিলেন ফেরেশতাগণ

হযরত হানযালাহ ইবনে আবু আমের রাযি.

www.pathagar.com

শহীদানের গল্প শোন সিরিজ

৯

যে শহীদকে গোসল দিলেন ফেরেশতাগণ

হযরত হানযালাহ ইবনে আবু আমের রাযি.

মূল

আশরাফ মুহাম্মাদ আলওয়াহ্‌শ

বিখ্যাত আরব সাহিত্যিক

অনুবাদ

মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

আলেম, লেখক, অনুবাদক

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৮৮-০২-৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫
ই-মেইল: support@maktabatulashraf.net
ওয়েবসাইট: www.maktabatulashraf.net

www.pathagar.com

শহীদানের গল্প শোন সিরিজ-৯

যে শহীদকে গোসল দিলেন ফেরেশতাগণ

হযরত হানযালাহ ইবনে আবু আমের রাযি.

মূল: আশরাফ মুহাম্মাদ আলওয়াহ্‌শ

অনুবাদ: মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

প্রকাশক

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

মাকতাবাতুল আশরাফ

[অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]

ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং-৫

১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

প্রথম সংস্করণ

মুহাররম ১৪৩৩ হিজরী

ডিসেম্বর ২০১১ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায

গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ মুওাহিদা প্রিন্টার্স

(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)

৩/২, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-8291-06-7

মূল্য ঃ পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র

Je Shoheedke Gosol Dilen Fereshtagon

HAZRAT HANZALA IBNE ABU AMER Rz.

By: Ashraf Muhammad Alwahsh

Translate By: Muhammad Shakhawat Hossain

Price: Tk. 45.00 US$ 3.00

www.pathagar.com

ইনতেসাব

অত্যাচারীর বিষ দাঁত ভেঙ্গে দিতে যারা নিজেকে
বিলিয়ে দিয়েছেন, গোসল, কাফন কিংবা
কবর কিছুই যাঁদের ভাগ্যে জুটেনি,
সে সকল মযলূম শহীদদের প্রতি।

-প্রকাশক

www.pathagar.com

শহীদানের গল্প শোন সিরিজের বইসমূহ

সাইয়্যেদুশ শুহাদা
হযরত হামযা রাযি. — ১ম খণ্ড

বেহেশতের পাখি
হযরত জা'ফর তাইয়্যার রাযি. — ২য় খণ্ড

ইসলামের প্রথম দূত
হযরত মুস'আব ইবনে উমাইর রাযি. — ৩য় খণ্ড

একমাত্র সাহাবী যাঁর নাম কুরআনে বর্ণিত হয়েছে
হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি. — ৪র্থ খণ্ড

যাঁর মৃত্যুতে আরশ কাঁদে
হযরত সা'দ ইবনে মু'আয রাযি. — ৫ম খণ্ড

সৌভাগ্যবান সেনাপতি
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. — ৬ষ্ঠ খণ্ড

শহীদের পিতা শহীদ
হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি. — ৭ম খণ্ড

শূলিবিদ্ধ শহীদ
হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযি. — ৮ম খণ্ড

যে শহীদকে গোসল দিলেন ফেরেশতাগণ
হযরত হানযালাহ ইবনে আবু আমের রাযি. — ৯ম খণ্ড

শাহাদাত পিয়াসী
হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি. — ১০ম খণ্ড

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

হাদীস শরীফের বর্ণনা মতে প্রতিটি শিশুই সুস্থ সুন্দর দ্বীনী মানসিকতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তিতে তার মা-বাবা ও পরিবেশ তাকে ইহুদী, নাসারা, হিন্দু ইত্যাদি বানায়।

মূলত কোন শিশুই নষ্ট চরিত্র ও মানসিকতা নিয়ে দুনিয়াতে আসে না। পরিবার ও পরিবেশের দুষণই তাকে দুষিত করে। নষ্ট করে।

আজকে আমাদের সমাজের সর্বত্র সন্ত্রাসের যে ভয়ংকর বিধ্বংসী চিত্র দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, এর মূল কারণ দ্বীনবিমুখ চরিত্রবিধ্বংসী ও আদর্শহীন শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রবল স্বার্থান্ধতা। যার সহজলভ্য উপকরণ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এবং সকল প্রকার প্রচার মাধ্যম সেগুলোর কোন বাছ-বিচার না করে ও তার কুপ্রভাবের কথা মাথায় না রেখে সর্বক্ষণ তা প্রচার করছে। সাথে সাথে এক শ্রেণীর অর্থলিপ্সু পুস্তক ব্যবসায়ী শিশু-কিশোরদের চরিত্র ও মানসিক গঠনের ক্ষেত্রে তার প্রকাশনা ক্ষতিকর কি উপকারী এ ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই বিদেশী ধর্মহীন শিশুসাহিত্যের অনুকরণে বই পত্র প্রকাশ করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। এ সকল মারাত্মক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করেই মাকতাবাতুল আশরাফ শিশু-কিশোরদের মধ্যে দ্বীনী চেতনা ও আদর্শ মানসিকতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কয়েকটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। তার মধ্যে 'শহীদানের গল্প শোন সিরিজ ১-১০' অন্যতম। এ সিরিজের নবম বই, "যে শহীদকে গোসল দিলেন ফেরেশতাগণ হযরত হানযালাহ্ ইবনে আবু আমের রাযি." এখন পাঠকদের হাতে।

www.pathagar.com

আমরা আমাদের সাধ্যমতো বইটিকে সুন্দর ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো দৃষ্টিতে কোন অসংগতি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবগত করলে পরবর্তিতে আমরা সংশোধন করে নিবো। আল্লাহপাক আমাদের প্রচেষ্টাকে সার্থক ও সফল করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
১৩৬ আজীমপুর, ঢাকা-১২০৫

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

শহীদানের গল্প শোন-৯
হযরত হানযালাহ ইবনে আবু আমের রাযি.

বিষয়	পৃষ্ঠা
শহীদানের গল্প শোন-৯	
হযরত হানযালাহ ইবনে আবু আমের রাযি.	৯
পাদরীর পুত্র	৯
আনসারদের মাঝে ইসলামের সূচনা	১০
হানযালা রাযি.-এর ইসলাম গ্রহণ	১২
সকলেই অবাক!!	১৩
হযরত হানযালা রাযি.-এর বৈবাহিক সম্পর্কীয় আপনজন	১৪
দুঃখের সাগর	১৭
বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ	১৮
ঐতিহাসিক বিজয়	২০
মদীনায় আনন্দের ঢেউ	২১
বেদনার নীল সমুদ্রে কুরাইশ!!	২২
উহুদ যুদ্ধ	২৪
এসো জিহাদের পথে	২৫
প্রিয় নবীজীর মহান শিক্ষা	২৫
অপূর্ব সেনা বিন্যাস	২৭
যুদ্ধের সূচনা	২৮
একাই এক বাহিনী	২৯
প্রিয় নবীজীর নির্দেশের বিরোধিতার ভয়াবহ পরিনতি	৩০
শহীদদের কাফেলায় হযরত হানযালা রাযি.	৩১
মিথ্যা প্রচারণা!!	৩২
নিহত হলো কাফের সরদার!!	৩৪
বিরল সৌভাগ্য!!	৩৬
শহীদ পিতার সন্তান	৩৮

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

www.pathagar.com

শহীদানের গল্প শোন-৯

হযরত হানযালাহ ইবনে আবু আমের রাযি.

পাদরীর পুত্র

হযরত হানযালা ইবনে আবু আমের রাযি. নিজ পিতার সঙ্গে প্রসিদ্ধ শহর 'ইয়াসরিব' এ বসবাস করতেন। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের পর সেই 'ইয়াসরিব' শহরেরই নাম রাখা হয় 'মদীনাতুল মুনাওওয়ারা।'

তাঁর পিতা আবু আমের ইহুদী আলেম ও পাদরিদের দরবারে ঘনঘন আসা-যাওয়া করতো। তাঁদের সঙ্গে উঠা-বসা করতো। তাঁদের কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতো। তারা তার সঙ্গে সময় সময় নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলতো। এ যাতায়াত ও আলোচনার ভিতর দিয়ে সে জানতে পারে, এই খেজুর বীথির ছায়াঘেরা সুন্দর শহর ইয়াসরিবে একজন নবীর আগমন ঘটবে। আর তিনিই হবেন সর্বশেষ নবী। তাঁর আগমনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আল্লাহর নবী হযরত মুসা (আ.) তাওরাতের তাঁর ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়েছেন।

www.pathagar.com

আবু আমের শামে সফরকালে খ্রীস্টান পাদরীদের কাছ থেকে শুনতে পায় 'জাযীরাতুল আরব'– আরব উপদ্বীপে– অচিরেই আখেরী যামানার নবীর আগমন ঘটবে। হযরত ঈসা (আ.) এ বিষয়ে ইঞ্জীলে সুসংবাদ দিয়ে গেছেন।

আবু আমের যখন শেষ নবীর আগমনের বিষয়ে নিশ্চিত হলো, তখন সে পাদরীর বেশ ধরে নিজের নাম ধারণ করলো 'আবু আমের রাহেব'– পাদরী আবু আমের। সেই সাথে সে নতুন নবীর আগমনের পূর্বেই তাঁর ঈমান আনার ঘোষণা দিলো। সে জীবিত থাকলে সেই নবীর সাহায্যের কথা বললো। আর লোকদেরকে সেই নবীর আগমনের বিষয়ে সংবাদ দিয়ে বেড়াতে লাগলো ও তাদেরকে নবীর দরবারে যাওয়ার জন্যে উৎসাহ যোগাতে লাগলো।

* * *

আনসারদের মাঝে ইসলামের সূচনা

মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুওয়াত দিয়ে পাঠান। যাতে তিনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনেন। সুন্দরের পথ দেখান। নবুওয়াত পাওয়ার পর তিনি মানুষকে মূর্তিপূজা ছেড়ে এক অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদত করার, তাঁর আনুগত্য মেনে নেয়ার দাওয়াত দিতে শুরু করেন। কিন্তু তাঁর কওমের লোকেরা তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করে। তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে। নানাভাবে তাঁকে কষ্ট দেয়। নিজ কওমের লোকদের থেকে নিরাশ হয়ে তিনি মক্কার আশ-পাশের লোকদেরকে দাওয়াত দিতে শুরু করেন। একরাতে তিনি মিনার পাহাড়ী এলাকা আকাবার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় ইয়াসরিবের কিছু লোককে নিজেদের মধ্যে আলাপ করতে শুনতে পান। মহান আল্লাহও তাদের কল্যাণ চান..

www.pathagar.com

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে গিয়ে তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করেন : কে তোমরা?

: আমরা খাযরাজ গোত্রের লোক।

: তোমরা কি একটু বসবে, আমি কিছু কথা বলবো।

: হ্যাঁ, অবশ্যই বলুন।

তারা বসলে প্রিয় নবীজী তাদেরকে আল্লাহর পথের দাওয়াত দেন, তাদের সামনে দীন ইসলামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং কুরআন পাঠ করে শোনান।

কথা শোনে তারা পরস্পরে বলে : ইনি তো মনে হয় সেই নবী, যাঁর কথা উল্লেখ করে ইহুদীরা আমাদের ধমক দিয়ে থাকে। সুতরাং ইহুদীরা যেনো আমাদের থেকে অগ্রগামী না হতে পারে। এই বলে তারা প্রিয় নবীজীর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে মুসলমান হয়ে যায়। এরপর বলে– আমরা আমাদের কওমকে এমন অবস্থায় রেখে এসেছি যে, অন্য কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ ধরনের শত্রুতা নেই। আমরা আশা করি আপনার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাদের ঐক্যবদ্ধ করে দিবেন। মদীনায় ফিরে গিয়ে আমরা তাদের আপনার দীনের প্রতি আহবান জানাবো। আমরা আপনার কাছ থেকে যে দীন গ্রহণ করেছি, তাদেরও এ দীন গ্রহণের দাওয়াত দেবো। মহান আল্লাহ যদি আপনার মাধ্যমে তাদের ঐক্যবদ্ধ করে দেন, তবে আপনিই হবেন সবচেয়ে বেশি সম্মানিত।

তারা মদীনায় ফিরে যাওয়ার সময় নিজেদের সাথে ইসলামের পয়গাম নিয়ে যায়। ফলে মদীনার ঘরে ঘরে প্রিয় নবীজীর আলোচনা ছড়িয়ে পড়ে।

* * *

www.pathagar.com

হানযালা রাযি.-এর ইসলাম গ্রহণ

আনসারগণ নিজ ঘরে ফিরে যাওয়ার পরই প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একজন শিক্ষক চেয়ে লোক পাঠান। যিনি তাদেরকে দীন সম্পর্কে বুঝাবেন। কুরআন পড়াবেন এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র কিতাব ও প্রিয় নবীর সুন্নতের প্রতি দাওয়াত দিবেন।

এ গুরু দায়িত্ব আদায়ের জন্যে প্রিয় নবীজী হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রাযি.-কে পাঠান। তিনি গিয়ে হযরত আসআদ ইবনে যুরারা রাযি.-এর বাড়ীতে অবস্থান করেন। সেখান থেকে আনসারদের ঘরে ঘরে গোত্রে গোত্রে গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাতেন। ফলে একজন একজন করে, দু'জন দু'জন করে মুসলমান হতো। ইসলামের আলো গ্রহণ করতো। এভাবেই ধীরে ধীরে ইসলামের আলো আনসারদের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে।

হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রাযি. ও হযরত আসআদ ইবনে যুরারা রাযি. এবং আনসারগণ যেখানে বসে লোকদরকে ইসলামের দাওয়াত দেন, হযরত হানযালা রাযি. সেখানে যান। গিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শোনেন।

www.pathagar.com

হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রাযি. পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে শোনান এবং প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দীনের দাওয়াত নিয়ে এসেছেন, তা তাঁকে সুন্দর করে বুঝান। তিনি কথা শেষ করার আগেই হযরত হানযালা রাযি.-এর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাঁর অন্তররাজ্য আল্লাহর হেদায়াতের আলোকমালায় আলোকিত হয়ে ওঠে। মুখ খোলার আগেই উপস্থিত সকলে তাঁর চেহারা দেখে ইসলামের প্রতি তাঁর টানের বিষয়টি বুঝতে পারে!!

অতঃপর হানযালা রাযি. বলেন : আচ্ছা, কেউ মুসলমান হলে চাইলে, তোমাদের এই দীনের ভিতর প্রবেশ করতে চাইলে, তখন তোমরা কী কর?

হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রাযি. ও হযরত আসআদ ইবনে যুরারা রাযি. চেহারায় অনাবিল হাসি ফুটিয়ে উত্তর দেন : তুমি গোসল করে পবিত্র হবে, পাক কাপড় পরিধান করবে, আর বলবে যে,

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। এরপর দুই রাকাত নামায আদায় করবে।

হযরত হানযালা ইবনে আবু আমের রাযি. তাঁদের কথা অনুযায়ী ওঠে গিয়ে গোসল করে পাক হোন, পবিত্র কাপড় পরেন, কালিমায়ে শাহাদাত পড়েন এবং দুই রাকাত নামায আদায় করেন।

* * *

সকলেই অবাক!!

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত হানযালা রাযি. বাতাসের সাথে পাল্লা দিয়ে পিতার ইবাদতখানায় ছুটে গিয়ে বলেন :

www.pathagar.com

বাবা!! বাবা!! শুভ সংবাদ.. সেই মহান নবীর সন্ধান পেয়েছি, যাঁর কথা আপনি সব সময় বলে আসছেন এবং দীর্ঘ দিন ধরে আপনি যাঁর অপেক্ষা করছেন।

তারপর তিনি পিতার কাছে বসে মদীনায় আগত প্রিয় রাসূলের দূত হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রাযি.-এর কাছ থেকে যা কিছু শুনেছেন, সবকিছু একের পর এক শুনিয়ে শেষে পিতাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কেউ নতুন মুসলমান হতে চাইলে তাকে কী কী কাজ করতে হয়, তাও বলেন।

এবার হযরত হানযালা রাযি. অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন পিতা কখন তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিবেন। কিন্তু ঘটনার আকস্মিকতায় বিস্ময়ে সকলেই অবাক হয়ে যায়!!

পিতাকে মর্যাদা ও বড়ত্বের অহংকারে পেয়ে বসে। ফলে সে ছেলের ইসলামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে কুফুরের ওপর অটল থাকে।

আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো যখন সে জানতে পারলো, অল্প ক' দিনের ভিতর আল্লাহর রাসূল মদীনায় আসছেন; তখন সে মদীনা থেকে বেরিয়ে গিয়ে মুশরিকদের দলে যোগ দেয়। তাদের পক্ষে আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁর নাম দেন আবু আমের ফাসেক!!

* * *

হযরত হানযালা রাযি.-এর বৈবাহিক সম্পর্কীয় আপনজন

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের পূর্বে মদীনা মুনাওয়ারা দুই গোত্রে বিভক্ত ছিলো : আউস ও খাযরাজ। প্রত্যেক গোত্রেরই ছিলো আলাদা আলাদা রীতি-নীতি। তাদের এসব

www.pathagar.com

রুসুম-রেওয়াজ ও নিয়ম-নীতি সেই আদিকাল থেকেই চলে আসছে। এ দুই গোত্রের ভিতর যুদ্ধ-দ্বন্দ্ব লেগেই থাকতো। যুদ্ধের দিন গুলিতে ধূর্ত ইহুদীরা সুযোগের সন্ধানে থাকতো। ওরাই যুদ্ধের জন্যে বেশি করে ইন্ধন যোগাতো। কারণ, তারা ভালো করেই জানতো মদীনায় থাকতে হলে যে কোনোভাবেই হোক এই শক্তিশালী দুই গোত্রকে দুর্বল করে রাখতে হবে! কেননা এরাই মদীনার হর্তাকর্তা!!

এই কূটনা ইহুদীরা বহুবার দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়েছে। প্রত্যেকের অনেক মাল-সম্পদ ও অস্ত্র ধ্বংস করেছে। এমনকি তাদের বাৎসরিক উৎসব 'বু'আস' এর দিনও দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ লেগে যেতো। এভাবে যুদ্ধ করতে করতে এরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর্যায়ে চলে আসে। সর্বশেষ আউস যখন খাযরাজের ওপর বিজয় লাভ করে। তখন খাযরাজ সন্ধির প্রস্তাব দেয়।

ইহুদীরা পদমর্যাদা, ধন-দৌলত, ক্ষমতা সব দিক দিয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে উভয় গোত্রের এক হওয়া ছাড়া উপায় ছিলো না।

তাই দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনার পর তারা সিদ্ধান্ত নেয় আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সালুলকে নিজেদের বাদশাহ্ বানাবে। তাকেই পরাবে রাজ মুকুট। রোম-পারস্যের লোকেরা যেমন তাদের বাদশাহ্দের রাজমুকুট পরায়!! এ জন্যে তারা সোনা-দানা জমা করতে শুরু করে।

কিন্তু মহান আল্লাহ চান এই গোত্রের সম্মান ও মর্যাদাকে আরো বৃদ্ধি করতে। চান স্থায়ী শক্তি দান করতে, আর তার মাধ্যম হলো সর্বশেষ দীন।

আনসারদের প্রথম দলের ইসলাম গ্রহণ ও বাইআত গ্রহণের মধ্য দিয়ে মদীনার আকাশে দীন-ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়। আস্তে আস্তে সে পতাকার ছায়া মদীনার ঘরে ঘরে পৌছে। অবশেষে মদীনার

www.pathagar.com

হবু বাদশাহ আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের ঘরেও পৌঁছে। তার আদরের কন্যা জামীলা বিনতে আব্দুল্লাহ রাযি.-এর হৃদয়ে ইসলামের সোনালী আলো প্রবেশ করে। আর এ মেয়ের জন্যে সেই শৈশবেই আবু আমের রাহেব তার খালাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে নিজের পুত্র হানযালা এর জন্যে প্রস্তাব দিয়ে রেখেছিলো। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর ছেলে হুবাবও মুসলমান হয়। প্রিয় নবীজী তাঁর নাম পবির্তন করে দেন। বলেন : 'তোমার নাম আব্দুল্লাহ্ কারণ, হুবাব একটি শয়তানের নাম।"

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল বুঝতে পারে, তার মদীনার বাদশাহ হওয়ার যে সম্ভাবনা ছিলো তা শেষ হয়ে গেছে। তার নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব সবকিছু এখন গোল্লায় যাবে। এ জন্যে তার শূন্য হৃদয় নতুন দীন, রাসূল ও আনসারদের অনিষ্ট চিন্তা ও বিদ্বেষে ভরে ওঠে!!

কিন্তু তবুও সে অবস্থা বেগতিক দেখে, মুখে মুখে ইসলামের কথা প্রকাশ করে। তবে মনের ভিতরে লুকিয়ে রাখে নেফাক। তার ঘর ছিলো মুনাফেক-মুশরিকদের আশ্রয়স্থল!! ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার কেন্দ্র!!

*   *   *

www.pathagar.com

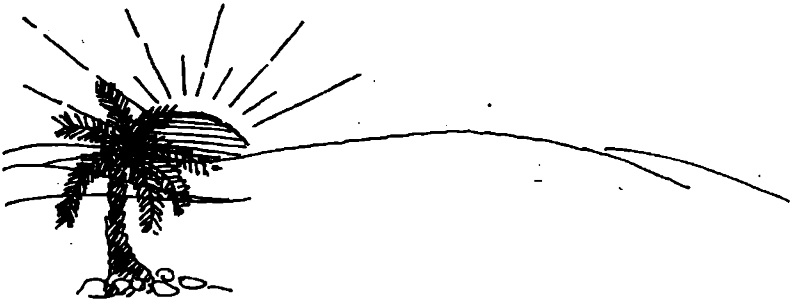

দুঃখের সাগর

এর চেয়ে বড়ো দুঃখের, বড়ো বেদনার কথা আর কি হতে পারে যে, একজন খাঁটি পাক্কা মুমিন মুসলমান ব্যক্তির পিতা হবে একজন কাফের অথবা মুনাফেক!!

হানযালা ইবনে আবু আমের ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর মাঝে যেমনিভাবে আত্মীয়তা ও বৈবাহিক সম্পর্ক একত্র হয়েছিলো, তেমনিভাবে একই দুঃখের মোহনায় তাঁদের উভয়কে মিলিত করেছিলো।

হানযালা রাযি.-এর পিতা আবু আমের রাহেব যেমন প্রকাশ্যে কুফুরির ঘোষণা দিয়ে মুশরিকদের দলে যোগ দেয় ও আজীবন আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে করে যায়।

তেমনি আব্দুল্লাহ রাযি.-এর পিতা মুনাফেক সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল মনের ভিতর পোষে রাখে- আল্লাহ, রাসূল ও মুসলমানদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ!!

এ কারণে একদিন হানযালা ইবনে আবু আমের ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই উভয়ে বসে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। তাঁরা নিজ পিতার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগের কথা ঘোষণা দিবেন। নিজেদের জীবন

www.pathagar.com

থেকে কলংকের দাগ মুছে ফেলবেন। এরপর প্রিয় নবীজীর কাছে এ বিষয়ে পরামর্শ চাওয়ার জন্যে যান!!

কিন্তু, বিশ্ব জগতের রহমত প্রিয় নবীজী এই দুই তরুণকে বুঝান। তাঁদেরকে এ কাজ করতে বারণ করেন।

হ্যাঁ, এটাই হলো সত্যিকারের ঈমান, যার নূরে তাঁদের হৃদয় ভরে উঠেছিলো। সেখানে ছিলো শুধু আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রাসূলের জন্যে অগাধ ভালোবাসা। আর দীনের সম্পর্কই ছিলো সবচে' বড়ো সম্পর্ক।

*　　*　　*

বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনতে পান কুরাইশদের একটি ব্যবসায়ী কাফেলা শাম থেকে মক্কায় ফিরে আসছে। কাফেলার দায়িত্বে রয়েছে আবু সুফিয়ান ইবনে হারব। প্রিয় নবীজী তখন একদল মুসলমানকে পাঠান মক্কায় তারা যেসব মাল রেখে এসেছে, সে গুলোর মোকাবেলায় এ গুলো নিয়ে আসার জন্যে।

চতুর আবু সুফিয়ান মুসলমানদের পক্ষ হতে কাফেলার উদ্দেশে অভিযান চালানোর বিষয়টি বুঝতে পারে। তাই সে যমযম ইবনে আমর গেফারী মারফত কুরাইশদের নিকট জরুরী সংবাদ পাঠায় যে, নিজেদের মালামাল শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্যে দ্রুত চলে এসো।

কুরাইশরা খবর পাওয়া মাত্রই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে খুব জলদি বেরিয়ে পড়ে। কাফেলা রক্ষার এ অভিযানে কুরাইশদের সব সরদাররা যোগ দেয়। ফলে তাদের যোদ্ধার সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় এক হাজার।

এ দিকে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-কে নিয়ে ১২ রমযান শনিবার রাত মদীনা থেকে বের হোন। এটা হলো প্রিয় নবীজী মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে যাওয়ার

www.pathagar.com

১৭ মাস পরের ঘটনা, তাদের সংখ্যা ছিলো ৩১৩ জন। তাঁরা কুরাইশদের নতুন বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না।

আবু সুফিয়ান খুব সহজেই কাফেলাকে মুসলমানদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে নিরাপদে মক্কায় পৌঁছে যায়। কারণ, সে আসল রাস্তা ছেড়ে বদর প্রান্তর বাঁয়ে রেখে সমুদ্র উপকূলের রাস্তা দিয়ে মক্কায় পৌঁছে।

আবু সুফিয়ান মক্কায় পৌঁছেই নতুন বাহিনীর কাছে সংবাদ পাঠায় মক্কায় ফিরে যাওয়ার জন্যে। বাহিনীর সব সদস্যরা সংবাদ পেয়ে মক্কায় ফিরে যাওয়ার জন্যে তৈরী হয়; কিন্তু আবু জাহেল আমর ইবনে হিশাম জেদ ধরে, সে বলে না, আমি মুহাম্মদের মুখোমুখি না হয়ে ফিরবো না।

প্রিয় নবীজীর কাছে কুরাইশদের নতুন বাহিনীর মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার খবর পৌঁছে। খবর পাওয়া মাত্রই তিনি সাহাবীদের নিয়ে জরুরী পরামর্শে বসেন। পরামর্শে আনসার ও মুহাজিরগণ খুবই উত্তম কথা বলেন। তাঁরা বলেন–

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، امْضِ لِمَا اَمَرَكَ اللّٰهُ فَنَحْنُ مَعَكَ.

অর্থ : 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে কাজ করে যান, আমরা আপনার সাথে আছি।'

তাঁদের কথা শোনে আল্লাহর রাসূলের নূরানী চেহারা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি বলেন–

سِيْرُوْا عَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ، فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْوَعَدَنِىْ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، فَوَاللّٰهِ لَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى مَصَارِعِ الْقَوْمِ.

অর্থ : 'মহান আল্লাহর বরকত সঙ্গে নিয়ে চলো, তিনি আমার সাথে দু'টি দলের একটির ওয়াদা করেছেন। আল্লাহর শপথ আমি যেনো শত্রুদের বধ্যভূমি দেখতে পাচ্ছি।"

* * *

www.pathagar.com

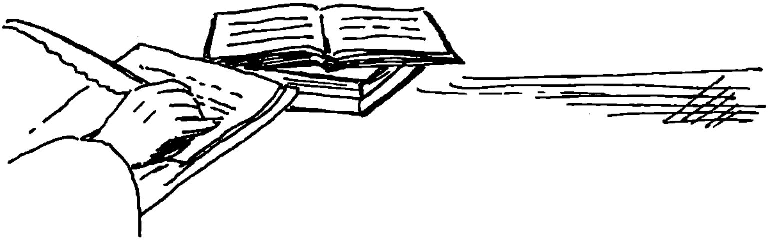

ঐতিহাসিক বিজয়

উভয় দল মুখোমুখি হয়। শুরু হয় অন্ধকারের পূজারীদের সাথে আলোর পতাকাবাহীদের তুমুল যুদ্ধ। এদিকে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাকুতি-মিনতি করে মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ করতে থাকেন–

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ قُرَيْشٌ قَدْ اَقْبَلَتْ بِخُيَلَائِهَا وَفَخْرِهَا تُحَادُّكَ وَتُكَذِّبُ رَسُوْلَكَ

اَللّٰهُمَّ فَنَصْرُكَ الَّذِىْ وَعَدْتَنِىْ. ...

অর্থ : হে আল্লাহ! এই কুরাইশরা অহংকার ও গর্বভরে ময়দানে এসেছে তোমার সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্যে ও তোমার রাসূলকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার জন্যে। সুতরাং হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার প্রতিশ্রুত সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছি।

আল্লাহর রাসূল আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে বিনয়ের সাথে বিরামহীন দু'আ করতেই থাকেন। এমনকি এক সময় তাঁর কাঁধের চাদর পড়ে যায়। হযরত আবু বকর রাযি. পেছন থেকে চাদর ধরেন ও ঠিক করে দিতে দিতে বলেন : 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন, যে সত্তার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি, মহান

www.pathagar.com

আল্লাহ আপনাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা অবশ্যই তিনি পুরা করবেন।'

মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে ফেরেশতার মাধ্যমে সাহায্য করেন। ফলে মুসলমানগণ অভাবনীয় বিজয় লাভ করে। যাকে বলে ঐতিহাসিক বিজয়। ওই যুদ্ধে সত্তরজন কুরাইশ সরদার নিহত হয় ও সত্তরজন বন্দী হয়। আর অপর দিকে মুসলমানদের মাত্র চৌদ্দজন শহীদ হয়!!

* * *

মদীনায় আনন্দের ঢেউ

মহান আল্লাহর সাহায্যে বদর যুদ্ধে মুশরিকদের ওপর বিজয় লাভের পর বেশ আনন্দ-উল্লাস ও সুখের মধ্যে দিয়েই মদীনার মুসলমানগণ তাদের দিনকাল পার করতে থাকেন। তবে হানযালা ইবনে আবু আমের রাযি. চান দুশমনদের ওপর বিজয়ের আনন্দ ও শুভ বিবাহের আনন্দ-এ দুই আনন্দকে একত্রে জমা করতে।

এই ভেবে তিনি প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেন যে, তিনি আপন আত্মীয় জামীলা বিনতে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই রাযি.-কে বিয়ে করতে চান। প্রিয় নবীজী তাঁকে অনুমতি দেন ও তাঁর জন্যে দু'আ করেন।

সকলে মিলে বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। মদীনার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর বিয়ের খবর। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই এসে হাজির হয়। পশু জবাই করা হয়। লম্বা দস্তরখান বিছিয়ে দেয়া হয়। গরম সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করা হয়। সকলেই পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে নব দম্পতির জন্যে প্রাণভরে দু'আ করেন : 'মহান আল্লাহ তোমাদের বরকত দান করুন। তোমাদের জীবন অফুরন্ত কল্যাণে ভরে উঠুক। তোমাদের দু'জনের জীবন হোক আনন্দময় সুখপূর্ণ।' এভাবেই

www.pathagar.com

শুরু হয় হযরত হানযালা ইবনে আবু আমের ও জামীলা বিনতে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই রাযি.-এর আলোকময় দাম্পত্য জীবন।

* * *

বেদনার নীল সমুদ্রে কুরাইশ!!

বদর যুদ্ধে নিরস্ত্র মুসলমানদের হাতে সশস্ত্র কুরাইশ বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ও অনেক নেতা নিহত হওয়ায় তাদের মনে হিংসার আগুন জ্বলতে থাকে। এ জন্যে তারা প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশে সৈন্য সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে। এমনকি তারা নিহতদের শোক প্রকাশ, কান্নাকাটি ও বিলাপ করা পর্যন্ত নিষেধ করে দেয়। যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণ আদায়ে দেরী করে। যেনো মুসলমানরা তাদের বেদনা ও শোকের গভীরতা অনুমান করতে না পারে।

কুরাইশরা চায় হৃদয়ের ক্ষতে সুস্থতা ও সান্ত্বনার মলম লাগাতে। নিহতদের প্রতিশোধ নিতে। কারণ, তারা ভেবে চিন্তে দেখেছে, বদরের পরাজয়ে তাদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে। অন্যান্য আরব গোত্রের চোখে তাদের যে প্রভাব প্রতিপত্তি ছিলো, সেটা কমে গেছে। এ জন্যে তারা চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। আর এ লক্ষ্যে সৈন্য জমা করে ও শক্তি সঞ্চয় করে। যাতে তাদের হৃত গৌরব, ফিরে আসে, ব্যক্তিগত প্রতিশোধ ও নিহত নেতৃবৃন্দ সহ অন্যদেরও বদলা গ্রহণ করতে পারে এবং শামের ব্যবসার যাতায়াতের পথ নিরাপদ ও কন্টকমুক্ত হয়ে যায়।

এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে কুরাইশরা প্রথম যে পদক্ষেপ নেয় সেটা হলো, আবু সুফিয়ানের যে কাফেলা বদর যুদ্ধের কারণ হয়েছিলো এবং মালামালসহ কাফেলা নিরাপদে ফিরে এসেছিলো, ওই কাফেলার সমস্ত মালামাল সে যুদ্ধের খরচের জন্যে সংরক্ষণ করে রাখে। মালামালের মালিকদের বলা হয় : শোনো হে কুরাইশ বংশের লোকেরা! মুহাম্মদ তোমাদের নেতাদের হত্যা করেছে। কাজেই তার সাথে যুদ্ধ

www.pathagar.com

করতে তোমরা তোমাদের এ মাল দিয়ে সহায়তা করো। হয়তো আমরা প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম হবো।

কুরাইশরা এ কথায় সাড়া দিয়ে আবু সুফিয়ানের কাফেলায় যা কিছু সম্পদ ছিলো, তা সবই যুদ্ধের জন্যে দান করে দেয়। সে সম্পদের পরিমাণ ছিলো এক হাজার উট ও পঞ্চাশ হাজার দীনার। যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্যে উট গুলি বিক্রি করে দেয়া হয়।

মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা আনফালের তেইশতম আয়াতে ইরশাদ করেন—

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ.

অর্থ : 'আল্লাহর পথ থেকে লোকদের বিরত রাখার জন্যে কাফেররা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা তো ধন-সম্পদ ব্যয় করবেই, অতঃপর সেটা তাদের মনস্তাপের কারণ হবে এবং তাদের পরাজিত করা হবে।" (সূরা আনফাল-২৩)

*　　*　　*

www.pathagar.com

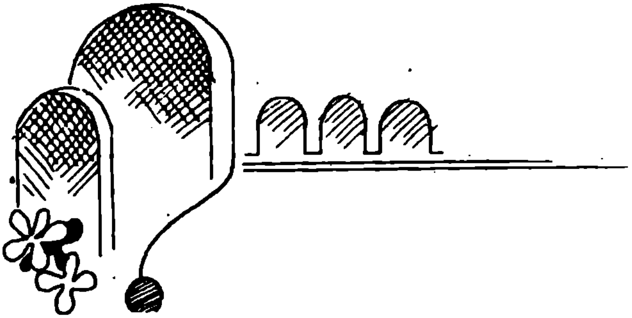

উহুদ যুদ্ধ

বছর পূর্ণ হতেই কুরাইশদের যুদ্ধ প্রস্তুতি শেষ হয়। হিজরী তৃতীয় সনের ১৭ই শাওয়াল তারা মদীনা অভিমুখে রওনা দেয়। নিজেদের লোক ছাড়াও সহযোগী এবং মিত্ররা মিলে তাদের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় তিন হাজার। তাদের সেনাপতি নিযুক্ত করা হয় আবু সুফিয়ান ইবনে হারবকে। কুরাইশ নেতারা কিছু সংখ্যক সুন্দরী নারীকেও যুদ্ধে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করে। সে অনুযায়ী পনেরোজন নারীকেও নেয়া হয়। নারীদের যুদ্ধক্ষেত্রে নেয়ার পক্ষে যুক্তি দেখানো হয়, তাদের নিরাপত্তা ও সম্মান রক্ষার প্রেরণায় যুদ্ধে বীরত্ব ও আত্মত্যাগের মানসিকতা বেশি কাজ করবে। ফলে কেউ যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালাবে না!!

প্রিয় নবীজীর চাচা হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালেব রাযি. কুরাইশদের যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রতি গভীর নজর রাখছিলেন। তাই কুরাইশ বাহিনী মদীনার দিকে রওনা দিতেই তিনি সমুদয় বিবরণ সম্বলিত একখানা চিঠি দূত মারফত প্রিয় নবীজীর নিকট মদীনায় পাঠান। চিঠিতে তিনি লিখেন–

www.pathagar.com

'কুরাইশরা মদীনার অভিমুখে যাত্রা করেছে। বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা তিন হাজার। যুদ্ধের জন্যে রয়েছে দুইশ ঘোড়া, তিন হাজার উট ও সাতশত বর্ম। এ ছাড়া অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র তো আছেই।'

* * *

এসো জিহাদের পথে

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হযরত আব্বাস রাযি.-এর চিঠি পৌছে হযরত হানযালা ইবনে আবু আমের রাযি.-এর বাসর রাতের সকালে। চিঠি পেয়ে প্রিয় নবীজী নকীবকে লোকদের মধ্যে ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দেন। নকীব জিহাদের ঘোষণা দেয়–

حَيَّ عَلَى الْجِهَادِ .. حَيَّ عَلَى الْجِهَادِ !!

এসো জিহাদের পথে.. এসো জিহাদের পথে!! সকালের ফুরফুরে বাতাসের পিঠে ভর করে নিঃশব্দে গিয়ে জিহাদের ঘোষণা পৌছে হযরত হানযালা রাযি.-এর কানে। সাথে সাথে আল্লাহর পথে জিহাদের বাসনা তাঁর হৃদয় সাগরে ঢেউ তোলে। দেরী না করে তিনি যুদ্ধের পোশাক পরে অস্ত্র হাতে জিহাদের জন্যে বেরিয়ে পড়েন। ভুলে যান প্রাণপ্রিয় স্ত্রীর কথা!!

কোনো দিক না তাকিয়ে তিনি উলকার বেগে ছুটে চলেন প্রিয় নবীজীর সঙ্গে শরীক হওয়ার আশায়। হ্যাঁ, তাঁর আশা পূর্ণ হয়। তিনি গিয়ে দেখেন, প্রিয় নবীজী যুদ্ধের জন্যে মুজাহিদদের সারিবদ্ধ করছেন।

* * *

প্রিয় নবীজীর মহান শিক্ষা

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে জরুরী পরামর্শে বসেন। মুশরিকদের প্রতিহত করার জন্যে মদীনা থেকে বের হবে, না কি মদীনার ভিতরেই থাকবে?

www.pathagar.com

তিনি নিজের মত ব্যক্ত করে বলেন : মুসলমানরা শহর ছেড়ে বের হবে না; বরং তারা মদীনার ভিতরেই অবস্থান করবে। শত্রুরা যদি মদীনায় প্রবেশ করতে চায় তাহলে মুসলমানরা মদীনার অলিগলির প্রবেশ পথেই তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। মহিলারা ছাদের ওপর থেকে তাদের ওপর পাথর নিক্ষেপ করবে।

মুনাফেক নেতা আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই প্রিয় নবীজীর মতের সাথে ঐক্যমত প্রকাশ করে। সাহাবায়ে কেরামের এক বিরাট অংশ এ মতই দেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক যুবক সাহাবী, যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি; তাঁরা ময়দানে গিয়ে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে প্রিয় নবীজীকে পরামর্শ দেন এবং এ পরামর্শের ওপর তাঁরা জোর দেন। অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে প্রিয় নবীজী সিদ্ধান্ত দেন: 'মদীনার বাইরে খোলা ময়দানেই কাফেরদের সাথে মোকাবেলা করা হবে।'

এরপর প্রিয় নবীজী পরামর্শ সভা থেকে উঠে ঘরে যান। গিয়ে মাথায় পাগড়ী বাঁধেন। ওপরে নীচে দু'টি বর্ম পরিধান করেন এবং তলোয়ারসহ অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সকলের সামনে হাজির হোন।

ইতিমধ্যে সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের মত থেকে ফিরে আসেন। তাঁরা বলেন : আমরা প্রিয় নবীজীকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ময়দানে নিয়ে যাচ্ছি, এটা ঠিক হয়নি।

তাই তাঁরা প্রিয় নবীজীকে বলেন : 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি আমাদের মদীনায় থাকাই ভালো মনে করেন, তবে তাই করুন।'

প্রিয় নবীজী উত্তর দেন : 'কোনো নবী যখন অস্ত্র পরিধান করে নেন, তখন তা খুলে ফেলা তাঁর জন্যে সমীচীন নয় যতক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহ্ তাঁর ও শত্রুদের মধ্যে ফয়সালা না করে দেন। সুতরাং যে নির্দেশ দিয়েছি, সে অনুযায়ী আমল করো। মহান আল্লাহর নাম নিয়ে সামনে চলো। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ধৈর্যের ওপর অটল থাকবে, আল্লাহর সাহায্য তোমাদের সঙ্গে থাকবে।"

www.pathagar.com

এর দ্বারা প্রিয় নবীজী সাহাবীদের এক মহান শিক্ষা দেন। মতামত প্রকাশ করতে হবে ঠিক সময়ে। পরামর্শের পর যখন চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যায়, তখন আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা করতে হবে। সে সময় আর মত ঘুরানো, দ্বিতীয় বার পরামর্শ করা এবং মতের ব্যাপারে সংশয় প্রকাশের কোনো সুযোগ নেই। বরং শেষ ফলাফলের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে এবং আল্লাহর ইচ্ছার ওপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

* * *

অপূর্ব সেনা বিন্যাস

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাজার লোক নিয়ে মুশরিকদের প্রতিরোধ করার উদ্দেশে বের হোন। তিনি সাথীদের নিয়ে উহুদ ও মদীনার মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছলে, মুনাফেক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল বিশ্বাসঘাতকতা করে তিনশ লোক নিয়ে মদীনায় ফিরে যায়। সে বলে : তিনি আমাদের কথা না মেনে যুবকদের কথা শোনেন!!

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাকী সাতশ লোক নিয়ে উহুদ পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছেন। এখানে পৌঁছে তিনি তাবু স্থাপন করেন ও যুদ্ধের জন্যে সৈন্যদের বিন্যস্ত করেন।

উহুদ পাহাড়কে তাদের পিছনে রাখেন। পাহাড়ের ওপর পঞ্চাশ জনের একটি তীরান্দাজ বাহিনী নিযুক্ত করেন। তাদের দলপতি বানান হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাযি.-কে। তাঁদের নির্দেশ দেন : যদি তোমরা দেখ, পাখি আমাদের ঠোকরাচ্ছে, তবুও তোমরা নিজের জায়গা ছাড়বে না। তাদের আরো নির্দেশ দেন, তোমরা ঘোড়সওয়ার শত্রুদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে তাদের আমাদের কাছ থেকে দূরে রাখবে। খেয়াল রাখবে তারা যেনো পিছনের দিক থেকে আমাদের ওপর হামলা করতে না পারে।

www.pathagar.com

প্রিয় নবীজী নামাযের কাতারের ন্যায় মুজাহিদদের সারিবদ্ধ করেন, শত্রুদের প্রতিহত করার জন্যে এটা হলো সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি। সারিবদ্ধ করার পর তিনি তাঁদের বলেন : আমি নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ শুরু করবে না।

* * *

যুদ্ধের সূচনা

উভয় দল মুখোমুখি দাঁড়ায়। শুরু হয় যুদ্ধ। মুশরিকদের সারি থেকে হাঁক ছেড়ে বেরিয়ে আসে কুরাইশদের শ্রেষ্ঠ ঘোড়সওয়ার ও যুদ্ধের পতাকাধারী তালহা ইবনে আবু তালহা। সে হাঁক ছেড়ে বললো : তোমরা ভাবছো তোমাদের তরবারি অচিরেই আমাদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেবে, আর আমাদের তরবারি তোমাদেরকে জান্নাতে পাঠিয়ে দেবে। তোমাদের মাঝে আছে কি কোনো বীর পুরুষ যাকে আমার তরবারি দ্রুত জান্নাতে পাঠাবে অথবা তার তরবারি আমাকে দ্রুত জাহান্নামে পাঠাবে?!

মুসলমানদের সারি থেকে হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রাযি. তার মোকাবেলা করার জন্যে সামনে এগিয়ে যান এবং বলেন : ' যে সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি। মহান আল্লাহ্ আমার তলোয়ার দ্বারা তোমাকে জাহান্নামে পাঠানো অথবা তোমার তলোয়ার দ্বারা আমাকে জান্নাতে না পাঠানো পর্যন্ত আমি তোমার থেকে আলাদা হবো না!!

এরপর হযরত আলী রাযি. আঘাত করে তার পা কেটে দেন। এতে পড়ে গিয়ে তার লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে যায়।

তখন অনুনয়ভরা কণ্ঠে বলেন : তোমাকে মহান আল্লাহ ও আত্মীয়তার কসম দিচ্ছি, আমার ওপর দয়া কর!!

www.pathagar.com

হযরত আলী রাযি. তাকে ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসেন। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম তাকবীর ধ্বনি দিয়ে ওঠেন। অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তাকে কতল না করেই ফিরে এলেন যে?!

: সে আমার চাচাতো ভাই। লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার সময় আত্মীয়তার অসিলা দিয়ে কসম খেয়েছে, তাই দ্বিতীয় বার আঘাত করতে লজ্জা পেয়েছি।

* * *

একাই এক বাহিনী

ধীরে ধীরে যুদ্ধ ভয়ানক রূপ ধারণ করে। সারা ময়দান জুড়ে যুদ্ধ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ঘোড়ার হ্রেষা ধ্বনি আর খাপমুক্ত নাঙ্গা তলোয়ারের ঝনঝনানিতে কেঁপে ওঠে মরুর খোলা প্রান্তর। সত্যের তলোয়ার অবিরাম কাটতে থাকে মিথ্যার কুৎসিত মাথা।

হযরত হানযালা ইবনে আবু আমের রাযি.ও সমান তালে শিরকের অন্ধকারে ডুবন্ত সৈনিকদের ওপর নিজের তলোয়ার চালান।

হযরত হানযালা রাযি. লাফিয়ে লাফিয়ে চারদিকে আক্রমণ চালান, তিনি যেনো একাই পুরো বাহিনী। যে মাথা টার্গেট করে আঘাত করেন, সেটাই ঘাড় থেকে আলাদা হয়ে যায়। রক্ত পিপাসু মরুর ধুলোতে পড়ে গড়াগড়ি খায়। মৃত্যু যেনো তাঁর হাতের পুতুল। যাকে ইচ্ছা ছুঁড়ে মারেন, আর সে গিয়ে ওই ব্যক্তির হৃদপিন্ডে বিঁধে যায়!!

যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলমানদের ক্ষুদ্র দলই বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। বদর যুদ্ধের মতোই তাদের অভাবনীয় বিজয় অর্জনের শুভ লক্ষণ দেখা দেয়। ঠিক সে মুহূর্তে ঘটে যায় এক দুর্ঘটনা!!

* * *

www.pathagar.com

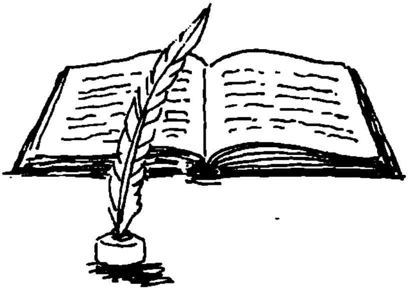

প্রিয় নবীজীর নির্দেশের বিরোধিতার ভয়াবহ পরিনতি

যুদ্ধের শুরুতেই প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তীরান্দাজ বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন : 'জয়-পরাজয় কোনো অবস্থাতেই তোমরা নিজেদের জায়গা থেকে সরবে না।"

কিন্তু তীরান্দাজ বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য এক ভয়াবহ ভুল করে ফেলে। তাদের এভুলের কারণে যুদ্ধের চিত্রই বদলে যায়! মুসলমানরা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়!! ক্ষুন্ন হয় বদর যুদ্ধে অর্জিত মর্যাদা।

মুশরিকদের পরাজিত হয়ে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যেতে দেখে, তীরান্দাজ বাহিনী গণীমতের মাল সংগ্রহের জন্যে যুদ্ধের ময়দানে নেমে আসে এবং একে অপরকে বলতে থাকে : গণীমত ... গণীমত ... তোমাদের সাথীরা বিজয়ী হয়েছে, এখন আবার অপেক্ষা কিসের?!

তীরান্দাজদের ভিতর থেকে এ আওয়াজ উঠতেই তাদের দলপতি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. তাদেরকে প্রিয় নবীজীর নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন– 'তোমরা কি আল্লাহর রাসূলের আদেশ ভুলে গেছো?! কিন্তু তাদের অধিকাংশই দলপতির কথা কানে তোলেনি। তারা বলে : আল্লাহর শপথ, আমরাও তাদের নিকট যাবো এবং কিছু গণীমতের মাল অবশ্যই জমা করবো!

www.pathagar.com

এরপর তীরান্দাজ দলের চল্লিশজন নিজেদের স্থান ছেড়ে গনীমতের মাল সংগ্রহের উদ্দেশে সাধারণ মুজাহিদদের সাথে শামিল হয়!! এতে মুসলিম বাহিনীর পেছনের দিক পাহারা শূন্য হয়ে পড়ে। তখন সেখানে শুধু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. তাঁর নয়জন সঙ্গী পাহারায় নিযুক্ত থাকেন। তারা দৃঢ়তার সাথে দায়িত্ব পালন করেন এবং বলেন : 'প্রিয় নবীজী অনুমতি দিলেই আমরা এখান থেকে যাবো অন্যথায় নিজেদের প্রাণ তার মালিকের কাছে সপে দেবো!!'

মুশরিকদের অশ্ববাহিনীর দলপতি খালেদ ইবনে ওলীদ তীরান্দাজ বাহিনীর অনুপস্থিতি টের পেয়ে সুযোগ কাজে লাগায়। অত্যন্ত দ্রুতবেগে মুসলিম বাহিনীর একেবারে পিছনে পৌঁছে যায় এবং অল্প সময়ের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. ও তাঁর সঙ্গীদের শহীদ করে দিয়ে পিছনে দিক থেকে মুসলমানদের ওপর হামলা করে। তার সঙ্গীরা উচ্চস্বরে জয়ধ্বনি তোলে। পরাজিত মুশরিকরা খালেদ ইবনে ওলীদ ও তার সঙ্গী ঘোড়সওয়ারদের দেখে ফিরে আসে এবং চারদিক থেকে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে!!

পাল্টে যায় যুদ্ধের চিত্র। মুসলমানরা কাফেরদের যাঁতাকলের মাঝখানে পড়ে যায়। তাদের কাতারগুলি বিশৃংখল হয়ে পড়ে। হঠাৎ ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ায় তাদের ভিতর ভয়-ভীতি ছড়িয়ে যায়। শুরু হয় অসম যুদ্ধ। শহীদ হয় অনেক মুসলমান!!

* * *

শহীদদের কাফেলায় হযরত হানযালা রাযি.

মুশরিকরা প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিরদিনের জন্যে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিতে চায়। এ উদ্দেশে তারা প্রিয় নবীজীর ওপর সর্বাত্মক হামলা চালায়। আঘাতের প্রচণ্ডতায় তাঁর নীচের মাড়ির ডান দিকের 'রুবায়ী দাঁত' ভেঙ্গে যায়। তাঁর শিরস্ত্রাণ চূর্ণ হয়ে

www.pathagar.com

যায়। ওরা পাথর নিক্ষেপ করে তিনি গর্তে পড়ে যান। দুর্বৃত্ত ইবনে কুমায়ার আঘাতে বর্মের দু'টি কড়া চেহারায় বিঁধে যায়!!

হযরত হানযালা ইবনে আবু আমের রাযি. প্রিয় নবীজীর জীবনের এ চরম সংকটময় অবস্থা দেখেন। মানুষ তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। তিনি একা শক্তিহীন হয়ে পড়েছেন। এ অবস্থা দেখে তিনি প্রিয় নবীজীর ডানে-বাঁয়ে নির্ভয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যান। মুসলিম বীরদের ইতিহাস ছাড়া অন্য কোথাও এর উপমা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

যুদ্ধ চলাকালে হযরত হানযালা ইবনে আবু আমের রাযি. মুশরিকদের সেনাপতি আবু সুফিয়ানের মুখোমুখি হোন। তিনি তখন তার ঘোড়ার পিছনের পায়ের জোড়া কেটে দিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তাঁর ভাগ্যে শাহাদাত লিখে রেখেছিলেন। আবু সুফিয়ানকে লক্ষ করে তলোয়ার তোলার সাথে সাথে শাদ্দাদ ইবনে শাউব দেখে ফেলে এবং হযরত হানযালা রাযি.-এর ওপর আকস্মিক হামলা চালায়। এতে তিনি শহীদ হয়ে জিহাদের ময়দানে লুটিয়ে পড়েন!!

*　*　*

মিথ্যা প্রচারণা!!

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাযি. যখন চরম বিশৃংখল ও অস্থির অবস্থার মধ্যে, ঠিক সে সময় এক ব্যক্তি উচ্চস্বরে বলতে থাকে : মুহাম্মদকে হত্যা করা হয়েছে!!

এ ঘোষণায় মুসলমানদের বাকী শক্তিটুকুও ভেঙ্গে পড়ে। কোনো কোনো মুসলমান তো এ ঘোষণা শোনার পর হতাশ হয়ে যুদ্ধ বন্দ করে দিয়ে হাতের অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে!!

তখন হযরত আনাস ইবনে নযর রাযি. সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখেন, আনসার-মুহাজিরদের কিছু লোক হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে

www.pathagar.com

চুপচাপ বসে আছে!! তিনি জিজ্ঞেস করেন : তোমরা কিসের অপেক্ষায় রয়েছো?

তারা উত্তর দেয় : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করা হয়েছে!!

: তাহলে তোমরা বেঁচে থেকে কি করবে?!.. ওঠো, যে জন্যে আল্লাহর রাসূল জীবন দিয়েছেন, সে জন্যে তোমরাও জীবন দাও। একথা বলে তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গেলে হযরত সা'দ ইবনে মুয়াজ রাযি.-এর সাথে দেখা হয়। তখন তিনি বলেন : হে সা'দ জান্নাতের সুবাসের কথা কি আর বলবো.. উহুদ পাহাড়ের ওপার থেকে আমি জান্নাতের সুবাস অনুভব করছি!!

তারপর তিনি আরো সামনে অগ্রসর হয়ে মুশরিকদের সাথে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে যান। তার শরীরে বর্শা, তীর ও তলোয়ারের আশিটির মতো আঘাত ছিলো। যুদ্ধশেষে তাঁকে চেনাই যাচ্ছিলো না। তাঁর বোন আঙ্গুলের কর দেখে তাঁকে চিহ্নিত করেন।

*   *   *

www.pathagar.com

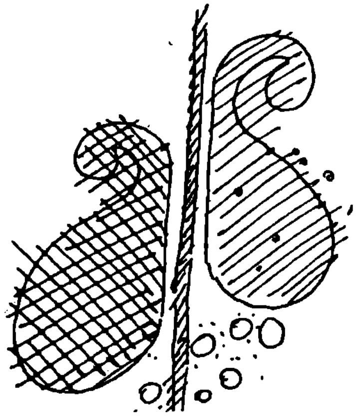

নিহত হলো কাফের সরদার!!

এ কঠিন পরিস্থিতির ভিতরেও হযরত আলী রাযি. সহ আরো কয়েকজন সাহাবী অতুলনীয় বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে প্রতিরোধ গড়ে তুলে পাল্টা আক্রমণ করেন। এ সময় প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহাবীদের দিকে আসতে দেখা যায়। প্রথমে হযরত কা'ব ইবনে মালেক রাযি. তাঁকে চিনে ফেলেন। আনন্দে চিৎকার করে তিনি বলেন- ওহে মুসলমানরা! তোমাদের জন্যে সুসংবাদ... এই যে আল্লাহর রাসূল আসছেন। তিনি তাঁকে চুপ করার ইঙ্গিত দেন, যাতে মুশরিকরা তাঁর অবস্থান সম্পর্কে জানতে না পারে!!

কিন্তু মুসলমানরা তাঁর ডাক শোনে ফেলে, ফলে তাঁরা আল্লাহর রাসূলের কাছে আসতে শুরু করে। এরপর তাঁরা প্রিয় নবীজীর সাথে পাহাড়ের ঘাঁটিতে যেতে শুরু করে। প্রিয় নবীজী ঘাঁটিতে পৌছার পর কাফের সরদার উবাই ইবনে খালফ একথা বলতে বলতে সামনে অগ্রসর হয় : মুহাম্মদ কোথায়, সে বেঁচে গেলে আমার রক্ষা নেই?!

সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করেন : আমাদের কেউ কি তার ওপর হামলা করবে?

: না, ওকে আসতে দাও।

www.pathagar.com

এ দুর্বৃত্ত কাছে এলে প্রিয় নবীজী হারেস ইবনে সুম্মা রাযি. থেকে ছোট একটি বর্শা নিয়ে ঝটকা মারেন। তখন লোকজন এমন ভাবে এদিক সেদিক সটকে যায়, যেমন গায়ে মাছি বসলে উট একটু খানি ঝাঁকুনি দিলে মাছি উড়ে যায়। এরপর প্রিয় নবীজী উবাইয়ের মুখোমুখি হোন। তার শিরস্ত্রাণ ও বর্মের মাঝামাঝি কণ্ঠনালীর কাছে একটুখানি জায়গা খালি ছিলো, তিনি সেই স্থান লক্ষ করে বর্শা নিক্ষেপ করেন। এতেই উবাই ঘোড়া থেকে পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলে নিয়ে কুরাইশদের কাছে ফিরে যায়।

আঘাতের কারণে তার গলার কাছে সামান্য ছিলে যায়। কোনো বড়ো আঘাত ছিলো না, রক্তও বের হয়নি। তবুও সে ষাঁড়ের মতো চিৎকার করে বলতে লাগলো : আল্লাহর শপথ, মুহাম্মদ আমাকে কতল করে দিয়েছে!!

লোকেরা বললো : কি বাজে বকছো, তোমার আঘাত তো তেমন গুরুতর নয়। সামান্য আঁচড় লাগার মতো দেখা যাচ্ছে।

উবাই বললো : মুহাম্মদ মক্কায় আমাকে বলেছিলো : আমি তোমাকে হত্যা করবো.. কাজেই আল্লাহর কসম, সে আমার ওপর থুতু নিক্ষেপ করলেও আমার প্রাণ চলে যেতো!!

অবশেষে আল্লাহর এ দুশমন মক্কায় ফেরার পথে সারেফ নামক জায়গায় মারা যায়!!

আসল ঘটনা হলো– মক্কায় থাকাকালীন প্রিয় নবীজীর সাথে উবাই এর দেখা হলেই গর্বভরে বলতো : হে মুহাম্মদ! আমার নিকট العود। (উদু) নামক একটি শক্তিশালী ঘোড়া রয়েছে। ওকে আমি প্রতিদিন তিন সা' খাবার খাওয়াই। সে ঘোড়ার পিঠে বসে একদিন আমি তোমাকে হত্যা করবো!!

উত্তরে প্রিয় নবীজী বলতেন : 'ইনশাআল্লাহ আমিই তোমাকে হত্যা করবো।"

* * *

www.pathagar.com

বিরল সৌভাগ্য!!

এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. শহীদদের শেষ বিদায় জানাতে তাঁদের লাশ তালাশ করতে যুদ্ধের ময়দানে আসেন।

প্রিয় নবীজী হযরত হানযালা ইবনে আবু আমের রাযি.-এর মৃত দেহের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এক আশ্চর্য জিনিস দেখেন!!

তিনি দেখেন, ফেরেশতারা হযরত হানযালা রাযি. কে গোসল দিচ্ছেন। এতে তিনি খুব অবাক হোন!!.. কারণ শহীদদের গোসল দেয়া হয় না।

প্রিয় নবীজী সাহাবীদের দিকে তাকিয়ে বলেন : আমি দেখলাম, ফেরেশতারা আসমান-যমীনের মাঝখানে হযরত হানযালা ইবনে আবু আমেরকে রূপার থালায় বৃষ্টির পানি দিয়ে গোসল করাচ্ছে।

প্রিয় নবীর মুখে এ কথা শোনে তাঁরা আরো বেশি অবাক হোন এবং দ্রুত হানযালা রাযি.-এর লাশের দিকে এগিয়ে যান। গিয়ে দেখেন, তাঁর মাথা থেকে টপ টপ করে পানি পড়ছে!!

প্রিয় নবীজী তখন সাহাবীদের নির্দেশ দেন, তাঁর স্ত্রীর কাছে গিয়ে তাঁর বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে!

তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি উত্তর দেন : জিহাদের ঘোষণা শোনে পবিত্র না হয়েই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

প্রিয় নবীজী বলেন : হ্যাঁ, এ কারণেই ফেরেশতারা তাঁকে গোসল দিয়েছেন।

* * *

www.pathagar.com

হযরত হানযালা ইবনে আবু আমেরসহ সমস্ত শহীদদের জানাযার নামায পড়ানোর পর প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিঃশব্দে বলেন :

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ يَشْهَدُ أَنَّكُمُ الشُّهَدَاءُ عِنْدَاللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ : "আল্লাহর রাসূল সাক্ষ্য দিচ্ছেন, কেয়ামতের দিন নিশ্চয় তোমরা আল্লাহর দরবারে শহীদ হিসাবে উঠবে।"

অতঃপর তিনি সাহাবীদের কাছে এসে বলেন : হে লোক সকল! তোমরা মাঝে মাঝে এসে তাঁদের যিয়ারত করো ও সালাম করো, সে সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কেয়ামত পর্যন্ত যে কোনো মুসলিম তাঁদের সালাম করবে, তাঁরা তার সালামের উত্তর দিবে।

* * *

www.pathagar.com

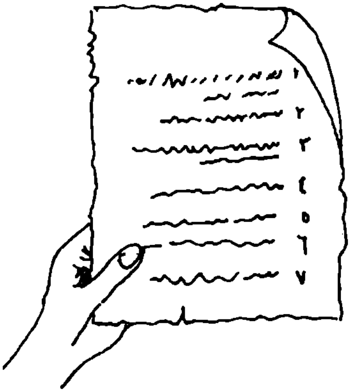

শহীদ পিতার সন্তান

হযরত হানযালা ইবনে আবু আমের রাযি.-এর হযরত জামীলা বিনতে আব্দুল্লাহ রাযি.-এর সাথে মধুর বিয়ে ও সুখময় বাসর রাতের ফল ছিলো এই ছেলে। তাঁর নাম রাখা হয়, আব্দুল্লাহ। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. তাঁর সঙ্গে স্নেহভরে হাসি-কৌতুক করতেন ও খেল-তামাশা করতেন আর আদর করে ডাকতেন– হে ফেরেশতাদের গোসলকৃত ব্যক্তির সন্তান।

একদিন মদীনার প্রসিদ্ধ দুই গোত্র আউস ও খাযরাজ নিজেদের কৃতিত্ব আলোচনা করে একের ওপর অন্যের গৌরব প্রকাশ করে। আউস বলে–

– আমাদের ভিতর রয়েছে, হানযালা ইবনে আবু আমের– ফেরেশতারা যাঁকে গোসল দিয়েছে।

– আমাদের ভিতর রয়েছে, আসেম ইবনে সাবেত– ভীমরুল ও মৌমাছি যাঁর লাশ শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছে।

– আমাদের ভিতর রয়েছে, খুযাইমা ইবনে সাবেত– যাঁর একার সাক্ষ্য দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য দেয়ার সমান।

www.pathagar.com

– আমাদের ভিতর আরো আছে, সা'দ ইবনে মু'য়ায– যাঁর মৃত্যুতে কেঁপে ওঠেছে আল্লাহর আরশ।

খাযরাজ বলে : আমাদের মাঝে এমন মহান চার ব্যক্তি আছেন, যাঁরা প্রিয় নবীজীর যুগে কারী ছিলেন। কুরআন পড়তেন–

উবাই ইবনে কা'ব।

মুয়ায ইবনে জাবাল।

যায়েদ ইবনে সাবেত।

আবু যায়েদ।

*　　*　　*

আল্লাহর পথের শহীদের সন্তান হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালা (রাযি) প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের চোখের সামনেই বেড়ে ওঠেন। তিনি প্রিয় নবীজীর কাছ থেকে অনেক হাদীস মুখস্থ করেন ও বর্ণনা করেন। তাঁর তাকওয়া-পরহেযগারী সকলেই জানতেন।

মহান আল্লাহর ভয় তাঁর ভিতর এতো বেশি ছিলো যে, কেউ কখনো তাঁকে আসমানের দিকে চোখ তোলে তাকাতে দেখেনি।

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. রাষ্ট্রীয় ভাতা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালা রাযি.-কে অন্যদের তুলনায় বেশি দিতেন। তাঁকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন : 'কারণ উহুদ যুদ্ধের দিন তাঁর পিতাকে আমি দেখেছি, যুদ্ধ করতে করতে উটের ন্যায় সামনে অগ্রসর হচ্ছে।'

একদিন মসজিদের বাইরে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালা

www.pathagar.com

রাযি.-এর সঙ্গে শয়তানের দেখা হয়। তখন শয়তান তাঁকে জিজ্ঞেস করে : হে হানযালার পুত্র! তুমি কি আমাকে চেনো?

: হ্যাঁ, নিশ্চয়, তুই শয়তান!!

: ভারি আশ্চর্য কীভাবে তুমি চিনলে?!

: আমি যিকির করতে করতে মসজিদ থেকে বেরিয়েছি, কিন্তু যখনি তোকে দেখলাম, তখনি আল্লাহর যিকির ভুলে তোর দিকে তাকিয়ে থাকি!!

*　　*　　*

পরবর্তী আকর্ষণ

শহীদানের গল্প শোন সিরিজের ১০ম খণ্ড

শাহাদাত পিয়াসী

হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি.

www.pathagar.com

শহীদানের গল্প শোন সিরিজ

১০

শাহাদাত পিয়াসী

হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি.

মূল
আশরাফ মুহাম্মাদ আলওয়াহ্‌শ
বিখ্যাত আরব সাহিত্যিক

অনুবাদ
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
আলেম, লেখক, অনুবাদক

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৮৮-০২-৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫
ই-মেইল: support@maktabatulashraf.net
ওয়েবসাইট: www.maktabatulashraf.net

www.pathagar.com

শহীদানের গল্প শোন সিরিজ-১০

শাহাদাত পিয়াসী

হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি.

মূল: আশরাফ মুহাম্মাদ আলওয়াহ্‌শ

অনুবাদ: মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

প্রকাশক

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

মাকতাবাতুল আশরাফ

[অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]

ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং-৫

১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

প্রথম সংস্করণ

মুহাররম ১৪৩৩ হিজরী

ডিসেম্বর ২০১১ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায

গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স

(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)

৩/২, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-8291-06-7

মূল্য ঃ পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র

Shahadat Piashe

HAZRAT BARA IBNE MALEK Rz.

By: Ashraf Muhammad Alwahsh

Translate By: Muhammad Shakhawat Hossain

Price: Tk. 45.00 US$ 3.00

www.pathagar.com

ইনতেসাব

বর্তমান পৃথিবীর দাজ্জাল তুল্য দুষ্ট দানব
ইউরোপ-আমেরিকার ইহুদী-খৃষ্টান চক্রের
এ দেশীয় এজেন্ট নাস্তিক, মুরতাদ, রাম ও বাম
বুদ্ধিজীবীদের প্রতিরোধে সাহিত্য চর্চায়
নিয়োজিত আল্লাহ্‌পাকের কলম
সৈনিকদের প্রতি।

-প্রকাশক

www.pathagar.com

শহীদানের গল্প শোন সিরিজের বইসমূহ

সাইয়্যেদুশ শুহাদা
হযরত হামযা রাযি. — ১ম খণ্ড

বেহেশতের পাখি
হযরত জা'ফর তাইয়্যার রাযি. — ২য় খণ্ড

ইসলামের প্রথম দূত
হযরত মুস'আব ইবনে উমাইর রাযি. — ৩য় খণ্ড

একমাত্র সাহাবী যাঁর নাম কুরআনে বর্ণিত হয়েছে
হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাযি. — ৪র্থ খণ্ড

যাঁর মৃত্যুতে আরশ কাঁদে
হযরত সা'দ ইবনে মু'আয রাযি. — ৫ম খণ্ড

সৌভাগ্যবান সেনাপতি
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযি. — ৬ষ্ঠ খণ্ড

শহীদের পিতা শহীদ
হযরত আমর ইবনে জামুহ রাযি. — ৭ম খণ্ড

শূলিবিদ্ধ শহীদ
হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযি. — ৮ম খণ্ড

যে শহীদকে গোসল দিলেন ফেরেশতাগণ
হযরত হানযালাহ ইবনে আবু আমের রাযি. — ৯ম খণ্ড

শাহাদাত পিয়াসী
হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি. — ১০ম খণ্ড

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

হাদীস শরীফের বর্ণনা মতে প্রতিটি শিশুই সুস্থ সুন্দর দ্বীনী মানসিকতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তিতে তার মা-বাবা ও পরিবেশ তাকে ইহুদী, নাসারা, হিন্দু ইত্যাদি বানায়।

মূলত কোন শিশুই নষ্ট চরিত্র ও মানসিকতা নিয়ে দুনিয়াতে আসে না। পরিবার ও পরিবেশের দুষণই তাকে দুষিত করে। নষ্ট করে।

আজকে আমাদের সমাজের সর্বত্র সন্ত্রাসের যে ভয়ংকর বিধ্বংসী চিত্র দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, এর মূল কারণ দ্বীনবিমুখ চরিত্রবিধ্বংসী ও আদর্শহীন শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রবল স্বার্থান্ধতা। যার সহজলভ্য উপকরণ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এবং সকল প্রকার প্রচার মাধ্যম সেগুলোর কোন বাছ-বিচার না করে ও তার কুপ্রভাবের কথা মাথায় না রেখে সর্বক্ষণ তা প্রচার করছে। সাথে সাথে এক শ্রেণীর অর্থলিপ্সু পুস্তক ব্যবসায়ী শিশু-কিশোরদের চরিত্র ও মানসিক গঠনের ক্ষেত্রে তার প্রকাশনা ক্ষতিকর কি উপকারী এ ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই বিদেশী ধর্মহীন শিশুসাহিত্যের অনুকরণে বই পত্র প্রকাশ করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। এ সকল মারাত্মক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করেই মাকতাবাতুল আশরাফ শিশু-কিশোরদের মধ্যে দ্বীনী চেতনা ও আদর্শ মানসিকতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কয়েকটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। তার মধ্যে 'শহীদানের গল্প শোন সিরিজ ১-১০' অন্যতম। এ সিরিজের সর্বশেষ বই, "শাহাদাত পিয়াসী হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি." এখন পাঠকদের হাতে।

www.pathagar.com

আমরা আমাদের সাধ্যমতো বইটিকে সুন্দর ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো দৃষ্টিতে কোন অসংগতি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবগত করলে পরবর্তিতে আমরা সংশোধন করে নিবো। আল্লাহপাক আমাদের প্রচেষ্টাকে সার্থক ও সফল করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
১৩৬ আজীমপুর, ঢাকা-১২০৫

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

শহীদানের গল্প শোন-১০
হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি.

শহীদানের গল্প শোন-১০

হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি.	৯
কে তিনি?	৯
সহোদর ভাই!	১১
ভাইয়ের সঙ্গে ভাই	১২
ধর্মত্যাগীদের সঙ্গে যুদ্ধ	১২
ইয়ামামার প্রান্তর	১৫
সামনে জান্নাত!!	১৬
মৃত্যুর বাগান!!	১৮
স্বপ্ন হলো ভঙ্গ!!	১৯
শাহাদাতের বাসনা	২০
পারস্য বিজয়	২২
মুক্তার শহর	২৩
শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী	২৪
মৃত্যুর হাত থেকে ভাইকে বাঁচালেন হযরত বারা	২৬
দুর্গের পথে	২৭
দুঃসাহসী অভিযান!!	৩১
শহীদের কাফেলায় হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি.	৩২
বন্দী হলো হরমোযান	৩৪
খলীফার দরবারে হরমোযান!!	৩৫
শহীদের পুরস্কার	৩৮

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

www.pathagar.com

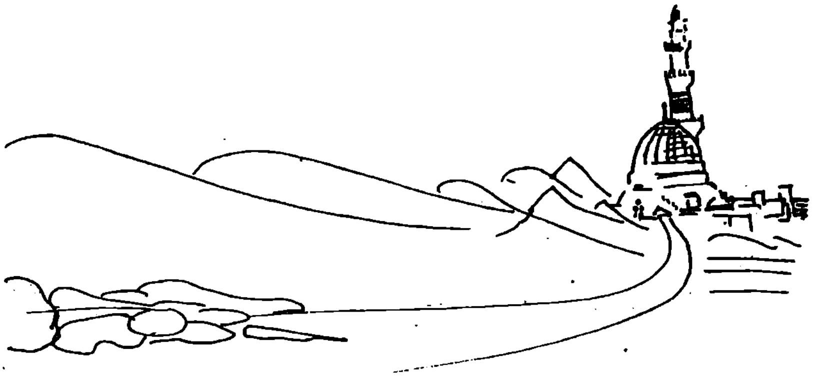

শহীদানের গল্প শোন-১০

হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি.

কে তিনি?

তাঁর নাম বারা ইবনে মালেক। তিনি ছিলেন প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের ভিতর অগ্রগামী যোদ্ধাদের অন্যতম। অত্যন্ত বর্ণাঢ্য তাঁর জীবন। 'আল্লাহ ও জান্নাত হলো তাঁর প্রতীক। রণাঙ্গনে যোদ্ধার বেশে যে তাঁকে দেখবে, সে এমন আশ্চর্য জিনিস দেখবে, যা জীবনে কখনো দেখেনি!!

হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি. যখন তলোয়ার হাতে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হতেন, তখন কোনো সাহায্যের আশা করতেন না, যদিও যুদ্ধক্ষেত্রে সাহায্য পাওয়ার আশাই থাকে প্রত্যেকের প্রধান কাম্য বস্তু। বরং তিনি আল্লাহর পথে জীবন দিয়ে শহীদ হওয়ার আকাংখায় বিভোর থাকতেন!

তাঁর জীবনের সকল চাওয়া পাওয়ার মূল ছিলো শহীদ হয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হওয়া। আল্লাহর দীনের সাহায্য করার মধ্যে দিয়ে সত্যধর্ম ইসলামের গৌরবময় জিহাদে জীবন দেয়া।

www.pathagar.com

এ কারণে কোনো যুদ্ধ থেকেই তিনি পিছিয়ে থাকেননি। উহুদ, খন্দকসহ পরবর্তী সবক'টি যুদ্ধেই তিনি প্রিয় নবীজীর সঙ্গে শরীক হোন। এমনিভাবে প্রিয় নবীজীর মৃত্যুর পর তাঁর খলীফাদের সাথে সমস্ত যুদ্ধে শরীক হোন। অসংখ্য যুদ্ধে অগণিত যোদ্ধাকে হত্যা করা ছাড়াও মল্লযুদ্ধে তিনি একাই একশ মুশরিক যোদ্ধাকে হত্যা করেন।

এ জন্যেই হযরত উমর ইবনে খাত্তার রাযি. তাঁর খেলাফত কালে প্রাদেশিক গর্ভনরদের নিকট লিখেন–

'সাবধান! বারা ইবনে মালেককে কোনো মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি বানাবে না। তাহলে আশংকা আছে, সে নির্ভাবনায় সম্মুখ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে গোটা বাহিনীকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে।"

কেননা তাঁর বীরত্ব, নির্ভয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া, চেষ্টা-সাধনা সবকিছু আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার তামান্নায়। তাঁর নেতৃত্বদান অন্য মুজাহিদদের জন্যে ভয়ানক বিপদ ডেকে আনবে, সকলকে নিয়ে সে বিপদের মুখে পা দেবে!!

* * *

হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি. এক অজেয় বীরযোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বাহ্যিক আকার-আকৃতি আর গঠন প্রকৃতি হলো– এলোমেলো তাঁর চুল। ধূলিমলিন তাঁর শরীর। একেবারে জীর্ণশীর্ন তাঁর দেহ। যেনো গোশতহীন। তাঁর দিকে তাকাতেও বেশ কষ্ট হয়!!

তাঁর কণ্ঠ ছিলো অত্যন্ত মধুর। কোনো কোনো সফরে তিনি প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন। তাঁর উট হাঁকিয়ে নিতেন।

* * *

www.pathagar.com

সহোদর ভাই!

হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি.-এর এক সহোদর ভাই ছিলো। এমন ভাই খুব কম মানুষের ভাগ্যে জুটে। আর যুগ এমন মানুষের জন্ম খুব কমই দিয়ে থাকে। তিনি হলেন হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি.। তিনি ছিলেন প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত খাদেম ও সহচর। প্রিয় নবীজী হিজরত করে মদীনায় আসার পর থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন। হযরত আনাস রাযি. ছিলেন ইমাম, মুফতী, ক্বারী, মুহাদ্দিস, এবং সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী সাহাবী।

তাঁর মা তাঁকে ওড়নায় পেঁচিয়ে প্রিয় নবীজীর দরবারে নিয়ে এসে নিবেদন করেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই আনাস আপনার ছোট্ট খাদেম। আপনার খেদমত করার জন্যে আমি তাঁকে নিয়ে এসেছি। তাঁর জন্যে দু'আ করুন।

মায়ের আবেদন অনুযায়ী প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্যে দু'আ করলেন–

اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَاَطِلْ عُمْرَهُ، وَاغْفِرْ ذَنْبَهُ، وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ.

অর্থ : "আয় আল্লাহ! তাঁর মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিন, তাঁকে দীর্ঘ জীবন দান করুন, তাঁর গুনাহ মাফ করে দিন এবং তাঁকে জান্নাত দান করুন।'

হযরত আনাস রাযি. বলতেন : প্রিয় নবীজীর দু'আর বরকত আমি আমার নিজের জীবনে, মাল-সম্পদে ও সন্তানাদিতে পেয়েছি।

তিনি আরো বলতেন : মহান আল্লাহ আমার সম্পদ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন, ফলে আমার বাগানে বছরে দু'বার খেজুর হতো। আর নিজের ঔরসজাত সন্তানের সংখ্যা একশত ছয়।

* * *

www.pathagar.com

ভাইয়ের সঙ্গে ভাই

একদিন হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. আপন ভাই হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি.-এর নিকট গিয়ে দেখেন, তিনি কবিতা আবৃত্তি করছেন!!

তখন হযরত আনাস রাযি. তাঁকে বলেন : ভাই! আর কতোদিন চলবে?!.. মহান আল্লাহ তো এর চেয়ে উত্তম জিনিস দান করেছেন, তা হলো–আল কুরআন।

তিনি উত্তর দেন : হে আমার ভাই! আপনি কি মনে করেন আমি ঘরে বিছানায় পড়ে মৃত্যুবরণ করবো?!.. না, আল্লাহর শপথ!.. তিনি আমাকে শাহাদাতের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করবেন না। অথচ যুদ্ধের ময়দান ছাড়া শুধু মল্লযুদ্ধেই একশ মুশরিককে হত্যা করেছি!!

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. তাঁর উত্তর শোনে মুচকি হেসে দেন। তাঁর প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী স্মরণ হয়। তিনি একদিন বলেছিলেন :

رُبَّ اَشْعَثَ اَغْبَرَ لَايُؤْبَهُ لَهُ لَوْاَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ، مِنْهُمْ بَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ

অর্থ : "অনেক এলোকেশ ধূলিমলিন বান্দা আছেন, যাঁদের মানুষ গুরুত্ব দেয় না, কিন্তু মহান আল্লাহর কাছে তাঁদের এমন মর্যাদা রয়েছে যে, তাঁরা যদি কোনো বিষয়ে আল্লাহর কসম খেয়ে বসে, তাহলে অবশ্যই তিনি তা পূরণ করে দেন। তাঁদের একজন হলো বারা ইবনে মালেক।"

*　　*　　*

ধর্মত্যাগীদের সঙ্গে যুদ্ধ

অনেক কষ্ট-সাধনা আর দুঃখের সাগর পাড়ি দেয়ার পর যখন মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলের চক্ষু শীতল করেন। তাঁর বান্দাদের ওপর তাঁর

www.pathagar.com

নেয়ামত পূর্ণ করেন। সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্যে তাঁর মনোনীত দীনকে পরিপূর্ণ করে দেন। তখন প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান।

প্রিয় নবীজীর এন্তেকালের পর পরই 'জাযীরাতুল আরব–আরব উপদ্বীপে-এক কষ্টদায়ক দুঃসংবাদ শীতের বাতাসের মতো ছড়িয়ে যায়। মুনাফেকরা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদারদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগীদের দল ভারী হতে থাকে। যাকাত অস্বীকারকারীরাও জোটবদ্ধ হতে থাকে। এরা সকলে মিলে এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের পরিকল্পনা আঁটে। খেলাফতের মসনদে সমাসীন তখন প্রিয় নবীর প্রিয় খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.। তিনি এদের বিরুদ্ধে এক দুঃসাহসী পদক্ষেপ নেন। মুনাফেক ও মুরতাদদের সাথে আপোস করার যে কোনো ধরনের প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। আপন সিদ্ধান্তে তিনি পাহাড়ের মতো অটল থাকেন।

তিনি মুসলমানদের সংঘবদ্ধ করেন। তাদের বাহিনী গঠন করে আরব উপদ্বীপের দিকে দিকে পাঠিয়ে দেন। বিশেষ করে মুরতাদদের এলাকা-বনু আব্বাস, বনু মুররা ও যুবয়ান-এ পাঠান। সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে এ ইচ্ছা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এমনিভাবে তাঁরা প্রস্তাব দেন এই চরম সংকটময় মুহূর্তে আপনার মদীনায় থাকা দরকার, তাই অন্য কাউকে দায়িত্ব দিয়ে আপনি মদীনায় থাকুন। তিনি তাদের এ প্রস্তাবও নাকচ করেদেন।

যুদ্ধ শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে তা ভয়ংকর আকার ধারণ করে। মহান আল্লাহর সাহায্যে মুসলমানগণ বিজয় লাভ করে। বিজয়ী দল যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে এসে মদীনায় বিশ্রাম করার সুযোগ পায় না,

www.pathagar.com

এর আগেই খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর রাযি. তাঁদের অন্য যুদ্ধের জন্যে ডেকে পাঠান।

মুরতাদদের ফেতনা এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। প্রতি মুহূর্তে তাদের সংখ্যা বেড়েই চলে। সে কারণে দ্বিতীয় বাহিনীতেও খলীফা নিজে সেনাপতির দায়িত্বে থাকেন। কিন্তু বড়ো বড়ো সাহাবায়ে কেরাম একমত হয়ে তাঁকে মদীনায় থাকতে বাধ্য করেন।

পরিশেষে তাঁদের সকলের ঐক্যমতের কারণে তিনি মদীনায় থেকে যান এবং আল্লাহর তলোয়ার হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ রাযি.কে বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন। আর আনসার মুহাজিরদের বিশিষ্ট সাহাবীদের দিয়ে বাহিনী গঠন করেন। এই বাহিনীর শীর্ষে ছিলেন শাহাদাতের প্রত্যাশী হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি.।

* * *

www.pathagar.com

ইয়ামামার প্রান্তর

হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ রাযি.-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী এগিয়ে চলে। সংখ্যায় দশ হাজারের মতো। তারা এক যুদ্ধের ময়দান থেকে আরেক যুদ্ধের ময়দানে ছুটে যায়। এক এলাকা জয় করে আরেক এলাকায় ছুটে যায়। এভাবে তারা অনেক দুর্গম গিরি আর কান্তার মরু পাড়ি দিয়ে নজদের ইয়ামামার প্রান্তরে পৌঁছেন। এখানে বনু হানীফা গোত্র এবং তাদের মিত্ররা জোটবদ্ধ হয়। মিথ্যা নবুওয়তের দাবীদার মুসায়লামার নেতৃত্বে তার অনুসারী দুর্ধর্ষ হাজার হাজার বীরযোদ্ধা এসে সমবেত হয়। মুসায়লামা যখন জানতে পারলো মুসলিম বাহিনী হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ রাযি.-এর নেতৃত্বে তার মোকাবেলা করার জন্যে এগিয়ে আসছে, তখন সে সৈন্যদের নতুন করে ঢেলে সাজায় ফলে তার যোদ্ধারা এক শক্তিশালী ও ভয়ানক প্রতিপক্ষের রূপ নেয়!!

হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ রাযি. ইয়ামামার বালুময় উঁচু ভূমিতে অবতরণ করেন। মুসায়লামা অহংকার ভরে এগিয়ে আসে। তার সৈন্য সংখ্যা এতো বেশি ছিলো যে, সৈনিকদের সারি দেখে তা অনুমান করা যাচ্ছিলো না। আনুমানিক এক লাখ বা তার চেয়েও বেশি হবে!!

www.pathagar.com

উভয় দল মুখোমুখি হলে প্রচন্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধ শুরুর অল্প ক্ষণের ভিতরেই মুসায়লামা ও তার অনুসারীদের বিজয়ের পাল্লা ভারী হয়ে ওঠে। মুসলিম বাহিনীর পায়ের তলার মাটি কেঁপে ওঠে। তারা ক্রমেই নিজেদের অবস্থান থেকে সরে আসতে থাকে। এমনকি মুসায়লামার বাহিনী হযরত খালেদ রাযি.-এর তাঁবুতে আক্রমণ করে তাঁর তাঁবু উপড়িয়ে ফেলে।

সামনে জান্নাত!!

মুসলমানগণ তখন কঠিন বিপদের কথা অনুভব করলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন, আজ যদি তাঁরা মুসায়লামার বাহিনীর কাছে হেরে যায়, তাহলে ইসলাম আর কোনোদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। আরব উপদ্বীপে এক-অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদত করার মতো কেউ থাকবে না। তাই সেনাপতি হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ রাযি. নতুন প্রাণশক্তি নিয়ে মুসলিম বাহিনীকে পুনরায় বিন্যস্ত করলেন। আনসারদের মুহাজিরদের থেকে আলাদা করলেন এবং প্রত্যেক গোত্রকে অন্য গোত্র থেকে আলাদা করে দিলেন।

এরপর প্রত্যেক পিতার সন্তানদের একত্র করে তাদেরই একজনের হাতে পতাকা তুলে দিলেন। যেনো রণাঙ্গণে প্রতিটি গোত্রের বিপদের কথা জানা যায় এবং মুসলমানগণ কোন দিক থেকে আক্রান্ত হচ্ছে সেটা বুঝা যায়!

অতঃপর সেনাপতি হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ রাযি. হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি.-কে ডেকে বললেন : তুমি তাদের কাছে যাও তাদের সাথে কথা বল।

তখন হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি. তাঁর গোত্রের লোকদের দিকে ফিরে উঁচু গলায় ও দৃঢ়কণ্ঠে বললেন : 'হে মদীনাবাসী! সাবধান!!

www.pathagar.com

তোমাদের কেউ যেনো মদীনায় ফিরে যাওয়ার চিন্তা না করে, তাহলে আজকের পর তোমাদের কোনো মদীনা থাকবে না। নিঃসন্দেহে সামনে এক আল্লাহ রয়েছেন... তারপর জান্নাত।

এ চরম সংকটময় মুহূর্তে মুসলমানদের মন থেকে অন্য সব চিন্তা উধাও হয়ে যায়। এমনকি ইসলামের প্রাণ কেন্দ্র মদীনা, নিজের শহর, ঘর-বাড়ী ও স্ত্রী-সন্তানদের কথাও। আর কীভাবে তারা অন্য চিন্তা করবে, অথচ চোখের সামনে দেখতে পারছে, আজ যদি তারা এদের কাছে পরাজয় বরণ করে, তাহলে সেখানে কোনো মদীনার অস্তিত্ব থাকবে না!!

হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি.-এর কথা আনসার এবং মুহাজিরদের ভিতর দারুণ প্রভাব সৃষ্টি করে। ফলে তারা একযোগে মুশরিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। উভয় দলের ভিতর এমন ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়, ইতিপূর্বে মুসলিম যোদ্ধাগণ এর কোনো নজীর দেখেনি। হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি. ব্যূহ ভেদ করতে লাগলেন আর আল্লাহর দুশমনদের গর্দানে তলোয়ারকে কাজে লাগাতে লাগলেন। এভাবে তিনি সামনে অগ্রসর হতে হতে মুসায়লামার বাহিনীর সেনাপতির কাছে পৌঁছে গেলেন। সে ছিলো বিরাটকায় মানুষ। তিনি তার উভয় পায়ে আঘাত করেন, ফলে সে চিত হয়ে পড়ে যায়। এবার তিনি তলোয়ার তার বুকে ঢুকিয়ে দিয়ে হত্যা করেন। তখনি মুসায়লামা ও তার সহযোদ্ধাদের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যায়। ময়দান ছেড়ে তারা পালাতে শুরু করে এবং পাশের উঁচু দেয়াল ঘেরা এক বাগানে গিয়ে আশ্রয় নেয়!!

* * *

www.pathagar.com

মৃত্যুর বাগান!!

মুসায়লামা ও তার অনুসারীরা যে বাগানটিতে ঢুকেছিলো, সেদিনের মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ার কারণে ইতিহাসে সেটি- 'হাদীকাতুল মাউত' – মৃত্যুর বাগান-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে!!

মুসায়লামা ও তার হাজার হাজার যোদ্ধা বাগানের ফটক বন্ধ করে দেয়। সুউচ্চ দেয়ালের কারণে বাগানটিকে তারা দুর্গ হিসাবেই ব্যবহার করে। ভিতর থেকে তারা মুসলমানদের ওপর তীর ছুঁড়তে শুরু করে। সে সব তীর বৃষ্টির মতো এসে মুসলমানদের ওপর পড়তে থাকে!!

এতে মুসলমানদের শিরায় প্রবাহমান যুদ্ধের রক্ত শীতল হয়ে আসে। তারা যুদ্ধের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। তারা বাগানের ভিতর প্রবেশ করার কৌশল খুঁজতে থাকেন। ঠিক ওই মুহূর্তে ইসলামের জন্যে নিবেদিত প্রাণ হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি. বাগানের ফটক খোলার এক অভিনব কৌশল আবিস্কার করেন। নিজের জীবনের উত্তম বিদায়ের জন্যে সুন্দর ক্ষেত্র তৈরী করেন। শাহাদাত লাভের চমৎকার রাস্তা বের করেন, যার জন্যে তিনি বহুবার চেষ্টা করেছেন এবং দীর্ঘ দিন ধরে পরম আগ্রহে অপেক্ষা করে আসছেন!!

এই নির্ভীক যোদ্ধা সাহাবী বীরদর্পে সামনে এগিয়ে আসেন এবং জোর আওয়াযে বলেন :

হে মুসলিম সম্প্রদায়! আমাকে একটি ঢালের ওপর রেখে ঢালটি কয়েকটি নেযা দ্বারা উপরে উঠিয়ে আমাকে বাগানের উঁচু দেয়ালের ওপর নিক্ষেপ কর!!

চোখের পলকে হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি. একটি ঢালের ওপর বসেন। তিনি ছিলেন খুব শীর্ণকায়, তাই সহজেই দশটি নেযা তাঁকে ওপরে তোলে ধরে, আর তিনি দেয়ালের ওপরে চড়ে যান এবং নিজেকে মুসায়লামাতুল কাযযাবের হাজার হাজার সৈন্যের মাঝখানে

www.pathagar.com

মৃত্যুর বাগিচায় নিক্ষেপ করেন। বজ্রের ন্যায় তিনি তাদের ওপর আপতিত হোন এবং বিদ্যুৎ বেগে তাদের দিকে এগিয়ে যান ও ফটকের সামনে যুদ্ধ করেন। নিজের তলোয়ারকে তাদের গর্দানে কাজে লাগাতে থাকেন। মুহূর্তে তিনি তাদের দশজনকে হত্যা করে জাহান্নামে পাঠিয়ে ফটক খুলে দেন!!

মুসলমানগণ তখন তাকবীর ধ্বনি তোলে মৃত্যুর বাগিচায় প্রবেশ করে এবং মুরতাদদের গর্দানে তাদের তরবারি ব্যবহার করতে থাকে। প্রায় বিশ হাজার মুরতাদকে হত্যা করার পর তারা মুসায়লামাতুল কাযযাবের প্রাসাদের সামনে গিয়ে পৌঁছে। সে তখন প্রসাদের বাইরে দাঁড়ানো। তাকে দেখা মাত্র হযরত ওয়াহ্শী ইবনে হারব ও হযরত আবু জানা আনসারী রাযি. বর্শা উঁচিয়ে ছুটে যান। তবে ওয়াহ্শী রাযি. আবু দুজানা রাযি.-এর আগে চলে যান এবং দূর থেকে বর্শা নিক্ষেপ করে তাকে ধরাশায়ী করেন। এরপর আবু দুজানা রাযি. এগিয়ে গিয়ে তলোয়ার দিয়ে তাকে হত্যা করেন।

* * *

স্বপ্ন হলো ভঙ্গ!!

হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি. চিন্তা করেছিলেন, যখন তাঁকে মৃত্যুর বাগিচায় নিক্ষেপ করা হবে এবং তিনি মুসলমানদের জন্যে ফটক খুলে দিবেন আর আল্লাহর দুশমনদের ওপর বিজয় লাভের পথ সুগম হবে। সেই মুহূর্তেই মুশরিকদের তলোয়ার তাঁর সঙ্গে লেগে যাবে এবং তাঁর দেহকে টুকরো টুকরো করে দেবে। তিনি শাহাদাত লাভে ধন্য হবেন। তাঁর রূহ ঊর্ধ্ব আকাশে গিয়ে শহীদদের মাহফিলে শরীক হবে!!

কিন্তু হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি.-এর সেই মধুর স্বপ্ন পূর্ণ হয়নি। মুশরিকদের তলোয়ার তাঁকে হত্যা করতে পারেনি!!

www.pathagar.com

সেদিন তাঁর সারা দেহে তীর, বর্শা ও তলোয়ারের আশিটির বেশি আঘাত লেগেছিলো, তবুও তিনি শহীদ হননি!!

চিকিৎসা করার জন্যে হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি.কে তাঁর কাযওয়ায় নেয়া হয়। হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ রাযি. এক মাস যাবত তাঁর চিকিৎসা করেন। সেবা-যত্ন করেন। অবশেষে মহান আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন।

প্রিয় নবীজীর প্রিয় খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. সত্যিই বলেছেন–

اِحْرِصْ عَلَى الْمَوْتِ .. تُوْهَبْ لَكَ الْحَيَاةُ

অর্থ : তুমি মৃত্যু লাভের প্রতি আগ্রহী হও.. তাহলে জীবন লাভে ধন্য হবে।

* * *

শাহাদাতের বাসনা

মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহে মুসলমানগণ মুরতাদ ও যাকাত অস্বীকারকারীদের ওপর বিজয় লাভ করে। এবার খলীফা হযরত আবু বকর রাযি. আরো ভয়াবহ বিপদ আপতিত হওয়ার আশংকা করেন, যা নাকি ইসলামী রাষ্ট্রকে তছনছ করে দেবে। ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমানা মুছে ফেলবে। সেটা হলো ইরাকের পারস্য ও শামের রোমের পক্ষ থেকে আক্রমণের আশংকা। তাই এসব দেশে তিনি বিভিন্ন বাহিনী প্রেরণ করেন।

এসব বাহিনীর সিপাহসালারগণ যুদ্ধ আরম্ভ করার আগে সেসব দেশের রাজাদের প্রথমেই চিঠি দিতেন। চিঠিতে তাদেরকে তিনটি জিনিসের প্রতি দাওয়াত দিতেন–

এক. মহান আল্লাহর আনুগত্য মেনে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে।

www.pathagar.com

দুই. যদি ইসলাম গ্রহণ না করে, তাহলে জিযিয়া-কর দিতে বাধ্য থাকবে।

তিন. কোনোটাই যদি ভালো না লাগে, তাহলে যুদ্ধের জন্যে তৈরী থাকতে হবে!!

মূর্তিপূজা ও শিরকের অন্ধকার দূর করতে যেসব বাহিনী গিয়েছিলো, হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি. তাদের সাথে শরীক হোন। মৃত্যুর বাগিচায় শাহাদাত লাভের যে সুযোগ তাঁর হাতছাড়া হয়েছে তা লাভের আশায় ও প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের তামান্নায় তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েন। জীবনের স্বপ্ন পূরণের জন্যে একের পর এক যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অবশেষে একদিন এসে হাজির হয় স্বপ্ন পূরণের দিন।

* * *

www.pathagar.com

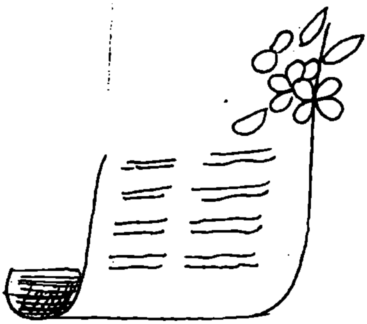

পারস্য বিজয়

পারস্য ও আহওয়াযবাসী উভয়ে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে বিশাল সৈন্য সমাবেশ ঘটায়!!

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. এর কাছে এ সংবাদ পৌছলে, তিনি কুফার গর্ভনর হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াককাস রাযি. এর নিকট চিঠি পাঠান। চিঠিতে লিখেন–

'খুব দ্রুত নোমান ইবনে মুকরিন-এর নেতৃত্বে আহওয়ায অভিমুখে এক শক্তিশালী বাহিনী পাঠাও। তারা হরমোযান এর প্রতিপক্ষ শক্তি'।

অতঃপর তিনি দ্বিতীয় পত্র প্রেরণ করেন বসরার গর্ভনর আবু মুসা আশ'আরী রাযি. এর নিকট। তাতে নির্দেশ দেন–

'আহওয়াযের দিকে এক সাহসী বাহিনী পাঠাও। তাদের সেনাপতি নিযুক্ত কর সুহায়েল ইবনে আদীকে। আর তার সঙ্গে যেনো বারা ইবনে মালেক অবশ্যই থাকে।'

হযরত নোমান ইবনে মুকরিন রাযি. কুফার বাহিনী নিয়ে রওনা দেন এবং বসরার বাহিনী পৌছার আগেই হরমোযানের শহর রামাহরমোযে পৌছে যান। মুসলিম বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে পারস্য বাহিনীর সেনাপতি হরমোযান এগিয়ে আসে এবং মুসলমানদের সাথে তার যে

www.pathagar.com

চুক্তি ছিলো সেটা ভঙ্গ করে। তার চোখের তারায় বিজয়ের স্বপ্ন ঝিলিক দিয়ে ওঠে। বিজয়ের লালসা তাকে পাগলপারা করে তোলে। পারসিকদের বিজয় সুনিশ্চিত ভেবে বসরার বাহিনী এসে যোগ দেয়ার আগেই সে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

হযরত নোমান ইবনে মুকরিন রাযি. এর বাহিনীর সঙ্গে হরমোযানের বাহিনীর ইরবিল শহরে তুমুল লড়াই হয়। লড়াইয়ে মুসলমানগণ বিজয়ী হয়। আর হরমোযান পালিয়ে গিয়ে 'তুসতার' শহরে আশ্রয় নেয়। হযরত নোমান ইবনে মুকরিন রাযি. সেখান থেকে ধন ভান্ডার, আসবাবপত্র ও অস্ত্রশস্ত্রসহ প্রচুর গণীমত লাভ করেন।

দক্ষ সেনানায়ক হযরত নোমান ইবনে মুকরিন রাযি. এর সেনাপতিত্বে কুফা বাহিনীর হরমোযানের ওপর বিজয় লাভের খবর বসরার বাহিনীর কাছে পৌঁছে। তারা এও জানতে পারে, হরমোযান পালিয়ে গিয়ে 'তুসরার'- এ আশ্রয় নিয়েছে, তাই তারা সোজা সেদিকেই রওনা দেয়। এদিকে কুফা বাহিনীও তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়। তারপর উভয় বাহিনী একসাথে হয়ে কঠিনভাবে ওদের অবরোধ করে!!

* * *

মুক্তার শহর

তুসতার ছিলো পারস্যের মুক্তা আর কিসরার মোতির শহর। সেটা ছিলো পারস্যের সবচেয়ে মনোরম শহর। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে যেমন ভরা ছিলো, তেমনি ছিলো মজবুত ও দুর্ভেদ্য।

তাছাড়া তা অত্যন্ত পুরাতন শহর। প্রাচীন ইতিহাসের পাতায় পাতায় এর সভ্যতার উপমা বিদ্যমান। সুউচ্চ ভূমিতে তা নির্মিত। দুজায়েল নামক এক বিরাট নদী তার পিপাসা মিটায়। তার ওপর রয়েছে বিরাট ফোয়ারা। মাটির নীচের সুড়ঙ্গ পথ দ্বারা তাতে নদীর পানি তোলা হয়। বাদশাহ শাবুর তা নির্মাণ করেছেন।

www.pathagar.com

তুসতার শহরের ফোয়ারা ও তার সুড়ঙ্গ পথ এক অপূর্ব সৃষ্টি। কঠিন মজবুত পাথর আর লোহার পিলারের মাধ্যমে তা তৈরী করা হয়েছে। তারপর সীসা দ্বারা তার সুড়ঙ্গ পথগুলিকে ঢালাই করা হয়েছে।

তুসতার নগরীর চারপাশ ঘিরে আছে অতি উঁচু ও মজবুত নগর প্রাচীর, যেমন কাঁকন বাহুকে ঘিরে থাকে।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, এটা হলো সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ নগর প্রাচীর, যা পৃথিবীতে নির্মাণ করা হয়েছে!!

হরমোযান তার চারপাশে বিরাট পরিখা খনন করে, যা পার হওয়া অসম্ভব এবং তার পেছনে পারসিকদের দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদের সমবেত করে!!

* * *

শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী

মুসলমানগণ জানতে পারেন হরমোযান তাঁদের মোকাবেলা করার জন্যে বিশাল সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছে। তাই মুসলিম মুজাহিদ বাহিনী তুসতার নগরীর চারদিক অবরোধ করে রাখে। অবরোধে অবরোধে কেটে গেলো আঠারো মাস; কিন্তু পরিখা অতিক্রম করতে পারলো না। এ দীর্ঘ সময়ে পারসিক বাহিনীর সাথে তাঁদের আশি বার যুদ্ধ হয়। প্রতিটি যুদ্ধই প্রথমে উভয় বাহিনীর অশ্বারোহীদের মল্লযুদ্ধের মাধ্যমে শুরু হতো। তারপর অত্যন্ত ভয়াবহ ও ভীষণ ভয়ংকর আকার ধারণ করতো!!

এ মল্লযুদ্ধগুলিতে হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি. এমন নৈপুণ্য ও দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছেন, যা দোস্ত-দুশমন সকলকে অবাক ও হতবুদ্ধি করেছে!!

www.pathagar.com

মল্লযুদ্ধে তিনি একাই শত্রুপক্ষের একশত সশস্ত্র অশ্বারোহী যোদ্ধাকে হত্যা করেছেন। ফলে তার নামই পারসিকদের সারিতে আতংক ছড়িয়ে দিতো। আর মুসলমানদের হৃদয়ে সম্মান ও শক্তি বাড়াতো।

ইতিপূর্বে যারা তাঁকে চিনতো না তারা বুঝতে পারলো, আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. কেনো পারসিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে এই শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী যোদ্ধাকে মুজাহিদ বাহিনীর সাথে নিতে আগ্রহী হয়েছিলেন।

* * *

www.pathagar.com

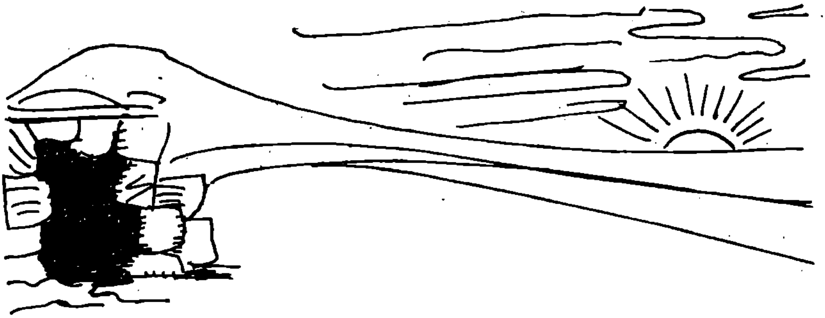

মৃত্যুর হাত থেকে ভাইকে বাঁচালেন হযরত বারা

তুসতার শহরের ওপর মুসলমানদের অবরোধ যখন দীর্ঘ হলো এবং পারসিকদের ওপর বিপদ কঠিন রূপ নিলো, তখন তারা মুসলমানদের প্রতিহত করার জন্যে হিংস্রতা ও বরবরতার পথ চেছে নিলো!!

পারস্য সৈন্যরা কেল্লার প্রাচীরের ওপর থেকে আচমকা লোহার শেকলে বাঁধা জ্বলন্ত কয়লার মতো লাল টকটকে আংটা ফেলতো। সে গুলি মুসলমানদের শরীরে বিঁধে গায়ের সঙ্গে আটকে যেতো। তখন তারা তা নিজেদের কাছে টেনে তুলতে তুলতে আক্রান্ত ব্যক্তিটি হয়তো মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তো, না হয় মৃত্যুর দুয়ারে পৌছে যেতো!!

একবার ওদের নিক্ষিপ্ত একটি আংটা হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি.-এর ভাই হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. এর গায়ে বিঁধে যায়। কিন্তু তিনি লকলকে আগুনের মতো সেই শেকল থেকে নিজেকে বাঁচাতে ব্যর্থ হোন!!

হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি. তা দেখা মাত্রই কেল্লার দেয়ালের ওপর লাফ দেন এবং যে উত্তপ্ত শেকলটি ভাইকে তুলে নিচ্ছিলো, তা ধরে ফেলেন। তারপর ভাইয়ের দেহ থেকে আংটাটি বের করার চেষ্টায় লেগে যান। ফলে তাঁর হাত পুড়ে ধোঁয়া উঠতে থাকে। কিন্তু সে দিকে

www.pathagar.com

তাঁর মোটেও খেয়াল নেই। তিনি যখন ভাইকে মুক্ত করে নিয়ে মাটিতে নেমে এলেন, তখন তাঁর হাতে গোশতের কিছুই ছিলো না। সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে!!

অবরোধ চলাকালীনই শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহীকে চিকিৎসার জন্যে দ্বিতীয় বার কাযওয়ায় নেয়া হয় এবং তিনি আল্লাহর রহমতে সুস্থ হোন!!

* * *

দুর্গের পথে

তুসতার শহরের নগর প্রাচীরের ওপর অবরোধের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের অনেক দিন কেটে যায়। কিন্তু বিজয়ের কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। ফলে মুসলিম মুজাহিদগণ অস্থির হয়ে পড়েন। তারা কাকুতি-মিনতি ভরে মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ করতে থাকেন। তিনি যেনো তাদের বিপদ দূর করে দেন। শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করেন।

হযরত আবু মুসা আশ'আরী রাযি. যখন তুসতারের বিশাল নগর প্রাচীর নিয়ে চিন্তায় ডুবে আছেন, তাকে পদানত করতে আশাহীনতায় ভুগছেন, ঠিক তখন নগর প্রাচীরের ওপর থেকে একটি তীর তাঁর সামনে এসে পড়ে। তিনি চোখ তোলে তাকিয়ে দেখেন, তার মাথায় একটি চিঠি বাঁধা। তাঁর হৃদয়ে আশার আলো ঝিলিক দিয়ে ওঠে। চিঠিটি হাতে নিয়ে আগ্রহ ভরে খোলেন, তাতে লেখা রয়েছে– 'হে মুসলমান সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে বিশ্বাস করি। তাই আমি তোমাদের কাছে আমার, আমার ধন-সম্পদের, আমার পরিবার পরিজনের ও অনুসারীদের নিরাপত্তার আবেদন করছি। আমার আবেদন কবুল করলে আমি তোমাদেরকে এমন একটি সুড়ঙ্গ পথ দেখিয়ে দেবো, যা দ্বারা তোমরা শহরের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে।'

www.pathagar.com

হযরত আবু মুসা আশ'আরী রাযি. তখন তীরের মাধ্যমে পত্র প্রেরণকারীর সকলের জন্যে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পত্র লিখেন এবং তীরের মাধ্যমেই তা পাঠিয়ে দেন।

লোকটি হযরত আবু মুসা আশ'আরী রাযি. এর চিঠি পেলো এবং তাকে দেয়া নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতিতে নিশ্চিন্ত হলো, কারণ সে সময় মুসলমানগণ সততা, বিশ্বস্ততা ও অঙ্গীকার পালনে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলো। তাই রাতের অন্ধকারে চুপে চুপে সে তাদের নিকট এলো এবং আবু মুসা আশ'আরী রাযি.এর কাছে নিজের আসল অবস্থা খোলে বললো–

'আমরা গোত্রের সরদার ও সম্মানিত ব্যক্তি। হরমোযান আমাদের সবার বড়ো ভাইকে হত্যা করে তার পোষ্য পরিজনের ওপর যুলুম করেছে ও তার সমস্ত ধন-সম্পদ দখল করে নিয়েছে। আমার ব্যাপারেও তার মনে মন্দ চিন্তা রয়েছে। তাই আমি আমার, আমার সম্পদের ও সন্তান-সন্ততির বিষয়ে তার নিরাপত্তায় নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। সে জন্যে তার যুলুমের ওপর আপনাদের নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিয়েছি। তার বিশ্বাসঘাতকতার ওপর আপনাদের প্রতিশ্রুতি পালনকে প্রাধান্য দিয়েছি। আর এ বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আমি আপনাদের এমন একটি গোপন সুড়ঙ্গ পথ দেখিয়ে দেবো, যার সাহায্যে আপনারা খুব সহজেই দুর্গের ভিতর ঢুকতে পারবেন।'

অতঃপর লোকটি হযরত আবু মুসা আশ'আরী রাযি.-কে বললো : এখন আমাকে দু' একজন লোক দিন। যারা হবে খুব দুঃসাহসী ও বুদ্ধিমান, সেই সঙ্গে সাঁতারে পারদর্শী। আমি তাদের পথ দেখিয়ে দেবো!!

* * *

হযরত আবু মুসা আশ'আরী রাযি. চিন্তায় ডুবে যান, এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজের দায়িত্ব মুসলিম মুজাহিদদের মধ্যে কাকে দেবেন? তারপর তিনি

www.pathagar.com

মুসলমানদের জীবন উৎসর্গকারী ও ইয়ামামার যুদ্ধের দিন মৃত্যুর বাগিচার ফটক উন্মুক্তকারী হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি.-কে ডেকে পাঠান।

হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি. হযরত আবু মুসা আশ'আরী রাযি. এর সামনে হাযির হলে তিনি গোপনে বিষয়টি তাঁকে জানান, আর বলেন: এই দুঃসাহসী কাজের জন্যে তোমার আরেকজন সঙ্গী বেছে নাও!!

হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি. হযরত আবু মুসা আশ'আরী রাযি. এর তাঁবু থেকে বেরিয়ে যান এবং কাকে তার সঙ্গী নির্বাচন করবেন এ নিয়ে ভাবেন, তখন তাঁর চোখের সামনে বনু বকর গোত্রের সরদার, তাদের সকলের মান্যবর নেতা বীর অশ্বারোহী যোদ্ধা মাজযাআহ ইবনে সাউর রাযি. এর নাম ভেসে ওঠে। সাথে সাথে তাঁর কাছে ছুটে যান এবং তাঁকে বলেন :

'তোমার গোত্রের একজন লোক দিয়ে আমাকে সাহায্য কর, যার বুদ্ধি আছে, সাহস আছে, আবার দক্ষ সাঁতারু।'

: কেনো ?!

: বিশেষ প্রয়োজন।

: তাহলে আমিই সেই ব্যক্তি।

হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি. তখন বলেন : আমাদেরকে দুর্গের ভিতরে ঢুকার পথের সন্ধান দেয়া হয়েছে।

অতঃপর হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি. হযরত মাজযাআহ ইবনে সাউর রাযি.-কে হযরত আবু মুসা আশ'আরী রাযি.-এর কাছে নিয়ে যান। তিনি তখন তাঁদেরকে ওই লোকটির সঙ্গে যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং বলেন–

'পথটি খুব ভালোভাবে চিনে নিতে, ফটকের জায়গাটি জেনে নিতে

www.pathagar.com

এবং হরমোযানের থাকার স্থানটি চিহ্নিত করতে ও তার শারীরিকগঠন মুখস্থ করে নিতে। এ ছাড়া অন্যকিছু না করারও উপদেশ দেন।'

*　　*　　*

তারপর রাতের অন্ধকারে হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি. এবং হযরত মাজযাআহ ইবনে সাউর রাযি. তাঁদের পারসিক পথ প্রদর্শক ব্যক্তিটির সঙ্গে যাত্রা শুরু করেন। পথ প্রদর্শক তাঁদেরকে ভূগর্ভস্থ একটি সুড়ঙ্গ পথে ঢুকিয়ে দেয়, যা নদী থেকে শহরে গিয়ে মিশেছে।

সুড়ঙ্গ পথটি কখনো বেশ প্রশস্ত হতো, ফলে ডুব দেয়া সম্ভব হতো। আবার কখনো খুব সংকীর্ণ হতো, ফলে সোজা সাঁতরে যেতে হতো। কখনো আঁকাবাঁকা হতো, আবার কখনো সরল সোজা হতো। এভাবে চলতে চলতে অবশেষে পারসিক লোকটি তাঁদেরকে শহরে নিয়ে গেলো এবং তাঁদের উভয়কে পারস্য বাহিনীর সেনাপতি হরমোযানকে দেখালো, আর যে স্থানটিতে সে নিরাপদে থাকে, তাও দেখালো।

হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি. ও মাজযাআহ রাযি. হরমোযানকে দেখে তার কণ্ঠে তীর মেরে হত্যা করে দিতে চাইলো, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁদের হযরত আবু মুসা আশ'আরী রাযি.-এর উপদেশের কথা মনে পড়লো– অনাকাংখিত কিছু ঘটাবে না। তাই তাঁরা মনের ইচ্ছা মনেই চেপে রেখে, যে পথে গিয়েছিলেন সে পথেই সূর্য উদয়ের আগে ফিরে এলেন।

*　　*　　*

www.pathagar.com

দুঃসাহসী অভিযান!!

হযরত আবু মুসা আশ'আরী রাযি. দুঃসাহসী মুজাহিদদের দিয়ে একটি বাহিনী গঠন করেন। যারা পাহাড়ের ন্যায় অবিচল, উটের ন্যায় কষ্ট সহিষ্ণু এবং সাঁতারে দক্ষ। আর তাঁদের দলপতি নিযুক্ত করেন হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি.-কে। সবশেষে তিনি তাঁদের জন্যে দু'আ করেন ও বিদায় জানান। 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিকে মুজাহিদ বাহিনীর শহরে আক্রমণের সাংকেতিক আওয়ায নির্ধারিত করেন। সেই সাথে তাঁদের নির্দেশ দেন, তাঁরা যেনো যথা সম্ভব হালকা কাপড় পরিধান করে। যাতে পানি তাদের ভারাক্রান্ত না করতে পারে। তাঁদের আরো সতর্ক করেন, তাঁরা যেনো তাঁদের সাথে তলোয়ার ছাড়া অন্য কিছু না নেয়। তলোয়ারও যেনো কাপড়ের নীচে শরীরের সাথে বেঁধে নেয়।

তারপর হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি. তাঁর সঙ্গী মুজাহিদদের নিয়ে রাতের প্রথম প্রহরের শেষে যাত্রা করেন। অবিরাম প্রায় দুইঘন্টা ভয়াবহ দুর্গম এই সুড়ঙ্গ পথের সাথে মোকাবেলা করে চলতে চলতে অবশেষে তাঁরা গিয়ে শহরে পৌছেন।

হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি. এবং তাঁর সঙ্গীগণ শহরের মাটিতে পা দিয়েই তলোয়ার খাপমুক্ত করেন ও দুর্গের প্রহরীদের ওপর ঝাঁপিয়ে

www.pathagar.com

পড়েন। তলোয়ারগুলি ওদের বুকে সেঁধিয়ে দেন। তারপর দুর্গের ফটকের দিকে লাফিয়ে যান এবং তাকবীর দিতে দিতে খুলে দেন।

ভিতরের মুজাহিদদের তাকবীর ধ্বনি বাইরের মুজাহিদদের তাকবীর ধ্বনির সাথে মিলিত হয়। সূর্য উদয়ের সময়ই মুসলমানগণ শহরে প্রবেশ করে। মুজাহিদদের ভিতর এবং আল্লাহর দুশমনদের ভিতর ভয়াবহ যুদ্ধের সূচনা হয়। যুদ্ধের ইতিহাস এমন ভীতিপ্রদ, বিভীষিকাময় ও উভয় দলের নিহতের সংখ্যায় ভরপুর যুদ্ধ কমই দেখেছে!!

* * *

শহীদের কাফেলায় হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি.

পারসিকদের বিশাল বাহিনীর সামনে মুসলমানদের ক্ষুদ্র বাহিনীকে তরঙ্গায়িত বিশাল সাগরের মাঝে ছোট্ট নৌকার মতো দেখা যাচ্ছিলো!!

যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায়ই কয়েকজন সাহাবা হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি.-এর নিকট আসেন এবং তাঁকে ডেকে বলেন: হে বারা! তোমার কি প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মনে পড়ে–

رُبَّ اَشْعَثَ اَغْبَرَ لَايُؤْبَهُ لَهُ لَوْاَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ، مِنْهُمُ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ

অর্থ : 'অনেক এলোকেশ ধূলিমলিন বান্দা আছেন, যাঁদের মানুষ গুরুত্ব দেয় না, কিন্তু মহান আল্লাহর কাছে তাঁদের এমন মর্যাদা রয়েছে যে, তাঁরা যদি কোনো বিষয়ে আল্লাহর কসম খেয়ে বসে, তাহলে অবশ্যই তিনি তা পূরণ করে দেন। তাঁদের একজন হলো বারা ইবনে মালেক।"

হে বারা! তোমার রবের ওপর কসম খাও, তিনি যেনো ওদের পরাজিত করে আমাদের বিজয় দান করেন।

www.pathagar.com

সঙ্গে সঙ্গে তিনি আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে বিনয় বিগলিত হৃদয়ে দু'আ শুরু করেন–

'আয় আল্লাহ! ওদের গর্দান গুলো আমাদের তলোয়ারের নীচে করে দিন.. আয় আল্লাহ! ওদের পরাজিত করে আমাদেরকে ওদের ওপর বিজয়ী করুন .. আয় আল্লাহ! আমাকে শাহাদাত নসীব করুন এবং আজকেই আপনার নবীর সঙ্গে মিলিত করুন।'

মুসলমানগণ বীরত্ব, সাহসিকতা ও আল্লাহর রহমতে বিজয়ের পূর্ণ ভরসায় অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যায়।

যুদ্ধ যখন পূর্ণ মাত্রায় চলছে, ঠিক তখন হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি. পারস্য সেনাপতি হরমোযানকে দেখতে পেয়ে তার দিকে ছুটে যান। হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি. এবং হরমোযান উভয়ে একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রত্যেকেই তরবারী দিয়ে চূড়ান্ত আঘাত করে। কিন্তু হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি. এর তরবারী হরমোযানের ঢালে লেগে ফিরে আসে, আর হরমোযানের তরবারী আঘাতে সক্ষম হয়। ফলে শাহাদাত পিয়াসী বীরযোদ্ধা রণাঙ্গনে লুটিয়ে পড়েন। তবে মহান আল্লাহপাক তাঁর হাতে মুসলমানদের যে বিজয় দান করেছেন, সে জন্যে শহীদ হওয়ার মুহূর্তেও তাঁর ঠোঁটে লেগেছিলো প্রভাতের উজ্জ্বল আলোর মতো মুচকী হাসির তৃপ্তিময় ঝলক। মহান আল্লাহ সত্যিই তাঁর দু'আ কবুল করেছেন–

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِى الشَّهَادَةَ، وَاَلْحِقْنِى الْيَوْمَ بِنَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থ : ' হে আল্লাহ! তুমি আমাকে শাহাদত নসীব কর এবং আজকেই তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মিলিত কর।'

* * *

www.pathagar.com

বন্দী হলো হরমোযান

মুজাহিদ বাহিনী বিরামহীন যুদ্ধ চালিয়ে যায়। অবশেষে মহান আল্লাহ তাদের বিজয় দান করেন। তারা হরমোযানকে তার প্রাসাদে অবরোধ করে। সে তখন তাদের উদ্দেশে বলে :

আমার নিকট একটি তূণীর রয়েছে। তাতে একশটি তীর আছে। তোমাদের যেই আমার দিকে এগিয়ে আসবে তাকেই শেষ করে দেবো। একশ জন হত্যা করার পর যদি তোমরা আমাকে বন্দী কর, তাহলে তোমাদের কী লাভ হবে?!

: তাহলে তুমি কী চাও ?!

: তোমরা আমাকে নিরাপত্তা দাও, আমি তোমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবো। তারপর তোমরা আমাকে উমর ইবনে খাত্তাবের কাছে নিয়ে যাবে, তিনি আমার ব্যাপারে যা খুশি ফায়সালা দিবেন।

মুজাহিদগণ তার কথা মেনে নেয়। তখন সে হাতের ধনুক ফেলে দেয়। মুজাহিদগণ তাকে বন্দী করে শক্তভাবে বাঁধে। এরপর খলীফা হযরত উমর ফারূক রাযি.কে সুসংবাদ দেয়ার জন্যে সুসংবাদবাহী প্রতিনিধিদল মদীনায় ছুটে যায়। তাদের সামনে টেনে নিয়ে যায় হরমোযানকে। তার মাথায় শোভা পাচ্ছিলো মণিমুক্তা খচিত মুকুট, আর গায়ে শোভা পাচ্ছিলো স্বর্ণের সুতা ও ইয়াকুতের কারুকাজ করা রেশমী পোশাক। যেনো খলীফা তাকে দেখেন।

তার সাথে প্রতিনিধিদল খলীফার কাছে বয়ে আনছে, বীর অশ্বারোহী যোদ্ধা বারা ইবনে মালেকের শাহাদাতের শোক বার্তা।

* * *

www.pathagar.com

খলীফার দরবারে হরমোযান!!

সুসংবাদবাহী প্রতিনিধিদল আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ফারূক রাযি. এর বাড়ীতে যায়। গিয়ে তাঁর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। তারা উত্তর দেয়: কুফা থেকে আগত প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশে তিনি মসজিদে গিয়েছেন।

কথা মতো তারা মসজিদে আসে। কিন্তু সেখানে কাউকে দেখতে না পেয়ে তারা ফিরে যায়। ফেরার পথে কয়েকটি কিশোরকে খেলতে দেখে তাদের আমীরুল মুমিনীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে?!

তারা উত্তর দেয়: তিনি মসজিদে ঘুমোচ্ছেন।

পুনরায় তারা মসজিদে গেলো। গিয়ে দেখলো, একটি জামা মাথার নীচে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে তিনি ঘুমিয়ে আছেন। যে জামাটি তিনি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় পরিধান করেছিলেন। তারা বিদায় হয়ে যাওয়ার পর সেটি মাথায় দিয়েই ঘুমিয়ে পড়েন। মসজিদে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই!!

: কোথায় উমর?! হরমোযানের জিজ্ঞাসা।

: ওই তো তিনি.. এই বলে খলীফার দিকে ইশারা করে এবং তারা নীচু গলায় কথা বলে, যাতে খলীফার ঘুম ভেঙ্গে না যায়।

: কিন্তু কোথায় তাঁর দেহরক্ষী?!!.. কোথায় দ্বাররক্ষী?!! বিস্ময়মাখা কণ্ঠে হরমোযানের জিজ্ঞাসা।

: তাঁর কোনো দেহরক্ষী নেই। দ্বাররক্ষী নেই। নেই কোনো কেরানী এবং বৈঠক খানাও।

ধীরে ধীরে তাদের কথার আওয়ায বেড়ে যায়। ফলে খলীফার ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি আড়মোড়া ভেঙ্গে সোজা হয়ে ওঠে বসেন। তারপর হরমোযানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন : হরমোযান?

www.pathagar.com

: জী-হ্যাঁ, আমীরুল মুমিনীন।

খলীফা হযরত উমর ফারূক রাযি. ক্ষণিকের জন্যে ভাবনার জগতে হারিয়ে যান। তাঁর সে ভাবনার কারণ ছিলো হরমোযানের গায়ের জমকালো পোশাক। অতঃপর বলেন : 'মহান আল্লাহর কাছে জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় চাই এবং তাঁর কাছেই সাহায্য কামনা করি।'

এরপর আবেগঝরা কণ্ঠে তিনি বলেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذَلَّ بِالْاِسْلَامِ هٰذَا وَاَشْيَاعَهُ، يَامَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهٰذَا الدِّيْنِ، وَاهْتَدُوْا بِهَدْيِ نَبِيِّكُمْ وَلَاتَبْطِرَنَّكُمْ الدُّنْيَا فَاِنَّهَا غَدَّارَةٌ.

অর্থ : 'সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যে, যিনি এই দীনের সাহায্যে ইসলামের অনুসারীদেরকে সম্মানিত করেছেন। হে মুসলিম সম্প্রদায়! এ দীনকে তোমরা আঁকড়ে ধরো। তোমাদের নবীর নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন গড়ো। আর মনে রেখো! দুনিয়া যেনো তোমাদের অহংকারী না বানায়; কারণ সে ধোঁকাবাজ।'

উপস্থিত লোকজন বললো : আমীরুল মুমিনীন! ইনি আহওয়াযের বাদশাহ, তাঁর সঙ্গে কথা বলুন।

: না, তার গায়ে এ পোশাক থাকা অবস্থায় তার সঙ্গে কোনো কথা বলবো না।

তখন লোকজন হরমোযানকে ধরে নিয়ে যায় এবং তার গায়ে পরিহিত সব দামী পোশাক খুলে সাধারণ পোশাক পরিয়ে খলীফার সামনে হাজির করে। হরমোযান তখন নিরাপত্তা চায়।

www.pathagar.com

: না, যে বারা ইবনে মালেককে হত্যা করেছে, ইসলাম গ্রহণ ছাড়া আমি তাকে নিরাপত্তা দেবো না। খলীফা উত্তর দেন।

হরমোযান তখন ইসলাম গ্রহণ করে এবং হৃদয় দিয়ে ইসলামকে ভালোবাসেন।

হ্যাঁ, হযরত উমর ফারূক রাযি. প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম বীরযোদ্ধা, সর্বকাজে অগ্রগামী, ও আত্মোৎসর্গী সাহাবীর হত্যাকারীর কোনো আবেদনই ইসলামগ্রহণ করার আগে কবুল করেননি। কেননা ইসলামই একমাত্র জিনিস, যা মানুষের অতীতের সব পাপ মুছে দেয়।

*   *   *

www.pathagar.com

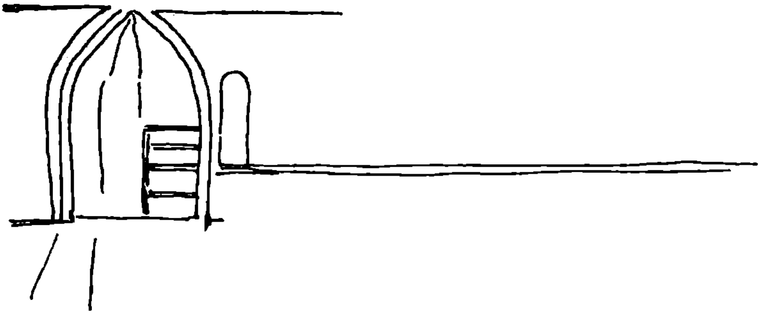

শহীদের পুরস্কার

হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি.-এর দীর্ঘ জীবনের লালিত স্বপ্ন ও পরম আকাংখা তখনি পূরণ হয়, যখন তিনি যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়ে লুটিয়ে পড়েন। মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ ও প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ লাভে ধন্য হোন। শামিল হয়ে যান পুণ্যময় শহীদের কাফেলায়। যারা মহান আল্লাহর প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে আপন জীবন বিলিয়ে দেয়, তাদের বিরাট পুরস্কারের বিষয়ে তিনি পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের একশত ঊনসত্তর থেকে একশত চুয়াত্তর নম্বর আয়াতের ভিতর ইরশাদ করেন−

وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ، بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
يُرْزَقُوْنَ. فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ، وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا
بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ اَلَّاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ. يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ
اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَاَنَّ اللّٰهَ لَايُضِيْعُ اَجْرَالْمُؤْمِنِيْنَ. اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ
مِنْ بَعْدِمَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ، لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌعَظِيْمٌ. اَلَّذِيْنَ
قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَقَالُوْا

www.pathagar.com

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ وَاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ، وَاللّٰهُ ذُوْفَضْلٍ عَظِيْمٍ.

অর্থ : আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে কখনো তুমি মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার কাছে জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন, তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে। আর যারা এখনো তাদের কাছে এসে পৌছেনি, তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ, তাদের কোনো ভয়-ভীতিও নেই কোনো চিন্তা-ভাবনাও নেই। আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের জন্যে তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এভাবে যে, আল্লাহ ঈমানদারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না। যারা আহত হয়ে পড়ার পরও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য করেছে, তাদের মধ্যে যারা সৎ ও পরহেযগার, তাদের জন্যে রয়েছে মহান সওয়াব। যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্যে লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; তাদের ভয় কর।' তখন তাদের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবী দানকারী। অতঃপর ফিরে এলো মুসলমানরা আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে, তাদের কিছুই অনিষ্ট হলো না। তারপর তারা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হলো। বস্তুত : আল্লাহর অনুগ্রহ অতি বিরাট।

একদা একদল লোক প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এলো জিহাদের ফযীলত সম্পর্কে জিজ্ঞাস করতে। তারা এসে বললো: হে আল্লাহর রাসূল! জিহাদের বরাবর কোনো আমল আছে কি?

তিনি উত্তর দিলেন : সে আমলের ক্ষমতা তোমাদের নেই।

তারা একই প্রশ্ন দুইবার কিংবা তিনবার করলো, আর প্রিয় নবীজী প্রতিবার একই উত্তর দিলেন: সে আমলের ক্ষমতা তোমাদের নেই।

www.pathagar.com

অতঃপর তিনি ইরশাদ করেন :

مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللّٰهِ لَا يَفْتُرُمِنْ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ حَتّٰى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থ : 'আল্লাহর পথের মুজাহিদের সমতুল্য কেবল সেই ব্যক্তি, যে সর্বদা রোযা রাখে, রাতভর নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করে এবং মুজাহিদ জিহাদ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যে নামায-রোযা থেকে বিরতি গ্রহণ করে না।'

অপর এক হাদীসে প্রিয় নবীজী মুজাহিদের ফযীলত বুঝাতে গিয়ে ইরশাদ করেন:

مَا اَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا، وَاِنَّ لَهُ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ الشَّهِيْدَ فَاِنَّهُ يَتَمَنّٰى اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرٰى مِنَ الْكَرَامَةِ.

অর্থ : 'জান্নাতে যাওয়ার পর কেউ দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাবে না, যদিও নাকি দুনিয়ার সমস্ত বস্তু তাকে দিয়ে দেয়া হয়, তবে শহীদ। সে আকাংখা করবে দুনিয়ায় ফিরে এসে দশবার নিহত হওয়ার, যে সম্মান দেখবে, তার কারণে।'

যেমন প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে শহীদ হওয়ার আকাংখা করতেন। তিনি ইরশাদ করেন:

وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ، لَوَدِدْتُّ اَنْ اَغْزُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاُقْتَلَ ثُمَّ اَغْزُوَ فَاُقْتَلَ ثُمَّ اَغْزُوَ فَاُقْتَلَ

অর্থ : 'ওই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন! আমার মন চায় আমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করি, তারপর শহীদ হই। আবার যুদ্ধ করি, তারপর শহীদ হই। আবার যুদ্ধ করি, তারপর শহীদ হই।'

www.pathagar.com

মাকতাবাতুল আশরাফ কর্তৃক প্রকাশিত
আপনার সংগ্রহে রাখার মত কয়েকটি গ্রন্থ

মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ওয়েব সাইট: www.maktabatulashraf.net

www.pathagar.com